বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

পঞ্চম পর্ব্ব। (সম্পূর্ণ)
(৪৯-৬০ খণ্ড)

কলিকাতা।

গণেশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২৭।

সূচী।

	পৃষ্ঠা।
অপোজম, ...	১৫৫
অমর সিংহ, ...	১০৩
আন্দামান দ্বীপ	১৮৬
আলামেও	১৮৩
ইম্পে, সর এলাইজা	১
ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যালয়,... ...	১৭
উপানৎ, ...	৮১
উদ্ভীজ্জের চেতনা ও অঙ্গসঞ্চালন	৯০
উদ্ভীজ্জের কায়িক সৌষ্টব, ...	৩৮
কচ্ছ দেশীয় মনুষ্য	১১৮
কলঙ্ক, চন্দ্রের, ...	১৩৬
খমসীন	৩০
গগণভেড়	১৪০
গড় রাজ্য ও রাণী দূর্গাবতী	৪৯
চন্দ্র-মণ্ডলস্থ কলঙ্ক	১৩৬
চেত সিংহের বিদ্রোহ	৬৫
ঝড়বৃষ্টির পূর্ব্বলক্ষণ	১৬৭
তামাকের বিপদ	১২৩
তার ও জরির পুরাবৃত্ত	১১
তাসোর জীবন চরিত	১০১
তুগ্‌লকাবাদ ও তৎসংস্থাপক	১৪
দুর্গাবতী রাণী	৪৯
দোদোপক্ষী	১১৩
দ্বারকা	৯

	পৃষ্ঠা।
নলচালা	১৬৬
নীলগাও বা নীলবৃষ	৭৪
নীলবৃষ	৭৪
নূতন গ্রন্থের সমালোচন	৩২
৪৭ ৫৮ ৯৩ ১০৭ ১২৪ ১৪১ ১৫৭ ১৭৫	
পতুয়া জাতি	১৬১
প্লেতোর জীবন বৃত্তান্ত	৭৬
বিড়াল	১২৯
বিষ্ণুধ্যানের কৌতুকাবহ অর্থ	১০১
বিদ্রূপকারী পক্ষী	১৪
বুটধারি বিড়াল	১১৯
বৃষ্টিবৈদ্য ও অদ্ভুদ বৃষ্টি	১৩১
ভল্লুক সুন্দরী	৪০
ভূতত্ত্ব	৮৫
যুগান্তরীয় প্রাণী	৯৭
যুগান্তরীয় অদ্ভুদ জন্তু	১২৯
রাজপুত্র ইতিহাস	৩,৫৫,১৭০
রামপুর রাজ্য	৩৩
সিসিরোর জীবন চরিত	৬৮
সূর্য্য	১৫২
সূর্য্যদেউল	৫২
সমুদ্র ও তাহার বর্ণ	৫৩
সেঁউতী বাঈ	২৪
হেফিৎসের জীবনচরিত	১৪৭

CONTENTS OF VOL V.

Amar Sinha, Maharana of Udaypur, ... 103
Aurangazeb, Raj Sinha's opposition to. ... 3
Balaramayana. 107
Beauty and the Beast. 40
Beneras, Revolt of Chait Sinha Raja of ... 65
Cecero, Life of 68
Chait Sinha, Raja of Benares. ... 65
Chandrakanta Sarma. 93
Color of Flowers. 48
Covering for the feet in various times and countries. 93
Cutch, Jarijahs of. 118
Devining Rod. 116
Distance of the Sun from the Earth. ... 159
Dodo, The 113
Durgavati Rani, History of ... 46
Dwarka in Guzrat, a place of pilgrimage. 9
East India Company's office in Leadenhall Street, 17
Earth, Distance of the sun from the ... 152
Egypt., Khamsin or hot-wind storms of. ... 39
Enemies of Tobacco. 123
Extraordinary Rain and Rain-Doctor. ... 31
Fall of Mewar. ... 115
Feet, Covering for the, in various times and counrites. 81
Flowers, their smell and color. ... 38
Fossil Saurians 97
Govindadeva Sastri. 107
Harimohan Mukhyopadhyaya. ... 106
Hastings, Life of Warren 147
History of the Rajputs. ... 3,55,170
——— of Gold L 11
——— of Rampur. 33
——— of Durgavati. 49
Jagach chandra Mojumdar, ... 93
Jarijahs of Cutch. 118
Impey, Life of Sir Eliza 1
Kavicharitra, ... 107
Khamsin or the hot-wind storms of Egypt. 30
Lace, History of gold. 11
Leadenhall street, East India Company's Office, 19
Life of Sir Eliza Impey. 1
——— Cecero, ... 98
——— Plato. 76
——— Warren Hastings. 147
Ludicrous interpretation of a sloka describing Vishnu. 101
Mahesachanbra Sarma 93
Man in the Moon. 136
Matter and Motion. 85
Moon, Man in the. 139
Mocking Bird. 145
Mewar, Fall of. 115
Mr Musarif Hussein's fables. ... 94
Motion, Matter and. 85
——— in Plants. 90
Nilgao, Identical with the Nilavrisha of the smritis. 74
Notices of New Books. 52, 47. 51. 107. 124. 141. 157. 176.
Nivatakavacha Vadha 93
Opposum. 166
Orissa, Potuyas of. 161
Pelican, The. 140
Potuyas of Orissa. 161
Plants, Motion in. 90
——— Life of. 66
Preadamite Saurians. 129
Prasuti Prasanga. 63
Prasanna Raghava. 107
Puss in Boots. 19
Rain and Rain Doctor 131
Raj Sinha's opposition to Aurangazeb. ... 3
Rajputs, History of the. 3,170,44
Rampur, Do. 34
Ratnavali, Notice of the.... ... 93
Revolt of Chait Sinha, Raja of Benares. ... 65
Saurians, Fossil 129. 63
Sea and its Glories. 53
Seuti Bayi, Story of. 24
Smell and Colour of Flowers. .. 38
Sringara Ratnakara. 107
Sun, Temple of the, ... 52
Sun, Distance of the Earth from the. .. 152
Tarkalankar's Proboha sataka- ... 93
Taranath Tarkaratna.. 107
Tasso, Life of. 101
Temple of the Sun. 52
Tobacco, Enemies of. 123
Tughlakabad. 1
Udayapur, Amar Sinha Maharana of. .. 103
Vishnu, Ludicrous interpretation of a Sloka describing. 101
Weather Fore-Cast. 167

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৪৯ খণ্ড

সর্ ইলাইজা ইম্পে।

লর্ড ক্লাইবের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বাবধি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের ভারতবর্ষীয়-রাজকার্য্য-সম্বন্ধে বিশেষ বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং তাহাতেই উক্ত কোম্পানি বাহাদুরকে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। তৎকালে পার্লেমেণ্টের অভিমতানুসারে ভারতবর্ষীয়-বৃটিষ-রাজকার্য্য-প্রণালী-সম্বন্ধে সুনিয়ম-সংস্থাপন-করণার্থ কতকগুলি নিয়ম পরিবর্ত্তিত করা হয়। এবং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দাবধি এতদ্দেশে এক জন গবর্ণর জেনেরেল এবং তদধীনে এক ব্যবস্থাপিকা সভা-স্থাপনের প্রস্তাব ধার্য্য হইয়া, কলিকাতায় প্রধান-বিচার-কার্য্য-নিষ্পাদনের নিমিত্ত "সুপ্রীম কোর্ট" নামক স্বতন্ত্র-বিচারালয়-সংস্থাপনের আজ্ঞা হইয়াছিল। ঐ নূতন-নিয়মানুসারে হেষ্টিংস সাহেব কলিকাতার প্রথম গবর্ণর-জেনেরলের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং সর্ ইলাইজা ইম্পে সুপ্রীম-কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি (চিফ্ জষ্টিস্) পদে অভিষিক্ত হইয়া ইংরাজী ১৭৭৪ সালে কলিকাতায় আগমন করেন। রবর্ট চেম্বর্স্, ষ্টিফন্ লিমেষ্টর এবং জন্ হাইড্ প্রভৃতি অপর তিন জন অনুযায়ী বিচারপতি ঐ সঙ্গে কলিকাতায় উপনীত হইয়া প্রধান বিচারালয়ে প্রাড্-বিবাকের আসনে উপবিষ্ট হন।

ইম্পে এতদ্দেশের মঙ্গল-সাধনার্থে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সম্মুখে যে সকল গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল তাহার আয়ত্ত করা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কঠিন হইল। তন্মধ্যে একটি ব্যাপার বঙ্গদেশীয়দিগের পক্ষে বিশেষ ঔৎসুক্য-জনক; তাহার বিশেষ এই; ইংরাজী ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের মৃত মহারাজের পত্নী কৌন্সেলে এক আবেদন করেন। তাহার কিয়ৎকাল-পূর্ব্বে মহারাজের অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্র অতিশিশু বলিয়া রাজ্ঞীর হস্তে বিষয়-কার্য্যের ভারা-

র্পণ করা হইয়াছিল। পরন্তু অল্প-দিবস-পরে কোম্পানি বাহাদুর রাজ্ঞীকে বিষয়-কার্য্যহইতে অপসৃত করিয়া তৎপদে এতদ্দেশীয় এক জন কর্ম্ম-চারীকে তাঁহার দাওয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়া এক জন ইংরাজ রেসিডেণ্টদ্বারা সকল কার্য্য সম্পাদন করাইতেছিলেন। রাজ্ঞী কৌন্‌সিলে যে আবেদন করেন, তন্মধ্যে ঐ দাওয়ানের দুর্ব্ব্য-বহার এবং রেসিডেণ্ট সাহেবের দুর্নীতির অভি-যোগ করা হইয়াছিল। অপর রাজ্ঞী আপন বাক্য প্রবলরূপে সব্যবস্থ করিবার জন্য ৯ লক্ষ টাকার এক হিসাব প্রদান করেন, এবং কহেন যে ঐ অর্থ কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্ম-চারিরা উৎকোচস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। এই অভিযোগ হেষ্টিংস্ সাহেবকেও স্পর্শ করিয়াছিল। যাহা হউক ঐ সময়ে হেষ্টিংস্ সাহেবের নামে তদ্রূপ অভি-যোগ ভূয়োভূয়ঃ উপস্থিত হয়, এবং কৌন্‌সিলে তদ্বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইতেছিল। এমত সময়ে রাজা নন্দকুমার হেষ্টিংস্ সাহেবের উৎ-কোচ-গ্রহণবিষয়ে কৌন্‌সিলে এক পত্র অর্পণ করিলেন। ঐ পত্র মেং ফ্রান্‌সিসের হস্তদ্বারা নীত হইয়াছিল, এবং তাহাতে হেষ্টিংস্ সাহে-বের উৎকোচ-গ্রহণের দোষ ক্রমে অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার হইয়া উঠিল। এমত সময়ে মোহনপ্রসাদ ঠাকুর নামা এক ব্যক্তি রাজা নন্দকুমারের নামে এক কৃত্রিম-লেখন-প্রস্তুত-করণ অপরাধের অভি-যোগ করিল। ঐ কল্পিত কৃত্রিম লেখন বহুকাল পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয়, তখন সুপ্রীম কোর্টের প্রসঙ্গও ছিল না; তথাপি ঐ বি-ষয়ের অভিযোগ নূতন সুপ্রীম কোর্টের ফৌজদারী-বিভাগে উপস্থিত করা হয়। সর্ ইলাইজা ইম্পে তৎকালে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছি-লেন, এবং তিনি পাঠদশায় মেং হেষ্টিংসের এক-শ্রেণীস্থ ছিলেন। তৎপ্রযুক্ত তাঁহার সহিত মেং হেষ্টিংসের পরম মিত্রতা ছিল। নন্দকুমারের ইহা এক অত্যন্ত ভাবনার বিষয় হইয়াছিল। সে যাহা হউক ১৭৭৫ অব্দের ৬ মে তারিখে নন্দকুমার ঐ অ-ভিযোগে ধৃত হইয়া কারাগৃহে প্রেরিত হন। তথা-হইতে তিনি এক আপত্তি উপস্থিত করেন যে কারা-বস্থায় থাকিয়া তিনি নিয়মিত স্নান পূজা প্রভৃতি কোন নৈমিত্তিক কার্য্য করিতে পারিবেন না, এবং তাহাতে তাঁহার জাতি বিনষ্ট হইবে। পরন্তু এই সকল আপত্তি-খণ্ডনার্থ কোন পণ্ডিতকে ব্যবস্থার জন্য আহ্বান করা হইল। তিনি এই বিষয়ে এই ব্যবস্থা প্রদান করেন যে কারাগৃহে অবস্থিতি-জন্য জাতিভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই; তাহাতে যে সকল অপরাধ হয় তাহা প্রায়শ্চিত্তদ্বারা অপ-নীত হইতে পারে; সুতরাং তাঁহাকে কারাবদ্ধ রাখা হইল, উদ্ধারের কোন উপায় হইল না।

এই ব্যাপার তৎকাল-প্রচলিত সকল নিয়মের বহির্ভূত হইয়াছিল। ঐ অভিযোগে সুপ্রীম কোর্টের কোন অধিকার ছিল না। যে আইনে ঐ বিচা-রালয় স্থাপিত হয় তাহাতে কলিকাতার বহিঃস্থিত এতদ্দেশীয় মনুষ্যের উপর ঐ বিচারালয়ের অধি-কার দেওয়া হয় নাই। অপর প্রাচীন দেওয়ানী আদালতের কএক বৎসর পূর্ব্বের ব্যাপার হঠাৎ নূতন বিচারালয়ের ফৌজদারী-বিভাগে আনা সঙ্গত ছিল না; অপরাপর অনেক বিষয়েও এই অভিযোগ অসঙ্গত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত সকলেই দৃঢ়-নিশ্চয়ে জানিলেন যে হেষ্টিংস্ সা-হেব কৌন্‌সিলে ফ্রান্‌সিস্, ক্লাবরিং, মন্‌সন্ প্রভৃতি সদস্যদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া, উৎকোচের অভিযোগহইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহার বন্ধু ইম্পের সাহায্যে তাঁহার বিরুদ্ধ প্রধান সাক্ষী নন্দকুমারকে অপসৃত করিবার চেষ্টা করি-তেছেন। এই বিশ্বাসের পক্ষে নানা প্রমাণ উপ-স্থিত হইল। ইম্পে বিচারপতির ন্যায় পক্ষপাত-

বিহীন না হইয়া বাক্য ও কার্য্যে স্পষ্টই প্রকাশ করিলেন যে তিনি অভিযোক্তার পক্ষ লইয়াছেন, এবং কথিত আছে যে তিনি রাজা নন্দকুমারের মোকদ্দমা শেষ করিবার পূর্ব্বে হেষ্টিংসের সহিত অনেক বার সাক্ষাৎ করিয়া মোকদ্দমা ঘটিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। অনন্তর বিচারে নন্দ-কুমারের দোষ তাঁহার মতে সপ্রমাণ হইবায় ফাঁসি-দ্বারা তাঁহার বিনাশের অনুমতি প্রদান ক[illegible] ইহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ অভিসন্ধি ব্যক্ত [illegible]। যেহেতু দেশীয় নিয়মে জালের মোকদ্দমায় প্রাণ-দণ্ডের বিধি নাই; ইম্পে তাহা বিলক্ষণ জানি-তেন। কিন্তু নন্দকুমারকে বধ করাই তাঁহার বন্ধুর প্রয়োজন ছিল, এবং তন্নিমিত্তই ইংরাজী নিয়মের অনুসারে ঐ নিয়ম প্রচলিত হইবায় পূর্ব্বের অপরা-ধিকে ঐ গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। অপর প্রচলিত নিয়মানুসারে বিলাতের আদালতের অভিমত-গ্রহণের জন্য দণ্ড দিবার কালবিলম্বের প্রার্থনা করিলে তিনি নন্দকুমারের পক্ষের কৌন্‌সলীকে তিরস্কার করেন। রাজা মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রিতে সুস্থির-অন্তঃকরণে আপনার আত্মীয়-বর্গের নিকট শেষ-বিদায়-গ্রহণপূর্ব্বক নিজ-কর্ত্তব্য কার্য্যসকল সমাধা করেন। পর-দিন-প্রাতঃকালে তিনি স্বচ্ছন্দমনে শিবিকায় আরোহণ করিলেন। অন-ন্তর ফাঁসিকাষ্ঠের সন্নিহিত হইয়া কোন বিশ্বস্ত ইংরাজের প্রতি তাঁহার পুত্র গৌরদাসের রক্ষার ভার-প্রদান-পূর্ব্বক বধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। তৎস্থলে অসঙ্খ্য লোকের জনতা হইয়াছিল। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া বিষণ্ণমনে দণ্ডায়মান ছিল। যৎকালে ফাঁসির সঙ্কেত করা হইল তৎকালে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী প্রায় সমুদায় লোক তটস্থ ও সশঙ্কিত হইয়া শূন্যহৃদয়ে পশ্চাদ্ভাগে নেত্র-নিক্ষেপপূর্ব্বক ত্বরায় তথাহইতে প্রস্থান করিলেন; ও রাজা নন্দকুমার শেষ বিদায় লইয়া কৃতান্তের সদনে অভ্যাগত আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সর্ ইলাইজা ইম্পের এই বিচারে তাঁহার নাম চিরতিরস্করণীয় হইয়াছে। তাঁহার অপর কএকটী বিচারও প্রায় এই-প্রকার হইয়াছিল। তাহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ নিন্দা হয়। অপর প্রথমতঃ স্বাধীনতার বিলক্ষণ আস্ফালন করিয়া অবশেষে হেষ্টিংস্ সাহেবের নিকট দেওয়ানি আদালতের বিচারপতির পদ গ্রহণ করিয়া তিনি নিতান্ত নিন্দনীয় হইয়া এখানকার কর্ম্মহইতে পরিচ্যুত হইয়াছিলেন। অনন্তর ইংলণ্ডীয়-মহাসভা পার্লমেণ্টের অভিপ্রায়ানুসারে তিনি ১৭৮২ অব্দের মে মাসে ইংলণ্ডে আহূত ও তথায় নানাপরাধে অভিযুক্ত হন। তাঁহার প্রতিকৃতি প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

রাজপুত্র-ইতিহাস। ৩

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ-নামক মাসিক পত্রে ভুবনবিখ্যাত বীরাগ্রগণ্য মিবারাধি-পতি রাজপুত্র পৃথ্বীপাল-বৃন্দের ইতিহাস আরম্ভাবধি জগৎসিংহের মৃত্যুপর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে অনুকীর্ত্তিত হইয়াছে। এতৎ পত্রে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনার্থে তদ-বশিষ্ট ভাগ প্রকাশ করা অভিপ্রেত।

মহারাণা জগত্ সিংহ ভদ্রতা ও সৌজন্য গুণে পৃথিবীর অখণ্ডনীয় মান্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা কর্ণের প্রতিজ্ঞার ন্যায় অব্যর্থ ছিল। বাস্তবিক তিনি রাজস্থানে দুরাচার যবনদিগের নিষ্ঠুর আক্রমণ নিবারণ জন্য যে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা-পরতন্ত্র হইয়া-ছিলেন; তাহা তাঁহারই ভুজবল ও দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপদ্বারা নিষ্পাদিত হইয়াছিল। তিনি রাজস্থানের অত্যাচারী প্রতিবৈরী অসভ্য মোগলদিগকে এতাদৃশ পীড়নের সহিত দূরীকৃত করিয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহার আধিপত্যের শেষ ভাগ নিষ্কণ্টকে অতিবাহিত হয়। মহারাণা জগত্ সিংহের অতুল সম্ভ্রম, খ্যাতি, শৌর্য্য, ও পরাক্রম, শাহজহাঁ

সম্রাট যেরূপ বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন তাহা তাঁহার লেখনীদ্বারা স্পষ্ট সুব্যক্তীকৃত আছে। তদ্ভিন্ন তাহা ইংলণ্ডীয় দূত ও রাজস্থানের রাজপুত্র-কুলচরিত-লেখক-দিগদ্বারা অতিবিসদরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

মহারাণা জগৎ সিংহের পরলোক-প্রাপ্তির পর ১৭১০ সংবৎসরে (ইং ১৬৫৪ অব্দে) মহারাণা রাজ-সিংহ পিতার আসনে অধিরূঢ় হন। পরন্তু তাঁহার মাতৃভূমি দীর্ঘকাল যেরূপ কুশলে ছিল তাঁহার আধি-পত্যকালে সেরূপ কুশলে রক্ষিত হইবার উপায় রহিল না। নানা-অলঙ্ঘনীয় হেতুবশতঃ মহারাণা রাজসিংহ স্বদেশে সমরবহ্নি-প্রজ্বলিত-করণে প্রণোদিত হন। মোগল সম্রাট্ শাহজহাঁ তৎকালে অতিবৃদ্ধাবস্থায় উপ-নীত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার দুর্বৃত্ত পুত্রেরা ভারতবর্ষের বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রাপ্তির লোভে লোলুপ হইয়া তদীয়-সিংহাসনাধিকার-হরণ-করিবার চেষ্টায় রত হন, এবং সেই দুরাশয়তা-সাধনার্থ তাহারা অধি-কাংশ রাজপুত্র-রাজন্যবর্গকে স্ব স্ব পক্ষে সাহায্য-প্রদান-জন্য উপরোধ করিয়াছিলেন। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী; অতএব রাজসিংহ তাঁহারই সহায়তা করেন। পরন্তু ফতেহাবাদের শেষ যুদ্ধে ঔরঙ্গজেব জয়ী হইলেন। তাহাতে ঐ গৃহবিবাদের উপশান্তি হইয়া গেল; সম্রাড্-বংশ-সম্ভূত যবন রাজ-কুমারগণকে পরস্পর-বিবাদোৎপন্ন-শোণিতে আর পৃথি-বীকে অধিক সিক্তা করিতে হইল না। কেবল ঔর-ঙ্গজেব মোগল-রাজ্যের অধিপতি ও আত্মীয়-ঘাতিতা-বিষয়ে অখণ্ডনীয় পাপের অধিকারী হইয়া বৃদ্ধ পিতাকে কারাবদ্ধ করত যে কএকটী ভ্রাতাকে ধরিতে পারিলেন তাহাদিগকে শিরশ্ছেদনদ্বারা নিহত করিলেন।

ভারতবর্ষের মোগল প্রভুত্ব-সংস্থাপক যে সদভি-প্রায়ের উপষ্টম্ভ করিয়া যান, অকবর শাহ, জাহাঙ্গীর এবং শাহজহাঁ সে নিয়মের কদাপি অন্যথাচরণ করেন নাই। বাস্তবিক তাঁহারা রাজপুত্র-রমণী-গর্ভসম্ভূত বলিয়া বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু ও মুসলমান প্রজাগণকে তুল্য-রূপে প্রতিপালনদ্বারা সকলকে বশে রাখিয়াছিলেন। পরন্তু ঔরঙ্গজেব তাতার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, এবং স্বভা-বতঃ হিন্দুদিগের প্রতি বিজাতীয় দ্বেষ ও ঘৃণা থাকায় তন্নি-য়মের উচ্ছেদ করেন, এবং উক্ত গর্হিত কার্য্যের বিসদৃশ ফল এই রূপে পরিণত হইল যে পূর্ব্ব-সম্রাড্-গণের ধীরতা এবং চতুরতাদ্বারা রাজস্থানের শ্রেষ্ঠতর নৃপতিগণের সহিত প্রণয়ের যে দৃঢ়তা হইয়াছিল তাহা শীঘ্রই শি-থিল হইবার উপক্রম হইল। ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মান্ধতা-বশতঃ সকল রাজ্যে অনুচিত অন্যায় অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং মোগল আধিপত্যের মূলে তিনি ইচ্ছা-বশতঃ যে কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা নিবারণ করিতে কেহই শক্ত হইল না। রাজপুত্র ভূ-পালকুল তাঁহার প্রতি দারুণ অসন্তুষ্ট হইলেন; এবং তাহাতেই মহারাষ্ট্র-দেশের প্রসিদ্ধ ভূপাল শিবজী স্বদেশের (দক্ষিণ দেশের) পরাধীনতা-বিমোচন-জন্য বিশিষ্টরূপ শুভাবহ সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। পরন্তু বৈষয়িক-বিদ্যা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় ঔরঙ্গজেব স্ববংশীয়ের কাহার অপেক্ষা কনিষ্ঠ ছিলেন না, এবং অতিগভীর শঠতায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন; তদুপলক্ষে সদ্বক্তা ওরম্ সাহেব লিখিয়াছেন "ঔরঙ্গজেবের এই শঠতা তাঁহার বলের সহিত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এবং তদ্দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তিনি যে বিগর্হিত পাপাচরণদ্বারা রাজ্য লইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে তাহার মুসলমান প্রজার অসন্তোষ-অপনয়ন-করণার্থে ও তাহাদের সন্তুষ্টি-সাধনার্থে তাঁহার হিন্দু প্রজাদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে যৎপরোনাস্তি তাড়না হইতে লাগিল, এবং খড়্গের চালনা স্থগিত রহিল না; বোধ হইল যেন তিনি দুষ্কৃতিদ্বারা যে হস্তদ্বয়কে দূষিত করিয়াছিলেন, প্রজার শোণিতে সেই হস্তদ্বয় ধৌত-করণার্থ অকাতরে ভারতবর্ষের শোণিত-স্রোতঃ প্রবাহিত করিতেছেন।" পরন্তু অবিরত অত্যাচারের ফলে হয় রাষ্ট্রবিপ্লব নতুবা রাজস্বক্ষতি। ঔরঙ্গজেবের পক্ষে এই অত্যাচারের ফল সাম্রাজ্যের আয়ের অত্যন্ত ন্যূনতা-রূপে প্রকাশ পাইল। তন্নিবন্ধন সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব হিন্দু-দিগের ধর্ম্মের উপর এক কর নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ঐ ঘৃণিত করের নাম "জজিয়া", এবং যে কেহ হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিবে তাহাকে ঐ কর দিতে হইবে, এই আজ্ঞা হইল; তাহাতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাহারও নিষ্কৃতি রহিল না।

ঐ সময়ে তাঁহার আর এক দুষ্কৃতি-সাধন-বাসনাও অতিশয় বলবতী হইয়াছিল, তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। রূপনগরের রাজবালা পরমরূপবতী ও অত্যন্তগুণবতী ছিলেন। তাঁহার রূপলাবণ্যের সুখ্যাতি সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত হইয়াছিল। গর্ব্বিত সম্রাট্ মনে মনে স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে

"রাজপুত্রী আমার মন্তব্য শুনিবামাত্র বশ্যতা স্বীকার করিবেন; আর আমি দূত প্রেরণ করিলে কেহই তাহার প্রতিরোধ করিতে সাহসী হইবে না।" এই ভাবিয়া পূর্ব্বে ইহার প্রস্তাব করা অনাবশ্যক-বোধে ঐ রাজবালাকে নিজালয়ে আনয়নের জন্য তিনি একেবারেই অনুচর-দিগকে প্রেরণ করিলেন। ঐ রাজবালা মাড়বার-রাজবংশ-সম্ভূতা এবং স্বজাতির বীর্য্য ও প্রভাবে পরি-পূর্ণা ছিলেন, তন্নিমিত্ত সম্রাটের উক্ত কুৎসিত প্রস্তাব শ্রবণমাত্র অত্যন্ত ঘৃণার সহিত তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। পরন্তু ঐ প্রস্তাবের প্রণোদনার্থে দুই সহস্র অশ্বারোহী আসিয়াছিল। তাহাদিগের হস্তহইতে তাঁহার পিতা তাঁ-হাকে রক্ষা করিতে পারেন না। এই অবস্থায় তিনি রাজপুত্র-কুল-চূড়ামণি রাজসিংহের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া এক পত্র পাঠাইলেন, এবং তাহাতে এই প্রশ্ন করিলেন যে "রাজহংসী কি বকের ভাগ্যে পড়িবেক? বিশুদ্ধ-কুলসম্পন্না রাজপত্নী কি যবনের জায়া হইবেক?" তাহাতে ইহাও লিখিলেন যে উপস্থিত বিপদ্হইতে পরিত্রাণ না পাইলে তিনি আত্ম-হত্যা-দ্বারা কুল-মান রক্ষা করিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি জঘন্য অধম যবনের মহিষী হইয়া পিতৃকুলে কলঙ্ক-প্রদান কোন ক্রমে করিবেন না। একে স্বয়ং শৌর্য্যগুণের পরাকাষ্ঠা, দ্বিতীয় স্ববংশীয়া রূপ-যৌবন-সম্পন্না রাজবালার অনু-রোধ; তদপেক্ষা গুরুতর প্রণোদনের কারণ রাজপুত্র-পক্ষে ঘটা অসম্ভব। মিবারাধিপতি পত্র পাইবামাত্র সসৈন্যে সম্রাটের ব্যূহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক প্রতিদ্বন্দীদিগকে পরাভূত করিয়া রাজবালার উদ্ধার সাধন করিলেন। দুর্বৃত্ত ঔরঙ্গজেব নানা দুষ্কৃতিদ্বারা পূর্ব্বাবধি রাজপুত্র-দিগের যৎপরো নাস্তি অপ্রিয় হইয়াছিলেন। এই ক্ষণে মহারাণা যশোবন্ত সিংহের কন্যাকে নিজ সদনে আন-য়নের আদেশ করায় রাজপুত্র-মহীপালগণ একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, এবং রাজসিংহ ঐ কন্যার উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে যবন-দমনের কর্ত্তৃত্বের ভার সমর্পণ করিলেন।

ঐ সময়ে অপর এক ঘটনা উপস্থিত হইল, তাহাতেও যবন ও রাজপুত্র মধ্যে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবার কারণ হইল। ঔরঙ্গজেব মাড়বারের অধিপতি যশোবন্ত সিংহকে বিষপ্রয়োগদ্বারা বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ মহানু-ভাবের মহিলা আপন অপোগণ্ড শিশু অজীত সিংহকে লইয়া আপন পিত্রালয়ে মিবারাধিপতির শরণ লইলেন। মহারাণা রাজসিংহ তৎক্ষণাৎ মাড়বারের শিশু রাজা ও রাজ-মাতাকে আশ্রয়-দিয়া উভয়কে কৈলবা-নগরের রাজভবনে সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাদের সংরক্ষার ভার দুর্গাদাস-নামা সম্ভ্রান্ত-রাঠোর-বংশীয় এক প্রসিদ্ধ পরাক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করিলেন।

অনন্তর মহারাণা রাজসিংহ ঔরঙ্গজেব সম্রাটকে এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণ করার বিরুদ্ধে চমৎকার হেতুবাদ দর্শিত হই-য়াছিল, এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের উপর রাজ্য-করণ-বিষয়ে অদ্বিতীয়-নীতি-সহ উপদেশের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইতিহাস লেখকেরা মহারাণার ঐ পত্রের যথেষ্ট প্রশংসা লিখিয়াছেন। যাহা হউক সম্রাট্ ঐ পত্র-দৃষ্টে অতিশয় কোপান্বিত হইয়া মিবারাধিপ-তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন এবং তদর্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশহইতে আত্মীয় অনুকূল বন্ধু-বর্গকে আহ্বান করিলেন।

অনন্তর ঔরঙ্গজেব সঙ্গ্রামের মহা আয়োজন-সহকারে অতিসমারোহে মিবারে প্রবিষ্ট হইয়া সমভূমি সকল স্থান অনায়াসে অধিকৃত করিলেন। তাহার সহিত চিতোর, মণ্ডলগড়, মণ্ডেশ্বর, জীরণ, প্রভৃতি প্রধান ২ নগর-সকলও ঐ যবনের হস্তগত হইল। এদিকে রাজসিংহ জানিতেন যে তাঁহার অল্প সৈন্য যবনের দুর্নিবার সমুদ্র-তরঙ্গবৎ সৈন্য-মালাকে সমভূমিতে অবরোধ করিতে পারিবেক না। এবিধায় তাহাদিগকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়া তৎসা-হায্যে আরাবল্লী পর্ব্বতের উন্নত স্থানসকল রক্ষিত করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতনিবাসী পুলিন্দ, পালিপত প্রভৃতি আদিম অসভ্য লোকেরা হিন্দুপতি মহারাণার পক্ষে সহায়তা করিতে শর কোদণ্ড হইয়া একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হইল। রাজপুত্র-সৈন্যাধ্যক্ষগণ এমন সতর্কতার সহিত দুর্গ-রক্ষা করিতেছিলেন যে আক্রমণ-কারী যবন-পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ তাহার অণুমাত্র অভিপ্রায় প্রণিধান করিতে সমর্থ হইতে পারিলেন না। রাজসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র আরাবল্লী পর্ব্বতের শিখর-দেশ-রক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন; রাজকুমার ভীমসিংহ পশ্চিমদিক্স্থ গুজরাটের পথ অবরোধ করিয়া রহিলেন; এবং মহারাণা স্বয়ং প্রধান যোদ্ধৃগণ-সমভিব্যাহারে নয়ন-নামক গিরিশঙ্কট বা পার্ব্বত্য পথ রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপ সৈন্য সংস্থাপনের অভিপ্রায় বুঝিবার জন্য স্মরণ করা আবশ্যক যে উদয়-পুরের চতুর্দ্দিগে পর্ব্বত-মালা বিস্তৃত আছে,

তন্মধ্যে পূর্ব্বপার্শ্বে, যে দিগ দিয়া যবনেরা আসিয়াছিল, তথায় তিনটী গিরিসঙ্কট দিয়া উদয়পুরে প্রবিষ্ট হওয়া যায়; তাহার সর্ব্বোত্তরটীর নাম ফইলবারা, মধ্যটীর নাম দোবারী; এবং দক্ষিণটীর নাম নয়ন। ঔরঙ্গজেব আসিয়া দোবারীর পার্শ্বে উদয়-সাগর-হ্রদের সম্মুখে শিবির সংস্থাপন করিলেন, এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র অকবরকে সসৈন্যে পর্ব্বত-পথমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে আদেশ করিলেন। অকবরও পিতাজ্ঞানুসারে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া উদয়পুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু জনপ্রাণী কাহাকেই নয়ন-গোচর করিলেন না। রাজপুরী, উদ্যান, রম্য তড়াগ, বিপণি প্রভৃতি সকল স্থান তাঁহার নেত্রগোচর হইতে লাগিল; পরন্তু কোন স্থলেই প্রতিরোধ প্রাপ্ত না হইবায় মনে মনে এই অহঙ্কারে গর্ব্বিত হইলেন যে মহারাণা ভীরুতা-বশতঃ এই সকল রম্যপ্রদেশ ও সুখদস্থল পরিত্যাগ করিয়া শৈলারোহণ করিয়াছেন। ইহা ভাবিয়া বিশ্রাম-অভিলাষে শিবির সংস্থাপন করিলেন। সৈনিক-পুরুষেরা সকলে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইবায় অবসর প্রাপ্ত হইলে কেহ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছে, কেহ পাক-সমাধান্তে ভোজনে উপবিষ্ট হইয়াছে, কেহ বা পাশ-ক্রীড়ায় মত্ত রহিয়াছে। ইত্যবসরে মিবারের রাজকুমার এক কক্ষহইতে শত্রুশিবিরের উপর উৎক্রোশ পক্ষীর ন্যায় প্রবল-বেগে আক্রমণ করিলেন। অন্য-কক্ষে দোবারীর পথে স্বয়ং মহারাণা পুত্রের সহায়তার কারণ মধ্যস্থলে আসিয়া অকবরের সৈন্যসকলকে দৃঢ়রূপে প্রতিরোধিত করিলেন। অকবর ইহাতে বিষম শঙ্কটে পড়িলেন। পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই, এবং তাহারও পথ বিষম সঙ্কীর্ণ। এতদবস্থায় তিনি গোগুণ্ডার গিরি-সঙ্কটদিয়া মাড়বারে প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রাজকুমার জয়সিংহ সেই-স্থান-রক্ষার্থ ইতিপূর্ব্বে ভীল-সৈন্যদলকে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা পর্ব্বত-শিখরহইতে প্রস্তর-বর্ষণ করিতে লাগিল, সুতরাং সম্রাট-পুত্র সেস্থানদিয়াও রাণার সৈন্যদিগের অপ্রতিহত বেগ অতিক্রম করিয়া প্রস্থান করিতে সক্ষম হইলেন না। দারুণ দুর্ব্বিপাক উপস্থিত। চারিদিক্ রাজপুত্র-শত্রু-কর্তৃক পরিবেষ্টিত। অধিকন্তু শস্যের নিতান্ত অসদ্ভাব ঘটিবায় সৈন্যসকল হাহাকার করিতে লাগিল। দুই এক দিবসের মধ্যে যবন-শিবিরস্থ সৈন্যেরা মহারাণার কারাগ্রস্ত হইবে এমন কল্পনা বোধ হইতেছে; এমন সময়ে দয়ার্দ্রচিত্ত মহারাণা শত্রুদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া ফইলবারার পথদিয়া অকারণে শত্রুদিগের পথ অভিমুক্ত করিয়া দিলেন। যে সময়ে অকবর-সাহ গোগুণ্ডার সঙ্কট পথে অবরুদ্ধ হন সেই সময়ে ঔরঙ্গজেবের পুত্রের সাহায্যার্থে তাঁহার সুবিখ্যাত সেনানী দিলাবর খাঁকে মাড়বারহইতে উদয়পুরে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন, এবং তদনুসারে ঐ যোদ্ধা দৈসুবার গিরি-সঙ্কটে প্রবেশ করেন। ঐ প্রবেশ করায় তাহাকে কেহ কোন বাধা দিলেক না; কিন্তু পরে সঙ্কীর্ণ ও বক্র পথের মধ্যে অভিভূত হইবায় বিক্রম সোলাঙ্কি ও গোপীনাথ রাঠোরের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া সেই স্থানেই তুমুল যুদ্ধে একেবারে সসৈন্যে বিনষ্ট হন।

রাজপুত্র-কুলের লক্ষ্মী মিবার-সৈন্যদিগকে এই প্রকারে অনুকূল হইবায় রাজপুত্র অনীকিনীগণ অনেক স্থানে জয় লাভ করিয়া লুণ্ঠনদ্বারা বিশেষ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তখনও যবন-সম্রাট মিবার পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি দোবারি-নামক স্থানে পুত্র ও অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত পরিবৃত হইয়া সঙ্গ্রাম-চিন্তাতে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। এমত সময়ে অপর এক শত্রু আসিয়া যবন-সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে ঔরঙ্গজেব নিজ বিশ্বাস-পাত্র নিরপরাধী সেনাপতি মাড়বারের অধিপতি মহারাণা যশোমবন্ত সিংহকে বিষ-প্রয়োগ দ্বারা বিনষ্ট করেন, ও তদীয় পুত্র কলত্র প্রভৃতি আত্মীয়গণকে যবন-ধর্ম্মাক্রান্ত-করণাশয়ে প্রধান প্রধান রাজপুত্রগণের শোণিতে বসুধাকে অভিষিক্ত করেন। মহারাণা রাজসিংহ শিশু রাণা অজীত সিংহের জীবন-রক্ষার্থ দুর্গাদাসের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। সেই বিক্রম-কেশরী রাঠোর-বংশীয় প্রসিদ্ধ দুর্গাদাস আসিয়া মহারাণার সহিত সমবেত হওত যবন সম্রাটকে রাজস্থানহইতে দূরীভূত-করণার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া শত্রুর শিবির আক্রমণ করিলেন। সম্রাটের পক্ষে সুশিক্ষিত ফরাশি কামান-পরিচালক ব্যক্তি যথেষ্ট ছিল। অপর পক্ষে কামানের বিলক্ষণ অসদ্ভাব ছিল। পরন্তু ফরাশিরা কোন অংশেই দুর্ব্বিজয় রাজপুত্র সৈন্যদলের সহিত বহুক্ষণ সঙ্গ্রামে স্থির থাকিতে পারিল না; আশু সমর-ক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থানে প্রণোদিত হইল, এবং সম্রাটের যাবদীয় হস্তিযূথ ও সমর-সজ্জা দ্রব্যসামগ্রী রাজপুত্রদিগের লব্ধ হইল। এই পরম মঙ্গল ঘটনা সংবৎ ১৭৩৭ অব্দের ফাল্গুন মাসে সম্পন্ন হইয়াছিল।

অনন্তর সম্রাট্ পরাভূত সৈন্যসকলকে চিতোরের দুর্গের প্রাচীর-পার্শ্বে একত্র করিয়া দক্ষিণ দেশহইতে মুআজ্জম নামা পুত্রকে মিবারে আসিতে অনুমতি করেন। মুআজ্জম তৎকালে মহারাষ্ট্রীয় শিবজীর প্রতিকূলে অস্ত্র চালনা করিতেছিলেন, সুতরাং আর তাঁহার দক্ষিণদেশ রক্ষা করা হইল না। তিনি পিতাদেশে ত্বরায় সঙ্গ্রামহইতে নিরস্ত হইয়া মিবারে পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সুবিখ্যাত শিবজী তৎসুযোগে অক্লেশে দক্ষিণদেশে বিস্তীর্ণ আধিপত্য বিস্তৃত করত দক্ষিণদেশ শাসত করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রসিদ্ধ জয়মলের বংশধর সুবলদাস-নামা জনৈক রাজপুত্র সেনাপতি সম্রাটকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশে চিতোর এবং অজমীরের মধ্য দেশে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে সম্রাটের সংবাদাদি প্রেরণের পথও একবারে অবরুদ্ধ হইল। তৎকালে তাঁহার জীবন লইয়া পলায়ন করাও সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল। পরিশেষে নিতান্ত অবমানিত হইয়া চিতোরে আপন দুই পুত্র অকবর ও মুআজ্জমকে রাখিয়া স্বয়ং মিবারহইতে প্রস্থান করিয়া অজমীরে উপনীত হইলেন। সেই স্থানে খাঁ রোহিলা নামক তাঁহার এক জন সেনাপতি দ্বাদশ-সহস্র যোদ্ধা লইয়া উপস্থিত ছিল। তাহাকে তিনি সসৈন্যে সুবলদাসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহারা পুরমহলে সুবলদাসের সম্মুখে নিপতিত হয়, এবং এক তুমুল সঙ্গ্রামের পরে পরাভব মানিয়া সঙ্গ্রাম-ক্ষেত্রহইতে প্রস্থান করে।

যৎকালে মহারাণা রাজসিংহ, জ্যেষ্ঠ পুত্র ও সংযোজিত দলের সহিত প্রবল পরাক্রান্ত দিল্লীশ্বরের দুর্ব্বিজয় সৈন্য সকলকে পরাভূত করিয়া অসচ্ছল চিত্তে মন্দ বাসনা প্রিয় সম্রাটের অভিমান-চূর্ণ-করণে ব্যাসক্ত ছিলেন, সেই সময়ে রাজকুমার ভীম সিংহ পশ্চিমদিকে সমর ব্যর্থ অতিবাহিত করেন নাই। মিবারের মধ্যে যেমন যবন-সৃষ্টি-সংহারের নিমিত্ত রাজসিংহ মহানল প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন, তিনিও সেই প্রকার মহাভীষণ সঙ্গ্রামানল প্রজ্বলিত করিয়া সমস্ত গুজরাট-রাজ্যের প্রোজ্জ্বল ঐশ্বর্য্য উক্ত হুতাশনে নিক্ষেপের অভিমনন করিয়াছিলেন; বাস্তবিক ইদর হোসনকে দূরীভূত করিয়া বহুতর গ্রাম ও নগর জয় লুণ্ঠনাদিদ্বারা কতিপয় শ্রেষ্ঠতর দুর্গ অধিকৃত করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি যে সময়ে ভীমরণোন্মত্ততার সহিত সৌরাষ্ট্র-দেশে উপনীত হন তৎকালে দেশত্যক্ত দূরীকৃত লোকেরা মিবারে আসিয়া মহারাণা রাজসিংহের শরণাপন্ন হইয়াছিল। রাণা তাহাদিগের দারুণ-দুরবস্থা-বিলোকনে আর্দ্রচিত্ত হইয়া ভীম সিংহকে সঙ্গ্রামে নিষেধ করেন।

প্রসিদ্ধ আছে যে রাজপুত্র পৃথীপালগণ পূর্ব্ব যবন-সম্রাটদিগের প্রতি সর্ব্বদা সদ্ভাব প্রদর্শন করিতেন। পরন্তু দিল্লীর বর্ত্তমান সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের দুরাশয়তা ও কুটিলতা নিবন্ধন তিনি এক্ষণে রাজপুত্রগণের এতাদৃশ অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিলেন, যে যাবৎ তাঁহার অতুল প্রভাবের প্রশমন করা না হইল তাবৎ কোন রাজপুত্রই তাঁহার বিপন্ন দশায় অণুমাত্র দুঃখিত হইলেন না। তিনি চারিদিক হইতেই সঙ্গ্রামের ভয়াবহ ভীষণ মূর্ত্তি বিলোকন করিতে লাগিলেন। মহারাণার প্রধান সচিব দয়ালশাহ অত্যন্ত সাহসিক এবং সুচতুর লোক ছিলেন। তিনি দুর্জ্জয় এক-দল-সৈন্য-সমভিব্যাহারে মালব-দেশ আক্রমণ করত নর্মদার তীরহইতে বেতবা নদী পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান উৎসন্ন করিলেন। সারঙ্গপুর, দিবাস, সরঞ্জ, মাণ্ড, উজ্জয়িনী, চান্দেরী, প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগর-সকল তাঁহাকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত ও কতিপয় প্রধান প্রধান দুর্গ তাঁহার আয়ত্তগত হইল। হিন্দুরা যবনদিগের জাতি বা ধর্ম্মের প্রতি কদাপি দ্বেষ ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিতেন না, পরন্তু ঔরঙ্গজেবের ধর্ম্ম-দ্বেষতায় রাজপুত্রদিগের ক্রোধাগ্নি এরূপ অসহ্যরূপে প্রলিজ্বত হইয়াউঠিয়া ছিল যে ঔরঙ্গজেবের অসদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে যবনদিগের ধর্ম্মের উপর তাঁহারাও অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল কূপগর্ভে নিক্ষেপ-করণ, তথা বলপূর্ব্বক কাজিদিগের শ্মশ্রু-মুণ্ডন ইত্যাদি দুরন্ত কার্য্য-সকল অতঃপর নিষ্পন্ন হইতে লাগিল, এবং যবনমশ্‌জিদ-সকল অহরহঃ ভস্মীভূত হইল।

অতঃপর সম্রাট্ পুনঃ পুনঃ রাজস্থানের বিরুদ্ধে যত সঙ্গ্রাম উপস্থিত করেন, সকল যুদ্ধেই পরাভূত হইয়া ক্ষতি এবং ক্ষোভের সহিত প্রত্যাগমনে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। পরিশেষে রাজস্থানের রাজন্যবর্গ সম্রাট্‌কে নিতান্ত হতমান ও নির্ব্বীর্য্য জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত-করণে ও তদীয় পুত্র অকবরকে তদীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত-করণের মনন করিলেন। অকবরও পিতৃদৃষ্টান্তে তাহাতে অনভিমত ছিলেন না। সকল আয়োজন প্রস্তুত হইল, ও রাজপুত্র-সৈন্য আসিয়া অকবরের সহিত মিলিত হইল। ঔরঙ্গজেব তৎকালে অতি অল্পসঙ্খ্যক সৈন্য লইয়া অজমীরে ছিলেন; ঐ সমবেত শত্রুর অবরোধ

করিতে অক্ষম; অতএব তাঁহার বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইল। পরন্তু চতুরতা তাঁহার সর্ব্বদা অনুচর ছিল, এবং তিনি তাহারই অনুসরণ করিলেন। তিনি অকবরের নামে এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে ছলনা করিয়া পুত্রের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া লিখিলেন যে "যে সময়ে রাজপুত্রেরা আমার শিবির আক্রমণ করিবে সেই সময়ে তুমি তাহাদের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে, যে যুক্তি করিয়াছ ইহা উত্তম হইয়াছে।" এই পত্র গুপ্তচর দ্বারা সেনাপতি দুর্গাদাসের শিবিরে নিক্ষিপ্ত হইল। দুর্গাদাস তদ্দৃষ্টে আর অকবরের সহায্য করিলেন না। অকবর পিতার নিকট পরাস্ত হইয়া পাঁচ শত রাজপুত্র রক্ষক সমভিব্যাহারে দক্ষিণদেশে পলায়ন করেন। তৎপরে একখান ইংরাজদিগের পোতারোহণে পারশ্যদেশে প্রস্থান করেন। অনন্তর সম্রাটের কর্ণগোচর হইল যে দক্ষিণদেশীয় মহারাষ্ট্রীয় অধীশ্বরের সহায়তায় অকবর পারশ্যে প্রস্থান-পূর্ব্বক কুশলতা লাভ করিয়াছেন। ইহাতে কুটিল সম্রাটের সততা-শূন্য অন্তঃকরণে রাজপুত্রদিগের সহিত বিগ্রহ-ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকা অধিক ভাবনার স্থল না হইয়া পুত্রের শত্রুসহ প্রণয়-বর্দ্ধন অধিক উদ্বেগের হেতু হইল। পরন্তু দুর্জ্জয় রাজপুত্র শত্রুকুল নিপাত করাও নিতান্ত অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। পদ এবং সম্ভ্রমের অধিকারী হইয়া সন্ধিজন্য হীনতা স্বীকার করিতে তাঁহার মন সর্ব্বদা ব্যথিত ও তৎপ্রযুক্ত দিবারাত্র তাঁহার অসূয়ান্বিত অন্তঃকরণ অন্তর্দ্দাহেই দগ্ধ হইতে লাগিল। এমন সময়ে বিকাপপ্রদেশের রাজা শ্যামসিংহ তাঁহার উদ্বেগের নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি বহুদিবস যবন-সৈন্যদলে প্রশংসিতরূপে সৈন্যাধ্যক্ষ কার্য্য করিয়া প্রতিষ্ঠা ও সম্ভ্রম উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশ-যাত্রা-চ্ছলে গুপ্তভাবে মহারাণা রাজসিংহের সমীপে উপনীত হইয়া সঙ্গ্রাম-প্রসঙ্গে বহুবিধ আলাপনদ্বারা এই অবগত করাইলেন যে যদিও ঔরঙ্গজেব স্বয়ং সন্ধির প্রস্তাব করিতে সম্মত নহেন, তথাপি সন্ধির প্রস্তাব হইলে তিনি তাহাতে সম্মত হইতে পারেন। মহারাণা অদ্বিতীয় ঔদার্য্য-সহকারে কিন্তু বিবেচনার ত্রুটিতে ঔরঙ্গজেবের বহু অত্যাচার সহ্য করিয়াও তাঁহার সহিত মিত্রতা-স্থাপনে অসম্মত হইলেন না। পরন্তু যবনেরা শঠতাক্রমে এই সন্ধির মন্ত্রণা দীর্ঘকাল ব্যাপৃত করিল। তাহাতে বর্ষা উপস্থিত হইল; ও কালবিলম্বে যবন পুনঃ দল বল সঙ্গ্রহ করিয়া বসিল। এমত অবস্থায় মহারাণা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন। সম্রাট্ চিতোরের অধীনস্থ স্থানসকল প্রত্যাখ্যানে অঙ্গীকৃত হইলেন। পরন্তু যে "জজিয়া" নামক ধর্ম্মবিরুদ্ধ শুল্কের সম্বন্ধে সঙ্গ্রামের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিতে বোধ হয় তাঁহার অভিমত ছিল না, যে হেতু সন্ধিপত্রে তাহার নামোল্লেখ হয় নাই। সে যাহা হউক প্রস্তাবিত সন্ধিসমাধা হইবার প্রাক্কালীন রাজপুত্রালয়ে এক দারুণ দুর্ব্বিপত্তি উপস্থিত হইল। রাজপুত্রনৃপতিবর্গ যে অতুলপ্রভাবান্বিত স্বদেশানুরাগী মহারাণা রাজ সিংহের প্রতাপে যবনসম্রাটের প্রভাব খর্ব্ব-করণে তাদৃশ সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছিলেন সেই রাজপুতানানাথ মহারাণা রাজ সিংহ সংবৎ ১৭৩৭ অব্দে দীর্ঘকাল যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ও মনঃশ্রান্ত হইয়া অনন্ত শয্যায় শয়িত হইলেন।

কয়েক বৎসর যাবত্ মারোভয় মিবার-প্রদেশ-মধ্যে প্রচুর-অনিষ্টোৎপাদন করিতেছিল; পরন্তু মহারাণার মৃত্যু ততোধিক ক্ষোভের নিমিত্ত হইল। রাজপুত্র বীরপুরুষগণ এতদ্ঘটনায় নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছিলেন। মহারাণা রাজ সিংহ যথার্থ মিবারের অমূল্য মণি ছিলেন। তাঁহার শত্রুরাও এ কথার অন্যথা স্বীকার করিতেন না। যদিও মিবারের অধিপতিসহ ঔরঙ্গজেব সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি যবন কোন ক্রমে মহারাণার শ্রেষ্ঠ গুণের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। সম্রাট্ অত্যন্ত উগ্রপ্রকৃতি-লোক ছিলেন। মহারাণা উদারস্বভাব, এবং প্রকৃত বীর পরাক্রান্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া যে যে মহাব্যাপার সঙ্গ্রাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে ইতিহাস-লেখকেরা যথার্থ তাঁহাকে স্বদেশানুরাগী তেজঃপুঞ্জ মহাশয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার দুর্বিজয় শত্রু যবন-সম্রাটের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ-সজ্জা উপস্থিত সত্ত্বেও তাঁহার আধিপত্য-কাল কেবল সঙ্গ্রামে পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি কতিপয় মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার আধিপত্য চিরস্মরণীয় করেন, তন্মধ্যে রাজসমুদ্র-নামক অত্যাশ্চর্য্য তড়াগ, ও এক মনোরম দেবালয় সর্ব্বাগ্রগণ্য। অপর অনাথ লোকদিগের প্রতিপালন জন্য এক বৃহৎ আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর তিনি স্বহস্তে স্থাপিত করেন; সাত বৎসরের পর তাহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হয়। এতদ্ভিন্ন তিনি স্বজাতির গৌরব-রক্ষার্থ বিধবা রাজপত্নীকে আশ্রয় প্রদান তথা ধর্ম্মবিরুদ্ধ শুল্কহইতে স্বদেশীয় লোকসকলকে উদ্ধার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াযথার্থ স্বদেশ-হিতৈষিতার পরিচয় প্রদান করিয়া ছিলেন।

দ্বারকা।

ভারতবর্ষের নানা ভূভাগে যে কয়েকটী বিশেষ বিশেষ স্থল আছে প্রায় তৎসমুদায় তীর্থ নামে বিখ্যাত। ঐসকল তীর্থস্থলে বর্ষে বর্ষে অথবা সময়ে সময়ে গৃহস্থ উদাসীন নাগা প্রভৃতি বহুবিধ সাম্প্রদায়িক লোকের সমাগম হয়। তজ্জন্য ভূগোলবিদ্যার সবিশেষ আলোচনা না করিয়াও অনেকে গয়া কাশী মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় বিশেষ অবগত আছেন, এবং তীর্থভ্রমণকারিণী অনেক বর্ষীয়সী রমণীরাও তৎ-তৎ স্থানসম্বন্ধে কতক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ইদানীং লৌহবর্ত্মের সুবিধানিবন্ধন আবালবৃদ্ধবণিতা প্রায়ঃ তাবল্লোকে অনায়াসে দূর দেশে যাইতে সক্ষম হইতেছে। পূর্ব্বে দূর-প্রবাসে যাইতে হইলে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হইত, এবং অত্যুৎপাত ঘটিবে বলিয়া লোক স্বীয় সম্পত্তির উইল পর্য্যন্ত করিয়া যাইত। কিন্তু অধুনা গয়া কাশী লোকে ভ্রমণ করিয়া অল্পসময়ের মধ্যে অনায়াসে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে; সুতরাং দূরতর স্থানে ভ্রমণ করিতে এক্ষণে সর্ব্বসাধারণেরই অধিক উৎসাহ জন্মিয়াছে। ঈদৃশ উৎসাহকে কোন ক্রমেই নিন্দনীয় বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক লৌহবর্ত্ম অদ্যাপি সকল স্থানে ব্যাপ্ত হয় নাই; তজ্জন্য অদ্যাপি এদেশীয় লোকেরা গুজরাট তাঞ্জোর প্রভৃতি রাজ্যের নামমাত্র শ্রুত আছেন; তত্রত্য লোকের রীতি চরিত্র আচার ব্যবহারাদি অদ্যাপি সম্পূর্ণ অবগত নহেন। গুজরাটের মধ্যে দ্বারকা একটী প্রসিদ্ধ স্থান; এবং তত্রত্য সোমনাথ শত্রুঞ্জয় প্রভৃতি স্থানের ন্যায় উহাও একটী বিশেষ তীর্থ বলিয়া পরিচিত, ও হিন্দুরা অতি প্রাচীন কালাবধি ঐ স্থানকে পুণ্য ধাম বলিয়া সম্মান করিয়া আসিতেছেন। মহাভারতে ঐ স্থানের মূলপুরাবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব উহা অতি প্রাচীন নগরী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গুজরাট ভারতবর্ষের পশ্চিম-প্রান্তস্থিত একটী প্রায়োদ্বীপ। উহার দক্ষিণে আজমীর এবং মালব প্রদেশ ও পশ্চিমে খান্দেশ। দ্বারকা নগরী ইহারই দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। মহাভারতে ইহা অতিশয়-ঋদ্ধিমতী নগরী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। থাকিবার মধ্যে তথায় কতকগুলি ঐশ্বর্য্যশালী লোকের বসতি আছে। তদ্ভিন্ন বিবিধ বর্ণের লোকও তথায় সর্ব্বদা গতায়াত করে। তীর্থ-দর্শনই ঐ সমস্ত লোকের সমাগত হইবার মুখ্য উদ্দেশ্য। অপর, যে সকল লোক তথায় বাস করে তাহাদিগের মধ্যে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট বর্ণ নাই। কেহ বাণিজ্যের অনুরোধে বাস করিতেছে, কেহ তীর্থধামের আশ্রয় লইয়াছে, অপর কতকগুলি লোক চিরকাল তথায় বাস করিয়া আছে। ফলতঃ বহু লোকের বাসজন্য তথায় দস্যু তস্করাদির তাদৃশ দৌরাত্ম্য নাই। দ্বারকার মধ্যে ২১টা পল্লী আছে। পূর্ব্বে উক্ত নগরে ২৫৩০ খানি বাটী, ১০,২৪০ লোকের বাস ছিল। অপর, তথায় শ্রীকৃষ্ণের এক বিখ্যাত প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। ঐ দেবমূর্ত্তির অর্চ্চনা করাই উক্ত স্থানের প্রসিদ্ধির কারণ, এবং তদ্দর্শনার্থই বহুপ্রদেশহইতে যাত্রীসকল সমাগত হইত। পরন্তু সপ্তশত অব্দ অতীত

হইল এক ব্রাহ্মণ কৌশলক্রমে উক্ত প্রতিমূর্ত্তি অপহরণ করিয়া রায়কুর নামক স্থানে স্থাপিত করে। দ্বারকার পূজক ব্রাহ্মণেরা বহু ক্লেশ করিয়া প্রতিমার উদ্ধার না করিতে পারিয়া তৎপরিবর্ত্তে আর এক নূতন মূর্ত্তি স্থাপন করে; তাহাও প্রায়ঃ দেড় শত বৎসর অতীত হইল শঙ্খ-নামক দ্বীপে হরণ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। অধুনা তথায় আর এক নূতন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

কিয়ৎকাল গত হইল ওয়াকাবংশীয়দিগের প্রধান নৃপতি মূলু মাণিককর্ত্তৃক দ্বারকা শাসিত হইত। ইংরাজী ১৮০৮ অব্দের ডিসেম্বর মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার এক সন্ধি সংস্থাপিত হয়। সন্ধি স্থাপনের এই প্রধান অভিপ্রায় যে, রাজা মূলু মাণিক ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের শত্রুপক্ষের কোনরূপ সহায়তা করিতে পারিবেন না। তাঁহার অধিকারস্থ বাণিজ্যপোতসকল রাজপ্রতাপদ্বারা সর্ব্বদা রক্ষিত হইবে, এবং তাঁহার অধিকারমধ্যে কেহ বাণিজ্যের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেক না। ব্রিটিষপক্ষে এই রূপ অঙ্গীকার ছিল যে, কোন ব্যক্তি দ্বারকার দেবালয় আক্রমণ করিলে রক্ষা করিবেন। ফলতঃ উক্ত সন্ধি সমাধা হওয়াতে দ্বারকায় ইংরাজদিগের বাণিজ্যের সুবিধা হয়।

দ্বারকা দ্বীপবিশেষ বলিয়া উক্ত হয়। কারণ উহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থল জলদ্বারা প্লাবিত। ধর্ম্মার্থে যে সকল যাত্রী তথায় গমন করে তাহাদিগকে কতকগুলি নিয়মের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

যাত্রীসকল দ্বারকায় সমাগত হইয়া তত্রত্য পুণ্যতরা নদী গোমতীতে অবগাহন করে, এবং ঐ কার্য্য-সম্পাদনার্থে প্রত্যেক যাত্রিকে রাজার আদেশ গ্রহণ করিতে হয়। তাহাতে প্রত্যেক যাত্রির নিকটহইতে দ্বারকার অধিপতি ৪।০ টাকা কর গ্রহণ করেন; কেবল ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে ৩।।০ টাকা গ্রহণ করা হয়। অবগাহনান্তে সন্ন্যাসী অথবা যাত্রীগণ মন্দিরে গমনপূর্ব্বক দেবার্চ্চনা করিয়া থাকে, এবং স্ব স্ব অবস্থানুসারে দেবতাকে উপহার প্রদান করে। এই সকল কার্য্য সমাধা করিবার পর যাত্রীরা কতকগুলি ব্রাহ্মণ ভোজন করায়।

পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার সমাধা করিয়া যাত্রীরা আরামরা-নামক স্থানাভিমুখে যাত্রা করে। সেই স্থানে সকলেই গাত্রে এক একটী তপ্তমুদ্রা ধারণ করে, এবং ঐ মুদ্রা ব্রাহ্মণেরাই প্রদান করিয়া থাকে। মুদ্রা বসাইবার নিমিত্ত এক প্রকার স্বতন্ত্র যন্ত্র আছে; সেই যন্ত্রে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম প্রভৃতি অঙ্কিত আছে; তাহা অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত করিয়া শরীরের যে কোন স্থানে চিহ্ন প্রদান করা হয়। লোকে সচরাচর বাহুতেই ঐ মুদ্রা গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং প্রায় অধিকাংশ তরুণ বয়স্কদিগকেই ঐ চিহ্ন গ্রহণ করাণ হইয়া থাকে। কেহ কেহ অন্যের নিমিত্ত আপনার দেহে স্বতন্ত্র চিহ্ন বিন্যস্ত করে। এই চিহ্ন-ধারণের ব্যয় ১।।০টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে।

আরমরাহইতে শঙ্খদ্বারে যাইতে হয়। তাহা অধিক-দূরবর্ত্তী নহে। এই দ্বীপের বিষয় পত্রান্তরে প্রকাশিত না হইলে প্রস্তাব বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, এই জন্য সঙ্ক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য, যে ঐ স্থানে গিয়া তত্রত্য অধিপতিকে পাঁচ টাকা কর প্রদান করিতে হয়, এবং বাহুল্যরূপে শ্রাদ্ধ করিতে হয় তাহা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ অতএব তদ্ উল্লেখ করা বাহুল্য; পরন্তু এই মাত্র বক্তব্য যে যাত্রিদিগের সুবিধার নিমিত্ত পাণ্ডারা যৎকিঞ্চিৎ

অর্থ লইয়া মূল্যবান্ ভূষণ এবং পরিচ্ছদাদি উৎসর্গ করায়, পরে আপনারাই তাহা দান লইয়া পুনর্ব্বার তাহা অপর যাত্রীকে ঐ রূপে বিক্রয় করিয়া অর্থ গ্রহণ করে। প্রতিবৎসর এ স্থানে প্রায় ১৫ হাজার যাত্রী সমাগত হয়, তাহাতে দেবালয়ের বার্ষিক আয় লক্ষ মুদ্রার ন্যূন হয় না।

বলা বাহুল্য যে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের ভয়ে যমুনাতীরবর্ত্তিনী মথুরা নগরী পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় বাস করেন; ও তাঁহার প্রাণত্যাগ হইবার কিছু দিন পরেই সমুদ্র দ্বারকা নগরীকে গ্রাস করিয়াছিল। এই প্রযুক্ত উহা দ্বীপ হইয়াছে। ঐ স্থানে অনেক গোপীচন্দন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তত্রত্য লোকদের মধ্যে এই রূপ বিশ্বাসমূলক কিম্বদন্তী আছে যে শ্রীকৃষ্ণই উল্লিখিত শ্রীখণ্ডরাশি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তার ও জরীর পুরাবৃত্ত।

পরিশ্রম-বিমূঢ় নিকৃষ্টতম অসভ্য লোকেরা প্রস্তুতঃ রজ্জ্বাদির ব্যবহার করে না। তৎপরিবর্ত্তে বৃক্ষের ত্বক্ অরণ্যজাত লতা এবং প্রায় অধিকাংশ চর্ম্মের খণ্ড রজ্জুর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া থাকে। পরন্তু মনুষ্য-শ্রমের যত আধিক্য হয় ততই নানাবিধ শিল্প-জ্ঞানেরও প্রাচুর্য্য হইয়া থাকে, এবং উক্ত শিল্প-বিদ্যার প্রভাবে সামাজিক রূঢ়তা ও ক্লেশের বিমোচন হইয়া অশেষবিধ সুখের উৎপত্তি হয়। অধিকন্তু, মনুষ্য-বুদ্ধি কোনক্রমেই একপ্রকার অবস্থায় দীর্ঘকাল-স্থায়িনী হয় না। নানা প্রকার রজ্জুর ব্যবহার দীর্ঘকাল প্রচলন হইলে কার্য্য বিশেষে উহা অপেক্ষা অধিক দৃঢ় দীর্ঘকাল-স্থায়ী রজ্জুর বিনিময় বস্তুর প্রয়োজন হয়। তাহাতেই ধাতুময় তারের সৃষ্টি হয়, এবং ক্রমশঃ ঐ তারের সূক্ষ্মতা সাধন করিতেং অবশেষে জরী প্রস্তুত হইয়া উঠে। পরন্তু কোন্ সময়ে এই জরী প্রস্তুত কার্য্য আরব্ধ হয়, তাহার বিশ্বাস-যোগ্য নিদর্শন নাই। ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে এই ক্ষণে যে প্রকার উৎকৃষ্ট তার প্রস্তুত হইতেছে কয়েক শতাব্দী-পূর্ব্বে ঐ রূপ তার নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল। তার নির্ম্মাণ-সঙ্ক্রান্ত যে সকল প্রাচীন লিপি পাঠ করা হইয়াছে তাহাতে বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বকালিক লোকেরা উৎকৃষ্ট তার নির্ম্মাণ করিতে জানিত না। জনৈক পুরাবৃত্তবিদ্ বলেন, বিচিত্র অধিকমূল্য পরিচ্ছদে নীল, পীত, লোহিত বর্ণের রেশমের কাজের সহিত স্বর্ণময় তারের ব্যবহার হইত; পরন্তু ঐ তার পরিপাটী রূপে প্রস্তুত করা হইত না; স্বর্ণ পিটিয়া অতি সূক্ষ্ম পাতের ন্যায় করিয়া উখাদ্বারা ঘষিয়া উক্ত তার প্রস্তুত করা হইত। অপর পক্ষে ২৭০০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীকদিগের আদি কবি হোমর বলকান নামক গ্রীক দেবের হাতুড়ী ও উখা দ্বারা মাকড়সার জালের ন্যায় তারের বাগুরা নির্ম্মাণ করণের অসম্ভব ক্ষমতার বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে তদ্রূপ কিছু জরী প্রচলিত না থাকিলে এরূপ বলা সম্ভব হয় না। বেক্‌মান সাহেব অনুমান করেন স্বর্ণের পাতসকল খণ্ড খণ্ড করত বস্ত্রে সীবিত করিয়া প্রায় লোকে ব্যবহার করিত। পরন্তু ক্রমে ঐ রীতি বাহুল্য রূপে ইউরোপে প্রচলিত হইবায় তন্তুবায়েরা স্বর্ণের সূক্ষ্ম তার সূত্রের সহিত উপ্ত করিয়া পরিচ্ছদ

সকল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। সিসিরো এবং ব্যালেরিয়ম ম্যাক্সিনস্ প্রভৃতি প্রাচীনেরা বলেন পূর্ব্বোক্ত-প্রকার সাঁচ্চা জরীর উপ্ত বসন জুপিটরের মূর্ত্তিহইতে ডাওনিসস্ খুলিয়া লইয়াছিলেন। লাম্প্রিয়র উল্লেখ করিয়াছেন, হেলিওগেবেলস্ নামা রোমীয় রাজা ঐ রূপ সাঁচ্চা জরীর বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। বস্তুতঃ জরী মিশ্রিত বস্ত্র রোমের লোকেরা প্রাচীন কালাবধি ব্যবহার করিত। কিন্তু তাহা উৎকৃষ্ট হইত এমত বোধ হয় না। সুপ্রসিদ্ধ প্লিনি নামক পণ্ডিত বলেন, কিং আতালাস্ নামা এক ব্যক্তি সর্ব্বাদৌ জরীর বস্ত্রের সৃষ্টি করে; পরন্তু সে কথা কোনমতে গ্রাহ্য নহে, কারণ এতদ্দেশীয় বারাণসী বস্ত্রকে জরীর বসনের প্রধান আদর্শ বলিয়া মানিতে হইবে; তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। চীন-দেশের রেশমী বস্ত্র যেরূপ বহুকাল প্রসিদ্ধ আছে, সেই রূপ অস্মদ্দেশের জরীর উপ্ত বস্ত্র চিরপ্রসিদ্ধ; সুতরাং এতদ্বিষয়ে ভিন্নদেশীয় সূত্র-তন্তুবায়েরা ভারতীয় বস্ত্র নির্ম্মাতাগণের নিকট লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইতে পারিবেন না। ইউরোপীয় গ্রন্থ-কারগণও প্লিনির সিদ্ধান্তকে অসত্য বিবেচনা করিয়া তাহাহইতে অতি প্রাচীন কালাবধি জরীর ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, আতালস্ বস্ত্রের উপর কেবল আরোপিত কার্য্যে জরী ব্যবহার করিত; সে তাহা বস্ত্রে উপ্ত করে নাই।

সে যাহা হউক ইউরোপে বস্ত্রের উপর রূপার চিকন কাজ অধিক কাল প্রচলিত হয় নাই। প্রসিদ্ধ ওরিলিয়ণ সম্রাটের সময় জরীর ব্যবহার তাদৃশ অধিক হইয়াছিল যে তিনি একদা স্বরাজ্য-হইতে জরীর কাজ একবারে উঠাইয়া দিবার অভি-প্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন; কারণ তাঁহার মতে তৎকালে তন্তুবায়েরা চিকনের বস্ত্র বুনিবার নিমি-ত্ত সর্ব্বদা অধিক স্বর্ণ ব্যবহার করাতে ঐ ধাতুর অত্যন্ত অসদ্ভাব ঘটিয়াছিল। সোমাইসি নামা কোন ব্যক্তি সপ্রমাণ করিয়াছেন, গ্রীসদেশের শেষ সম্রাড্‌বর্গের আধিপত্য-কালে রূপার কার-চুবি বুনান জরীর বস্ত্র অনেক উৎপন্ন হইত। কিন্তু কত কাল-পূর্ব্বাবধি পূর্ব্বোক্ত বস্ত্রের ব্যবহার তথায় প্রচলিত ছিল, তিনি তাহা পরিজ্ঞাত ছিলেন না।

তার প্রস্তুত করিবার বর্ত্তমান উৎকৃষ্ট প্রণালী কোন্ সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা পুরাবৃত্ত-লেখকেরা উত্তমরূপে সপ্রমাণ করেন নাই, তন্নিমিত্ত উল্লিখিত বিষয় সমূহ বিতণ্ডাস্থল হইয়া রহিয়াছে। ইহা অধিক সম্ভাবনীয় যে তার-প্রস্তুত-করণার্থ কঠিনধাতু সর্ব্বাদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। স্বর্ণাদি নমনশীল অকঠিন ধাতুই এতৎকার্য্যে সর্ব্বাদৌ ব্যবহৃত হয়; এবং তদন্তর পিতল ও লৌহ তারের সৃষ্টি হইয়াছিল।

যৎকালে চিকনের বস্ত্রে স্বর্ণের ব্যবহার আদৌ প্রবর্ত্তিত হয় তৎকালে গোল কিংবা চেপটা তার রেশমের সংযোগে বস্ত্রে উপ্ত হইত। তাহাতে অধিক পরিমাণে সুবর্ণের ব্যয় হওয়াতে এক এক খানি বস্ত্র এত উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইত যে তাহা অত্যন্ত ধনবান্ লোক ব্যতীত অন্যে ক্রয় করিতে সক্ষম হইত না। পরিশেষে বস্ত্রের উচ্চ মূল্য ন্যূন করণাভিপ্রায়ে চিকনের কাপড়ে স্বর্ণের তারের পরিবর্ত্তে রৌপ্যের উপর স্বর্ণমণ্ডিত জরী ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

পোটিসি-নামক প্রদর্শনাগারে কয়েকটা পূর্ব্ব-কালিকের তারের কার্য্য রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে হর্কুলেনিয়ম্ নগরোদ্ধৃত তিনটা ধাতুময় মুণ্ডে তারের কেশসংযুক্ত রেখা দেখা যায়। বিনসের এক প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়, উহার হস্ত এবং পদে তারের অলঙ্কার ছিল। জর্ম্মণি-দেশে শান্ত মরি-সের এক খানি খড়্গ তত্রস্থ রাজ-চিহ্ন-মধ্যে গণ্য

খড়্গের মুষ্টিতে রৌপ্য-তারের বন্ধন আছে। এই সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তি পূর্ব্বকার তার-প্রস্তুত-কারী-গণের শিল্পকার্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

নর্ণবর্গ-নগরস্থ রোডল্‌ফ নামা জনৈক শিল্প-কার চতুর্দ্দশ শত ইংরাজী অব্দে কোন উপায়-দ্বারা বর্ত্তমানকার ন্যায় উৎকৃষ্ট তার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে, এবং ঐ তার সর্ব্বত্র আদরের সহিত গৃহীত হইবায় পূর্ব্বে যাহারা এবিষয়ে অত্যন্ত অনভিজ্ঞ ছিল তাহারা অর্থোপার্জ্জন লোভে রোডল্‌ফের ন্যায় তার প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা করিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পরিশেষে পূর্ব্বোক্ত শিল্প-কারের পুত্রকে বশীভূত করিয়া রোডল্‌ফের তার প্রণয়ন-প্রণালী অবগত হইয়া তার-প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। নর্ণবর্গ নগরে আদৌ এই রূপ উৎকৃষ্ট তারের সৃষ্টি হয়। তদবধি উত্তরো-ত্তর অপর শিল্পকারগণদ্বারা ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর বিবিধপ্রকার তার প্রস্তুত হইতে লাগিয়াছে।

ডাক্তর আর্চিন সাহেব এতৎ শিল্প-কার্য্যের উৎকৃষ্টতা-সাধন-সঙ্ক্রান্ত নানাবিধ বিশ্বাস-জনক বিবরণ সঙ্গ্রহ করিয়াছেন। ইংরাজী ১৫৭০ অব্দে আণ্টোনি ফুর্ণেয় নামা জনৈক ফরাশী নর্ণবর্গে যে তার প্রস্তুত করে তাহাহইতে উৎ-কৃষ্টতররূপে প্রস্তুত করিয়াছিল, এবং তদর্থে উত্তম ২ অস্ত্রসকলও নির্ম্মিত হয়। নর্ণবর্গ নগরস্থ ফ্রেডেরিক হেজেল লিমার নামা অপর এক জন শিল্পকার ইংরাজী ১৫৯২ অব্দে কারচুবি-বুনি-বার নিমিত্ত যে জরী প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাও বিশেষ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। এতৎ-পূর্ব্বে ফ্রান্স ও ইতালিদেশ ব্যতীত আর অন্যত্র সেরূপ তার ও জরী প্রস্তুত হইত না। ঐ ফরাশি ব্যক্তি সম্রাটের নিকটহইতে ত্রিংশৎ বৎসরের নিমিত্ত প্রস্তাবিত-উৎকৃষ্ট-তার-সাধন-জন্য একাধিপত্যের অনুমতি প্রাপ্ত হয়; এবং পরিশেষে তাম্রের তার নির্ম্মাণ করিয়া তাহা স্বর্ণ এবং রজত-দ্বারা মণ্ডিত করিয়া ভূরি অর্থ সঞ্চয় করিয়া-ছিল। অনন্তর এতৎ শিল্প-কার্য্য ইতালি ও অন্যান্য দেশে প্রচুর সমীচীনতার সহিত ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীদিগদ্বারা সম্পাদিত হইয়া তারের ব্যবসায় এক্ষণে অতিপ্রধান বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এবং এতদ্দ্বারা ভূমণ্ডলের অশেষবিধ মঙ্গল সাধিত হইতেছে।

ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে তারের যথোচিত উৎকৃষ্টতা সম্পন্ন হইলেও কোন্ সময়ে উহা ইংলণ্ডে আনীত হয় তাহা অদ্যাপি কেহই স্থির করিতে সক্ষম হইতে পারেন নাই। কথিত আছে যে পূর্ব্বে তথায় প্রাচীন প্রথানুসারে হাতুড়িদ্বারা তার নির্ম্মিত হইত; এলিজেবেথ রাজ্ঞীর আধি-পত্য-কালে কোন অভ্যাগত বিদেশীয় ব্যক্তিদ্বারা ইংলণ্ডে উৎকৃষ্ট তার প্রস্তুত করিবার প্রথা আবিষ্কৃত হয়।

আদৌ জর্ম্মনিতে রোডল্‌ফ সাহেব তার-নির্ম্মাণ-বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি প্রাপ্ত হন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশিষ্ট আলোচনা হওয়াতে ইউরোপের অপর-জাতীয় মনুষ্যেরা নিকৃষ্ট অবস্থাপন্ন নহে। সর্ব্ব-দেশেই শিল্পবিদ্যার শুভকরিণী প্রতিভা ক্রমশঃ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীন শিল্পকারগণ হাতুড়ী ও হস্তের সাহায্যে যে পরিমাণে শ্রম করিয়া যাদৃশ ফলের অধিকারী হইত, অধুনা শিল্প-বিদ্যার জ্ঞানপ্রভাবে তদপেক্ষা কার্য্যের কত দূর সৌকর্য্য এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে তাহা ধ্যান করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অধুনা যে যন্ত্রে তার প্রস্তুত হইতেছে তাহার কার্য্য এত সত্বর যে প্রতিমুহূর্ত্তে এক শত সের ওজনের হাতুড়ী উত্তপ্ত লৌহে এক শত ত্রিশবার আহত হয়; এবং

এই রূপ এগার ঘণ্টা প্রতিদিবস কার্য্য করিয়া ৮৫,৮০০ বুক্কল তার এক যন্ত্রে প্রস্তুত হয়। মাঞ্চেষ্টর নগরে ডায়ার সাহেবের লৌহ কার্য্যালয়ে এক শতটা তার-নির্ম্মাণ করিবার যন্ত্র আছে, ঐ সকল যন্ত্রদ্বারা প্রতিদিন ৮,৮০,০০০ বুক্কল তার প্রস্তুত হয়, তাহা বিস্তার করিলে দৈর্ঘ্যে ৬-৭ ক্রোশের ন্যূন হইবেক না।

তুগলকাবাদ ও তৎ-সংস্থাপক।

দিল্লী নগরের কতিপয় ক্রোশ দূরে এক অতিসমৃদ্ধিশালী প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ পূর্ব্বকালীয় কীর্ত্তিচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। ঐ স্থান তুগলকাবাদ-নামে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন পাঠানদিগের অধিকারের সময়ে ইহা এক সুদৃঢ় দুর্গদ্বারা অত্যন্ত দৃঢ়ীকৃত ছিল। ইহার সংস্থাপক তুগলক্ খাঁ সম্রাটের নামেই ইহা প্রসিদ্ধ। কালপ্রভাবে ইহার পূর্ব্বের ঐশ্বর্য্যসকল বিলয় প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের তথায় কতিপয় তৃণাচ্ছাদিত পর্ণ-কুটীর মাত্র বিদ্যমান আছে। পরন্তু উহার আদিম পরিমাণ চিহ্নসকল একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। অদ্যাপি পূর্ব্বসম্রাড্গণের স্থাপিত বিষাদময়ী রাজ অট্টালিকা, দুর্গ, মসজিদ, সমুন্নত প্রাচীর, মৃত্তিকার অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়াও স্তূপাকারে আপন২ গরিমার স্মারক হইয়া রহিয়াছে; তদবলোকনে পথিকগণের অভূতপূর্ব্ব কৌতুক এবং বিস্ময়ের আবির্ভাব হয়। নগরের বহির্ভাগে অনতিদূরে স্বতন্ত্র একটা দুর্গের মধ্যে তুগলক সম্রাটের কবর এবং মসজিদ আছে। একটা উন্নত বর্ত্মদ্বারা নগরের সহিত ঐ স্থানের সংযোগ থাকাতে তদ্দ্বারা উপাসনা-কালে মুসলমানেরা উক্ত মসজিদে অনায়াসে গমন করিয়া থাকে। পাঠান সম্রাট্ মুবারিকের মৃত্যুর পরেই ১৩২১ খ্রীষ্টাব্দে তুগলকের সাম্রাজ্য আরব্ধ হয়। যৎকালে ভারতবর্ষের রাজ্য লইয়া হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহের তুমুল ব্যাপার মহা প্রবল হয়, তৎকালে দিল্লীর রাজপাটের দৃঢ়রূপ রক্ষণার্থ এই স্থানে একটা বৃহৎ দুর্গ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। তুগলকশাহ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত দুর্গের সন্নিকটে উক্ত নগর স্বনামে সংস্থাপিত করেন।

ইংরাজী ১৩১৩ অব্দে সম্রাট্ সহাবুদ্দীনের মৃত্যু হয়। অনন্তর মুবারিক শাহ সৈন্যদলের অধ্যক্ষদিগের যুক্তি এবং পরামর্শে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। পরন্তু তিনি সম্রাট্ পদাভিষিক্ত হইয়া স্বীয়-পক্ষ-পাতি অনুকূল-সৈন্যাধ্যক্ষ্যগণের প্রাণসংহারপূর্ব্বক প্রত্যুপকারের পরিচয় প্রকাশ করেন। এই ব্যাপারটী অত্যন্ত নিন্দনীয় হইলেও মুবারিকের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়াছিল, এবং তাদৃশ বিশ্বাসঘাতিতার কারণ এই যে, যে দেশে কতিপয় ব্যক্তির উদ্যোগে সম্রাট্ পরিবর্ত্তন সহজ ব্যাপার, সে দেশে সিংহাসনহইতে দূরীকৃত হওয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। সুতরাং তাদৃশ উপকারী সৈন্যাধ্যক্ষগণের জীবন-সংহার করা মুবারিকের আত্মরক্ষা ও নিঃশঙ্ক-চিত্ততার কারণ হইয়াছিল। যাহা হউক, তিনি আদৌ সুচতুরের ন্যায় কার্য্য প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে মূর্খের ন্যায় কতিপয় গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এবং তৎকারণে প্রধান ২ বর্গের অশ্রদ্ধেয় হইয়াছিলেন। তিনি অতি অধম নীচকুল দাস এবং ভৃত্যদিগকে অসাধারণ সম্মান ও পুরস্কার প্রদানদ্বারা অত্যন্ত প্রশ্রয়ান্বিত করিয়াছিলেন; এবং গুজরাট-প্রদেশস্থ কোন জীর্ণ-বস্ত্র-ব্যবসায়ীর পুত্র হোসেন নামা এক নিকৃষ্ট ভৃত্যকে খুষরো উপাধি প্রদান-পূর্ব্বক বহু সম্মান্বিত করেন। ঐ ব্যক্তি তাঁহার অপরিসীম করুণা ও অনুগ্রহে ক্রমে মন্ত্রী ও সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হয়; অথচ সে গণ্ডমূর্খ এবং নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিল। সম্রাট্ এই অসদৃশ কার্য্যদ্বারা রাজসভার প্রধান অমাত্য এবং পারিষদ্বর্গের নিরতিশয় অসন্প্রীতি উৎপাদন করিলেন।

যাহা হউক, সম্রাট্ যে অনর্থপাতের কার্য্য করিয়াছিলেন অবিলম্বেই তাহার ফলও ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি যাহাকে সামান্য ক্ষুদ্র তরুর মূলহইতে পর্ব্বতের উন্নত চূড়ায় অবস্থাপিত করিয়াছিলেন সেই অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক নরাধম তাঁহাকেই পদচ্যুত করিয়া তাঁহার অতিবৃহৎ সাম্রাজ্যের একাধিপত্য-লাভে অত্যন্ত লোলুপ হইয়াছিল, এবং সেই দুরভীষ্ট-সাধনার্থ সৈন্যাধ্যক্ষগণকে বিবিধ প্রকার অসদ্ লোভ-প্রদর্শনদ্বারা বশীভূত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। পরন্তু সম্রাটের বিশ্বাসী সৈন্যাধ্যক্ষগণ হোসেনের বাক্যে প্রলুব্ধ না হইয়া তাহার বিশ্বাসঘাতকতা এবং দুরভিসন্ধির বিষয় সম্রাটের নিকট গোচর করিয়াছিল; পরন্তু হোসেন আপন-দোষ-অস্বীকার-পূর্ব্বক সৈন্যাধ্যক্ষগণকেই অসত্যবাদী, প্রতারক এবং অবিশ্বাসী বলিয়া যথোচিত নিন্দা করত সম্রাটের সন্দেহ দূর করিল। সম্রাট্ তাহার প্রবঞ্চনায় মুগ্ধ হইয়া খুষরোকে নিরপরাধী স্থির করত তাহাকে ক্ষমা প্রদান করিলেন, এবং সৈন্যাধ্যক্ষদিগকেই সমুচিত দণ্ড করিলেন। এতৎ-ঘটনার অল্প-দিবস-পরে খুষরো এক দল দস্যুকে বশীভূত করিয়া তাহার সাহায্যে আদৌ সম্রাটের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া অনন্তর প্রতিপক্ষ লোকদিগকে হত্যা করত দিল্লীর সিংহাসন অধিকৃত করিল।

লাহোরের শাসনকর্ত্তা গাজী খাঁ অত্যন্ত দৃঢ়ব্রত এবং জ্ঞানাপন্ন লোক ছিলেন। তিনি ভারত-সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন, এবং ঐ লম্পট লোভী নৃসংশ বিশ্বাসঘাতকের বশ্যতাস্বীকারে কোন ক্রমেই সম্মত না থাকায় প্রধান পক্ষীয় অমাত্যগণকে আহ্বান করিয়া খুষরোকে সিংহাসনহইতে দূরীকৃত করণার্থ মন্ত্রণা করিয়া সসৈন্যে দিল্লী আক্রমণ করিলেন। সম্রাট্ খুষরো যুদ্ধার্থ রণসজ্জায় রঙ্গস্থলে উপনীত হইয়া কিয়ৎ-কাল-সঙ্গ্রামাবসানে বৈর্য্যস্ত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করিল। এই সংবাদ প্রচার হইবামাত্র দিল্লীর প্রধানপদস্থ লোকেরা গাজীখাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সসব্যস্ত হইয়া দিল্লী-নগর-দ্বারে সকলেই দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর গাজীখাঁ নগরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রধানবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করত মুবারিক অথবা খুষরোর উত্তরাধিকারী কেহ আছে কি না এতৎ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন; পরন্তু উভয় সম্রাটেরই কোন উত্তরাধিকারী না থাকাতে তিনি ওমরাদিগকে এক স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই একবাক্যে গাজীকে সিংহাসনে স্থাপনজন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবায় গাজীখাঁ ১৩২১ খ্রীষ্টাব্দে তুগলক-উপাধি-গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

তুগলক্ শাহ এই রূপে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া সাম্রাজ্যের গত-দুর্ব্বিপত্তি-নিবন্ধন যে সকল মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়াছিল তৎপ্রশমনে অপ্রতিহত অধ্যবসায়ের অবিরত বিধানপূর্ব্বক প্রজাপুঞ্জের দুঃখবিমোচন ও সাম্রাজ্যের সমূহ উন্নতি সাধনে ব্যাপৃত হন। তাঁহার উৎসাহে প্রধান ২ দুর্গ এবং প্রকাশ্য অট্টালিকা রাজপ্রাসাদাদির সংস্কার সাধন হয়; তদ্ভিন্ন তিনি নূতন

দুর্গ ও অট্টালিকার নিয়মাবলি-স্থাপন-পূর্ব্বক বিদ্যা, শিল্প, বাণিজ্য, প্রভৃতির অপরিসীম উন্নতি বর্দ্ধন করেন; এবং সর্ব্বাগ্রগণ্য প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে রাজসভায় আহ্বানপূর্ব্বক বিদ্যার সমুচিত গৌরব, এবং সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বৃহৎ ২ অট্টালিকাসকল অত্যাশ্চর্য্যরূপে নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি স্বীয় বিশাল কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন।

কিংবদন্তী আছে যে তুগ্‌লক্ খাঁ সিংহাসনে আরূঢ় হইবার অব্যবহিতপরে অন্ধ্র-তৈলঙ্গ-দেশাধিপতি রাজা লিখর দেব রাজদ্রোহী হইয়াছিলেন। দক্ষিণ দেশে তৎকালে অন্ধ্রবংশীয় মহীপালগণ অত্যন্ত তেজস্বী এবং বীর্য্যবন্ত ছিলেন। বরঙ্গল অন্ধ্রদেশের রাজধানী ছিল; তাহা ১০৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধ্রবংশীয় এক রাজাদ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। ১৩০৯ ইংরাজী অব্দে দিল্লীস্থ আলা উদ্দীন্ সম্রাট্ অন্ধ্ররাজ্য আক্রমণার্থ সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে সঙ্গ্রামে পরাভূত হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করে। তৎপরে এক-শত বৎসর অন্ধ্রনৃপতিগণ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া অল্পকালের জন্য সুস্থির হইয়াছিলেন। পরন্তু তুগলক্ খাঁ বরঙ্গলের নৃপতির সহিত সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়া দিল্লী প্রতি প্রস্থানে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে দ্বিতীয় বার তিনি ঐ যুদ্ধে জয়ী হইয়া তত্রস্থ অধিপতি লিখর দেবকে পরাস্ত করিয়া নিজ স্থাপিত তুগ্‌লকাবাদের দুর্গে তাঁহাকে আনিয়া রাখিয়াছিলেন।*

প্রসিদ্ধ বিষপ হিবর সাহেব উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণকালে পূর্ব্বোক্ত নগরের বর্ত্তমান অবস্থা বিলোকনের নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, পরন্তু তিনি যে বর্ত্মে যাত্রা করিয়াছিলেন তথা-হইতে তুগ্‌লকাবাদ কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত ছিল, তজ্জন্য তাঁহার উক্ত অভিলাষ সিদ্ধ না হওয়ায় তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ফ্রেজর সাহেব বলিয়াছেন, "উক্ত নগরের পূর্ব্বের ঐশ্বর্য্য এখন বর্ত্তমান কিছুই নাই, তথাপি ইহার অতি বৃহৎ ভগ্ন প্রস্তরময় প্রকাণ্ড কীর্ত্তিসকল অবলোকনে তাহা মনুষ্য-শিল্প-কল্পিত নহে বলিয়া দর্শকের ভ্রম জন্মিয়া থাকে। উহার অত্যুচ্চ পরিত্যক্ত ভগ্ন দুর্গ, অট্টালিকা, প্রস্তরময় স্তম্ভাদি দর্শনে আমি বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাদৃশ প্রকাণ্ড-ব্যাপারসঙ্কুল কীর্ত্তিশালী গনরের অনুরূপ সাদৃশ্য আর আমার কদাপি নয়নগোচর হয় নাই।"

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৫০ খণ্ড

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যালয়।

কতিপয় বৎসর গত হইল এতদ্দেশহইতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজকার্য্য রহিত হইয়াছে, এবং উক্ত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্যের শাসনভার ইংলণ্ডেশ্বরীর করে অর্পিত হইয়াছে। পরন্তু এতদ্দেশে ইংরাজদিগের প্রভুত্ব-স্থাপন ও অভ্যুদয়-প্রাপ্তির হেতু "ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।" এতদ্দেশে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে বণিক্‌দিগের প্রথম এক শ্রেণী স্থাপিত হয়। তৎপর বর্ষে উল্লিখিত বণিক্‌সম্প্রদায় বিদেশীয় বাণিজ্য-কার্য্যের বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্তির নিমিত্ত পার্লিয়মেণ্ট-নামক মহাসভাহইতে এক সনন্দ গ্রহণ করেন। ঐ ক্ষমতা ১৫ বৎসরের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট লিখিত ছিল, তন্নিমিত্ত সময়ে সময়ে ঐ রূপ অপরাপর সনন্দ গ্রহণ করা হয়, তন্নিবন্ধন ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যের এতদ্দেশে প্রচুর উন্নতি হওয়াতে ইংরাজেরা যে মোগল-সিংহাসনের সমক্ষে লগ্নজানু হইত সেই উচ্চ সিংহাসনেই তাহাদিগকে স্থাপিত করিল। এই মহৎ ব্যাপার ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে, তাহা অতিবিস্তৃত। অতএব এই অল্প আয়তনের মধ্যে তাহার সঙ্ক্ষেপেও উল্লেখ করা দুরূহ হইয়াছে, তৎকারণ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যালয়ের স্বল্প বৃত্তান্তমাত্র এতৎ প্রস্তাবের উপাদানরূপে পরিগৃহীত হইল।

কথিত আছে, ইথিয়পীয় ও ফিনিসীয় প্রাচীন লোকদিগের ন্যায় ইউরোপ-নিবাসী এবং সারাসিন-জাতীয়েরা মুহম্মদের মত প্রচার ও ক্রুষ উদ্ধার সঙ্গ্রামের সময়াবধি পূর্ব্ব রাজ্যে বাণিজ্য-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অনন্তর সারাসিন-জাতির প্রভাব-পতন এবং ক্রুষ-সমরাগ্নি-নির্ব্বাণ জন্য উপরোক্ত বাণিজ্য লোপ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। পরন্তু ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে অর্ণবভ্রমণোৎসাহী পোর্টুগিস্ নাবিকদিগের বাণিজ্য-পোতসকল অলঙ্ঘ্য সমুদ্র ভ্রমণ-পূর্ব্বক এতদ্দেশে সর্ব্বদা গতায়াত করিতে আরম্ভ করে; তাহাতে ইউরোপীয়েরা পুনশ্চ সামুদ্রিক বাণিজ্য-ব্যাপারে পুনরুৎসাহিত হয়; এবং পোর্টুগিসাদিগের দৃষ্টান্তানুসারে ওলন্দাজ ও দিনেমার নাবিকেরা ভারত-মহাসমুদ্রবর্ত্তী দ্বীপে পূর্ব্বোক্ত জাতির প্রতিযোগিতা সাধন করিতে লাগিল। দিনেমার ও

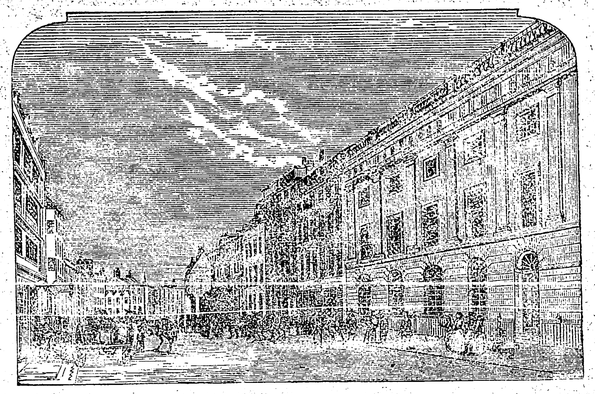

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যালয়।

ওলন্দাজ লোকদিগের কৃতকার্য্যতা দৃষ্টে ইংরাজ নাবিকেরা অর্থ পিপাসায় অত্যন্ত আতুর হইল; এবং মহারাজ্ঞী এলিজেবেথ ও দিল্লীর সম্রাট্ অকবর সাহের আধিপত্য সময়ে অর্থাৎ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কোট-নগরস্থ কোন দরিদ্র যাজকের পুত্র ফ্রান্সিস ড্রেক সাহেব মহারাজ্ঞীর আজ্ঞাক্রমে প্লাইমাউথ-নগরহইতে পাঁচ খান সমুদ্রতরি ও ১৩৪ জন নাবিক সমভিব্যাহারে ডিসেম্বর মাসে স্বদেশহইতে যাত্রা করেন। তিনি প্রশান্ত মহাসাগর, মল্‌কস-পুঞ্জ এবং গুডহোপ অন্তরীপ প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হন, এবং তৎপশ্চাৎ তমাস কাবেনডিস সাহেব তদ্দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, পরন্তু উক্ত উভয় ব্যক্তিদ্বারা সমুদ্র-ভ্রমণ বিষয়ে ইংরাজ নাবিকদিগের বিশেষ উৎসাহবৃদ্ধি হওয়াতে ইংলণ্ডীয় বণিকেরা পূর্ব্বোক্ত শ্রেণী স্থাপিত করেন। উক্ত শ্রেণীর মূল-ধন-সঙ্গ্রহ-করণের নিমিত্ত ১৫ জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সর্ব্বাদৌ ৩,০১,৩০০ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। পরন্তু অধ্যক্ষদিগের পরস্পর বিরোধহেতু উহার কার্য্য উত্তমরূপে নিষ্পাদিত না হওয়াতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে তাহাতে অপর কতকগুলি নূতন অংশী যোগ করিয়া দেওয়া হয়। ঐ সময়ে অপর এক নূতন বণিক্-শ্রেণী স্থাপিত হয় এবং উক্ত শ্রেণীই পরিণামে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে পরিণত হইয়াছিলেন। আদৌ উহাতে ২১৫ জন মাত্র অংশী প্রবিষ্ট হন, তন্মধ্যে আর্‌ল্ অফ্ কম্বরলণ্ড উহার প্রধান উদ্যোগী হইলেন।

১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে উপরোক্ত কোম্পানীর অধীনস্থ নাবিকেরা আদৌ সৌরাষ্ট্র-অহম্মদাবাদ, কাম্বে, এবং গোগো নামক স্থানে বাণিজ্য-কার্য্যালয় স্থাপিত করেন। তৎপর ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের মধ্যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীদিগের যে স্থলে কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল তাহা বিশেষ পরিজ্ঞাত নহে, অনেকে অনুমান করেন বালেশ্বরে ইংলণ্ডীয় নাবিকেরা সর্ব্বাদৌ কার্য্যালয় স্থাপিত করে। এবং তাহার দুই বৎসর পরে মান্দ্রাজে উক্ত কোম্পানীদিগের নূতন বাণিজ্যালয় নির্ম্মিত হওয়াতে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে তথায় ফোর্ট-সেণ্ট-জর্জ্জ নামক দুর্গ ক্রমে স্থাপিত হইল। অনন্তর ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লসের সহিত পোর্টুগালের রাজ-দুহিতা ইনফাণ্টা কাথারিনের পরিণয়-নিবন্ধন তাঁহার যৌতুকস্বরূপ বোম্বাই দ্বীপ ইংরাজদিগকে প্রদান করা হয়। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে উপরোক্ত কোম্পানী এতদ্দেশীয় ভূপালগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হওনের পঞ্চম সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এতদ্দেশে আধিপত্যের প্রকৃত ইতিহাসের আরম্ভ হয়। তৎকালে অধ্যক্ষেরা ত্রৈমাসিক অধিবেশন করিয়া ২৪ জন ডিরেকটরদ্বারা কার্য্য নিষ্পাদন করিতেন। এতদ্দেশীয় ব্রিটিস-আধিপত্য-শাসন-জন্য অধ্যক্ষদিগের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল। পরন্তু ইংরাজদিগের রাজ্য-বিস্তারের সহিত ব্যয়ের প্রচুর আধিক্য হওয়াতে ১৭৭৩ অব্দে ৪ বৎসরের জন্যে ১,৪০০০,০০০ টাকা ধন গ্রহণ করা হয়। তদর্থে পার্লিয়মেণ্টের অধ্যক্ষগণ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপরিদর্শনার্থ বিশেষ বিশেষ কাউন্‌সিল স্থাপিত করেন, এবং সময়ে সময়ে ক্রমে উক্ত কাউনসেলের অধিষ্ঠান হইত।

লণ্ডন-নগরস্থ লিডেনহল ষ্ট্রীট নামক রাজপথে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক ক্ষুদ্র ভবনে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য ও অধিষ্ঠান হইত। তাহার পর এক বৃহৎ বাটী নির্ম্মিত হয়। ঐ বাটীর অবিকল প্রতিকৃতি ১৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল। প্রথম-বাটী ভগ্ন করিয়া সেই স্থলে শেষোক্ত ভাল বাটী নির্ম্মিত হয়। ইংরাজেরা আদৌ মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশ মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; তদনন্তর কলিকাতায় কার্য্যালয় স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হন। স্বদেশীয়দিগের শুভাকাঙ্ক্ষী মহামতি ডাক্তর হামিলটনের বুদ্ধিচাতুর্য্যে ইংরাজদিগের ক্রমে বঙ্গ-দেশেও প্রভুতার আধিক্য হইয়া উঠিল। অনন্তর লর্ড ক্লাইব সাহেব সম্রাটের নিকটহইতে বঙ্গ বেহার এবং উড়িস্যার দেওয়ানি গ্রহণ করেন। এতদ্দেশীয় স্বাধীন নৃপতিগণের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ বিগ্রহ ও মৈত্রতার প্রভাবে ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থলে অপরিসীম ব্রিটিস প্রভুত্ব ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছিল।

বুটধারী বিড়াল।

কোন সময়ে ইংলণ্ড-দেশে এক যাঁতাওয়ালা বাস করিত। তাহার তিন পুত্র ছিল। ঐ ব্যক্তি যন্ত্রদ্বারা দ্রব্যাদি-পেষণ ব্যবসায়ের অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। একখান যাঁতা একটী গর্দ্দভ এবং একটী বিড়াল এই মাত্র সম্পত্তি পুত্রদিগের নিমিত্ত রাখিয়া উক্ত পেষক পরলোক গমন করে। ঐ সম্পত্তি-বিভাগ-জন্য কোন ব্যবহারাজীবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই, ইহা তাহাদিগের পক্ষে লাভ বলিতে হইবেক; কেননা তাহাদিগের প্রাপ্য বস্তুত্রয়ের যাহা মূল্য হইতে পারে ব্যবহারাজীবের পণ তদপেক্ষা অনেক অধিক হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

উহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে পেষণযন্ত্রের অধিকারী হয়; মধ্যম গর্দ্দভ পাইবার যোগ্য বিবেচনায় গর্দ্দভ লাভ করে; এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার অংশে বিড়ালমাত্র হইয়াছিল। কিন্তু ঐ বিড়ালের অধিকার কনিষ্ঠের পক্ষে লাভ বোধ না হইয়া বরং ভার বোধ হইয়া উঠিল; কারণ কনিষ্ঠকে তাহার আহার দিতে হইত; সুতরাং সে সতত এই চিন্তা করিত যে

তাহার অংশে বিড়াল দেওয়া সদ্ব্যবহারের কার্য্য হয় নাই। ইহাও বলিত যে "আমার দুই ভ্রাতা ব্যবসায়দ্বারা সুচারুরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া দিনপাত করিতে পারিবেন, কিন্তু আমি বিড়ালের আহার না দিয়া স্বয়ং তাহার মাংসভক্ষণ এবং চর্ম্ম বিক্রয় করি, তাহা হইলেও নিঃসম্বল হইব, সুতরাং পরে আহারাভাবে আমাকে মারা যাইতে হইবে।"

এক দিন যখন মার্জ্জারাধিকারী এই রূপ কহিতেছিল তখন বিড়াল গবাক্ষোপরি উপবিষ্ট ছিল। প্রভু এই রূপ বিলাপ করিতেছেন শুনিতে পাইয়া সে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক মৃদু ও গভীর স্বরে কহিতে লাগিল, "হে প্রভো আপনি ভবিষ্যৎ ক্লেশের আশঙ্কা করিয়া ক্ষুণ্ণ হইবেন না। অনুগ্রহ করিয়া একটি থলিয়া এবং মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগি এক জোড়া বূট জুতা আমাকে প্রদান করুন, তাহাতে আমি অনায়াসে কণ্টকাকীর্ণ স্থলে পাদ-নিক্ষেপ-পূর্ব্বক গমনাগমন করিতে পারিব এবং আপনিও ত্বরায় বুঝিতে পারিবেন যে ইহাতে আপনার কিরূপ উৎকৃষ্ট লাভ হইতেছে।"

বিড়ালের ঈদৃশ বাক্যে যদিও তাহার প্রভুর বিশেষ প্রতীতি জন্মে নাই, তথাপি মূষিকাদি ধরিতে সে অনেক বার বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করে তাহা সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। মার্জ্জার কখন২ এরূপ পশ্চাৎ পদদিয়া ঝুলিত যে তাহাকে মৃত বলিয়া বোধ হইত। কখন বা এরূপ গুপ্তভাবে যাঁতার মধ্যে লুক্কায়িত হইত যে সে কোথায় আছে অন্বেষণ করা যাইত না। এই রূপ উপায়ই তাহার মূষিকাদি ধরিবার মূল কারণ বলিতে হইবেক। ইহাতে বিড়াল তাঁহার সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে পারিবে না বলিয়া সম্পূর্ণ নৈরাশ্য জন্মে নাই। অপর সে মনে ভাবিল যে এখন কি করিব তাহার কোন স্থিরতা নাই অতএব বিড়ালের বাক্যানুযায়ি উপায় অবলম্বন করিয়া চেষ্টা করিতে হানি কি?।

অনন্তর মার্জারপতি বিড়ালের প্রার্থিত দুই বস্তু প্রদান করিল। সে তৎক্ষণাৎ জুতা পরিধান করিয়া গলায় থলিয়া বন্ধন করিল, এবং থলিয়ার মুখের দুই দিকের রজ্জু নখ দিয়া টানিয়া উহার মুখ বিস্তার করত যে স্থানে খরগোশসকল থাকিত তথায় গমন করিল, এবং অনতিবিলম্বে অনেক শশকদ্বারা থলিয়া পূর্ণ করিয়া ফেলিল। সে এই রূপ শিকার করিবার এই উপায় করিয়াছিল, যে তুষ ভূষি প্রভৃতি দ্বারা থলিয়া অর্দ্ধ পূরণ করিত এবং আপনি মৃত হইয়াছে এই রূপ ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিত। যে সকল শশক অত্যন্ত-অল্প বয়স্ক সরলস্বভাব এবং শিকারীর ছলের বিষয় কিছুমাত্র জানিত না তাহারা উহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এ বিড়াল নহে, আমরা অনেক খাদ্য পাইয়াছি বলিয়া থলিয়ার মধ্যে যাইত, এবং বিড়ালেরও মনস্কামনা অনায়াসে সিদ্ধ হইত। ফলতঃ তাহার এই রূপ ছলনা কখনই বিফলা হইত না। সে ঋজুস্বভাব শশকগণে সর্ব্বদাই থলিয়া পূর্ণ করিত।

বিড়াল এই রূপে সিদ্ধমনোরথ হইয়া আত্মগৌরবে প্রফুল্লচিত্তে এক দিন তথাকার রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারপালের নিকট প্রার্থনা করিল, "আমি রাজদর্শন বাসনায় উপস্থিত হইয়াছি, প্রবেশ করিতে দাও।" দ্বারপাল উহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলে পর সে রাজসভায় গমন এবং যথোচিত-সম্মান-পুরঃসর প্রণাম করিয়া আপন প্রভুর আত্মমনঃকল্পিত কারাবানের মারকুইস* এই নামোল্লেখপূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহা-

* ইংলণ্ড দেশে ভদ্রবংশীয় লোককে মারকুইস উপাধি দেয়, উহা লর্ড এই উপাধিহইতে উচ্চতর।

রাজ, আমার প্রভু আপনার পূজার নিমিত্ত এই সকল উপহার দিয়াছেন আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিলে তিনি কৃতার্থ হইবেন। ভূপতি মার্জ্জারের প্রর্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া সদয়ভাবে কহিলেন, আমি তোমার প্রভুর সদ্ব্যবহারে অতিশয় বাধিত হইলাম। তাঁহার প্রেরিত এই সকল শশক সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিতেছি তাঁহাকে কহিবে। রাজার সন্তোষদর্শনে বিড়াল প্রীতমনে প্রভুনিকেতনে আগমন করিল।

আর এক দিন বিড়াল থলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ থলিয়ার মুখ খুলিয়া একটী শস্যক্ষেত্রে গিয়া গুপ্তভাবে থাকিল, অনতিবিলম্বেই দেখিতে পাইল যে দুইটি টিটির পক্ষী আহারের লোভে থলিয়ায় পড়িয়াছে। তখন সে তৎক্ষণাৎ উহার মুখবন্ধনপূর্ব্বক পক্ষী দুইটীকে ধৃত করিল। পরে রাজপ্রসাদ বাসনায় পূর্ব্বের ন্যায় উহাদিগকে লইয়া রাজাকে উপঢৌকন দিল। রাজা তাহার এই রূপ কার্য্যে প্রীত হইয়া তাহাকে বিলক্ষণ পুরস্কার প্রদান করিতে আপন ভৃত্যকে অনুজ্ঞা দিলেন। বিড়াল পুরস্কৃত হইয়া প্রস্থান করিল।

মার্জ্জার এই রূপে ক্রমান্বিত রাজার নিকট গমনাগমন করে এবং আপন প্রভু প্রসিদ্ধ মৃগয়াকারী মারকুইসের নামোল্লেখপূর্ব্বক উপহার দেয়। এই রূপ করাতে সে ক্রমশঃ রাজার বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল। এক দিবসে শুনিল যে রাজা নদীকূলে ভ্রমণ করিতে যাইবেন; রাজার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক প্রিয়তমা কন্যা আছেন তিনিও রাজসমভিব্যাহারিণী হইয়া ভ্রমণ করিবেন। এই বার্ত্তা শ্রবণমাত্র বিড়াল ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রভুসমীপে সমাগত হইল, এবং কহিল, মহাশয় যদি আপনি আমার একটী কথায় মনোযোগ করেন তাহা হইলে আপনার সম্পত্তির সীমা থাকিবে না। আপনি কেবল আমার নির্দ্দিষ্ট নদীতে অবগাহন করিবেন মাত্র পরে যাহা করিতে হইবে তাহার ভার আমার উপর রহিল।

তখন সে বিড়ালের কথা শুনিয়া ইহাতে কি লাভ হইবে ইহা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহার কথাতেই সম্মত হইয়া বিড়ালের নির্দ্দিষ্ট নদীতে স্নানার্থ প্রস্থান করিল। যে সময় সে অবগাহন করিতেছিল ঐ সময়ে ভূপতি আপন-কন্যা-সমভিব্যাহারে শকটযানে ঐ নদীর তীর দিয়া যাইতেছিলেন। বিড়াল দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল যে আমার স্বামী কারাবানের মারকুইস জলমগ্ন হইয়াছেন অনুগ্রহ করিয়া কেহ তাঁহাকে রক্ষা করুন নচেৎ তাঁহার প্রাণ বিনাশ হয়। নৃপতি সহসা এই প্রকার কাতরধ্বনি শ্রবণ করিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, তাঁহারই প্রসাদভাজন সেই মার্জ্জার কাতরতা প্রকাশ করিতেছে। তখন তিনি আপন শরীর-রক্ষকবর্গকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা ত্বরায় ঐ মহোদয়কে রক্ষা কর।

মারকুইস নদীহইতে উত্তোলিত হইলে পর বিড়াল শকটের নিকট যাইয়া ভূপতিকে নিবেদন করিল, মহারাজ জলমজ্জন-কালে কতকগুলা দস্যু আমার প্রভুর বস্ত্রহরণ করে। আমি যথাশক্তি চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। যাহা হউক ঐ পরিচ্ছদ স্থানান্তরিতহয় নাই নিশ্চয়ই ভারি ভারি প্রস্তরমধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। নৃপতি মার্জ্জার-মুখে মারকুইসের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া আপন কোষাধ্যক্ষকে অনুমতি করিলেন, আমার বস্ত্রাগারহইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট একটী পরিচ্ছদ আনিয়া উঁহাকে দাও।

মারকুইস একে দীর্ঘকায় কান্তিমান্ তরুণ পুরুষ তাহাতে আবার সুন্দর বেশ পরিধান করিল ইহাতে তাহার শরীরশোভা দ্বিগুণিত হইয়া

উঠিল। রাজা তাহাকে দর্শন করিবামাত্র মনে২ করিলেন, আহা এ ব্যক্তি যেমন সুপুরুষ তেমনি বিলাসী। পরে স্পষ্টরূপে তাহার সহিত নানা প্রকার সৎকথালাপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাজকুমারী মারকুইসের সুকোমল-কান্তি-সন্দর্শনে নিতান্ত চমৎকৃত হইলেন। মারকুইস তাঁহার প্রতি শিষ্টাচার প্রকাশ বা অভিনন্দন না করিয়া দুই এক বার স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিবার পূর্ব্বেই কুমারী তাহার প্রতি প্রণয়বতী হইলেন। তাঁহার মন প্রণয়ে নিতান্ত মগ্ন হইল।

অনন্তর ভূপাল মারকুইসকে কহিলেন, আসুন আমরা সকলে এক যানে আরূঢ় হইয়া ভ্রমণ করি। মারকুইস তৎক্ষণাৎ ঐ রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিল। মার্জার এই ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া যাহার পর নাই আনন্দিত হইল এবং মনে২ স্থির করিল, যাহাতে ক্রমশঃ শুভ ঘটে তদ্বিষয়ে উপেক্ষা করিব না। পরে সে যানের অগ্রে২ দৌড়িয়া যাইয়া একটী ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং দেখিল কতকগুলি চাসা ঘাস কাটিতেছে, পরে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে কৃষকবর্গ যখন নৃপতি আসিয়া তোমাদিগকে এই জিজ্ঞাসা করেন যে এ ক্ষেত্রের অধিকারী কে? তখন তোমরা কহিবে, আমাদিগের প্রভু মারকুইস ইহার স্বামী। ইহার অন্যথাচরণ করিলে সুস্বাদু মাংসখণ্ড যেরূপ আমার সুভক্ষ্য এই রূপে তোমাদিগকেও অনায়াসে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব। এই রূপ উপদেশ দিবার কিঞ্চিৎ পরেই রাজশকট তথায় উপস্থিত হইল। রাজা ইচ্ছাক্রমে কৃষকগণকে ক্ষেত্রের অধিকারীর নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বিড়ালের তর্জনে ভীত হইয়া তাহার উপদিষ্ট কথাদ্বারাই উত্তর দিল। রাজা তাহা শুনিয়া কহিলেন, বলিতে কি মারকুইস আপনার উৎকৃষ্ট বিভব দেখিতেছি। মারকুইস সরলভাবে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজ ইহাতে আমি বার্ষিক মুদ্রা কিছু২ পাইয়া থাকি। এ দিকে তাঁহাদিগের প্রস্থানের পূর্ব্বেই বিড়াল দ্রুতপদে গমন করিয়া ক্ষেত্রান্তরে উপস্থিত হইল এবং তথায়ও শস্যচ্ছেদকগণকে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উপদেশ ও তর্জন করিয়া তথায় উপস্থিত রহিল। ভূপতি ক্ষণমধ্যে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কৃষকগণকে ক্ষেত্রস্বামীর বিষয়ে প্রস্তাব করিলেন। উহারা বিড়ালের আদেশানুরূপ উত্তর প্রদান করিলে পর তিনি যৎপরো নাস্তি প্রীত হইলেন।

যে ভৃত্য সতত স্বতঃ পরতঃ প্রভুর উপকারে মনোযোগী হয় সে যাবজ্জীবনকাল তদ্ধিতে দীক্ষিত থাকে, কিঞ্চিন্মাত্র উপকার করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। বিড়াল পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় শকটের অগ্রে যাইয়া কতিপয় শ্রমজীবীর নিকট উপস্থিত হইল এবং যেরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে লোকসকলকে মারকুইসের সম্পত্তিসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিল, এখানেও সেই রূপ আচরণ করিল। তাহার উপদেশ-দানের অনতিবিলম্বেই রাজযান তথায় উপস্থিত হইল; ভূপতি রীতিমত তাহাদিগকেও জিজ্ঞাস্য করিলেন, এবং উত্তর শ্রবণ করিয়া মনে২ ভাবিলেন আমাদিগের মারকুইসের সম্পত্তির সীমা নাই। তখন তিনি এসমস্ত ব্যাপারে তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিষ্টাচার প্রকাশ করিলেন। পরে তিনি স্থির করিলেন যে এই নূতন লোক যে সম্পন্ন যথার্থ মারকুইস নামা এবং অতিশয় বড় লোক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মার্জার এই রূপে নানাকৌশলে মারকুইসের সম্পত্তি ও সম্মান বিষয়ে রাজাকে চমৎকৃত ও মোহিত করিয়া পরিশেষে এক প্রাসাদসমীপে সমাগত হইল। ঐ রাজভবন এরূপ সুশোভিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন যে রাজা শকটারোহণে

যত স্থান দেখিয়াছেন তাহা ইহার একাংশও হইতে পারে না। ঐ বিড়াল গৃহস্বামীর স্বভাব ও সামর্থ্যাদির বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া এই সংবাদ পাঠাইয়া দিল যে এরূপ প্রাসাদের নিকটে আসিয়া ইহা পর্য্যবেক্ষণ এবং ইহার অধ্যক্ষকে অভিনন্দন না করিয়া যাওয়া নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য, অতএব আমি এক বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। গৃহপতি তাহার অভ্যর্থনা-পূর্ণার্থে সমাদর করিয়া তাহাকে আনয়ন করিলেন এবং কহিলেন যে তোমার কি বক্তব্য আছে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ কর। তখন বিড়াল কহিতে লাগিল, মহাশয় আমি পরম্পরায় অবগত হইয়াছি যে আপনার এক অদ্ভুত শক্তি আছে আপনি ইচ্ছামত সিংহ ও হস্তি প্রভৃতির আকার ধারণ করিতে পারেন। ইহা শুনিয়া গৃহস্বামী কহিলেন, হাঁ নিশ্চয়ই আমার ঐরূপ ক্ষমতা আছে। যদি প্রত্যক্ষ দেখিতে চাহ তবে দেখ, আমি সিংহের মূর্ত্তি গ্রহণ করিতেছি, এই কথা বলিয়াই ঐ ব্যক্তি মূর্ত্তিমান্ সিংহ হইয়া উঠিল। বিড়াল তাহা দর্শনমাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল। তাহার যে পাদুকা ছিল তাহা প্রণালী বা খাপরার উপর গমন করিবার উপযোগী ছিল না, সুতরাং দ্রুতপদে গমন করা তাহার কিরূপ ক্লেশকর হইয়া উঠিল তাহা অনুভব করিয়া জানা যাইতে পারে। যাহা হউক পরিশেষে ঐ বিড়াল গৃহস্বামীর পূর্ব্বরূপপ্রাপ্তি জানিতে পারিয়া ক্রমে২ অবতরণ করিয়া তাঁহার নিকটে আসিল এবং কহিল, মহাশয় আপনার সিংহরূপ-গ্রহণে নিতান্ত ভীত হইয়াছিলাম এক্ষণে সুস্থ হইয়াছি। যদিও প্রচণ্ড-আকার-ধারণে আপনি সমর্থ বটেন তথাপি একটি বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে আমি শুনিয়াছি আপনি ক্ষুদ্র প্রাণী এমন কি মূষিকশাবকাদিরও মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন এ কথা কোন মতেই সম্ভবযোগ্য নহে, বস্তুতঃ তাহা আমি কখন বিশ্বাস করি না। এই কথা শুনিবামাত্র তিনি তেজঃপ্রকাশ-পুরঃসর গর্ব্বিত-বাক্যে কহিতে লাগিলেন, তুমি বিশ্বাস কর না দেখ আমার ক্ষমতা আছে কি না, আমি এখনি ক্ষুদ্র মূষিকের মূর্ত্তি গ্রহণ করিতেছি, এই কথা বলিয়া তিনি আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন। তিনি মূষিকরূপে মেজিয়ার উপর যেমন বেড়াইতে লাগিলেন বিড়াল ঐ সুযোগে তাহাকে ধরিয়া প্রাণসংহার পূর্ব্বক ক্ষণমাত্রে তাহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল।

ইত্যবসরে নৃপতি শকটারোহণে ঐ প্রাসাদের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার শোভিত ও অদ্ভুত কার্য্য-সন্দর্শনে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া তদ্বহির্ভ্যন্তরে বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণার্থে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। বিড়াল শকটাগমন-ধ্বনি শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া সাঁকোর নিকটে উপস্থিত হইল এবং রাজসমীপে সবিনয়ে কহিতে লাগিল, মহারাজ অনুগ্রহ করিয়া আমার স্বামী মারকুইসের বাটীতে শুভাগমন করুন।

ভূপতি এই কথা শুনিবামাত্র সসম্ভ্রমে কহিয়া উঠিলেন কি মহোদয় মারকুইস! এ প্রাসাদ আপনার? আমার এরূপ সুশোভিত অঙ্গন বা চতুঃপার্শ্বে বেষ্টিত গৃহমণ্ডল কদাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। মন্দিরের বহির্দ্দেশ যখন এরূপ অলঙ্কৃত তখন অভ্যন্তর যে শোভাতিশয়যুক্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এস সকলে এক বার দেখিয়া আসি, এই কথা বলিয়া ভূপতি শকটহইতে অবতরণ করিলেন, মারকুইসও বিনীতভাবে রাজকুমারীর করগ্রহণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলেন।

বিড়ালের উপদেশমতে রাজা অগ্রে২ গমন করিতে লাগিলেন। মারকুইস ও রাজনন্দিনী

রাজার পশ্চাৎ২ যাইতে লাগিলেন। সে দিবস ঐ গৃহস্বামীর কতিপয় আত্মীয় কুটুম্ব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। রাজা প্রাসাদ দর্শনে আসিয়াছেন শুনিয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে তাহাদের মধ্যে কেহই সাহসী হইল না। এদিকে রাজা দেখিতে পাইলেন এক স্থানে উত্তমোত্তম সুস্বাদু ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও সঞ্চিত রহিয়াছে। একে গৃহাদির পারিপাট্য অতিশয় মনোহর, তাহাতে আবার নানাপ্রকার সুখসেব্য খাদ্য সজ্জীভূত রহিয়াছে, ইহাতে তিনি বিশিষ্টরূপে পরিতুষ্ট হইলেন।

মারকুইস যে নিতান্ত ভদ্রবংশোদ্ভব মহানুভব পুরুষরত্ন, ইহা তাঁহার বিচারণে স্থির হইল। কুমারী পূর্ব্বেই মারকুইসের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার ঈদৃশ বিভবাদি দর্শনে তাঁহার প্রণয়-সিন্ধু প্রবল হইয়া উঠিল। যাহা হউক সকলে আহারস্থলে উপবেশন করিয়া কিঞ্চিৎ২ সুরা-পান করিলেন। ভূপতি মারকুইসের প্রতি সস্নেহদৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস মার-কুইস এক্ষণে আমি তোমার শ্বশুর হইলাম তুমি আমার স্নেহের আধার জামাতা হইলে" এই ক্ষণে অনুমতি সূচক বাক্য বলিয়া আমার কর্ণে অমৃতবারি সেচন কর এইটী নিতান্ত অভি-লাষ।

মারকুইস রাজার ঈদৃশ প্রসাদে আত্মাকে চরি-তার্থ বোধ করিয়া প্রণাম করিল এবং সহর্ষ-নয়নে কুমারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রাজার ইচ্ছাক্রমে ঐ দিনেই তাহাদের শুভ-পরিণয় যথাবিধি সমাহিত হইল। কুমারীর আনন্দের সীমা রহিল না। নৃপতি অনুরূপ পাত্রে কন্যারত্ন সমর্পণ করিয়া যৎপরো নাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, এবং যথাবিধি আশী-র্ব্বাদ-প্রয়োগ-পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কার্য্যকুশল প্রভুভক্ত বিড়াল বুদ্ধিবলে স্বা-মীর হিত সাধন করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিল। তদবধি সে কখন কোন জীবের হিংসা করিত না সতত সুখভোগে আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া কালযাপন করিতে লা-গিল।

সেঁউতী বাঈ।

সেঁউতীবাঈ এই রূপে তথা-হইতে বহির্গত হইয়া কিয়-দ্দিবস দুর্গম গিরি গহ্বর ও ভয়ঙ্কর অটবীসকল পরি-ভ্রমণ পূর্ব্বক বিবিধ বিপ-দাপাত সহ্য করিয়া পরিশেষে আর একটী মনোহর নগরীতে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, ঐ নগরীর নিম্নভাগেই এক সুবিস্তীর্ণ হ্রদ, উহার উপকূলে অতিমনোহর পুষ্পোদ্যান। সেঁউতী পথভ্রমণে সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, পুষ্পোদ্যান-দর্শনে তথায় প্রবিষ্ট হইলেন। উদ্যানপালক তাঁহাকে তথাবিধ পরিশ্রান্ত দর্শন এবং তাঁহার প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া পরম সমাদরে তাঁহাকে আশ্রয় ও যথাসাধ্য খাদ্য সামগ্রী প্রদান করিল।

অনন্তর সায়ঙ্কাল উপস্থিত হইলে উদ্যান-পালকের পত্নী চুল্লী প্রজ্জ্বলিত করিয়া রন্ধন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় সেঁউতী তাহার সমীপে উপবেশন করিয়া কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন রাজধানীর নূতন সমাচার কি?" মালিনী কহিল, "নূতনের মধ্যে আমা-

দের মহারাজার এক স্বপ্নকথা আছে।" মন্ত্রিকন্যা কহিলেন, "স্বপ্নকথা কিরূপ?" মা-লিনী কহিল, "আমাদের মহারাজা এক দিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, একটী রূপোর গাছে সোণার পাতা ও মুক্তোর ফল হইয়াছে। তার পরদিন প্রভাতে সভায় বসিয়া তাঁহার মন্ত্রী ও অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা সকলেই বলিলেন যে ভূ-ভারতে এমন বৃক্ষ সম্ভব হইতে,পারে না। তাহাতে মহারাজ সন্তুষ্ট না হইয়া সেই পর্য্যন্তই অত্যন্ত চিন্তিত আছেন। তাহার উপর আবার রাজ-কন্যা সেই কথা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি এরূপ বৃক্ষ দেখাইতে পারিবে তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন; নতুবা জন্মাবচ্ছিন্নে বিবাহ করিবেন না।" সেঁউতী এই স্বপ্নবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন "এ অতি অসঙ্গত বটে?"

এই রূপে কথাপ্রসঙ্গে মালিনীর রন্ধন, ভোজন, সমাপন হইল। মন্ত্রিকন্যাও তথাহইতে এক-খানি আসন আহরণ করিয়া সেই হ্রদের উপ-কূলেই আস্তৃত করিলেন। অনন্তর শয়নের পূর্ব্বাহ্নে যেমন জানুদ্বয় বিনমিত করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিবেন অমনি তিনি দেখিতে পাইলেন, একটী অত্যুজ্জ্বল আলোক হ্রদমধ্যহইতে উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ তাঁহার সন্নিহিত হইতেছে। পরক্ষণেই আবার তিনি সেই আলোক-সাহায্যে দেখিলেন, এক ভীষণাকার সর্প ক্রমশঃ তাহার আস্যদেশ বিবৃত করিয়া এক রত্ন উদ্গারপূর্ব্বক তথায় স্থাপন করিল। রত্নটীর আকার ডিম্বের ন্যায় এবং এরূপ উজ্জ্বল যে, বোধ হইতে লাগিল যেন একটী নক্ষত্র নভোমণ্ডলহইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত কিংবা ভূতলহইতে এক ক্ষুদ্রাকৃতি সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে। যাহা হউক, সেই সর্প মণিটী ভূমিতে রাখিয়া ইতস্ততঃ আহারান্বেষণ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ ত্রিযামা অবসন্না হইলে সর্প পুনরায় সেই রত্নটী গ্রহণ করিয়া সেই হ্রদমধ্যেই অন্তর্হিত হইল। সেঁউতী তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, কল্য রাত্রিতেও এই ব্যাপার বিলক্ষণরূপে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

রজনী প্রভাত হইলে সেঁউতী স্বীয় দৈনিক কার্য্য সমাপনান্তে পুনরায় পূর্ব্বদিনের মত সেই স্থানে গমন করিয়া সর্পের আগমন-প্রতীক্ষায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে সর্প তথায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বদিনের ন্যায় মণ্য-দ্গার পূর্ব্বক তথায় স্থাপন করিয়া আহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। সেঁউতী তদ্দর্শনে মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, যে কোন প্রকারে হউক, সর্পকে বিনাশ করিয়া ঐ মহামূল্য রত্নটী গ্রহণ করিতে হইবে। অনন্তর পরদিন প্রভাতে তিনি জনৈক কর্ম্মকারের বিপণীতে গমন করিয়া দ্বা-দশপুরুষবাহ্য এক লৌহজাল প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। কর্ম্মকার তাঁহার আদেশা-নুযায়ী জাল প্রস্তুত করিয়া দিল। মন্ত্রিকন্যা সেই জাল গ্রহণ পূর্ব্বক হ্রদতীরবর্ত্তী বৃক্ষে বিলম্বিত এবং তাহার চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি দ্রব্য বিক্ষিপ্ত করিয়া স্বয়ং বৃক্ষোপরি অবস্থান করিলেন। অনন্তর ভুজঙ্গম নিয়মিত সময়ে হ্রদহইতে উত্তীর্ণ হইয়া তৎসমুদায় সুগন্ধি দ্রব্যের আঘ্রাণে বৃক্ষতলেই উপস্থিত হইল। তিনি অবসরক্রমে বৃক্ষহইতে সেই জাল তদুপরি নিক্ষিপ্ত করিলেন। সর্প দুর্ব্বহলৌহজাল-ভরে গতাসু হইয়া স্পন্দ-হীন নিপতিত রহিল। সেঁউতী শঙ্কাবশতঃ অব-তীর্ণ নাহইয়া সেই বৃক্ষোপরিই কথঞ্চিৎ যামিনী যাপন করিলেন। অনন্তর পূর্ব্বদিক্ অরুণিমারাগ ধারণ করিলে তিনি বৃক্ষহইতে অবতীর্ণ হইয়া

মহাহ্লাদে মণিটী করতলে করিয়া ভাবিলেন যে, সমস্ত-রাত্রি-জাগরণে শরীর অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছে; অতএব স্নান করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। পরে স্নানার্থ সেই হ্রদে অবতীর্ণ হইয়া যেমন মুখপ্রক্ষালন করিবেন অমনি হস্তস্থিত মণি সলিল-স্পর্শে তন্মধ্যদিয়া পথ প্রস্তুত করত এক ভিত্তিতে সংলগ্ন হইল। মন্ত্রিকন্যা ঐ অত্যুৎকৃষ্ট বর্ত্মের অবলোকনে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পথের উভয় পার্শ্বে অতীব রমণীয় অট্টালিকা, এবং মধ্যে ২ বিবিধবর্ণ পুষ্প-পরিশোভিত মনোহর উদ্যান। সেঁউতী তদ্দর্শনে পরমকৌতুকাবিষ্ট হইয়া ক্রমাগত গমন করিতে করিতে এক সুঘটিত অত্যুন্নত দ্বারদেশ প্রাপ্ত হইলেন, কপাটে আঘাত করিবামাত্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, দেখিলেন সম্মুখেই নয়নমনোহর এক পুষ্পোদ্যান রহিয়াছে। তাদৃশ পুষ্পোদ্যান কখন কাহারও নয়নপথে নিপতিত হয় নাই। উহার কোন স্থানে অত্যুন্নত বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পে পরিশোভিত হইয়াছে; কোন স্থান পুষ্পবনে আচ্ছন্নপ্রায় করিয়া রাখিয়াছে; আর প্রজাপতিসকল দলে দলে বসিয়া সেই পুষ্পমধু পান করিতেছে; কোন স্থানে নানাবিধ বিহঙ্গমগণ বৃক্ষশাখোপরি উপবিষ্ট হইয়া সুস্বরে সঙ্গীতালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং মধ্যস্থলে অতি মনোহর রৌপ্য-স্কন্ধ, সুবর্ণপত্র ও মুক্তাফলময় বৃক্ষ একেবারে কাননভূমি উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। এক অলোকসামান্যরূপবতী ষোড়শী কন্যা ঐ বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট হইয়া বীণাবাদন করিতেছে; তাদৃশ রূপমধুরী কখন কাহারও নেত্রপথে নিপতিত হয় নাই। তাঁহার নয়ন যুগলের জ্যোতি উজ্জ্বল নক্ষত্রদ্বয়ের ন্যায় এবং আলুলায়িত কুটিলকুন্তল পাদমূল পর্য্যন্ত নিপতিত রহিয়াছে। তিনি সেঁউতীকে দেখিবামাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মধু স্বরের জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আপনি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিলেন?" সেঁউতী কহিলেন, "কেন আমায় কি তোমাকে সাক্ষাৎ করিতে আসিতে নাই?" কন্যা উত্তর করিল, "না মহাশয়, আপনার আসাতে আমার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু আমার পিতা আপনাকে দেখিলেই এখনি বিনাশ করিবেন। আমি নাগরাজের কন্যা, আমার নাম হীরাবাই। আমার বাল্যক্রীড়া-নিমিত্ত পিতা এই উদ্যান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং বাল্যাবধিই আমি একাকী এই স্থানে আছি। এখানে অন্য কাহারও প্রবেশের অনুমতি নাই। আমি আপনাকে ভিন্ন আর কখন কোন পুরুষের মুখাবলোকন করিতে পাই নাই। এক্ষণে আপনি কে, এবং কিরূপেই বা এখানে আগমন করিলেন, ব্যক্ত করুন"। মন্ত্রিকন্যা কহিলেন, "আমার নাম সেঁউতীরাজা। তুমি যে নাগরাজের জন্য শঙ্কিত হইতেছ আমি তাহার বধসাধন করিয়াছি।" হীরাবাই পিতৃবধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র আহ্লাদবিকসিতনেত্রে কহিলেন, মহাশয়! "তবে এক্ষণে আমার আর কোন উপদ্রব নাই, আমি পিতার সমুদায় সম্পত্তির অধিকারিণী হইলাম, অতএব আপনি এই স্থানেই অবস্থান করিয়া রাজ্যভার এবং আমার পাণিগ্রহণ করুন"। সেঁউতী কহিলেন, "তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে। আমার মহারাজা আমাকে কোন গুরুতর কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন যাবৎ আমি সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ না হইব তাবৎ আমাকে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। অতএব যদি আমার ন্যায় তোমারও অনুরাগ জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে তুমি আমার সহিত আগমন কর; আমি স্বদেশে গিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিব।"

তখন হীরাবাই তাঁহার এই রূপ বাক্যশ্রবণে শিরঃকম্পনপূর্ব্বক কহিলেন, "না নাথ যদি আমি আপনার সহিত গমন করি, তাহা হইলে সমুদায় লোক আমার রূপদর্শনে লোলুপ হইয়া তোমার কোন অত্যাহিত ঘটনা এবং আমাকে বিক্রয় করিবে। অতএব আপনি এই বেণু গ্রহণ করুন; যখন আমার মিলন কিম্বা সাহায্য বাসনা হইবে তখনই নির্জ্জনে বসিয়া এই বেণু বাদন করিবেন"।

মন্ত্রিকন্যা সেঁউতী নাগকন্যার বাক্যানুসারে বেণু গ্রহণপূর্ব্বক তথাহইতে বিদায় হইয়া পুনরায় হ্রদতীরবর্ত্তী মালিনীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইবামাত্র মালিনী জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! আজি দুই দিবস হইল আপনার কোন সমাচার পাই নাই, আমরা মনে করিয়াছিলাম আপনি প্রস্থান করিয়াছেন; কোথায় গিয়াছিলেন?" সেঁউতী প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন "কোন বিশেষ প্রয়োজন উপলক্ষে বাজারে গিয়াছিলাম তথায় বিলম্ব হইয়াছে। সে যাহা হউক, এক্ষণে কোন্ সময়ে যাইলে রাজমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে এক বার জানিতে হইবে। কারণ এখান-হইতে যাইবার পূর্ব্বে আমি এক বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব"। মালিনী তাঁহার আদেশানুসারে রাজমন্ত্রীর নিকট গমন করিল। ইত্যবসরে সেঁউতী সেই বৃহদাকার ভুজঙ্গমের দেহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মালিনী পরদিন তাঁহাকে অনুকূল সমাচার প্রদান করিলে তিনি নিয়মিত সময়ে রাজমন্ত্রীর ভবনে উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রিবর আগমনমাত্র তিনি কে, এবং তাঁহার আগমনের প্রয়োজনই বা কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সেঁউতী কহিলেন, "আমার নাম সেঁউতীরাজা আমি আপন রাজকার্য্যসাধনার্থ নানা দেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে এখানে উপস্থিত হইয়াছি; আপনার সহিত আলাপ করাই আমার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য"। তখন রাজমন্ত্রী অতিবিনীতভাবে তাঁহার সহিত নানা বিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ কথাপ্রসঙ্গে রাজার স্বপ্ন কথার উল্লেখ হইলে সেঁউতী জিজ্ঞাসা করিলেন "যে ব্যক্তি রাজাকে তাদৃশ বৃক্ষ প্রদর্শন করাইতে পারিবে (আপনার কি বোধ হয়) নরপতি তাহাকে কি প্রদান করিবেন?" মন্ত্রী কহিল, "এরূপ প্রদর্শন করাইতে পারিলে নরপতি তাহাকে স্বীয় কন্যা ও রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিবেন তাহার আর সন্দেহ নাই।" সেঁউতী কহিলেন "যদি তাহাই স্থিরসঙ্কল্প হয় তাহা হইলে আপনি এক বার নরপতিগোচরে নিবেদন করুন আমি এরূপ বৃক্ষ প্রদর্শন করাইতে প্রস্তুত আছি: কিন্তু যামিনীযোগে ভিন্ন তাদৃশ বৃক্ষ-দর্শনে কৃতার্থ হইতে পারিবেন না"।

মন্ত্রিবর রাজদূত সেঁউতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া নরপতি-গোচরে সমুপস্থিত হইয়া সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সর্ব্ব-সমক্ষে বচন-বদ্ধ হইয়া কহিলেন "অদ্য রাত্রিতেই আমাকে স্বপ্নানুরূপ বৃক্ষ প্রদর্শন করাইতেই হইবে।" মন্ত্রিকন্যা তাহাতে সম্মত হইয়া অরণ্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বেণুবাদন করিবামাত্র হীরাবাই তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পতি-সন্নিধানে তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "আপনি অনায়াসেই তদভিলষিত বৃক্ষ প্রদর্শন করাইতে সমর্থ হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই।" অনন্তর সেঁউতী রাজাকে বৃক্ষ প্রদর্শনার্থ লইয়া যাইবার সময়, সভাসদ্গণও ঐ আশ্চর্য্য-ব্যাপার-দর্শনার্থ তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। পরে নরপতি বনমধ্যে উপ-

স্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় উত্তুঙ্গ এক রাজ-প্রাসাদ রহিয়াছে, তাহার চতুর্দ্দিকে জল-গৃহ-হইতে জল উত্থিত হইতেছে, গৃহভিত্তিসকল অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ডদ্বারা খচিত, ঐ সকল মণি-প্রভায় গৃহগুলি এরূপ আলোকময় হইয়াছে যে, দিবসের সহিত কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। চতুর্দ্দিক্‌হইতে বীণাধ্বনি সকলের শ্রবণবিবরে মধুধারাবর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কে বীণা বাদন করিতেছে তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না। ঐ অট্টালিকার মধ্যস্থলেই দেখিলেন, সেই রৌপ্যস্কন্ধ, সুবর্ণপত্র ও মুক্তাফলময় বৃক্ষ বিরাজিত রহিয়াছে। রাজা ঐ আশ্চর্য্য-ঘটনা-দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। রজনী প্রভাত হইলে সভামধ্যে সেঁউতীকে আহ্বান করিয়া রাজ্যার্দ্ধ ও স্বীয় কন্যা প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি কহিলেন, "মহারাজ! আমি এক্ষণে স্বীয় রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছি; অতএব আমি যখন তৎকার্য্য সাধন করিয়া প্রত্যাগমন করিব তখন কিয়দ্দিবস এই স্থানে অবস্থান করিয়া আপনার কন্যার পাণিপীড়ন করিব।" এই কথা শ্রবণে রাজা তাঁহাকে বিদায় দান করিয়া পথপ্রদর্শনার্থ কিয়দ্দূর অনুচরগণকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন।

মন্ত্রিকন্যা সেঁউতী এই রূপে তথাহইতে বিদায় হইয়া নানা দেশ পরিভ্রমণ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই রাক্ষসদিগের দেশলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি এক বিজনপ্রদেশে আসীন হইয়া হীরা বাইকে স্মরণ করত বেণু-বাদন করিলেন। নাগকন্যা তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "নাথ! আপনি কি জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছেন।" সেঁউতী উত্তর করিলেন, "অয়ি অনুকূলে! আমি বহুকাল-পর্য্যন্ত রাক্ষসদিগের দেশান্বেষণার্থ ভ্রমণ করিতেছি; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। তুমি তাহার কোন উপায় বিধান করিতে পারিবে কি না।" নাগকন্যা কহিলেন "নাথ! সে অতিভয়ঙ্কর স্থান নিরন্তর চতুর্দ্দিকে প্রহরীসকল অলক্ষিতভাবে বিচরণ করিতেছে। এমন কি অনুমতি ব্যতীত বিহঙ্গমেরাও তথায় প্রবেশ করিতে পায় না। যাহা হউক এক্ষণে এই মাত্র এক সদুপায় হইতে পারে, যে রাক্ষসরাজের কন্যার সহিত আমার অত্যন্ত প্রণয় থাকাতে তিনি আমাকে এক অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়াছেন, আমি ঐ অঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া যাইতাম কেহ আমাকে দেখিতে পাইত না। অতএব আপনি এই অঙ্গুরীয় পরিধানপূর্ব্বক ঐ অদূরবর্ত্তী উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করুন। ঐ স্থানে গিয়া অঙ্গুরীয়কের এই প্রস্তরখানি করতলস্থ করিলেই আপনি অধঃস্খলিত হইয়া একেবারে রাক্ষসরাজের রাজধানীতে উপস্থিত হইবেন। তথায় যাইবা মাত্র এই অঙ্গুরীয়প্রভাবে অন্য কেহ আপনাকে দেখিতে পাইবে না; কিন্তু রাক্ষস-কন্যা আপনাকে দেখিতে পাইবেন। তখন আপনি আমার স্বামী বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলে তিনি আপনাকে যথেষ্ট সমাদর করিবেন।" এই কথা বলিয়া হীরা বাই তথাহইতে অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর সেঁউতী নাগকন্যার প্রদর্শিত পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ অনুষ্ঠান করিবামাত্র অধঃস্খলিত হইয়া একেবারে রাক্ষস-রাজকন্যার পুরীমধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, তথায় সহস্র সহস্র রাক্ষস প্রহরী রহিয়াছে। প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইবামাত্র স্বর্ণালঙ্কৃত শত শত পট্ট বস্ত্র তাঁহার নয়ন পথে

নিপতিত হইল। তৎপরে দেখিলেন ঐ প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে গজদন্ত-নির্ম্মিত সুবর্ণ ও মণিমুক্তা খচিত সিংহাসনের উপরি রাক্ষস-রাজকন্যা উপবিষ্টা রহিয়াছেন। গৃহভিত্তিসকল মহামূল্য রত্নদ্বারা বিভূষিত রহিয়াছে। নাগ-কন্যা-দত্তাঙ্গুরীয়-প্রভাবে আর কেহ তাঁহাকে জানিতে পারিল না; কিন্তু রাজকন্যা তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে এবং কিরূপেই বা এখানে আগমন করিলে।" তখন সেঁউতী বাঈ উত্তর করিলেন "আমার নাম সেঁউতী রাজা, আমি হীরা বাঈর স্বামী, আমি ভবদ্দত্তাঙ্গুরীয়-প্রভাবে এখানে আগমন করিয়াছি।" তখন রাক্ষস-রাজকন্যা তাঁহাকে পরম-সমাদরে পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! দেখিতেছেন, চতুর্দ্দিকে প্রহরীসকল পরিভ্রমণ করিতেছে, উহারা আপনার উপস্থিতি অবগত হইলেই ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইবে, আপনাকে রক্ষা করা কোনরূপেই আমার সাধ্যায়ত্ত হইবে না, যাহা হউক এক্ষণে আগমন-প্রয়োজন ব্যক্ত করুন।" মন্ত্রিকন্যা কহিলেন, "আমি আপনকার সাক্ষাৎকার বাসনায় এখানে আগমন করিয়াছি। আপনার নাম কি, এবং কিরূপেই বা একাকী কালযাপন করিতেছেন,তাহা ব্যক্ত করুন।"

রাক্ষস-রাজকন্যা কহিলেন, "মহাশয় আমি আমার পিতার একমাত্র কন্যা, আমার নাম তারা বাঈ। পিতা বাল্যাবধি অত্যন্ত স্নেহ করেন বলিয়া আমার থাকিবার জন্য এই অট্টালিকা-নির্ম্মাণ এবং এই প্রহরীসকল নিয়োগ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত এস্থলে কাহারও আগমন বা নির্গমের উপায় নাই। এই বাটী এত দূর বিস্তৃত যে,তাহাতে পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা অতি সুকঠিন হইয়াছে। ফলতঃ কয়েক বৎসর হইল সাক্ষাৎও হয় নাই। যাহা হউক আমি এক্ষণে আপনকার রক্ষার্থ স্বয়ং পিতা মাতার নিকট যাই।" "আমি যাবৎ প্রত্যাগমন না করি আপনি এই স্থানেই অপেক্ষা করুন" এই বলিয়া তারাবাঈ পিতৃসন্নিধানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর জনৈক দূত রাক্ষসরাজের সমীপে রাজকন্যার আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিলে রাজা ও রাণী উভয়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তাহার কি কোন শারীরিক অসুখ হইয়াছে; কিম্বা তাহার তথায় থাকিবার কোন অসুবিধা ঘটিতেছে?" উভয়ে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন এমন সময়ে তারা বাঈ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎসে! অসময়ে এখানে আগমন করিবার কারণ কি?" তারাবাই কহিলেন, "তাত! আমার পরিণয়েচ্ছা অতিশয়-বলবতী হইয়াছে; অতএব আপনি যদি কোন সুকুমার রাজকুমারের হস্তে আমাকে সমর্পণ করেন তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হই।" রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন, "বৎসে! তুমি নিতান্ত বালিকা, যাহা হউক যদি তোমার বাসনা হইয়া থাকে, অবশ্যই হইবে; কিন্তু কোন রাজকুমার স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা না করিলে এ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে না।" তারা বাঈ কহিলেন, "তাত! যদি কোন রূপবান্ সাহসী রাজকুমার আপনার নিয়োজিত যমোপম সহস্র সহস্র প্রহরী অতিক্রম করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে আপনি অঙ্গীকার করেন যে, তাঁহাকে নিরাপদ্ করিবেন।" রাজা কহিলেন, "যদি এরূপ কোন রাজকুমার আসিয়া থাকে, সে অবশ্যই নিরাপদ্ হইতে পারিবে।" পিতার বাক্য-শ্রবণে তারা বাঈ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মন্ত্রিকন্যা সেঁউতীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পিতার নিকট

উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাদিগের নিকট যে রাজকুমারের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম ইনিই তিনি।" রাজা তাঁহার আপাদমস্তক দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, যখন এ সমুদায় বিপদ্ অতিক্রম করিয়া এ পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছে তখন এ ব্যক্তি অত্যন্ত সাহসী ও অসাধারণ-ক্ষমতাশালী তাহার আর সন্দেহ নাই; ফলতঃ যেরূপ আকৃতি তাহাতেও বোধ হইতেছে, অবশ্যই এ কোন সদ্বংশসম্ভূত হইবে। অতএব ইহাকে জামাতৃপদে বরণ করাই বিধেয়। অনন্তর রাজা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার সুশ্রীকতা সাহসিকতা ও কার্য্যপটুতা দর্শনে আমরা সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে এই কন্যাটী সম্প্রদান করিলাম গ্রহণ কর। এই কন্যা ভিন্ন আমাদিগের আর সন্তান সন্ততি নাই। অদ্যাবধি আমার যাবদীয় সম্পত্তি সমুদায় তোমার; কিন্তু তুমি আমাদিগের কন্যাটীকে বিশেষ যত্ন করিবে যথায় ইচ্ছা লইয়া যাও আমাদিগের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু অন্যতরের কোন অসুস্থতা ঘটিলে অবিলম্বে এই স্থানে উপস্থিত হইবে।" রাক্ষসপতি এইরূপ বলিয়া মহাসমারোহে কন্যা সম্প্রদান করিলেন, নানাদিগ্‌দেশহইতে রাক্ষসসকল সমাগত হইতে লাগিল। একাদিক্রমে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত সমারোহ চলিল। পরে রাজা ও রাণী উভয়ে বর কন্যাকে অসঙ্খ্য--মহামূল্য--মণি--মুক্তাদি--ধন-প্রদান-পূর্ব্বক এক-পদ্ম সঙ্খ্যক রাক্ষস-সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে বিদায় করিলেন।

খম্‌সীন।

সিনা খাড়ীর অপূর্ব্ব মরীচিকা, বাকুনগরের আশ্চর্য্য ভূজঠরাগ্নি, পোলণ্ডীয় সন্দীপ্ত জ্যোতির্ম্মালা ও জলস্তম্ভ প্রভৃতি নৈসর্গিক অসম্ভব ব্যাপারের ন্যায় আফরিকা-মহাখণ্ডেও একপ্রকার আশ্চর্য্য বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়জনক। তত্রত্য লোকেরা উক্ত বায়ুকে খম্‌সীন বলে। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত রুপেলনামা জনৈক ভ্রমণকারী এইরূপ লিখিয়াছেন, "আমি একদা সুএজহইতে কয়রো-নগরাভিমুখে যাত্রা করিতেছি সেই সময়ে একপ্রকার আশ্চর্য্য নৈসর্গিক ঘটনা আমার নয়ন-গোচর হইয়াছিল। এতাদৃশ অসম্ভব ব্যাপারের কারণানুসন্ধান বিশিষ্টফলদায়ক, তাহার সন্দেহ নাই।

"ইংরাজী ১৮২২ সালের মে মাসে একবিংশতি দিবসে আমরা আফরিকার মরুভূমির মধ্যদিয়া যাইতেছিলাম। তথাহইতে কয়রো নগরে সপ্তঘটিকা-কাল-মধ্যে উপনীত হইবার সম্ভাবনা ছিল। ঐ সময়ে দক্ষিণদিক্‌হইতে অকস্মাৎ একটা প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল। ইতি পূর্ব্বে যে সকল ভ্রমণকারীর সহিত পথে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহারা পূর্ব্বোক্ত বিস্ময়জনক অসম্ভব ঝটিকার বৃত্তান্ত আমাদিগকে জ্ঞাত করাইয়াছিল। যাহা হউক, রজনীকালে উত্তর-পূর্ব্বদিক্‌হইতে মৃদু সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। পরন্তু তৎপরদিবসে সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরক্ষণে দক্ষিণ এবং দক্ষিণপূর্ব্ব-দিক্‌হইতে পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ ঝটিকার সূচনা হইয়া ক্রমশঃ বায়ু এরূপ প্রবলবেগে

বহিতে লাগিল যে যাবৎ ভয়ানক ঝড় উৎপাদন না করিল তাবৎ ঐ বায়ু ক্ষান্ত হইল না। রজোরাশি মেঘবৎ শূন্যে উত্থিত হইয়া সমস্ত গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল; সুতরাং নিকটস্থ-পদার্থনিকর নিরূপণ করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। এমন কি সন্নিহিত উষ্ট্রসকল অতিকষ্টেও দৃষ্টিগোচর হইল না। তৎকালে ভূতলহইতে এপ্রকার অস্পষ্ট মৃদু২ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল যে তচ্ছ্রবণে আমরা নিশ্চয়ই অনুমান করিলাম যে সন্নিহিত তরঙ্গতুল্য বালুকারাশিতে বাতাঘাত হওয়াতেই ঐ শব্দসকল উদ্ভূত হইতেছে। আমাদিগের দেহের যে যে ভাগে বায়ু স্পর্শ করিতে লাগিল সেই সেই অংশ অতিশয় উত্তপ্ত বোধ হইতে লাগিল এবং সূচিকা বিদ্ধ করিলে গাত্রে যেরূপ কষ্ট অনুভূত হয় সেই প্রকার যাতনা অনুভব হইতে লাগিল। তৎকালে একপ্রকার মৃদু নিস্বন শ্রুত হইয়াছিল। আদৌ অনুভব করিয়াছিলাম যে শরীরে বালুকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা বাতাসদ্বারা বেগে সঞ্চালিত হইয়া আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতেই ঐরূপ শব্দ উৎপন্ন হইতেছে। পরে তাহার নিরূপণার্থ আমার মস্তকস্থিত টুপিটা যে দিক্‌হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল সেই দিকে ধরিলাম; কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইল। কারণ একটী কণিকামাত্র তাহার মধ্যে দেখিতে না পাইয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তখন আমার স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইল যে বায়ু-বেগ-প্রবাহিত প্রস্তরকণিকা অথবা বালুকার পরমাণুর আঘাতে পূর্ব্বোক্ত যাতনা হওয়া সম্ভাবিত নহে, পরন্তু তাড়িতাকর্ষণের ন্যায় একপ্রকার অপ্রত্যক্ষপর আকর্ষণ-শক্তির অনুসারেই এইরূপ জ্বালা উৎপন্ন হইতেছে। পরে আমি এতদ্বিষয়ে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করণে বিশিষ্ট মনোযোগী হইলাম। দেখিলাম, আমাদিগের সকলেরই কেশ কিঞ্চিৎ সমুন্নতভাবে রহিয়াছে, শরীরের গ্রন্থিস্থলেই সূচিকাবেধবৎ অধিকাংশ যাতনা অনুভব হইতেছে। পুনর্ব্বার আমি এক খানি সূক্ষ্ম কাগজ বাতাসের দিকে ধরিলাম, পরন্তু তাহাতেও কোন আঘাতের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল না। ইহাতে আরও সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া বাহু প্রসারণ করিয়া দেখিলাম, আমার অঙ্গুলীর অগ্রভাগে উক্ত যাতনা অধিক অনুভূত হইল। ইহাতে আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে মিসরীয় লোকেরা যে তীব্র বায়ুকে খম্‌সীন বলে উহাতে কিছু তাড়িতের তীব্র অদ্ভুত ব্যাপার থাকিবে। অথবা মরুপ্রান্তরস্থ অপার শুষ্কবালুকা বায়ুসহযোগে চলিত হইলেই উহাতে তাড়িতাকর্ষণ হয় তৎপ্রভাবেই এতাদৃশ যাতনা উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।"

অপিচ উপরোক্ত ভ্রমণকারী বলেন যে, এই বালুকাতেই তত্রত্য নির্ম্মল আকাশকে কতিপয় দিবস ক্রমান্বয়ে ঘোরতররূপে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, এবং মরুস্থলে সর্ব্বদা যে, পথিকদিগের জীবন নষ্ট হইয়া থাকে তাহার এই বৈদ্যুত আকর্ষণই মূল কারণ।

মিসর দেশের এই আশ্চর্য্য বায়ু ক্রমাগত দুই তিন দিন প্রবাহিত হয়, পরন্তু ইহা দিবস অপেক্ষা রাত্রিকালে অনেক অল্পবেগে বহিয়া থাকে। এই বায়ু বৈশাখ মাসের এক পক্ষের পর বহিতে আরব্ধ হইয়া আষাঢ়ের প্রথমেই নিরস্ত হয়, তজ্জন্য ইহার আর্ব্বী-ভাষায় খমসীন নাম অভিহিত আছে, অর্থাৎ ৫০ দিবসব্যাপক বায়ু।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

"পুরাণ প্রকাশ। বিষ্ণুপুরাণ শ্রীধরস্বামীর কৃত টীকা ও বিষ্ণ্বর্থ-বৈদ্যনাথ-নামক বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত শ্রীবরদাপ্রসাদ বসাক কর্তৃক প্রকাশিত।" উক্ত গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ড আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। এই গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করাতে যে বিশেষ ফল দর্শিবে তাহাতে সংশয়াভাব। প্রাচীন কালের আদ্যোপান্ত ব্যাপার পরিজ্ঞাত হওয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সুসাধ্য নহে অধুনা কৃতবিদ্য মহোদয়গণ যখন তদভাব-নিরাকরণার্থ যত্নবান্ হইয়াছেন তখন ইহাতে সাধারণের কৃতজ্ঞতা-স্বীকার অবশ্য কর্ত্তব্য। ফলে ঈদৃশ-কার্য্য-সহায় সারবান্ লোকসকল অবশ্যই আমাদিগের সাধুবাদযোগ্য। কিছু দিন হইল রামসেবক বিদ্যারত্নকর্তৃক মূলসংস্কৃতহইতে বাঙ্গালায় অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণের তিন খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, উহা রহস্যসন্দর্ভের ৪১ খণ্ডে সমালোচিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা যে পুস্তকের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা পূর্ব্ব প্রাপ্ত পুস্তকের অনুবাদ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সন্দেহ নাই। অনুবাদক সংস্কৃতের অবিকলানুবাদ-বিষয়ে অনেক যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু আক্ষেপের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে সর্ব্বত্র সে যত্ন সফল হয় নাই স্থলবিশেষে কোন ২ শব্দের অর্থান্তর ঘটিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কতিপয় স্থল নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে, পাঠকবর্গ তৎপাঠে বিবেচনা করিয়া লইতে পারিবেন।

গ্রন্থের প্রথম শ্লোক।

জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষ পূর্ব্বজ॥

তাহার অর্থে লিখিত হইয়াছে, "হে পুণ্ডরীকাক্ষ তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ; হে বিশ্বভাবন তোমাকে নমস্কার ইত্যাদি।" এই স্থলে "জিতং" শব্দের অর্থ "শ্রেষ্ঠ" বলিয়া অনুবাদ করাতে সাধারণের মনোরম হইতে পারে না। "হে পুণ্ডরীকাক্ষ তোমার জয় হউক" এরূপ অনুবাদ করিলে মূলের রক্ষা করা কি হইত না? দ্বিতীয় কবিতার দ্বিতীয় চরণ "গুণোর্ম্মিসৃষ্টিস্থিতি কালসংলয়ঃ।" ইহার অনুবাদে যিনি ঈশ্বর অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি করিতে না করিতে বা অন্যথা করিতে সমর্থ" এই স্থলে প্রলয়াদি করিতে না করিতে বা অন্যথা করিতে সমর্থ এরূপ অর্থ হইতে পারে না। বরং সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণদ্বারা সৃষ্টি স্থিতি সংহারের লয়স্বরূপ এইরূপ অর্থই হইতে পারে। যাহা হউক, অনুবাদক মহাশয় যে অধিকাংশ স্থলে সংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে যথোচিত সন্তোষ লাভ করিয়াছি। তিনি যে কেবল মূল গ্রন্থের আভাসমাত্র সঙ্কলন করিয়া অনুবাদ করেন নাই ইহাতে সাধারণের বিশেষ উপকার জন্মিবেক। বিশেষতঃ যে সমস্ত কবিতার অবিকল অনুবাদ করা হইয়াছে তাহার কাঠিন্য-কুঞ্জক-বিপাটনার্থ বাঙ্গালার টীকারূপ খড়্গ প্রস্তুত করা একপ্রকার প্রাজ্ঞতা হইয়াছে, অন্যথা বিষ্ণুপুরাণে প্রবেশ করিয়া অর্থ গ্রহণ করা সুসাধ্য হইত না। এই হেতু আমরা অনুবাদক এবং প্রকাশক মহোদয়দ্বয়কে ধন্যবাদ করিতেছি। প্রথমোক্ত মহোদয় সুপণ্ডিত এবং এই গ্রন্থের অনুবাদ-বিষয়ে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন তবে যে দুই এক স্থলে দোষোদ্ঘোষণ হইয়াছে সে কেবল তাঁহার যাহাতে আরো বিশেষ যত্ন হয় তদ্বিষয়ের উত্তেজকমাত্র।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৫১ খণ্ড

রামপুর রাজ্য।

রামপুর রাজ্য রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত। উহার প্রধান নগর রামপুর। উহা দিল্লী-হইতে চত্বারিংশৎ জ্যোতিষী ক্রোশ দূরে কৌশল্যা-নদী-তটে স্থাপিত আছে। যৎকালে হেষ্টিংস্ সাহেব ভারত-বর্ষস্থ ব্রিটিষ-রাজত্ব-শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তৎকালে ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর-প্রদেশের মধ্যে রোহিলা আফগানদিগের প্রবল প্রতাপ ও অতুল আধিপত্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলাদিগের পরম প্রতিযোগী ছিলেন, কিন্তু তিনি একাকী তাদৃশ বৃহৎ জাতির ধ্বংস-করণে অসমর্থ ছিলেন, তথাপি ইহাতে তিনি অনবহিতচিত্ত ছিলেন না। গৃহোপবর্ত্তী বৈরীর প্রভাব আশু প্রশমিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সুজা স্বীয় মিত্রপক্ষ ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহায়তা এবং আনুকূল্য প্রার্থনা করেন, এবং তাঁহার সহিত সন্ধির আবদ্ধতা হেতু ইংরাজেরা নবাবের পক্ষে যোগ দিয়া রোহিলাগণের বিরুদ্ধে সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। উক্ত ব্রিটিষ যোদ্ধাগণের সহায়তাতেই রোহিলাধিপত্যের মূলোৎপাটন হয়, এবং রোহিলাদিগের প্রধান সর্দ্দার হাফেজ রহমৎ খাঁ উক্ত সঙ্গ্রামেই দেহ ত্যাগ করেন। সর্দ্দার ফয়জুল্লা খাঁ পরাভূত সৈন্যসকল সমভিব্যাহারে হরিদ্বারে পলায়নপূর্ব্বক তত্রত্য লাল-ডাঙ্গা-নামক পর্ব্বতশঙ্কটে লুক্কায়িত হইয়া ক্ষণকাল পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন, পরন্তু ইংরাজেরা তথায়ও তাঁহার সৈন্যের পশ্চাতে তাড়না করাতে অগত্যা তিনি সন্ধির প্রস্তাবে অনুমোদিত হন, এবং সঙ্গ্রামকালে অযোধ্যার নবাবের সহায়তা-করণের অঙ্গীকার করাতে সন্ধি সমাধা হয়, এবং তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য রামপুর জনপদ বৃত্তি স্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছিল। তৎকাল অবধি উল্লিখিত রাজ্য নবাব ফয়জুল্লা খাঁর স্বগোত্রীয় রোহিলা আফগান-নৃপতিগণদ্বারা শাসিত হইতেছে। রামপুরের বর্ত্তমান নবাবের পূর্ব্বপুরুষেরাই সুবিখ্যাত রোহিলা জাতির শিরস্ত্র ছিলেন। অতএব রোহিলখণ্ডের পুরাবৃত্ত রামপুর-রাজ্যের ইতিহাসের উপক্রমণিকামাত্র। তৎপ্রযুক্ত এস্থলে রোহিলখণ্ড-প্রদেশের বৃত্তান্ত সঙ্ক্ষেপে উল্লেখ করা বিধেয়।

রোহিলখণ্ডের প্রাচীন নাম রাহিলখণ্ড। সংস্কৃতে ঐ দেশ কুটাহের রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং তৎপরিধি গঙ্গার পূর্ব্বপার্শ্বস্থ কুমায়ূন পর্ব্বতের নিম্নপ্রদেশবর্ত্তী লালডাঙ্গা নামক গিরিশঙ্কট-হইতে দক্ষিণাভিমুখে সুপ্রসিদ্ধ পীলীভীত নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উক্ত পীলীভীত নগর কয়েক শত অব্দের পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অদ্বিতীয় বাণিজ্য-স্থান ছিল। উক্ত নগর অযোধ্যার নবাবের হস্তগত হওয়াতে উহার বাণিজ্য-প্রাধান্যের হ্রাসতা হয়, ইদানীং বৃটিষাধিকারে পুনশ্চ তাহার উন্নতি হইয়া আসিতেছে।

রোহিলখণ্ডের উত্তর-সীমা শিবালিক ও কুমায়ূন পর্ব্বত, পশ্চিম-সীমা গঙ্গা নদী, দক্ষিণ-সীমা অযোধ্যা রাজ্য, ও পূর্ব্ব-সীমা দেবা বা সরযূ নদী। দেবা নদীর অপর এক নাম ঘর্ঘরা। প্রাচীন সংস্কৃত সরযূ শব্দ একবারে লুপ্ত হওয়াতে অধুনা ঐ নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে।

শিবালিক পর্ব্বত হিমালয়-পর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণাভিনত এক শাখামাত্র, এবং ইহার অধীনস্থ স্থান কুমায়ূন-প্রদেশ; সুতরাং উহা শৈলারণ্যে পরিবৃত। উহার শৈলময় উচ্চ প্রদেশ নেপালের অন্তর্গত, নিম্ন ভূভাগ ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের অধিকার-স্থিত। তত্রত্য অধিবাসীগণ অতিশয় পরিশ্রমপটু, মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্ব্বরা। গ্রাম ও নগর সকল অত্যন্ত সুদৃশ্য। উহার প্রধান নগর আলমোড়া।

রোহিল-খণ্ডে বহু ক্ষুদ্র২ নদী আছে,ও তথাকার মৃত্তিকা অতিশয় কোমল; অল্প ভূগর্ভ খনন করিলে যথেষ্ট জল উদ্ভূত হয়। তৎপ্রযুক্ত আশিয়া খণ্ডের মধ্যে রোহিলখণ্ড অত্যন্ত শস্যশালী দেশ বলিয়া বিখ্যাত আছে। কিন্তু ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব যৎকালে উক্ত প্রদেশ ইংরাজদিগকে প্রদান করেন, তৎকালে ইহা ভারতবর্ষীয় অন্যান্য শ্রীভ্রষ্ট জনপদের ন্যায় নিতান্ত নিঃসম্পদ হইয়া আসিয়াছিল।

মোগল সাম্রাজ্যের প্রথমাবস্থায় রোহিলখণ্ড এক সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। তৎকালে কয়েকটী প্রধান নগর ও জনপদ উক্ত প্রদেশের মধ্যে বিশেষ উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। শাহাবাদ, শাজঁহাপুর, বেরেলী, (বরেলী) বুদায়ূন, (বাদাবন) মোরাদাবাদ, চন্দল ইত্যাদি। ভারতবর্ষে পাঠানের আধিপত্যকালে বুদায়ূন নগরে তদ্বংশীয় নৃপতিদিগের রাজ-পাট দীর্ঘকালস্থায়ী ছিল। সাম্রাজ্যের যাবদীয় রাজকীয় কার্য্য উক্ত স্থানে নিষ্পন্ন হইত। ঐ স্থলে অদ্যাপি পাঠান-বংশীয় অধীশ্বরগণের মনোহর পুরী, মহতী অট্টালিকা, উপাসনাগৃহ এবং উদ্যান প্রভৃতির চিহ্ন প্রত্যক্ষীভূত হয়। বেরেলীহইতে উক্ত বুদায়ূন নগর ১৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আবুল ফজল লিখিয়াছেন "বুদায়ূন ১৩ মহলে বিভক্ত। ভূমির পরিমাণ ১০৯৩৮৫০ বিঘা, রাজস্ব ৩৪৭০৩৩ দাম নামক মুদ্রা।* শিয়র খালি † ৪৫৭১৮১ সৈন্যসঙ্খ্যা ২৮৫০ অশ্বারোহী এবং ২৩৭০০ পদাতিক।" ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বুদায়ূন অথবা বাদাবন পরগণা মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। আবুল-ফজল-কৃত আইন আকবরি গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে প্রায় সমস্ত বেরেলী-পরগণা বুদায়ূন নামে বিখ্যাত ছিল। রোহিলা সর্দ্দার হাফেজ রহমতের আধিপত্য-সময়ে বুদায়ূনহইতে রোহিলখণ্ডের রাজপাট উঠাইয়া বেরেলীতে স্থাপিত করা হয়।

* আকবর পাদশাহের সময় প্রচলিত তাম্রমুদ্রা দাম নামে অভিহিত ছিল। এবং উহা আকবরের টাকার ৪০ অংশের এক অংশ পরিমিত ছিল। ঔরঙ্গজেবের সময়ে ঐ দাম বর্ত্তমান টাকার ৪৮ অংশমাত্র নির্দ্দিষ্ট হয়।

† মুসলমান-ধর্ম্মার্থ দাতব্য ব্যয়।

চৈত্র বৈশাখ মাসে বেরেলীতে গ্রীষ্মের অত্যন্ত আতিশয্য হইয়া থাকে, কিন্তু শীতকালে উত্তর দিকহইতে সুস্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে দুঃসহনীয় শীতের সমাগম হয়।

রোহিলারা স্বভাবতঃ উগ্রপ্রকৃতি। সুশাসন ও সুনীতি বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল, তৎকারণ রোহিলাদিগের সৈন্যগণ সঙ্গ্রামোপযুক্ত শিষ্টতার কদাপি বাধ্য হইত না। তাহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট পুনঃপুন পরাভূত ও অবমানিত হওয়াতে উক্ত সঙ্গ্রামপ্রবল মহারাষ্ট্রীয় জাতিকে পরমশত্রু জ্ঞান করিত।

লর্ড ওএলেস্‌লি সাহেব নেপাল ও শ্রীনগরের সহিত বাণিজ্যের সংযোগ করণার্থ রোহিলখণ্ডের উত্তর সীমায় এক হট্ট সংস্থাপিত করেন। অধুনা রোহিলখণ্ডের বহুল অংশ বেরিলী নামে বিখ্যাত হইয়াছে। উহার প্রধান নগরও বেরিলী, ও তাহা গঙ্গার ৩০ ক্রোশ দূরে যুয়া ও সঙ্‌ক্রা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থলে অবস্থিত আছে। ঐ স্থলে বহু প্রকার পিতলের বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। রামপুর বেরিলীর অন্তর্গত ছিল, অধুনা উহা স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। উহার পশ্চিম ও উত্তর সীমা মোরদাবাদ জনপদ, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা বেরিলী-প্রদেশ। উহার পরিধি ৭২০ চতুরস্র ক্রোশ। রামপুর-প্রদেশের মধ্যে বহুতর ক্ষুদ্র নদী আছে, তন্মধ্যে উত্তরাংশের নহুল ও কৌশল্যা নদী সর্ব্বরহৎ। উহার দক্ষিণাংশে রামগঙ্গা নাম্নী নদী কৌশল্যার সহিত মিলিত হওয়াতে দক্ষিণ-ভাগেও প্রচুর শস্যোৎপত্তির অসুবিধা ঘটে না। রামপুরের উত্তর অংশে তরাই নামক প্রসিদ্ধ বন্য অসুস্থকর প্রদেশ স্থিত আছে। উহা শৈল প্রদেশের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তৎপ্রযুক্ত প্রখর শীত ঋতু ও বর্ষা ব্যতীত রামপুরের উত্তর ভাগে অত্যন্ত দূষিত বায়ু প্রবাহিত হইয়া স্বাস্থ্যের যথেষ্ট হানি করে।

অধিবাসীর সঙ্খ্যা অধিক। তথায় সর্ব্ব শুদ্ধ ৩,২০,০০০ লোকের বসতি আছে। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা রামপুরে পাঠানই অধিক, সাংবৎসরিক আয় ১০০০০০০ মুদ্রা। নবাবের অধীনে ৫০০ অশ্বারোহী ও ১৪৪৭ পদাতিক সৈন্য আছে।

রোহিলা মনুষ্যেরা পাঠান তথাকার আফগানবংশহইতে সমুৎপন্ন। অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে শাহ আলীম ও হুসেন খাঁ নামা আফগান জাতীয় দুই সহোদর ভৃত্যের কার্য্য প্রার্থনা হেতু সর্ব্বাদৌ ভারতবর্ষে সমাগত হইয়াছিল। উক্ত ভাতৃদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের সন্তান দায়ুদ খাঁর শুভাদৃষ্ট বশতঃ ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশীয় কতক গুলি সৈন্যের নায়ক হইয়া সিরোহির ভূম্যধিকারী মধুশাহের অধীনে সহকারীরূপে নিযুক্ত হয়। মধু শাহের দস্যুবৃত্তি ব্যবসা ছিল, সেই হেতু দায়ুদ খাঁ সামান্য-পদে নিযুক্ত হইয়াও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করত লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। একদা সিরোহীর সন্নিহিত কোন পল্লী-লুণ্ঠন-কালে দায়ুদ খাঁ এক জাটবংশীয় তরুণ যুবাকে ধৃত করিয়া স্বধর্ম্মে আনয়ন করে। পরে তাহাকে পুত্রভাবে প্রতিপালন করিয়া মৃত্যুকালে পূর্ব্বোক্ত যুবাকেই সমুদয় অর্থ প্রদানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে। ঐ যুবা শৌর্য্য ও পরাক্রমে ক্রমে ক্রমে বিপুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, এবং সাহস ও বীর্য্যের পুরস্কার জন্য রোহিলখণ্ড-প্রদেশ ও নবাব উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতঃপর সে আলি মুহম্মদ নামে রোহিলা-জাতির শিরস্ত্র হইয়া বিশেষ সম্ভ্রম প্রাপ্ত হয়।

অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দের চরম সময়ে ভারবর্ষের মোগল আধিপত্য নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে সমুজ্জ্বল ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতেছিল। আলি মুহম্মদ তৎসুযোগে বৃহৎ বৃহৎ প্রদেশসকল

জয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে তদীয় অধিকৃত দেশ রোহিলখণ্ড নামে খ্যাত হয়। অনন্তর উক্ত রোহিলা সর্দ্দার আলি মুহম্মদ কোন বিষয়ে অযোধ্যার নবাবের বিরাগোৎপাদন করিয়াছিলেন। নবাব দিল্লীর অধিপতি মুহম্মদ শাহের সমীপে তাহা প্রকাশ করত রোহিলখণ্ডের আক্রমণ জন্য তাঁহাকে পরামর্শ প্রদান করেন, এবং পরে আলি মুহম্মদকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাঁহাকে রোহিলখণ্ডহইতে অপসৃত করেন; এবং আলি উত্তর কালে পাছে কোন প্রকার গোলযোগ উপস্থিত করেন তদাশঙ্কায় তাঁহার পুত্র দ্বয়কে প্রতিভূস্বরূপ কারাবস্থায় আবদ্ধ করিয়া রাখেন।

উক্ত ঘটনার কিয়ৎকাল পরে আলি মুহম্মদ দিল্লীর উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ সরহিন্দ দেশের শাসন কর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইলেন। উহার কতিপয় মাস পরে আফগানস্থানের প্রসিদ্ধ পাঠান নৃপতি মুহম্মদ শাহ আবদালি দিল্লীর পতনোন্মুখ বৃহৎ সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। তৎসুযোগে আলি মুহম্মদ রোহিলখণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ঐ দেশ অধিকৃত করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তিনি সন্তানগণের নিমিত্ত বিশেষ বন্দবস্ত করিয়া যান। তদ্বিশেষ এই যে যাবৎ তাঁহার পুত্রদ্বয় সম্রাটের কারাগারহইতে মুক্ত না হন ও তাহার অপর চারি পুত্রের যাবৎ বাল্যদশা অতীত না হয় তৎকাল পর্য্যন্ত হাফেজ রহমৎ খাঁ ও দুদি খাঁ রোহিলখণ্ড শাসন করিবেন। এইরূপ ধার্য্য হওনের পর আলির মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার সন্তানদ্বয় কারাগৃহহইতে মুক্তি লাভ করত স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন।

১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর রাজপাট-বিদ্রোহের প্রকৃত রঙ্গস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময়ে সম্রাট্ শাহজহাঁ মন্ত্রিকর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান শাহআলম্ তৎকালে বঙ্গদেশ আক্রমণার্থ প্রয়াগের সুবেদার কুলি খাঁর সহায়তা গ্রহণ ও তৎসঙ্গে বঙ্গদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। সম্রাটের নিধনপ্রাপ্তির সংবাদ প্রাপ্ত হওন মাত্র তিনি সম্রাট্ উপাধি ধারণ করিলেন, ও লর্ড ক্লাইবকে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যা দেশের দেওয়ানি প্রদান করত পিতৃসিংহাসন অধিকৃত করণার্থ দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার দিল্লীতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়েরা দিল্লীর আসন অধিকৃত করিয়াছিল। তৎপ্রযুক্ত তাঁহার সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ ব্যর্থ হইল। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাঠানাগ্রগণ্য অহমদ শাহ আবদালি আফগান দেশহইতে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করত পানিপতের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া শাহআলমকে দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হওনের জন্য আহ্বানপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। পরন্তু শাহআলম অর্থাভাব বশতঃ ও কাশিম আলির প্রতিবন্ধকতায় সিংহাসন অধিকার করিতে পারিলেন না। মহারাষ্ট্রীয়দিগের বীরোৎসাহ, সমরপ্রবৃত্তি তেজস্বিতা অল্প কালের মধ্যে পুনঃ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবায় রোহিলাদিগের শত্রুতাচরণই সর্ব্বাদৌ স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। পানিপতের যুদ্ধসময়ে রোহিলারা মহারাষ্ট্রীয়-বিরুদ্ধে অহমদ আবদালির সাহায্য করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা তৎপ্রতিফল প্রদান জন্য শাহআলমকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করিল। সম্রাটের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের সখ্যতা স্থাপন জন্য রোহিলাদিগের মনে বিজাতীয় ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, সুতরাং মহারাষ্ট্রীয়েরা রোহিলখণ্ডে হঠাৎ প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের সর্ব্বনাশ না করে এই অভিপ্রায়ে তৎকালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতি অলীক নম্রতায় আনুগত্য প্রদর্শন করিতে লাগিল, কিন্তু গোপনে অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি

স্থাপিত করা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া বার্ষিক চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা প্রদানের অঙ্গীকার করত তাহা সম্পাদন করিল।

প্রচুরার্থাভাব-প্রযুক্ত রোহিলা-সর্দ্দারগণ সন্ধির অনুযায়ী অঙ্গীকার রক্ষা করিতে পারিলেন না। সেই হেতু ঐ সন্ধি বিশেষ ফলোপধায়ক না হইয়া অনিষ্টেরই হেতু হইল। প্রত্যুত নবাব তাহাতে পরম অসন্তুষ্ট হইয়া রোহিলাদিগের অমঙ্গলেরই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে নবাব ইংরাজদিগের সহিত এক সন্ধি সনাধা করেন, তাহাতে নবাব রোহিলাগণের বিরুদ্ধে সঙ্গ্রাম-করণ-বিষয়ে ইংরাজদিগের নিকটহইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া কটিরা-নামক স্থানে রোহিলাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন। অনন্তর কালডাঙ্গা-নামক স্থানে ফয়জুল্লা খাঁ অযোধ্যার নবাবের প্রস্তাবানুসারে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। পরস্পরের এরূপ হৃদ্যতা-স্থাপন-হেতু নবাব রামপুর প্রভৃতি কতিপয় জনপদ ফয়জুল্লা খাঁকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তাহার বার্ষিক রাজস্ব ১৪,৭৫,০০০ মুদ্রা নির্দ্ধারিত ছিল।

অতঃপর ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তৎপরিবারের মধ্যে ভয়ঙ্কর গৃহ-বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ তনয় মুহম্মদ আলী খাঁ পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। অনন্তর গুলাম-মুহম্মদ নামা ত্বদীয় ভ্রাতা তাহার প্রাণ-সংহার-পূর্ব্বক অগ্রজের সিংহাসন অধিকৃত করিলেন।

যৎকালে অযোধ্যার নবাব রোহিলা-সর্দ্দারকে রামপুর পরগণা প্রত্যর্পণ করেন, ইংরাজেরা তৎকালে উক্ত জনপদের প্রতিভূ হইয়াছিলেন; সেই হেতু উক্ত রাজ্যের সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হইবায় ইংরাজেরা গোলাম মুহম্মদকে সিংহাসনহইতে দূরীভূত করণার্থ এবং আলী খাঁর পুত্র অহম্মদ আলী খাঁকে তৎপদে সংস্থাপনার্থ সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। গুলাম মুহম্মদ পরাভূত হইয়া রামপুরহইতে অপসৃত হইলেন, এবং তদীয় পদে আলী খাঁর পুত্র অহম্মদ অধিরূঢ় হইলেন। ঐ সময়ে নবাব সমস্ত রামপুর-রাজ্যের আধিপত্য আলী খাঁকে প্রদান না করিয়া তাহার কিয়দংশ রোহিল-খণ্ডের অন্তর্গত করিয়া লইলেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব সমস্ত রোহিলখণ্ড-প্রদেশ ইংরাজদিগকে অর্পণ করেন। পরন্তু ইংরাজেরা তৎকালে রামপুর রাজ্যের অধীশ্বরের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করত রামপুরের আধিপত্য গ্রহণে বিরত হইলেন, তাহাতে উক্ত রাজ্য এ পর্য্যন্ত রামপুরের নবাবদিগেরই অধীনে আছে।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে অহম্মদ আলী খাঁর মৃত্যু হয়। তাহার একটীমাত্র কন্যা ব্যতীত অপর কোন সন্ততি ছিল না, অধিকন্তু ঐ কন্যার প্রকৃত উত্তরাধিকারিত্ব সাব্যস্থ না হওয়াতে গুলাম মুহম্মদ খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ সৈএদ খাঁ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার নিকটহইতে এক প্রতিজ্ঞা পত্র লেখাইয়া লওয়া হয়। তন্মর্ম্মার্থ এই যে তিনি নিরপেক্ষভাবে সম্যক্-প্রকারে প্রজাগণের সুখান্বেষণপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিবেন।

সৈএদ খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাব অজফল আলী খাঁ পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। তিনিই রামপুরের বর্ত্তমান নবাব, এবং রোহিলা অফগান ও সর্দ্দারদিগের শ্রেষ্ঠ সম্মানের আস্পদ।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শিপাহী বিদ্রোহে উক্ত নবাব ব্রিটিশ-পক্ষে বিহিত সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত ১,০৪,৪০০, মুদ্রা আয়ের তাঁহাকে এক জনপদ প্রদান করা হইয়াছে।

উক্ত নবাব মহামহিমান্বিতা মহারাণীর প্রদত্ত "ভারত-জ্যোতিষ্কশ্রেষ্ঠ" ওপাধিক হইয়াছেন।

তাঁহার কলিকাতায় আগমন-কালে সম্মানার্থ ১৩ ঠা তোপ ধ্বনির অনুমতি আছে; এবং মুশলমানদিগের ব্যবস্থানুসারে তাঁহার কোন প্রকৃত উত্তরাধিকারী না থাকিলে পোষ্যপুত্র গ্রহণের সনন্দ তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছে। রামপুরের অধিবাসীর সঙ্খ্যা ৩৯০২০২। রাজ্য ১১৪০ চতুরস্র ক্রোশ বিস্তীর্ণ।

উদ্ভিজ্জের কায়িক-সৌষ্ঠব।

এডিন্‌বরা-নগরীস্থ ডক্তর হোপ বিশেষবীক্ষণপুরঃসর উদ্ভিজ্জের কায়িক-সৌষ্ঠবোৎপাদনের দুই প্রধান কারণ আবিষ্কৃত করিয়াছেন; ঐ দুই পদার্থের নাম "সরাগ বর্ণবীজ" ও "নীরক্ত বর্ণবীজ"। স্বতঃসিদ্ধ বৃক্ষের প্রাকৃত ধর্ম্মানুসারে যে রসদ্বারা পুষ্পের সৌষ্ঠব উৎপাদিত হয়,তাহা সরাগ-বর্ণ-বীজ-নামে প্রসিদ্ধ। উদ্ভিদ্‌বেত্তাগণ ইহাকে "ক্রমূল" বলিয়া থাকেন। ক্রমূল নানা প্রকার এবং তাহা হরিত, পীত, লোহিত ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। উল্লিখিত "সরাগ-বর্ণবীজের" বিশেষ বিশেষ বিভিন্নতা-বশতঃ পুষ্প ও উদ্ভিজ্জের বিভিন্ন প্রকার শোভা জন্মে। বৃক্ষের পত্রাবলিতে যথেষ্ট হরিদ্বর্ণ সরাগ-বর্ণবীজ সঞ্চারিত হওয়াতে তাহা হরিদ্বর্ণ ব্যতীত অপর কোন বর্ণ প্রায়প্রাপ্ত হয় না। তদ্রূপ পুষ্পের মধ্যে যে বর্ণের সরাগ বর্ণবীজ অধিক থাকে সেই পুষ্পের বর্ণও তদনুরূপ হয়। যে পুষ্পে অধিক লোহিত সরাগ-বর্ণবীজ থাকে সেই পুষ্প লোহিত বর্ণ হয়, যে পুষ্পে অধিক পীতাভ সরাগ-বর্ণবীজ থাকে, সেই পুষ্প পীতাভ হয়।

"নীরক্ত বর্ণবীজ" উদ্ভিজ্জের স্বাভাবিক সরাগ পদার্থ নহে। তাহা বৃক্ষের এক প্রকার নীরক্ত নির্যাসবিশেষ। ঐ নির্যাস অম্লরস বা ক্ষারের সংযোগে সরাগ-বর্ণবীজরূপে পরিণত হয়। তদর্থে উক্ত অম্লরস ও ক্ষার সংমিশ্র বীজকে "নীরক্ত-বর্ণবীজ" বলা যায়। ডক্তর হোপ প্রাগুক্ত বর্ণবীজকে "ক্রমজেন্" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উল্লিখিত ডক্তর-মহোদয় পূর্ব্বোক্ত বর্ণবীজের বিশেষ পরীক্ষা করত বলিয়াছেন যে অম্লরসের সহিত নীরক্ত-বর্ণবীজ মিশ্রিত হইলে পুষ্পের রক্তাভা উৎপাদিত হয় এবং ক্ষারের সহিত মিশ্রিত হইলে তাহার পীতবর্ণতা জন্মিয়া থাকে। তন্নিমিত্ত উক্ত দ্বিবিধ নীরক্ত-বর্ণবীজকে রক্ত ও পীত এই দুই নামে পৃথক্ করা বিধেয়।

পূর্ব্বোক্ত বর্ণবীজসকল উদ্ভিজ্জেরই নানা ভাগে বিস্তৃত আছে। তন্নিমিত্ত তত্তাবৎকে বর্ণের আকরস্বরূপ বলিতে হইবে, তৎপ্রভাবে কমল, কুমুদ, পলাশ, মালতীলতাপ্রভৃতি উদ্ভিজ্জ-রাজি পরমাশ্চর্য্য প্রতিভা ধারণ করিয়া থাকে।

ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পৃথক্ পৃথক্ বর্ণবীজ মিশ্রিত হইলে পুষ্পের কায়িক-সৌষ্ঠব পৃথক্ পৃথক্ হয়। ডক্তর হোপ বলেন, বৃক্ষের পত্রাবলীতে অধিক অংশ হরিৎ বর্ণ-বীজ ও অল্পমাত্র পীতাভ বর্ণবীজ আছে। শ্বেতবর্ণ-বর্গান্তর্গত দ্বাত্রিংশজ্-জাতীয় শ্বেত পুষ্পের মধ্যে কোন শ্রেণীরই সহিত সরাগ-বর্ণবীজ ও লোহিত নীরক্ত-বর্ণবীজের কোন সম্বন্ধ নাই। ঐ দ্বাত্রিংশৎ পুষ্পে শুদ্ধ কিঞ্চিৎ পীতাভ নীরক্ত-বর্ণ-বীজের অংশমাত্র আছে। পীতাভ পুষ্প পীতবণ সরাগ-বর্ণবীজ ও নীরক্ত-বর্ণবীজহইতে রাগবিশিষ্ট হইয়া থাকে; এবং নীলবর্ণ সরাগ বীজ ও লোহিত নীরক্তবীজ-হইতে লোহিত পুষ্প উৎপন্ন হয়।

জর্ম্মনি-দেশস্থ ডক্তর মাকাট পুষ্পের বর্ণোৎপত্তির যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে হোপ সাহেবের মতের সহিত অনৈক্য হয়। উক্ত সাহেব বলেন যে পুষ্পসাধারণের অতিক্ষুদ্র কোমল মুকুলসকল আদৌ হরিদ্বর্ণ হইয়া থাকে, পরে ক্লর-ফাইল-নামক পদার্থের প্রাকৃত-ধর্ম্মানুসারে উল্লিখিত কলিকানিচয় স্বাভাবিক রাগ প্রাপ্ত হয়। মাকাট সাহেব এতদ্বিষয়ের পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছেন যে ক্লরফাইল নামক বর্ণবীজের মধ্যে যে জলীয় উপাদান মিশ্রিত থাকে, তাহা উক্ত ক্লরফাইলহইতে স্বতন্ত্র হইলেই উক্ত বর্ণবীজ স্বীয় ধর্ম্মানুসারে নীল, পীত, লোহিত, ইত্যাদি বহুবিধ বর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু বীজরসে জলের আধিক্য থাকিলে পুষ্পের বর্ণ পীত হয়। কলিকার প্রথমহইতে স্বাভাবিক বিবিধ বর্ণ প্রাপ্ত হওনের নিয়ম আশ্চর্য্যজনক। রক্তাভ পুষ্পের কুঁড়ি ইহার প্রাকৃত বর্ণ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কলিকাজাত সবুজ বর্ণের পরিবর্ত্তন হয়; এবং তৎপরে ক্রমশঃ শ্বেত রাগ প্রাপ্ত হইয়া লোহিত বর্ণ ধারণ করিতে থাকে। নীলবর্ণ পুষ্পের মুকুল আদৌ হরিদ্-বর্ণ-ধারণপূর্ব্বক ক্রমে শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হইতে থাকে; এবং সম্পূর্ণ শুভ্রতা-প্রাপ্তি হইবার পর লোহিত হয়, ঐ লোহিত বর্ণ বিলুপ্ত হইয়া পরিশেষে সম্পূর্ণ নীল রঙ্গ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পীত পুষ্পের সে প্রকার নিয়ম নহে। উহার মুকুলাবস্থা অতীত হইলে হরিদ্বর্ণ অপগত হইয়া তৎপরে উহার স্বভাবপ্রসিদ্ধ মনোহর পীতরাগ উদ্দীপিত হইয়া থাকে।

পুষ্পের আঘ্রাণের সহিতও পদার্থের কায়িক সৌষ্ঠবের কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ডক্তর ষ্টর্ক এডিন্ বরার বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবচ্ছেদ-গৃহের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক গতায়াত করাতে তাঁহার ঐ পরিচ্ছদের মধ্যে অত্যন্ত অতুষ্টিজনক গন্ধ কয়েক দিবস পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল। ইহাতে তিনি ঐ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্য বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যবচ্ছেদ-গৃহে যাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে পূর্ব্বের মত আর তত দুর্গন্ধ অনুভূত না হওয়াতে তাঁহার মনে এই দৃঢ় সংস্কারের উদয় হইল যে ঘ্রাণের সহিত বর্ণের অবশ্যই বিশেষ সম্বন্ধ থাকিবে, নতুবা কৃষ্ণ ও ভিন্ন বর্ণের পরিচ্ছদ-ধারণে দুর্গন্ধের তারতম্য উপলব্ধি হইবে কেন? অনন্তর তিনি তদ্বিষয়ের বিশেষ-পরীক্ষাকরণার্থে এক নির্ব্বাত অন্ধকারময় স্থানে কতকগুলি কৃষ্ণ ও শুভ্রবর্ণ উর্ণা কর্পূরের সহিত একত্র আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দেন, এবং ছয় ঘটিকা কাল পরে আবরণ মুক্ত করিয়া জানিতে পারিলেন যে শ্বেতবর্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণ বর্ণ উর্ণা অতি তীব্রগন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ বিষয়ের অপর দৃঢ়তর পরীক্ষার জন্য কর্পূরের পরিবর্ত্তে আর কতক গুলি কৃষ্ণ ও শ্বেত রঙ্গের পশম হিঙ্গুরের সহিত একত্র স্থাপনপূর্ব্বক ২৪ ঘটিকার পর তাহা আঘ্রাণ করিয়া দেখিলেন যে কৃষ্ণবর্ণের পশমেই অত্যুগ্র গন্ধ সম্মিষ্ট হইয়াছে; শ্বেতবর্ণের পশমে কোন গন্ধ প্রবিষ্ট হয় নাই।

অতঃপর তিনি নানাবিধ উর্ণা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে পৃথক্ পৃথক্ কর্পূর এবং হিঙ্গুরের সহিত মিশ্রিত করিয়া নানা প্রকার পরীক্ষাদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের পরীক্ষা করেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সন্দেহ দূরীকৃত না হওয়াতে অনন্তর তিনি নীল পীত লোহিত ও কৃষ্ণ বর্ণের পশমসকল বিবিধ ফুলের সহিত একত্র স্থাপিত করিয়া পরীক্ষাযোগ্য নিক্তিদ্বারা ঐ পশমগুলির গুরুত্বের পরীক্ষা করেন। ঐ পশমের অপরীক্ষিত অবস্থায় ওজন করিয়া যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, পরীক্ষা করিবার পর তদপেক্ষা অধিক গুরু হইয়া উঠিল, এবং ঐ গুরুত্ব কৃষ্ণ বর্ণ পশমেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতীয়মান

হইল। উদ্ভিজ্জবেত্তারা ৪২০০ প্রকার পুষ্পের মধ্যে কত শ্রেণী গন্ধযুক্ত এবং কি রূপ বর্ণবিশিষ্ট তাহা নিম্নলিখিত পরিমাণে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রাগ	নির্গন্ধ	সগন্ধ
শ্বেত	১১৯৪	১৮৭
রক্তাভ	২২৩	৮৪
পীত	৯৫১	৭৭
নীল	৫৯৪	৩১
নীললোহিত (বেগুনে)	৩০৮	১৩
হরিৎ	১৫৩	২৪
নারঙ্গ	৫০	৩
ধূসর	১৮	১

ভল্লুক-সুন্দরী।

কোন সময়ে ইংলণ্ডে এক বণিক্ বাস করিতেন। তাঁহার ছয় অপত্য জন্মে; তন্মধ্যে তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা। বণিক্ আপনার সমস্ত সম্পত্তির অপেক্ষা বালক-বালিকাগণকে অধিকতর ভাল বাসিতেন; সুতরাং যাহাতে তাহারা চিরসুখী এবং জ্ঞানবান্ হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহার কন্যাগুলি অতিশয় সুন্দরী ছিল, কিন্তু কনিষ্ঠ-তনয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টা ছিল; সৌন্দর্য্য-গুণে সে লোকের এরূপ মনোহারিণী হইয়াছিল যে সকলেই তাহাকে বালিকাবস্থাতেই "সুন্দরী" বলিয়া ডাকিত। তাহার বয়োবৃদ্ধির সহিত অঙ্গসৌষ্ঠবও বিলক্ষণ হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে তাহাকে দেখিলেই সকলে বিশেষ প্রীতি প্রাপ্ত হইত। ফলতঃ তাহার সৌন্দর্য্য-শোভার সীমা ছিল না সর্ব্বাঙ্গই শোভান্বিত ছিল।

ঐ বালিকা যে কেবল সৌন্দর্য্য-গুণান্বিত ছিল, এরূপ নহে; তাহার স্বভাবাদিও অতিশয় সৎ ছিল। কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীরা অতিশয় কুস্বভাবা; এবং তাহার প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া থাকিত; লোকে তাহাকে সুন্দরী বলিয়া ডাকিত এজন্য তাহাদিগের মনে ক্লেশের আবির্ভাব হইত। পিতা সম্পত্তিশালী ছিলেন বলিয়া তাহাদিগের গর্ব্বের পরিসীমা ছিল না। তাহারা গর্ব্বপ্রভাবে অন্য কোন বণিকের কন্যার দর্শনেও ইচ্ছা করিত না। যাঁহারা সৎশীল লোক ছিলেন তাঁহারা ঐ কন্যাদ্বয়ের উপহাসস্থান হইতেন। যে খানে ক্রীড়া বা নৃত্যাদি হইত সেই সকল স্থানে তাহাদিগের যাতায়াত হইত। কনিষ্ঠা ভগিনী শান্তভাবে বাটীতে পিতার নিকট থাকিত, এবং সর্ব্বদা অধ্যয়ন করিয়া কালক্ষেপ করিত বলিয়া উহারা উপহাস করিয়া তাহাকে ঘৃণা করিত। পিতা ধনবান্ থাকাতে অনেক ধনী বণিক্ ঐ কন্যাদিগের সহিত বিবাহ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ঐ দুই কন্যা পিতার নিকট সর্ব্বদাই এই কথা ব্যক্ত করিত যে "ডিউক" কিংবা "আরল" অপেক্ষা নিম্নপদস্থ ব্যক্তির সহিত তাহাদিগের পরিণয় না হয়। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি কনিষ্ঠার সৌন্দর্য্যে প্রীতি প্রকাশ করিত, প্রণয়াস্পদ ভাবিয়া সেও তাহাদিগকেই ধন্যবাদ প্রদান করিত। তাহার অধিক বয়ঃক্রম হয় নাই বলিয়া সে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিত যে আর কিছু দিন পিতৃভবনে বাস করে।

মনুষ্যের সকল সময় সমভাবে অতিবাহিত হয় না। এরূপ একটি ঘটনা হইল যে ঐ বণিকের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেল, কেবল পল্লীগ্রামে একটি বাটীমাত্র অবশিষ্ট ছিল। এখন ঐ দরিদ্র-ভাবাপন্ন ব্যক্তি পুত্রদিগকে কহিলেন, নগরে থাকিলে চলিবে না আইস ঐ বাটীতে যাইয়া শ্রম করিলে জীবিকা চলিতে পারিবে।

জ্যেষ্ঠা কন্যারা পিতৃবাক্যের বশীভূত না হইয়া কহিতে লাগিল, "এখানে আমাদিগের অনেক প্রণয়পাত্র আছে, তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া নগরেই থাকিব।" কিন্তু এটি তাহাদিগের ভ্রম। তাহাদিগের অসদ্ব্যবহার ও গর্ব্বে সকলেই মনে২ বিরক্ত ছিল, এরূপ দুরবস্থা দেখিয়া আরো কেহই তাহাদিগকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। যাহারা সুন্দরীর সদ্গুণে প্রীত ছিল, তাহারা উহাকে বিবাহ করিয়া তথায় রাখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু পল্লীগ্রামে থাকিয়া ক্লেশে দিনপাত করিতে হইবে জানিয়াও "পিতার দুরবস্থা ঘটিয়াছে এ সময়ে আমি এ কার্য্য করিব না," বলিয়া তাহাদিগের কথায় অস্বীকার করিল।

এক্ষণে কাজে কাজে সকলকেই পল্লীগ্রামে আসিতে হইল, তথায় গৃহপতি এবং তিন পুত্র কৃষি কর্ষণ বীজবপন এবং সমস্ত দিবা উদ্যানের কার্য্য প্রভৃতিতেই শ্রম করিতে লাগিলেন। সুন্দরী প্রতিদিন প্রভাত হইবার পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহকার্য্য করিতে লাগিল। কিন্তু সে একে বালিকা কখন এরূপ কার্য্য করে নাই, তাহাতে তাহাকে সাহায্য করিবার দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না; সুতরাং প্রথম২ তাহার ক্লেশ হইত। কিন্তু অভ্যাসবশে ক্রমশঃ সহজ হইয়া আসিল, এবং ক্রমে২ তাহার শরীর অধিক সবল ও সুন্দর হইতে লাগিল। বালিকা গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যাহা সময় পাইত তাহাতে অধ্যয়ন এবং বাদ্য বাদন বা চরকা কাটিতে২ গান করিত। জ্যেষ্ঠা ভগিনীরা অত্যন্ত অলস ছিল, বেলা দশটার ন্যূনে শয্যা ত্যাগ করিত না। উত্তম২ বস্ত্র না থাকাতে তাহারা সর্ব্বদাই ম্লান ও খেদান্বিত হইয়া দিবা অতিবাহিত করিত। তাহাদিগের আরো এক যন্ত্রণা ছিল যে তাহারা উত্তম-বস্ত্রা-ভাবে বিলাসি-সমাজে যাইয়া প্রশংসা লাভ করিতে পারিত না। সুন্দরী সর্ব্বদা কার্য্য করিত বলিয়া তাহাকে তাহারা চাকরাণী বলিয়া ঠাট্টা করিত। কিন্তু সে প্রফুল্লভাবেই থাকিত। এই রূপে তাহারা উক্ত স্থানে এক বৎসর অতিবাহিত করিতেছে এমন সময়ে বণিক্ এক পত্র প্রাপ্ত হইলেন। ঐ পত্রে লিখিত ছিল যে উত্তম২ দ্রব্যপূর্ণ যে অর্ণবযান জলমগ্ন হইয়া নষ্ট হইয়াছে বোধ হইয়াছিল তাহা মিথ্যা; এক্ষণে উহা বন্দরে আসিয়া লাগিয়াছে। এই সম্বাদ পাইবামাত্র জ্যেষ্ঠ কন্যাদ্বয় আহ্লাদে মত্ত হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল, "আর আমাদের এরূপ সামান্য গৃহে থাকিতে হইবে না, এখন নগরের শোভা দেখিতে পাইব।" যখন বণিক্ বন্দরে আসিয়া আপন কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করেন, তখন জ্যেষ্ঠকন্যারা আগ্রহপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "আপনি আসিবার সময় উত্তম২ বস্ত্র এবং অলঙ্কার প্রভৃতি আনয়ন করিবেন।" কনিষ্ঠা তনয়া এপর্য্যন্ত কখন কিছু চাহে নাই বলিয়া পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে তোমার নিমিত্ত আমি কি আনিব?" সে কহিল, "পিতঃ, আপনি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তখন এই প্রার্থনা করি যে আমি গোলাপ ফুল চাহি, কেননা উহা এ দেশে জন্মে না।" সুন্দরী গোলাপ ফুলের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক ছিল না, কিন্তু কিছুই চাহি না এ কথা না বলিবার কারণ এই সে মনে২ ভাবিয়াছিল যে পিতার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি কিছু চাহি না, এ কথা বলিলে পাছে পিতা জ্যেষ্ঠকন্যাদিগের ইচ্ছা দেখিয়া অনিচ্ছাবশতঃ আমাকে ভাল বাসিতে পারেন, আর তাহা হইলে তাহাদিগকে দোষীও করা হয়।

যাহা হউক, ঐ ক্ষণে গৃহস্বামী প্রস্থান করিয়া বন্দরে উপস্থিত হইলেন। তথায় জাহাজের বোঝাইয়ের একটি মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে

তাঁহার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দ হইয়া উঠিল। অগত্যা তাঁহাকে বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে হইল। গৃহে উপস্থিত হইতে পঞ্চ দশ ক্রোশ বাকী আছে এমত সময়ে একটি বিস্তৃত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। উহা না ছাড়াইলে বাটীতে যাইবার উপায় নাই। বরফ পড়িয়া পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। একে গাঢ় অন্ধকার, তাহাতে শীত প্রবল, ইহাতে বণিকের মৃত্যু হইবার উপক্রম হইল। একে পথ দেখিতে পায়েন না তাহাতে আবার শীত এবং ক্ষুধার প্রবলতা। তিনি ভাবিলেন, আমি নষ্ট হইলাম। ফলতঃ তাঁহার জীবন রক্ষা হইবেক এরূপ আশা ছিল না।

দৈব-ঘটনা-ক্রমে বণিক্ একটি আলোক দেখিতে পাইলেন। কিন্তু উহা বৃক্ষাকীর্ণ বিস্তৃত পথের শেষভাগে জ্বলিতেছে। তিনি যাবৎ ঐ স্থানে উপস্থিত না হয়েন, চলিতে লাগিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন একটি অট্টালিকা রহিয়াছে। কিন্তু উহার উঠান, দ্বার বা গবাক্ষের ধারে একটি প্রাণীও দৃষ্টিগোচর হইল না। তাঁহার অশ্ব অশ্বশালায় দ্বার বদ্ধ নাই দেখিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় দেখিতে পাইলেন, একটি জাবপাত্র অনেক শুষ্ক তৃণাদিদ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ঘোটক পথশ্রান্তি এবং ক্ষুধায় কাতর, এজন্য উহা সুস্বাধুরূপে ভক্ষণ করিতে লাগিল। পথিক ঐ স্থানে অশ্ব রাখিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। যদিও তথায় কেহ নাই, এবং কেহই বাহির হইল না, কিন্তু তথায় অগ্নি জ্বলিতেছিল, এবং একটি মেজের উপর এক ব্যক্তির উপযুক্ত সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। হিমে শরীর আর্দ্র হইয়াছিল, বলিয়া অগ্নির সেক দিয়া গাত্র শুষ্ক করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, "এই গৃহের স্বামী অথবা তাঁহার ভৃত্য আমার এই স্বৈরচারিতা মার্জনা করিবেন, আমার এইটি প্রার্থনা; কেননা যদি কেহ না কেহ এখনিই আসিয়া দেখিতে পায় তাহা হইলে অপ্রস্তুত করিতে পারে।" কিন্তু অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, এ দিকে রাত্রি এগারটা বাজিল, ক্ষুধায় কাতর ছিলেন, আর অধিক ক্ষণ অপেক্ষা করিতে না পারিয়া আহারস্থলে যাইয়া কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার ভয়ের সীমা ছিল না। কিঞ্চিৎ অধিক সুরাপানের পর তাঁহার স্বাস্থ্য ও সাহস জন্মিল। তখন তিনি এ দিক্ ও দিক্ দেখিতে লাগিলেন। পরে যখন রাত্রি দুই প্রহর হইল তখন উঠিয়া একটী সুসজ্জিত গৃহে গমন করিলেন, এবং সুখাবাদ শয্যার ধারে গমনপূর্ব্বক আপন বস্ত্রাদি গাত্রহইতে খুলিয়া শয়ান হইলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে বেলা দশটা পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকিয়া পথিক শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিলেন। উঠিয়াই দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার পুরাতন ছিন্ন পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে সুশোভন নূতন বস্ত্রাদি প্রস্তুত রহিয়াছে। এতাদৃশ ব্যাপার সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি মনেং বিবেচনা করিলেন যে এই প্রাসাদ কোন সদ্‌গুণশালী পরীর হইবে তিনি আরো যখন গবাক্ষদ্বারদিয়া দেখিতে পাইলেন যে পূর্ব্বরাত্রে যে সকল বস্তু তুহিনরাশি বলিয়া বোধ হইয়াছিল অধুনা তাহা সুগন্ধি-পুষ্প-পূর্ণ উদ্যানরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তখন তাঁহার পূর্ব্ব কল্পনা দৃঢ় হইয়া উঠিল। পূর্ব্বরাত্রে যে দালানে বসিয়া আহার করিয়াছিলেন সেই স্থানে পুনরায় আসিয়া দেখেন যে মেজের উপর ভোজনদ্রব্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ঐ রূপ খাদ্যাদি দর্শনে কোন শঙ্কা না করিয়া ভোজনে বসিলেন। আহারান্তে তিনি আপন ঘোটক দেখিতে গমন করিলেন; যে পথে যাইতেছিলেন তাহার ধারে গোলাপ ফুলের বাগান দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার কনিষ্ঠ-তনয়া সুন্দরীর প্রার্থনা মনে পড়াতে ঐ পুষ্পের গুচ্ছ তুলিয়া লইলেন, বাসনা ছিল, উহা বাটীতে আনা হইবে। যেমন তিনি ঐ ফুল তুলিয়াছেন অমনি এক ভয়ানক শব্দ কর্ণগোচর হইল। তখনি তিনি দেখিতে পাইলেন, এক ভয়ঙ্কর বন্য পশু তাঁহার উপর পড়িতে আসিতেছে; সে সময়ে ভয়ে তিনি এক প্রকার মুগ্ধ হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর ঐ বন্য পশু ভয়ঙ্কর স্বরে কহিতে লাগিল, "রে অকৃতজ্ঞ পাজি আমি তোর জীবন রক্ষা করিলাম, তুই তাহারি কি এই প্রতিফল দিতেছিস? তুই জানিস না এই গোলাপ আমার প্রাণের প্রিয়বস্তু; ইহা চুরী করিয়াছিস, অদ্য তোর প্রাণ বিনাশ করিয়া ইহার প্রতিফল লইব; তোর রক্তদর্শন ব্যতীত আমার মনের ক্লেশ দূর হইবে না।" ঈদৃশ তর্জন গর্জনে বণিকের ভয়ের সীমা ছিল না। তিনি দুই জানু পাতিয়া বন্য পশুর সম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক বিনয়-নম্র-স্বরে কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ আমি ইহা অবগত ছিলাম না যে ইহাতে আপনাকে বিরক্ত করা হইবে; আমার একটি কন্যার প্রার্থনানুসারে এই ফুলটি বাটীতে লইয়া যাইব, ইহাই আমার অভিলাষ; এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন।"

তখন উক্ত বন্য পশু বণিকের কথা শুনিয়া কহিতে লাগিল, "দেখ আমি রাজা নই, আমি একটি সামান্য পশু, তোমার তোষামোদ-বাক্যে আমি ঘৃণা করি। তুমি যত ইচ্ছা ততই উত্তম বক্তৃতা কর না কেন আমাকে ভুলাইতে পারিবে না। তবে এক উপায় আছে যদি তাহাতে সম্মত হও তবে প্রাণদান পাইতে পার। তুমি কহিলে তোমার কন্যা-সন্তান আছে যদি তাহাদের কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমার পরিবর্ত্তে প্রাণ ত্যাগ করে তাহা হইলে রক্ষা আছে। শপথপূর্ব্বক কহ, যদি কেহ স্বীকৃত না হয় তিন মাসের মধ্যে আমার নিকট উপস্থিত হইবে।" বণিকের ইহা অভিপ্রায় কখনই ছিল না যে আত্ম-প্রাণ-রক্ষার্থে কোন কন্যার প্রাণ যায়, কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে এক বার সকলকে দেখিতে পারেন ইহাই মনোগত ভাব ছিল, অতএব তিনি শপথ করিয়া কহিলেন, "আমি উক্ত সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিব।" অতঃপর বন্য পশু কহিল, "আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি, কিন্তু তোমার রিক্তহস্তে যাইবার প্রয়োজন নাই। যাও যে গৃহে কল্য শয়ন করিয়াছিলে তথায় একটি সিন্দুক আছে দেখিতে পাইবে। প্রাসাদের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু তোমার মনোনীত হয়, উহা ঐ সিন্দুকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়া প্রস্থান কর, বাটীতে উপস্থিত হইবার পরেই উহা তোমার বাটীতে প্রেরিত হইবে।"

যদিও আপন মৃত্যু ঘটিবেক, বণিকের এই খেদ ছিল, তথাপি শেষ দশায় পরিবারগণের জীবিকা চলিতে পারিবে এমত উপায় দেখিয়া তিনি মনে২ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। পরে বণিক্ পশুনির্দ্দিষ্ট-গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক একটি সিন্দুক দেখিতে পাইলেন, এবং মেজের চতুর্দ্দিক্‌হইতে সুবর্ণরাশি সঙ্গ্রহপূর্ব্বক সিন্দুক পূর্ণ করিলেন, এবং পরিশেষে পশুর নিকটহইতে বিদায় লইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে গৃহে প্রস্থান করিলেন। পিতা গৃহাগত হইয়াছেন ইহাতে সন্তানগণ সানন্দচিত্তে নিকটে উপস্থিত হইল। তিনি সেই গোলাপফুলগুলি লইয়া কনিষ্ঠা তনয়াকে কহিলেন, "বৎসে সুন্দরি এই পুষ্পগুলির নিমিত্ত তোমার অনাথ পিতার কি দুর্ব্বিপাক হইয়াছে তাহা তুমি বুঝিতে পার না।" পরে তিনি গৃহহইতে গমনাবধি প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত কি কি দুর্ঘটনা হইয়াছে, সমস্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।

এই সকল ব্যাপার শ্রবণ করিয়া জ্যেষ্ঠা তনয়ারা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল, এবং তাহাদিগের কনিষ্ঠা ভগিনীহইতে এরূপ দুর্ঘটনা হইয়াছে বলিয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিল। তখন সুন্দরী মনে ভাবিতে লাগিলেন যে "আমি যদি ভগিনীদ্বয়ের ন্যায় পরিচ্ছদ চাহিতাম তাহা হইলে এরূপ বিপৎপাত হইত না।" ইহা জানিয়াও জ্ঞানপ্রভাবে তাহার নয়নাম্বুপাত হইল না। তিনি মনে২ নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে পিতৃপরিবর্ত্তে আপনি বন্য পশুর নিকট যাইয়া প্রাণদান করিবেন। এই কথা শান্তভাবে কহিয়া মিথ্যা বিলাপ করিও না বলিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

সুন্দরী-বাক্যে তিন ভ্রাতা একেবারে কহিয়া উঠিল যে "তোমাকে যাইতে হইবে না আমরা যাইব, দেখি সে ধূর্ত্ত দানব কি করিতে পারে, হয় সে মরিবে নয় তাহাকে মারিব।" বণিক্ পুত্রবাক্যে ত্রস্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "বৎস, তোমরা তাহাকে জান না, সে তোমাদিগের অপেক্ষা বিশেষ দুর্দ্দান্ত, তাহাকে তোমরা সামান্য বোধ করিও না, তাহার ইচ্ছার বিপরীতাচরণে বৃথা চেষ্টা করিও না; এক্ষণে তোমাদিগের ভগিনীর প্রাণরক্ষা যাহাতে হয় তাহাই তোমাদিগের কর্ত্তব্য। আমার জীবন প্রায় শেষ হইয়াছে, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আমাকে যাইতে হইবে, আমার নিমিত্ত বিলাপ করিবার আবশ্যকতা নাই।" এই সমস্ত বাক্যে সকলকে প্রবোধ দিয়া শয়নাগারে প্রস্থান করিলেন। বন্য পশু যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহা তাঁহার মনে ছিল না। তিনি তাহার প্রাসাদে যে সুবর্ণখচিত সিন্দুক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন, এই স্থানে তাহা উপস্থিত হইবায় অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। মনে২ সঙ্কল্প করিলেন, এ ব্যাপার জ্যেষ্ঠ তনয়াগণকে বলা হইবেক না তাহা হইলে তাহারা নগরে যাইতে তাঁহাকে বিরক্ত করিবে।

যাহা হউক, সুন্দরী যাইবার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, তিন মাস অতিক্রান্ত হইবা মাত্র সে যাইতে উদ্যোগী হইল। যখন সে পিতৃসমভিব্যাহারে প্রস্থান করে, সমস্ত পরিবারবর্গ একত্র হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। পিতার এবং ভ্রাতৃগণের অকৃত্রিম নয়নাশ্রুপাত হইতে লাগিল; কিন্তু, ঐ নির্দ্দয় ভগিনীদিগের ক্রন্দনে ছল ছিল। তাহারা ইতিপূর্ব্বে নয়নে পলাণ্ডুরস দিয়াছিল, সুতরাং তাহা অনায়াসেই আর্দ্র হইয়া আসিল। তাহাতে তাহারা এরূপ দেখাইতে লাগিল, যেন তাহাদিগের রোদনের পরিসীমা নাই।

অশ্ব যে পথে আসিয়াছিল, ইচ্ছাক্রমে সেই পথেই চলিতে আরম্ভ করিল, এবং ক্রমে২ যাইয়া সেই পশুভবনে উপস্থিত হইল। বণিক্ কন্যাসহ ভবনে প্রবেশ করিলেন; ঘোটকও পূর্ব্বজ্ঞাত মন্দুরায় উপস্থিত হইল। বণিক্ দেখিতে পাইলেন, যে দালানে পূর্ব্বে আহার করিয়াছিলেন, তথায় দুই জন-সেব্য সুস্বাদু ভক্ষ্য প্রস্তুত রহিয়াছে। তাঁহারা সায়ঙ্কালীন আহার সমাধা করিয়াছেন এমত সময়ে এক ভয়ানক শব্দ উভয়ের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। পরে বন্য পশু উপস্থিত হইবামাত্র সুন্দরী ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর হইল। ঐ পশু সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আপন ইচ্ছায় আমার বাটীতে উপস্থিত হইয়াছ?" সে কাঁপিতে২ কহিল যে "হাঁ আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছি।" তবে এক্ষণে আমি তোমার দয়াগুণে বাধিত হইয়াছি বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পরে বন্য পশু বণিকের দিকে দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক কহিল, "এক্ষণে তুমি বাটী প্রত্যাগমন করিতে পার, কিন্তু দেখিও যেন আর তোমাকে কখন এখানে দেখিতে না পাই।" পরে

বণিক্ সুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া প্রস্থান করিল। তাহাতে সুন্দরীও যথোচিত শীলতা প্রদর্শন করিল।

বণিক্-কন্যা তখন পিতাকে এই অনুরোধ করিতে লাগিল, "তুমি আমাকে এখানে রাখিয়া যাও।" প্রভাত হইবা মাত্র সুন্দরী তাঁহাকে বাটীতে যাইবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিল। বন্য পশু এরূপ সদয়ভাব প্রকাশ করিয়া কি আর আমার প্রাণাধিকা তনয়ার হিংসা করিবেক, বণিগ্বর মনে২ ইহা ভাবিতে২ প্রস্থান করিলেন। সুন্দরী একে বালিকা তাহাতে পিতৃ-বিরহে মৃতকল্পা, ইহাতে তাহাকে কিঞ্চিৎ কাল রোদন করিতে হইল। কিন্তু মনস্বিত্ব-প্রভাবে সে অত্যল্পকাল-মধ্যে শোকবেগ সংবরণপূর্ব্বক এ গৃহ ও গৃহ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং কিঞ্চিৎ বেড়াইতে২ দেখিতে পাইল, একটি দ্বারের উপর লেখা রহিয়াছে, "ইহা সুন্দরীর মহল।" ইহাতে তাহার আশ্চর্য্য জ্ঞান জন্মিল, ও সে তাড়াতাড়ি দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ঐ গৃহ নানা প্রকার সুশোভন বস্তুদ্বারা সুসজ্জিত, নানাবিধ পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র এবং গীতোপযোগী দ্রব্যাদিদ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই সমস্ত দর্শনে সে মনে২ ভাবিতে লাগিল, "আমি এক দিবসের জন্য বাঁচিয়া আছি, ইহা কদাপি আমার নিমিত্ত সুসজ্জিত হইতে পারে না।" পরে যখন একখানি পুস্তক খুলিয়া তাহাতে "তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন হইতে পারিবে না, এক্ষণে তুমি এখানকার রাজ্ঞী"—এ কথা সুবর্ণাক্ষরে লিখিত দেখিতে পাইল, তখন তাহার বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না। তখন সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল, "হায়! হায়! এখন আমার পিতা কোথায়, কি করিতেছেন; একবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়।" সে যেমন আপন অন্তঃকরণে এই কল্পনা করিতেছে অমনি এক দর্পণের মধ্যে দেখিতে পাইল যে তাহার পিতা গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং ভগিনীরাও তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের মনে২ বড় ভাবনা ছিল, পাছে সুন্দরী ফিরিয়া আইসে; কিন্তু যখন পিতা সুন্দরীকে ছাড়িয়া আসিয়াছেন জানিতে পারিল, তখন তাহারা অতিশয় আনন্দিত হইল। যাহা হউক, ঐ ছায়া অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী হইয়াই তিরোহিত হইল। সুন্দরী আপন মনোরথ দেখিয়া পশুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। মধ্যাহ্নকালে ভোজনসামগ্রী প্রস্তুত, এবং বাদ্যযন্ত্রাদি সর্ব্বদাই বাজিতেছে, বাদক কেহই, দেখা যায় না। ক্রমে সায়ংকাল আগত, তখন পশু উপস্থিত হইয়া কহিল, "আইস আহার করা যাউক।" তাহাতে সুন্দরীর আপাদমস্তক কম্পান্বিত হইলেও অগত্যা তাহাতে সম্মত হইতে হইল। সে শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন সুন্দরি আমাকে কি তুমি কুরূপ দেখ?" সুন্দরী উত্তর করিল, "হাঁ, আমি মিথ্যা কহি না, আমার চক্ষে তুমি কুরূপ বটে।" পরে তাহাদের পরস্পর সুখে স্বচ্ছন্দে আহার ব্যাপার চলিতে লাগিল। "সুন্দরি, তুমি আমাকে বিবাহ করিবে?" বন্য পশু এই কথা বলিবা মাত্র সন্দেহস্থলে পড়িলেও তাহার ভয়ের অর্দ্ধেক অবসান হইল। পরে সুন্দরী কহিল, "না আমি বিবাহ করিব না।" এই কথায় বন্যপশু এরূপ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল যে তাহাতে সমস্ত গৃহ কাঁপিয়া উঠিল। পরে ঐ পশু "সুন্দরি বিদায় হই," বলিয়া প্রস্থান করিল। যদিও সুন্দরীর মনে কিছু দয়ার আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু উহার অনুপস্থিতিতে অনেক স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিল। এই রূপে তিন মাস অতিবাহিত হইল। প্রতিরাত্রেই পশু আহার করিতে আইসে। যদিও সুন্দরী বন্য পশুর কদাকারে প্রথম২ অশ্রদ্ধা

প্রকাশ করিত, তথাপি ক্রমে২ অভ্যাসবশতঃ উহা অল্প হইয়া আসিল, এবং পশুর সদ্‌গুণসকলের প্রতি তাহার মনোনিবেশ হইতে লাগিল। পশু প্রতিরাত্রেই বিবাহের জন্য সুন্দরীকে অনুরোধ করে, কিন্তু সে তাহাতে সম্মত না হইয়া কহে যে "তোমার সহিত আমার মিত্রতা হইয়াছে, অনুরাগ নাই।" পরিশেষে সে কহিল, "তবে এই ভাল প্রতিজ্ঞা কর, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কখন যাইবে না।" এই ব্যাপারটী সুন্দরীর পক্ষে ক্ষোভজনক হইয়া উঠিল।

পর দিন প্রভাতেই সুন্দরী আপন দর্পণে দেখিতে পাইল যে তাহার পিতা তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে বোধ করিয়া শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। ভগিনীদ্বয়ের পরিণয়-কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে। ভ্রাতৃগণ সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত ঘটনায় তাহার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হওয়াতে ক্রন্দন করিতে২ পশুকে কহিল, "আমি এক বার পিতাকে দেখিতে চাহি, তুমি যদি ইহাতে বাধা দাও, আত্মঘাতিনী হইব।" পশু কহিল, "সুন্দরি, তোমার বিরহে আমার প্রাণও যায় তাহাও ভাল, তথাপি তোমাকে যাইতে কদাপি নিষেধ করিব না।" সুন্দরী প্রত্যাগমন-বিষয়ে এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করিল। পশু তাহাতে সম্মত হইয়া কহিল, "আচ্ছা, শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে মেজের উপর অঙ্গুরীয় রাখিয়া নিদ্রা যাইও; আমি বিদায় হইলাম" এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

সুন্দরী পর দিন প্রাতে প্রস্থান করিয়া আপন পিতৃভবনে উপস্থিত হইল। সুন্দরী জীবিত আছে, দেখিয়া বণিক্ এরূপ আনন্দিত হইলেন যে তাহার আর সীমা রহিল না। ছোট মেয়েটি আসিয়াছে বলিয়া বণিক্ অন্য কন্যাদ্বয়কে আনাইবার নিমিত্ত পত্র পাঠাইলেন। তাহারা আপন২ স্বামী সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইল। তাহাদিগের পরিণয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা সুখী হইতে পারে নাই। একটীর স্বামী এরূপ আত্মশ্লাঘাকারী ছিল যে সে আপনি ভাবিত, আমা অপেক্ষা বড় নাই, ও আমা অপেক্ষা সুন্দর নাই, সুতরাং আপন পত্নীকে গ্রাহ্যই করিত না। অন্যের পতি এরূপ বাচাল ছিল যে যে তাহার কাছে আসিত, তাহারই সহিত রসিকতা প্রকাশ করিত, বিশেষতঃ স্ত্রীর সহিত সমস্ত দিন বাচালতা করিত। যাহা হউক, ভগিনীরা আসিয়া তাহার বেশভূষা অতিশয় মনোরম, এবং পশু তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেছে, এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া হিংসায় ফাটিতে লাগিল; এবং মনে২ কল্পনা করিতে লাগিল, যাহাতে ইহার প্রতিশ্রুত সময়ের অতিক্রম হয় তদ্বিষয়ে যত্ন করা যাউক, তাহা হইলে সুন্দরীর প্রতি পশু রুষ্ট হইয়া উহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। এমতে সপ্তাহ অতিক্রম হইলে তাহারা কৌশল করিয়া এরূপ ভাব প্রকাশ করিল যে তাহারা সুন্দরীর বিরহে অতিশয় ক্লেশ পাইবে। সুন্দরী সরল-হৃদয়া ছিল, তাহাদের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া অনিচ্ছাপূর্ব্বকও আর এক সপ্তাহ থাকিবার মানস করিলে দশম দিবসের রাত্রে যখন ভগিনীরা তাহাকে খাওয়াইবার চেষ্টা এবং ছলপূর্ণ স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিল তখন সেই সুন্দরীর স্বপ্নে এরূপ উদয় হইল যেন পশু তাহার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া প্রাসাদের উদ্যানে ঘাসের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, তখন সে শয্যা-হইতে উঠিয়া মেজের উপর পূর্ব্ববৎ অঙ্গুরীয় রাখিয়া পুনর্ব্বার নিদ্রা গেল, জাগরিত হইয়া দেখে যে পশুর প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছে; ইহাতে সে সুখী হইল, এবং কত ক্ষণে রাত্রির আহারের সময় হইবে পশুকে দেখিব, এই নিমিত্ত অত্যন্ত অধীরা হইয়া উঠিল। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইয়া নয়টা বাজিল তথাপি পশুকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ক্লেশানুভবপূর্ব্বক কহিল, "হায়! বুঝি আমি তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছি," এই বলিয়া কাঁদিতে২ স্বপ্ন-দৃষ্ট বাগানের দিকে দৌড়িয়া গেল। তথায় দেখে পশু মৃতপ্রায় চৈতন্যরহিত হইয়া পড়িয়া আছে, দেখিয়া সুন্দরী অজ্ঞানের ন্যায় তাহার গাত্রোপরি পড়িল, যখন দেখিল তাহার বক্ষঃস্থল কাঁপিতেছে তখন তাড়াতাড়ি সমীপস্থ ঝরণাহইতে জল আনিয়া মুখে চক্ষে দিতে লাগিল। ক্রমশঃ উহার চৈতন্যোদয় হইলে সে কহিতে লাগিল, "তুমি আপন প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়াছিলে বলিয়া আমি স্থির করিয়াছি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব; তুমি যখন আসিয়াছ তখন মৃত্যুটাও সুখে হইবেক।" সুন্দরী কহিল, "না তুমি মরিতে পারিবে না, তুমি আমার পতি হইয়া এক্ষণে জীবিত থাক, এখন তোমার প্রতি আমার আন্তরিক অনুরাগ জন্মিয়াছে।"

এই সকল কথা কহিবামাত্র সমুদায় প্রাসাদ আলোকপূর্ণ হইল, নানা প্রকার বাজি পুড়িতে লাগিল, এবং নানাবিধ বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল। তথায় আর সে পশু নাই, উহা এক সুরূপ রাজকুমার হইয়া সুন্দরীর পদানত হইয়াছে, এবং তাহার মায়াজাল মুক্ত করাতে রাজপুত্র সুন্দরীকে ধন্যবাদ দিতেছেন। সুন্দরি বিস্ময়ান্বিত হইয়া আগ্রহপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কোথায় সেই প্রিয় পশু গমন করিল, আমি তাহাকে দেখিতে চাহি," তখন ঐ রাজকুমার কহিতে লাগিলেন, "এক দুষ্ট পরী আমার ঐ দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছিল। যে পর্য্যন্ত কোন সচ্চরিত্র সুকুমারী আমার মন্দ আকারে ঘৃণা না করিয়া বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইবেক তাবৎ আমার ঐ দুর্দ্দশা থাকিবার কথা ছিল। এই ক্ষণে সেই আদেশ সিদ্ধ হইল।" পরে সুন্দরী সবিস্ময়ে রাজতনয়ের হস্তধারণপূর্ব্বক প্রাসাদে গমন করিল। তথায় দেখে, পিতা উপস্থিত। অন্য দিনের অপেক্ষা না করিয়া ঐ দিনেই পরিণয়কার্য্য সমাধা করা হইল। প্রজাগণের আনন্দের সীমা রহিল না। রাজনন্দনের অদর্শনে তাহাদিগের আন্তরিক ক্লেশ হইয়াছিল, এক্ষণে সকল ব্যাপারে তাহারা নানা প্রকার উৎসব করিতে লাগিল। রাজা রাণী পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাগণের সুখ সাধন করিয়া বহুকাল স্বচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন।

নূতনগ্রন্থের সমালোচন।

১। "কবিতাকুসুমাঞ্জলি, বালকদিগের শিক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।"

"নরত্বং দুর্ল্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্ল্লভা।
কবিত্বং দুর্ল্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্ল্লভা॥"

এই শ্লোকের মর্ম্মানুসারে কবিত্ব এক প্রকার ঐশ্বরিক বর বলিতে হইবেক। অনেকে বহুকাল আন্তরিক যত্ন এবং কঠোরশ্রম-সহকারে অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগের কবিত্ব শক্তির অসদ্ভাব উপলক্ষিত হয়। অপর অনেকে কিঞ্চিন্মাত্র অধ্যয়ন করিয়াই, অথবা কিছুমাত্র অধ্যয়ন না করিয়াও, সুকবি হইতেছেন; সুতরাং কবিত্ব যে এক প্রকার বর তাহা অবাধে স্বীকার করিতে হইতেছে। কবিবর কালিদাস এবং মহাকবি শ্রীহর্ষ এই বাক্যের প্রামাণ্য রক্ষা করিতেছেন। শ্রীহর্ষদেব যে গভীর ব্যুৎপন্ন লোক ছিলেন তাহা বোধ হয় সহৃদয়মাত্রেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু কবিত্ব শক্তিবিষয়ে তিনি যে প্রথমোক্ত মহাকবির সমকক্ষ নহেন তাহাতে সন্দেহ নাই। উভয় কবির কাব্য পাঠকালে এই রূপ প্রতীতি জন্মে যে নৈষধচরিতে স্বভাবোক্তি বর্ণনা অতি অল্প আছে, কিন্তু রঘুবংশ

ও কুমারসম্ভবাদি কাব্য স্বভাবোক্তিতে পরিপূর্ণ। কবিত্ব শক্তিই স্বভাবোক্তি বর্ণনার উপায়। তাহাতে যাঁহার অসদ্ভাব থাকে তাঁহাকে প্রকৃত কবি বলা যাইতে পারে না। আমু বোধ হইতে পারে যে বালপাঠ্য-গ্রন্থ-সম্বন্ধে এই প্রকৃত কবি ও অপ্রকৃত কবির বিচার সংলগ্ন হইতে পারে না, পরন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা কোন মতে অসংলগ্ন নহে। প্রকৃত কবির বাণী বৃন্দের পক্ষে যদ্রূপ, বালকের পক্ষেও তদ্রূপ। বিশেষ বালকেরা সুকুমার মতি, শিক্ষার্থে প্রকৃত কবির উক্তিই বিশেষ যোগ্য। তদভাবে কৃত্রিম কবিতা পাঠে তাহাদের স্বাদুগ্রাহিত শক্তির বিশেষ হানি হইতে পারে। এই বিবেচনায় আমারা "কবিতা কুসুমাঞ্জলির" সমাদর করিতে পারিলাম না, কারণ উহা বালকের উপযুক্ত হয় নাই। গ্রন্থকার ভূমিকায় প্রতিজ্ঞা স্থলে গ্রন্থ বালকগণের পাঠ্য করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন, কিন্তু স্থলে ২ রূপক উৎপ্রেক্ষাদি কাল্পনিক অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়া, কবিতাগুলি অত্যন্ত দুরূহ করিয়া তুলিয়াছেন, এবং স্থলবিশেষে আদিরস ঘটিত বর্ণন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। উদাহরণ-স্বরূপ একটি কবিতা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে। ১৬ পৃষ্ঠায় প্রভাতের চন্দ্র বর্ণনা স্থলে তিনি লিখিয়াছেন—

"অথবা সে নিশাথিনী, অনাথিনী একাকিনী
কোন দেশে করিল পয়াণ।
"সেই লাজ দুঃখ ভয়ে, অন্তরে আকুল হয়ে,
হতেছে কি মলিন বয়ান।
"কেন ভাব নিশানাথ, দেখা হবে তব সাথ,
দ্রুত যাও পশ্চিম প্রদেশে।
"পুনঃ প্রিয়া নিশা সঙ্গে, ভ্রমণ করিবে রঙ্গে,
এসব যাতনা যাবে শেষে।।"

এই স্থলটি বালকবোধ্য কি না, কবিকেই জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি ইহাতে ক্ষুব্ধ হইবেন না।

নিম্নোদ্ধৃত কবিতাগুলিও কোন মতে বালপাঠ্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। উহাতে উৎকৃষ্ট ভক্তিরসোদ্ভাবক মধুর ভাব যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহা ভক্তেরই আদরণীয়; বালকের পক্ষে উপযুক্ত নহে।

"কোথা প্রিয়তম! তুমি জীবনের ধন হে।
"না হেরে তোমারে বুঝি যায় এ জীবন হে।।
"অকূল পাথারে পড়ে হতেছি আকুল হে।
"ব্যাকুল বচনে ডাকি হও অনুকূল হে।।
"অন্ধকারে মরি আমি অন্ধের মতন হে।
"তমোরাশি নাশ নাথ দিয়া দরশন হে।।
"তোমার বিরহানলে জ্বলিছে জীবন হে।
"নিভাতে বরিষ নাথ করুণা জীবন হে।।
"অন্তরে নাশ হে আর বিরহ তোমার হে।
"পলকে প্রলয় জ্ঞান হতেছে আমার হে।।"

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৫২ খণ্ড

গড় রাজ্য ও রাণী দুর্গাবতী।

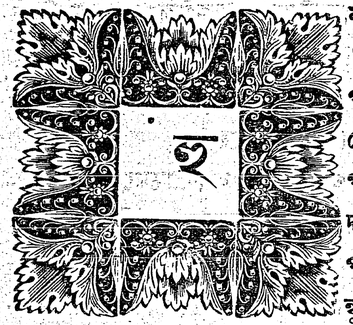

হুমায়ুন বাদশাহের আধিপত্য—কালে পাশ্চাত্য আফগানেরা দিল্লীর রাজপাটাধিকারে সর্ব্বদা সচেষ্টিত ছিল। পরন্তু হুমায়ুন সিন্ধুনদের উপকূলে নিয়ত তাহাদিগের সৈন্যসকলকে পরাভূত করিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম-সীমা দশ বৎসর যাবৎ নিরাপদে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরন্তু উক্ত যুদ্ধবিগ্রহের উপশান্তি না হইতেই হুমায়ূনের বহিঃস্থিত শত্রুর অপেক্ষা ভারতবর্ষান্তর্গত শত্রুপক্ষীয়গণ প্রবল হইয়া উঠিল। তাহাতে সম্রাট্ পশ্চিমে সিন্ধু নদ-সন্নিহিত দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন; কারণ তাঁহার অনুপস্থিতি জন্য সেকন্দর সূর দিল্লীর সিংহাসন এককালে অধিকৃত করিয়া বসিয়াছিলেন। যাহা হউক, হুমায়ূন রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া অনতিবিলম্বেই সেকন্দর সূরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক করিলেন। এতদ্-ঘটনার ছয় মাস কাল গতে কোন দুর্ঘটনা প্রযুক্ত সম্রাটের মৃত্যু হয়। তৎকালে অক্বরের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর তিন মাসমাত্র। তিনিই দিল্লীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন। যাঁহাদ্বারা বাবরী বংশের খ্যাতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিভান্বিত হইয়াছিল, সেই মোগল-কুলতিলক সম্রাট্ অকবর তাদৃশ তরুণ বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে অধ্যাসীন হইয়া প্রাপ্তব্যবহার-কাল-পর্য্যন্ত পুত্তলিকার ন্যায় কেবল কিঞ্চিৎ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার মন্ত্রী বহরাম তাঁহাকে কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। বহরাম অত্যন্ত দূরদর্শী লোক ছিলেন; এবং তাঁহার তুল্য রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী তৎকালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রায়ঃ কেহ ছিলেন না। তিনি তুরুষ্ক-বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

অনন্তর অকবর প্রাপ্তব্যবহার হইয়া মন্ত্রিহস্তহইতে সকল ক্ষমতা গ্রহণপূর্ব্বক এই প্রকার আদেশ প্রদান করেন যে তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ কোন কার্য্য করিতে পারিবে না, সুতরাং মন্ত্রী বহরামকে সম্রাটের ছায়ার ন্যায় থাকিতে হইল। এ অবস্থা তাঁহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইলে তিনি মক্কায় যাইবার ছল করিয়া নাগোরে গিয়া অবস্থিতি করিতে

লাগিলেন। যাহারা বহুকাল বেতন গ্রহণ করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহাদিগের প্রভুর প্রতি স্বভাবতই ভক্তি জন্মিয়া থাকে, কিন্তু অল্প কালের বেতন-ভোগী ভৃত্যগণ কদাপি প্রভুর বিশ্বাসী হয় না। অকবরের অধীনে অধিকাংশ সেই প্রকার সৈন্য ছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনবশতঃ উহাদিগকে বেতন প্রদান করা হইত। ঐ সকল সৈনিক ও সৈন্যেরা দেশলুণ্ঠনদ্বারা পরসম্পাদ্ হরণ করিবার অভিপ্রায়ে সৈন্য-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। বহরামের কঠিন প্রতাপজন্য তাহারা সেদুরভিসন্ধি গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে তরুণ সম্রাটের স্বাধীনতা-গ্রহণ-জন্য তাহাদিগের সে দুরভিপ্রায় অপ্রকাশ রহিল না।

বস্তুতঃ যে সময়ে অকবর বিদ্রোহীর প্রধানগণকে শাসন-করণার্থে আপনার অধীনস্থ উপরোক্ত-সৈন্য-সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিগণকে প্রেরণ করেন তৎকালে, তাহারা বিদ্রোহ-বিরত রাজ্য লুণ্ঠনদ্বারা অপরিসীম অর্থ সঙ্গ্রহ করত তৎসমস্ত আত্মসাৎ করিয়াছিল। ঐ সকল অবিশ্বাসী ভৃত্যগণের মধ্যে আসফ শাহ নামা এক ব্যক্তিকে নর্ম্মদা নদীর তটবর্ত্তী গড়-নামক রাজ্যের শাসন-জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। উক্ত গড়রাজ্য মালব-প্রদেশের অন্তর্গত; এবং তাহা হিন্দু-পৌরাণিক-সময়ে অতিসমৃদ্ধিশালী বলিয়া পরিগণিত ছিল।

হিন্দুদিগের-রাজ্য-কালে ভট্ট বা সোহাগপুর, ছত্রিশগড়, সম্ভলপুর, গঙ্গপুর এবং অন্যান্য উহার সন্নিকটস্থ জনপদ উক্ত রাজ্যের অধীন ছিল।

যে সময়ে ঔরঙ্গজেব ভট্টরাজ্য অধিকৃত করেন তৎকালে ইহা প্রয়াগের অধীন ছিল, এবং উহার অধীনে ছয়টা প্রসিদ্ধ নগর ছিল। তন্মধ্যে পান্নাগড় ও মণ্ডলা এবং গড়নগর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য ছিল। বুন্দেলখণ্ড-প্রদেশের মধ্যে বালাশাহী নামে যে এক প্রকার মুদ্রা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, উক্ত মুদ্রা পূর্ব্বোক্ত গড়-নামক রাজ্যে নির্ম্মিত হইয়া প্রাচীন হিন্দুমহীপালদ্বারা প্রচালিত হইয়াছিল। গড়মণ্ডল-পরগণার মধ্যে স্থানে২ প্রচুরশস্যশালী ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। ভট্টরাজ্যের মধ্যে নর্ম্মদা নদী সর্ব্বাগ্রগণ্য।

সোহাগপুর বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত, এবং তাহা, রামগড়, ধলভূম, মল্লভূম, ময়ূরভঞ্জ, জামবন প্রভৃতি অরণ্য-প্রধান রাজ্যের ন্যায়, আরণ্যক। তত্রত্য রাজা উৎকৃষ্ট-সভ্যতার বিমল জ্যোতিঃ প্রজাপুঞ্জের উপরে প্রকৃষ্টরূপে প্রভাম্বিতকরণে সক্ত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ভোঁষলা-বংশীয় নৃপতিগণ বলপূর্ব্বক সোহাগপুরের রাজস্ব গ্রহণ করিতেন এরূপ জনশ্রুতি আছে।

ছত্রিশগড়-পরগণা গোণ্ডবন-প্রদেশের অন্তর্গত; পূর্ব্বে তাহা রত্নপুর-নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সচরাচর রত্নপুর অথবা ছত্রিশগড়কে জহরখণ্ড বলা হইত। পরন্তু প্রায়ঃ সমুদায় গোণ্ডবনদেশই জহরখণ্ড-নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। ছত্রিশগড়ের পরিধি বিংশতি সহস্র বর্গ ক্রোশ। তন্মধ্যে কিয়দংশ পর্ব্বতমালা ও অরণ্যদ্বারা পরিকীর্ণ।

ছত্রিশগড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্যতা অতিমনোহর। উক্ত জনপদের মধ্যে সুন্দর লোকাকীর্ণ পল্লী, রম্য জলাশয়, কমনীয় উপবন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সরোবর, নিকুঞ্জ, প্রস্রবণ প্রভৃতি বিবিধ নৈসর্গিক পদার্থ সকল ঋতুতেই প্রাঞ্জল দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন উক্ত জনপদের মধ্যে সৌভাগ্য লক্ষ্মীরও কৃপাদৃষ্টির অভাব নাই। তথায় নানাবিধ গৃহপালিত পশু ও শস্যাদির কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। লবণ ও অন্যান্য বহুবিধ পণ্য দ্রব্য ছত্রিশগড়হইতে

অধিকপরিমাণে হাইদরাবাদে নীত হইয়া থাকে। কথিত আছে যে প্রচুর-শস্যোৎপত্তির সময় এক লক্ষ বলীবর্দ্দদ্বারা বণিকেরা উক্ত দেশহইতে শস্যসকল সঙ্গ্রহ করিয়া লইয়া যায়। হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, শাল ও অন্যান্য প্রধান পণ্যদ্রব্যসকল দক্ষিণ-দেশে ক্রয়বিক্রয়ের প্রসিদ্ধস্থল ছত্রিশগড়। নাগপুর-বংশীয় রাজাদিগের অধিকার-মধ্যে যে সকল জনপদ ছিল বস্তুতঃ তন্মধ্যে ছত্রিশগড় সর্ব্বপ্রধান, তাহার সন্দেহ নাই।

উক্ত জনপদের মধ্যে হংসু এবং কঙ্কণ নদ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। রত্নপুর ও রায়পুর ইহার প্রধান নগর। রত্নপুরের সন্নিকটে একটী প্রসিদ্ধ দেবালয় আছে, উক্ত দেবালয়স্থিত দেবমূর্ত্তি নীলবর্ণের পাষাণ নির্ম্মিত এবং ঊর্দ্ধে ৬-৭ হস্তের ন্যূন নহে। উক্ত মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরোবর আছে, এবং কিঞ্চিদভিদূরে এক প্রশস্ত দীর্ঘ তড়াগ আছে; প্রায়ঃ এক ক্রোশপর্য্যন্ত তাহার চতুর্দ্দিক উত্তমরূপে পাষাণে নির্ম্মিত। এই প্রসিদ্ধ ঝীলের নিকট ইতস্ততঃ পূর্ব্বকালীন প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন অদ্যাপি নিপতিত আছে; তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, পূর্ব্বে ঐ স্থলে কোন অপূর্ব্ব হিন্দুকীর্ত্তি ছিল, কালসহকারে তাহার লোপ হইয়া থাকিবে।

ইংরাজি ১৭৩০ অব্দে বিখ্যাত লা সাহেব যখন ধৃত হন, উক্ত সময়ে তাঁহার অধীনস্থ ১২০ ফরাশী সৈন্য বেহারহইতে দক্ষিণদেশে প্রস্থান-কালে রত্নপুরে স্থিতি করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় শ্রেষ্ঠী বম্বাজী উহাদিগের ঐ স্থলে প্রাণ সংহার করেন। কলিকাতাহইতে ছত্রিশগড় দুই শত সার্দ্ধোনবিংশতি ক্রোশের ন্যূন নহে।

পূর্ব্বোল্লিখিত জনপদ, পরগণা, নগর ও উপনগর সকল গড়রাজ্যের অধীন থাকাতে এক সময়ে উক্ত গড়রাজ্যের বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্য ছিল। যৎকলে দিল্লীস্থ মোগল-সম্রাট্ অকবর বাদশাহ উক্ত গড়রাজ্য শাসনজন্য আসফশাহ নামা মুশলমান সৈনিককে প্রেরণ করেন, তৎকালে বিখ্যাত দুর্গাবতী রাজমহিষী গড়রাজ্যের রাজপ্রতিভূস্বরূপে নিযুক্তা ছিলেন। উক্ত গুণযুক্ত মহিষী ভারতবর্ষীয় বীরাঙ্গনাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্যা ছিলেন; গড়রাজ্যের ক্ষিতীশবংশ অত্যন্ত-প্রাচীন-কালাবধি মহাসম্ভ্রমান্বিত ছিল। দুর্গাবতী নারী হইয়াও বৃহৎ রাজত্ব পতির সদৃশ অতিসুনিয়মে রাখিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে দুর্গাবতী যেমন সুন্দরী সেই রূপ অসাধারণ-বীর্য্যবতী ছিলেন। আসফ উক্ত স্থান যখন আক্রমণ করেন তৎকালে দুর্গাবতী স্বয়ং সেনাপতির বেশধারণপূর্ব্বক সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সমরে প্রকৃত সেনাপতির ন্যায় সাহস ও তেজঃ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; তাহাতে আসফ অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। পরন্তু দুর্গাবতীর বীর্য্য বহুকাল ফলবৎ হয় নাই; সহসা শত্রুপক্ষের এক তীক্ষ্ণ শর দুর্গাবতীর চক্ষুর উপর আসিয়া বিদ্ধ হওয়াতে তিনি অতিমাত্র ব্যথিতা হইয়া সঙ্গ্রামহইতে নিবৃত্তা হইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার চমূসকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রস্থান করিল। ঐ সময়ে বৈরি-পক্ষীয় সৈন্যদল রাজ্ঞী দুর্গাবতীকে ধৃত করণার্থ চারি দিক্‌হইতে ঘেরিয়া আসিতে লাগিল। এতদবস্থায় হিন্দুনৃপমহিষী অনুপায় দেখিয়া মনের মধ্যে কেবল এইমাত্র চিন্তা করিলেন যে অসভ্য মুশলমানদিগের হস্তে অভিভূত হওয়া কেবল উভয় কুলকে কলঙ্কিত করা। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মদ্বেষী মোগলহস্তে পড়িলে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হইবে; এই প্রকার কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া এক খান প্রখর শাণিত খড়্গ স্বীয় বক্ষোদেশে প্রবিষ্ট করিয়া মহীতলে অক্ষয় খ্যাতি স্থাপনপূর্ব্বক ভৌতিক মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরলোকে গমন করিলেন।

পশ্চিমদেশীয় সূতগণ অদ্যাপি রাণী দুর্গাবতীর অক্ষয় যশঃ বীণাসহকারে গান করিয়া দেশবিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। কথিত আছে যে গড়রাজ্য লুণ্ঠনদ্বারা অকবরের অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক সৈনিকের ন্যায় আসফ বহু অর্থ আত্মসাৎ করে। তন্মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা-পরিপূর্ণ এক শতটা কলস দুর্গাবতীর ধনাগারহইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সূর্য্য-দেউল।

গুর্জ্জর-রাষ্ট্রের পূর্ব্বভাগঅরণ্যাকীর্ণ। ঐ আরণ্যক-প্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী অতিমনোহর সঙ্গর (সোনাঘর) নামে এক পল্লীগ্রাম আছে। উক্ত সুখদ প্রদেশ-সন্নিহিত এক শৈলের শিখর-প্রদেশে পুরাকালিক হিন্দুভাস্করগণের উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যের প্রাচীন চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; তাহা কতিপয় ভগ্নাবশেষ দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি। ভারতবর্ষের বিশেষ-সৌভাগ্য-সময়ে কোন তেজস্বী পৃথ্বীপালদ্বারা ঐ সুরম্য পুরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গুজরাটপ্রদেশের মধ্যে উক্ত দেবালয় "সূর্য্য-দেউল" (সূর্য্য-মণ্ডপ) নামে প্রসিদ্ধ। উহার অভ্যন্তরে সূর্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

উপরোক্ত মন্দিরের শিরঃপুরোভাগে ও সর্ব্বগাত্রে মর্ম্মরপ্রস্তরময়ী যোদ্ধৃপ্রতিকৃতিসকল খোদিত আছে; ঐ সমস্ত সুচারু ভাস্করকার্য্য এতদ্দেশীয় আধুনিক শিল্পিকগণের ভাস্করকার্য্য অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, উহার সহিত আধুনিক শিল্পিদিগের কার্য্য তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে এদেশীয় শিল্পকার্য্য ক্রমশঃ লোপ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বতন হিন্দুভাস্করগণের রচিত বৃহন্মন্দিরসকল প্রাচীনপ্রবাদে বিশ্বকর্ম্মার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া সাধারণের কুসংস্কার উৎপাদন করাতে প্রাচীন হিন্দুভাস্করগণের শিল্পনৈপুণ্যের যথেষ্ট গৌরবের হানি হইয়াছে। যাহা হউক প্রাচীন সময়ে এতদ্দেশীয় শিল্পকার্য্য অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল, তাহা উল্লিখিত দেবালয়ের নির্ম্মাণপদ্ধতিবিলোকনে অনায়াসে সপ্রমাণিত হয়।

যে শৈলের শিখরাগ্রে উক্ত দেবালয় সংস্থিত আছে, পূর্ব্বে উহার চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীর বেষ্টিত ছিল ও তন্নিকটে অপর এক উজ্জ্বল সমৃদ্ধিমতী পুরী ছিল। ঐ মনোরম্য শৈলের পার্শ্ববর্ত্তী স্থলে ভ্রমণ করিলে তাহার শৈবাল সম্পৃক্ত সুন্দর নিদর্শন দুষ্পাপ্য হয় না। এতদ্দ্বারা বোধ হয় উহাও পরমশোভাময়ী পুরী ছিল।

এক দীর্ঘায়তন প্রশস্ত সোপানশ্রেণীদ্বারা মন্দিরের উপরিভাগে আরোহণ করা যায়। ঐ মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ব চাঁদনীতে বেষ্টিত, তদুপরি মর্ম্মর-প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিসকল সংস্থাপিত। উক্ত সোপানের ঊর্দ্ধে অপর এক বৃহৎ চন্দ্র-মণ্ডপ আছে, ঐ মণ্ডপের মধ্যে বাদ্য, উৎসব, নৃত্য, গীত প্রভৃতি তৌর্য্যত্রিক-ক্রীড়া সকল সম্পাদিত হইত। মন্দিরের তিনটী চূড়া আছে, তাহার দুইটী অত্যন্ত শোভাকর। তৃতীয় চূড়া প্রতিমা ও অর্চ্চনা-স্থানের ঊর্দ্ধ ভাগের আবরণ। গৃহের অভ্যন্তরে এক ঊর্দ্ধবাহু পুরুষের বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। ঐ বৃহৎ প্রতিমার কপালদেশ কিঞ্চিৎ স্থূল, তাহার কেশকলাপ সুচারুরূপে বিনির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ মন্দিরমধ্যে ভবানীর পাষাণময়ী এক মূর্ত্তি কূর্ম্মপৃষ্ঠোপরি দণ্ডায়মানা আছে। তচ্চতুষ্পার্শ্বে বহু স্ত্রীমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক দর্শন করিলে এই দেউল অতিপ্রাচীনকালীন কাণ্ড বলিয়া প্রতীতি জন্মে। পরন্তু ঐ স্থলের

সর্ব্বত্র অরণ্যে আকীর্ণ হওয়াতে উহার বিশেষ অনুসন্ধান অদ্যাপি কৃত হয় নাই, এই প্রযুক্ত বর্ত্তমান প্রস্তাব বিস্ময়-তৃষ্ণার শান্তি কারক না হইয়া কেবল উত্তেজক মাত্র হইয়া রহিল। ভবিষ্যতে কোন হিন্দু প্রস্তাবিত মন্দির দর্শন করিয়া তাহার বর্ণনা লিখিলে ঐ তৃষ্ণার উপশমন হইবে।

সমুদ্র ও তাহার বর্ণ।

পৃথিবীর স্থ-লভাগের অপেক্ষা জলের ভাগ অত্যন্ত অধিক ইহা অনেকেই বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। ঐ জলভাগকে ভূগোলবেত্তারা পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়া বিশেষ বিশেষ নামে প্রসিদ্ধ রাখিয়াছেন। অর্ণবভ্রমণকারী-প্রসিদ্ধ নাবিকেরা ঐ সমস্ত জল-রাশির প্রায়ঃ সর্ব্বত্র ভ্রমণপূর্ব্বক তৎসমুদায়ের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; তাদ্দ্বারা সমুদ্র-সম্বন্ধীয় অনেক আবশ্যকীয় বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। সর্ব্বস্রষ্টা মনুষ্যের সুখের নিমিত্ত তপনকিরণ, মরুৎ, আকাশ উদ্ভিদাদির বর্ণকে যদ্রূপে যথাযোগ্যরূপে আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়াছেন সমুদ্রেতেও তদ্রূপ তাঁহার অপার-করুণা প্রকাশিত করিয়াছেন। সূর্য্য যে পরিমাণে পৃথিবীতে উত্তাপ প্রদান করিতেছেন তাহার কিঞ্চিৎ আধিক্য বা স্বল্পতা হইলে অথবা বায়ু যে পরিমাণে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহার ন্যূন বা আধিক্য হইলে পৃথিবী যে রূপ বর্ত্তমান মনুষ্যের বাসোপযুক্ত তদ্রূপ কোন ক্রমেই হইত না, সমুদ্র-সলিলের তদ্রূপ অল্পাধিক্য হইলে ভূভাগ একেবারেই সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত অথবা মরু-ভূমি-তুল্য হইত; অথবা ঋতুর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন-জন্য অবিশ্রান্ত বারি-বর্ষণদ্বারা পৃথিবীর সমুদায় শস্য ও উদ্ভিদ্ বিনষ্ট হইত। কিন্তু পরমেশ্বরের অপার করুণায় সমুদ্র-সলিলের পরিমাণ বর্ত্তমান কালে সম অবস্থায় আছে, তাহার অন্যথা অনায়াসে হয় না, হইবারও নহে। বৃষ্টি ও নদীর স্রোতোদ্বারা সমুদ্রের সলিল বর্দ্ধিত হইলে উহার অনাবশ্যকীয় জলরাশি সত্বরেই বাষ্পাকারে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়, ও জলধিগর্ভ ত্বরায় পূর্ব্ববৎ সম অবস্থা প্রাপ্ত হয়; তাহাতে সমুদ্রের বৃহৎ আকার জন্য ভূমণ্ডলের কোন প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

সমুদ্রের অত্যন্ত গভীরতা ২॥ ক্রোশের অধিক নহে। ইহা বহুল প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহার প্রতি "অতলস্পর্শ" শব্দ প্রকৃত রূপে নিযুক্ত হইতে পারে না।

অর্ণবপোতারোহী প্রসিদ্ধ নাবিকগণ পৃথিবী প্রদক্ষিণ-কালে তোয়নিধির নানা অংশে নানা প্রকার পয়ঃকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক পরীক্ষানন্তর স্থির করিয়াছেন যে সমুদ্রের মহা বিস্তীর্ণ জলরাশির প্রকৃত বর্ণ অম্বর সদৃশ নীলাভ। পরন্তু স্থল ও অবস্থা বিশেষে সমুদ্র-সলিলের বিশেষ বিশেষ বর্ণ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। স্কবি নামা জনৈক প্রসিদ্ধ নাবিক স্থির করিয়াছেন কেন্দ্রোপরবর্ত্তী সাগরের কান্তি নীহারের ন্যায় শুক্ল ও নির্ম্মল। কণ্ঠেজ্ নামা অন্য এক নাবিক আকাশের সহিত সমুদ্রের সলিলের পরিশুদ্ধতার উপমা দিয়াছেন। কাপ্তেন কুক প্রভৃতি বিখ্যাত নাবিকেরা ভূমধ্য-মহাসাগর ও আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের পরিশুদ্ধ সলিল নীলোৎপল সদৃশ শোভাকর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পার, হেনরি ও ডেবি সাহেব বলেন, উত্তর মহাসাগরে প্রচুর তুষারের পতন জন্য উহার কোন কোন অংশের সলিল এতাদৃশ নির্ম্মল যে তাহা কাচ ও স্ফটিক প্রভার প্রতিভা সদৃশ সমুজ্জ্বল ও স্বচ্ছ।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন টকি সাহেব মধ্য-আফরিকার অরণ্য প্রদেশের পদার্থ আবিষ্ক্রিয়া করণাভিপ্রায়ে যাত্রা করিয়াছিলেন, ও তথা হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন-সময়ে গীনি হ্রদের সলিলের অপূর্ব্ব কান্তি নিরীক্ষণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন যৎকালে তিনি ঐ স্থলে উপনীত হইয়াছিলেন তখন সলিলের ঈষৎ শুভ্রবর্ণ প্রতীয়মান হইয়াছিল, পরন্তু ক্রমে ক্রমে অধিক দূর গমন করাতে শুভ্রতার প্রচুর আধিক্য হইয়াছিল। দিবাবসানে আর জলের স্বাভাবিক বর্ণ দৃষ্টিগোচর হইল না; ও অধিক রাত্রে পূর্ব্বোক্ত অম্বুরাশির দুগ্ধের ন্যায় আশ্চর্য্য ধবল কান্তি প্রত্যক্ষ হইয়াছিল।

ব্রেজিল, চীন, কালিফরনিয়া প্রভৃতি দেশের উপকূলের সন্নিকটস্থ সলিলের বর্ণ লোহিত। কাপ্তেন টকি সাহেব লোয়াঙ্গো নামক উপসাগরের মধ্য দিয়া গমন সময়ে রুধির তুল্য সলিলের আশ্চর্য্য বর্ণ নয়নগোচর করিয়াছিলেন। উত্তর মহাসাগরে, ভূমধ্য-সাগরে, ও ভারত মহাসাগরস্থ মালদ্বীপের উপকূলের সন্নিকটে ঐ প্রকার অত্যাশ্চর্য্য পয়ঃসৌষ্ঠব সময়-বিশেষে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ঐ প্রকার প্রগাঢ় লোহিত বর্ণ সর্ব্বদা সকল স্থানে দৃষ্ট হয় না। কেন্দ্রের নিকট সর্ব্বদা প্রবল বেগে বায়ু সঞ্চালিত হয়, সেই হেতু তথাকার সলিলের বর্ণ অহরহঃ স্থানান্তরে সরিয়া যায়।

উল্লিখিত বর্ণ ব্যতীত কৃষ্ণ, ধূমল, হরিৎ, তাম্র, পীত ইত্যাদি বিবিধ প্রকার বর্ণ সমুদ্রের অংশ-বিশেষে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সামুদ্রিক পদার্থাভিজ্ঞ নাবিকেরা উল্লিখিত বহু-বর্ণোৎপত্তির কতিপয় কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; পরন্তু সম্পূর্ণ ভাবে তাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম না হইলেও তদ্বিষয়ে অধিক আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না। ফলে সমুদ্রের বালুকা, অনচ্ছতা, উদ্ভিদ্, ও কীটাণু ব্যতীত সমুদ্রের সলিল আরঞ্জিত করণের অন্য কোন পদার্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

কাপ্তেন হর্সবর্গ সাহেব শুভ্রবর্ণ পয়ঃ বিশুদ্ধ সলিল মনে করিয়া উহার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন শুভ্র বর্ণ কীটাণু ও পার্থিব পরমাণু উহার প্রকৃত কারণ। চীন, ব্রেজিল ও লোহিত সাগর ও গীনি উপসাগরে ভিন্ন ভিন্ন কীটাণুহইতে বিভিন্ন প্রকার বর্ণ প্রতীত হইয়া থাকে। কাপ্তেন টকি সাহেব বিশেষ কৌশলদ্বারা কতক গুলি কীটাণু ধৃত করিয়া নির্ম্মল জলে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ কীটের কায়িক সৌষ্ঠব হইতে পূর্ব্বোক্ত সলিলের বর্ণ বিকৃত হইয়াছিল। বস্তুতঃ পূর্ব্বে উহা স্বাভাবিক পরিশুদ্ধ অবস্থায় উজ্জ্বল নীলাভ প্রতীয়মান হইয়াছিল, ঐ কীটের বর্ণ ক্রমে তাহার বর্ণের ব্যভিচার হয়। সমুদ্রের কোন কোন অংশে গাঢ় হরিদ্বর্ণ জল প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। তিমি-ধৃত-কারীরা কহে যে তীমি জীব এক প্রকার হরিদ্বর্ণ কীটাণু ভক্ষণ করিবার আশয়ে হরিদ্বর্ণ সমুদ্রভাগে সর্ব্বদা অবস্থিতি করে; সমুদ্রের যে ভাগের জল নির্ম্মল অম্বুর তুল্য, তথায় প্রায় বাস করে না। ফলে লোহিত বা হরিদ্বর্ণ সমুদ্রের সলিল বিশুদ্ধ নহে। অপর স্কর্বি সাহেব বলেন গাঢ় বর্ণ-সংযুক্ত সলিলের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলে কিছুই দৃষ্ট হয় না, পরন্তু নীলবর্ণ সলিলের মধ্যে ঐ রূপ বাধা জন্মে না। কাপ্তেন উড সাহেব শেষোক্ত জল মধ্যে চারি শত হস্ত নিম্ন স্থিত কড়ি প্রভৃতি প্রাণীর গতি ও অঙ্গচালনাদি নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন।

কীটাণু বা উদ্ভিদ্দ্বারা যে জলের বর্ণান্তর ঘটন অসম্ভব, তাহার বর্ণোৎপাদনের বিশেষ হেতু তথাকার সমুদ্রের তলার বালুকা, কর্দ্দম, পর্ব্বতাদি পদার্থ। স্কর্বি সাহেব বলেন সাগরের যে অংশের গভীরতা অল্প সেই অংশের নিম্নবর্ত্তী উজ্জ্বল বালুকার প্রতিভায় ঊর্দ্ধে জল হরিদ্বর্ণ দেখায়; এবং ঐ জলের গভীরতার হ্রাস-বৃদ্ধির অনুসারে ঐ বর্ণের গাঢ়তা ও লঘুত্বের হ্রাস বৃদ্ধি প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সমুদ্রের তলায় পীতবর্ণ বালুকা থাকিলে উপর্য্যংশ কৃষ্ণবর্ণ জ্ঞান হয়; আর কৃষ্ণবর্ণ বালুকা, কর্দ্দম, পর্ব্বতপ্রভৃতি থাকিলে জলের উপরিভাগে কৃষ্ণ, পিঙ্গল, হরিত ইত্যাদি বিচিত্র বর্ণ অনুভূত হইয়া থাকে। কাপ্তেন টকি সাহেব সলিলের পরিশুদ্ধতা সপ্রমাণ জন্য লোয়াঙ্গা উপসাগরের রক্তাভ জল আনয়ন-পূর্ব্বক তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন ঐ অম্বুর স্বাভাবিক বর্ণ রক্তাভ নহে, এবং তাহাতে লোহিত বর্ণ কীটাণুও ছিল না; সমুদ্রের নিম্নবর্ত্তী কর্দ্দম অত্যন্ত লোহিত তৎপ্রযুক্ত তত্রত্যের সলিল রক্তবর্ণ প্রতীয়মান হয়। সমুদ্রের কোন কোন অংশের নিম্ন ভাগে পর্ব্বত থাকাতে ও নদীর স্রোতঃ সমুদ্রে মিশ্রিত হওয়াতে জলের সৈরিক বা কান্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্যেমিসন সাহেব অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে মেঘের প্রতিবিম্ব জলে নিপতিত হইলে সমুদ্রের রূপান্তর হইয়া থাকে। ঝটিকা সঙ্ঘটনের পূর্ব্বে প্রদোষ কালের ন্যায় সমুদ্রের জল তিমিরাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হইলে নাবিকেরা বুঝিতে পারে অবিলম্বে মহা ঝড় উপস্থিত হইবে। পরন্তু জলের উপরোক্ত নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ছায়া মাত্র, বাস্তবিক তাহা পয়োনিধির স্বকীয় কান্তি নহে। ঐ রূপ মেঘের অপরাপর বর্ণের অনুসারে জলেরও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। স্থল-বিশেষে উপকূলবর্ত্তী নগরাদির ছায়া বশতও জলের বর্ণ বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়।

রাজপুত্র ইতিহাস।

মহারাণা রাজ সিংহ ১৭৩৭ সংবৎসরে মানব লীলা সংবরণ করিলে, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র জয় সিংহ মিবার-রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। রাজপুত্র-ইতিহাসে তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওন সময়ের ঘটনা বিশেষ উল্লিখিত আছে। কথিত আছে, জয় সিংহের ভূমিষ্ঠ হইবার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতা ভীম সিংহের জন্ম হয়। রাজপুত্র বংশ পরম্পরায় এই রূপ কৌলিক প্রথা আছে যে নব প্রসূত সন্তানের কল্যাণ বর্দ্ধনজন্য বাহুদেশে নবদুর্ব্বাদলে তাগা বান্ধিয়া দিতে হয়; এবং তৎকার্য্য পিতাদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। পরন্তু রাণা কুলক্রমাগত রীত্যনুসারে ঐ বন্ধন কার্য্য আদৌ জ্যেষ্ঠের বাহুতে সিদ্ধ করিবার পরিবর্ত্তে কনিষ্ঠ জয় সিংহের বাহু-দেশে নিষ্পন্ন করেন। যাহা হউক, কুমারদ্বয় যৌবন-সীমায় উত্তীর্ণ হইলে একদা রাণা রাজসিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র ভীম সিংহকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! ক্রমে ক্রমে তোমরা দুই ভ্রাতা বাল্য দশা অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে। অল্প দিন পরেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে। মিবার বংশীয়েরা কোন কালেই নির্ম্মৎসর নহে। অনুচিত দাসত্ব স্বীকার করা এতদ্বংশের রীতি নহে। সঙ্গ্রামক্ষেত্রে দেহ পতন হয় তাহাও স্বীকার্য্য তথাপি ভ্রাতার অনুগত হইয়া চলিতে সম্মত হয় না। আর কিছু কাল পরেই তোমার ভ্রাতা এতদ্রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিতে চেষ্টা করিবে ও তুমি ভগ্নান্তঃকরণ হইয়া সাধ্যানুসারে ভ্রাতার অত্যাচার ঘটাইবার নিমিত্ত রাজ্যমধ্যে বিবিধ প্রকার উৎপাত, রাষ্ট্র-বিপ্লব, আত্মীয় বিচ্ছেদ ও প্রজাপীড়নাদি গর্হিত কর্ম্মে উদ্যত হইয়া রাজপুত্র-সৌভাগ্য এবং স্বখশ্রীকে একেবারে বিলুপ্ত করিবে। অতএব ভবিষ্যতে ভাতৃবিপদাপন্ন করা অপেক্ষা এই শাণিত তরবারিদ্বারা যদি কনিষ্ঠের বধ সাধন করিয়া অব্যাহিত রাজ্য লাভ করিতে পার তাহাতে আমি অসন্তুষ্ট নহি। ফলতঃ ইহা ত্বরায় সমাধা করা সৎপরামর্শ হইতেছে।" রাজকুমার ভীম সিংহ জনকের এবংবিধ নিগূঢ়ার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! আমি যদি আপনার তনয় হই তাহা হইলে মিবার সিংহাসন প্রাপ্তির নিমিত্ত কদাপি লোলুপ হইব না; আর প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি যাবৎ মিবারের প্রাচীর অতিক্রম না করি তাবৎ জল গ্রহণ করিব না।" কুমার ভীম সিংহ এই রূপ অঙ্গীকার করিয়া আপনার অনুগত ব্যক্তিগণ সমভিব্যাহারে উদয়পুর পরিত্যাগ করিলেন। প্রখর গ্রীষ্মে সে দিবস পদে পদে তাঁহার গমন প্রতিরোধ করিতে লাগিল। তন্নিমিত্ত ভীম সিংহ মিবারের প্রান্ত সীমাতে উপনীত হইয়া অশ্বহইতে

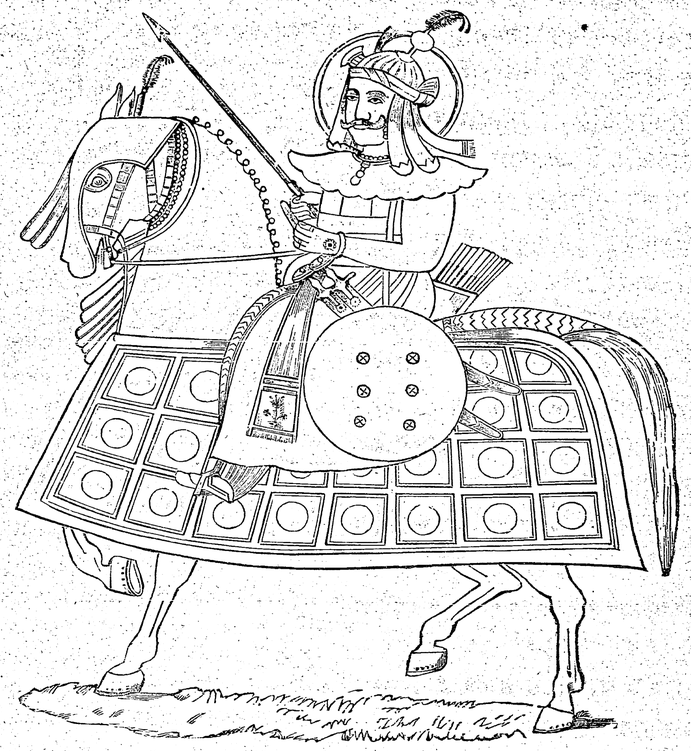

অবরোহণপূর্ব্বক এক প্রচ্ছায় উড়ুম্বর পাদপ-তলে আসীন হইলেন; এবং জন্মভূমির মায়া বিস্মৃত হইতে না পারিয়া প্রগাঢ় উৎসুকতার সহিত সেই দিকেই দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার এক পানীয়বাহক সন্নিহিত শীতল প্রস্রবণ হইতে রৌপ্যময় পাত্রে বারি আনয়ন পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ভীম সিংহ পানীয় গ্রহণান্তে জলপানে সমুদ্যত হইবেন, এমত সময় পূর্ব্ব-অঙ্গীকারের কথা স্মরণ হইবামাত্র তাহাতে বিরত হইলেন; এবং দেবোদ্দেশে তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া অবিলম্বে উপত্যকার সীমাস্থলহইতে বাহির্গত হইলেন।

অনন্তর কুমার ভীম সিংহ দিল্লীতে উপনীত হইয়া সম্রাটের কোন সৈন্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া সিন্ধু দেশাভিমুখে যাত্রা করেন; এবং তথায় কিয়ৎকাল সৌর্য্য ও পরাক্রমের সহিত কার্য্য করিয়া অসামান্য খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করত দেহান্তর প্রাপ্ত হন।

এদিগে জয় সিংহ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সহিত সন্ধি সংস্থাপনে সচেষ্টিত হইলেন। কুমার আজিম খাঁ এবং দেহ্লার খাঁ, তৎকার্য্যে সম্রাটের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন, ঐ সময়ে উক্ত মহাশয়দ্বয় মহারাণা জয় সিংহের প্রতি অত্যন্ত সকৃতজ্ঞ ব্যবহার প্রকাশদ্বারা সদাশয়তার পরিচয় প্রদান করেন। সন্ধির দরবার স্থলে দশ সহস্র অশ্বারোহী এবং চত্বারিংশৎ সহস্র রাজপুত পদাতিক সৈন্য রাণার সমভিব্যাহারে উপনীত হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত-প্রদেশ হইতে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়।

দেহ্লার খাঁ সন্ধি সম্পাদন কালে রাণাকে যথোচিত অভয় বাক্য প্রদান করিয়াছিলেন। পরন্তু ভাব আপদুদ্ধারে তাঁহার কোন ক্ষমতা ছিল না, তন্নিবারণে মহারাণা জয় সিংহকে নিজ ভুজ-বীর্য্যের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। ঐ সময়ে বিবিধ উৎপাত উপস্থিত হওয়াতে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্থানান্তর প্রস্থান করিতে প্রণোদিত হন। কিন্তু মিবার রাজ্যের বিভব এতাদৃশ অসীম যে পূর্ব্বোক্ত সঙ্গ্রামে নিয়ত ব্যাপৃত হইয়াও রাণা জয় সিংহ স্বদেশের অতিশয় ইষ্টকরী এক আশ্চর্য্য কীর্ত্তি

স্থাপনপূর্ব্বক তদীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়া যান। মিবারের মধ্যে কোন পর্ব্বতীয়-নদীর জল সর্ব্বদা প্রবলবেগে প্লাবিত না হওয়াতে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ব্যাপিয়া সমূহ অনিষ্ট সাধন হইত। রাণা পূর্ব্বোক্ত স্রোত বদ্ধ করিয়া এক সুদীর্ঘ তড়াগ প্রস্তুত করেন, ঐ তড়াগ "জয়সমুদ্র" নামে অভিহিত হয়। ভারতবর্ষে কৃত্রিম বৃহৎ জলাশয়ের মধ্যে "জয়সমুদ্র" সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহার পরিধি ত্রিংশৎ জ্যোতিষী ক্রোশের ন্যূন নহে। এতন্নির্ম্মাণে যথোচিত পরিশ্রম এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। রাজপুতনার মধ্যে ইহা অদ্যাপি জয়সিংহের চিরস্থায়িনী অলৌকিক কীর্ত্তি পরিগণিত হইয়া থাকে। এতৎকার্য্যদ্বারা রাণা জয়সিংহ স্বদেশীয় কৃষিকার্য্যের সমূহ ইষ্ট সাধন করেন। অপর উক্ত হ্রদের এক পার্শ্বে মনোহর অট্টালিকা-নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় প্রধান-রাজমহিষী কমলাদেবীর সহবাসে কাল হরণ করিতেন। কমলা রাজ্ঞী প্রমারা বংশীয় কোন নৃপতির দুহিতা এবং সাধারণতঃ তিনি রুতারাজ্ঞী নামে বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহার রূপযৌবনের প্রতি রাণার প্রগাঢ় আসক্তি জন্মিবায় তাদৃশ নিস্কলঙ্কস্বভাব নৃপতির নির্ম্মল চরিত্র দোষাচ্ছাদিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। তিনি একান্ত স্ত্রৈণতাপ্রযুক্ত রাজকীয় কার্য্যকলাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক অমর-নামা পুত্রের উপরে রাজ-কার্য্য সমর্পণ করিয়া জয়সমুদ্রের প্রাসাদোপরি কমলাদেবীর সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

যে সময়ে রাণা জয়সিংহ অমরসিংহকে রাজধানীতে রাখিয়া এক পাঞ্চালী মন্ত্রিকে তাঁহার উপদেশক স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া জয়সমুদ্রের প্রাসাদে নিশ্চিন্ত ছিলেন, তৎকালে নগরমধ্যে অতিশয় উৎপাত হওয়াতে রাণা সাধারণের নিকট তিরস্কৃত হন এবং উদয়পুরাভিমুখে যাত্রা করেন। পরন্তু অমর সিংহ জনকের আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া হুঁদীরাজ্যাভিমুখে পূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছিলেন। তথাহইতে অস্ত্রাদি সঙ্গ্রহ করত দশ হাজার সৈন্যের সহিত পিতার বিরুদ্ধে সঙ্গ্রামোদ্যত হন। রাণা গৃহবিদ্রোহিতার উপশান্তির নিমিত্ত আরাবল্লীপর্ব্বতের অন্য ভাগে প্রস্থান করিয়া রহিলেন এবং সন্তানকে বুঝাইবার নিমিত্ত জ্ঞানোরা-রাজ্যের অধিপতিকে পুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন, অমর তাহাতে প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া সম্ভ্রান্ত প্রজাবর্গের পরামর্শানুসারে কমলমীরের ধনাগার আক্রমণার্থ যাত্রা করেন। দেপ্রার শাসনকর্ত্তার হস্তে উক্ত ধনাগারের রক্ষার ভার ছিল। উক্ত শাসনকর্ত্তা অতি যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করাতে অমর সিংহের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অধিকন্তু কতিপয় বিশ্বাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ রাণার পক্ষ ছিলেন, তাঁহাদিগের দৃঢ়তায় কুমারও ক্রমে হতবীর্য্য হইয়া পিতৃবাক্যানুযায়ি-কার্য্য-করণে অনুমোদিত হইলেন। অনন্তর একলিঙ্গ-নামক প্রতিমার সন্নিধানে কতিপয় অঙ্গীকারে প্রতিশ্রুত হন। রাণা রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন, অমর সিংহ পিতার জীবদ্দশাপর্য্যন্ত জয়সমুদ্র-প্রাসাদে নির্ব্বাসিতপ্রায় রুদ্ধাবস্থায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

রাণা জয় সিংহের শেষাধিপত্য-কাল শুদ্ধ স্ত্রৈণতা এবং আলস্যে অতিবাহিত হয়। তদ্রূপ না হইলে এদেশের সৌভাগ্যের পরিসীমা থাকিত না, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং রাজপুতনার ঐশ্বর্য্য যবনদিগের করতলহইতে গ্রহণার্থ মিবার প্রদেশীয় প্রাচীন মহীপালবৃন্দ যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, জয় সিংহও যদি তদ্রূপ করিতেন তাহা হইলে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। ঔরঙ্গজেব এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণকে মুসলমান-ধর্ম্মাক্রান্ত করাইবার নিমিত্ত কোন চেষ্টারই বাকী রাখেন নাই। পরন্তু তাঁহার সেই দুরভিপ্রায়-সাধন-স্পৃহাই যে সুবিশাল-মোগল-সাম্রাজ্য-ধ্বংশের মূলীভূত কারণ হইয়াছিল ইহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। উদয়পুরের সম্ভ্রান্ত রাজবংশীয় রামপুরের অধিপতি বহুকাল তাঁহার অধীনে কৃত-বিশ্বাসের কার্য্য করিয়া অত্যন্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং বিশ্বাস-ভাজন হইয়াছিলেন। একদা তিনি স্বরাজ্যের সকল ভার পুত্রের প্রতি অর্পণ করত দক্ষিণ দেশে সম্রাটের অধীনে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে সঙ্গ্রামে ব্যস্ত ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার সন্তান রাজ্যের সমস্ত আয় অবাধে অপব্যয় করিতে কিছুমাত্র সন্দিগ্ধ না হওয়াতে তাঁহার পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে সম্রাটের সমীপে অভিযোগ করেন। ইহাতে রাজকুমার মোগল-সম্রাটের ভয়ে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক যবনধর্ম্ম অবলম্বন করেন, এবং সম্রাট্ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সেই অপরাধ মার্জ্জনা করেন। রাজা গোপাল রাও এবম্প্রকার অবিচারবশতঃ সম্রাটের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন, এই ব্যাপারে রাজপুতনার রাজন্যগণ মহাকুপিত হইয়াছিলেন এবং কোন কোন মহীপাল রাজা গোপাল সিংহের সহায়তা করিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ-করণে ঐ সময়ে মালব-দেশে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়। ভয়ঙ্কর বিদ্রোহিতার আশঙ্কায় সম্রাট্ স্বীয় পুত্র আজিমকে মালবদেশে প্রেরণ করেন এবং রাজা গোপাল সিংহের মৃত্যুবশতঃ উক্ত সমরবহ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ সময় মহারাষ্ট্রীয়েরা নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশহইতে ক্রমশঃ ভয়ানক হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহাতেই সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব মিবারস্থ মহারাণার আশ্রয়লাভের নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হইলেন। উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজপুতনার রাজন্যবর্গ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সম্রাটের সংস্রব পরিত্যাগ করেন

এবং সম্রাটের পুত্র ও পৌত্রগণ সিংহাসন-প্রাপ্তির আশয়ে পরস্পর অত্যন্ত লোলুপ হইয়া উঠিলেন। সাম্রাজ্যের ঈদৃশ হীনদশায় ঔরঙ্গজেব ১৭০৭ অব্দে ঔরঙ্গাবাদে প্রাণত্যাগ করেন।

সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আজিম খাঁ দিল্লীর আসনে অধিরূঢ় হন। ঐ সংবাদ-শ্রবণে সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌজম খাঁ রাজবারার নৃপতিদিগের সহায়তা গ্রহণপূর্ব্বক কাবুলহইতে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। ঐ সময়ে আজিম খাঁ দাওয়া ও কোটা রাজ্যাধিপতির সাহায্য-গ্রহণানন্তর আগরা প্রতিরোধ করিলেন। পরন্তু আজিম খাঁ উক্ত সঙ্গ্রামে কোটা এবং দাওয়া রাজার সহিত স্বপুত্র দেহত্যাগ করাতে যুদ্ধের অবসান হইল, এবং মৌজম খাঁ "শাহ আলম্ বাহাদুর শা" এই উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় প্রাপ্তব্য আসনে অধিরূঢ় হন। উক্ত যবনভূপতি এক রাজপুত্রীর গর্ভজাত এবং দূরদর্শী ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তন্নিমিত্ত তাঁহার প্রতি রাজপুত্রদিগের স্বতঃসিদ্ধ হৃদ্যতা উৎপাদনের বিশেষ সম্ভাবনা থাকিলেও ঔরঙ্গজেব ভারতবর্ষবাসী হিন্দুদিগের মনে যে অচিকিৎসনীয় আঘাত করিয়াছিলেন তাহার আশু শমতাপ্রাপ্তি অত্যন্ত দুরূহ হইয়াছিল। রাজপুত্রগণের সাহায্যে বাহাদুর শাহের কনিষ্ঠ সহোদর কামবক্স্ দক্ষিণ দেশের সমস্ত রাজ্য অধিকৃত করিয়া সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ করেন। সেই গৃহবিবাদ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত না হইতেই পঞ্জাব-প্রদেশমধ্যে নানকশিষ্য শিখেরা রাজবিদ্রোহিতা উপস্থিত করত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভ এবং সর্ব্বতোভাবে প্রভুত্ব স্থাপন করে। তৎপ্রযুক্ত সম্রাট্ মহারাণার সহায়তা প্রার্থনা করেন। ঐ সময়ে অম্বর এবং মারবার রাজ্যের অধিপতি শাহ আলম সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, প্রত্যাগমন-সময়ে সম্রাটের নিকট বিদায়গ্রহণ না করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। এই কার্য্যে সম্রাটের সন্দেহ উপস্থিত হইবায় উক্ত রাজপুত্র নৃপতিদ্বয়কে সভায় আহ্বান জন্য সম্রাট্ আপনার পুত্রকে প্রেরণ করিলেন। মারবার ও অম্বার নৃপতি এই রূপে সম্রাট্কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠীবর্গের সমভিব্যাহারে দিল্লীতে যাত্রা করিলেন, এবং উপস্থিত হইয়া যে সকল নিয়ম ধার্য্যকরণের প্রস্তাব করিলেন, সম্রাট্ তাহাতেই অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া উক্ত রাজপুত্রদ্বয়কে বিদায় করিয়া দিলেন। অতঃপর তাঁহারা দিল্লীহইতে উদয়পুরে মহারাণার সমীপে সমাগত হন, এবং রাজপুত্রগণের মধ্যে পূর্ব্ববৎ ঐক্যস্থাপন-জন্য তিন জন মিলিত হইয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন। তাহাতে রাজপুত্র রাজন্যবর্গ শপথপূর্ব্বক স্বদেশীয় গার্হস্থ্য, রাজ্যতন্ত্র ও শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে সম্রাটের সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন, এবং পরস্পর পরস্পরকে কন্যা প্রদান করিয়া এই রূপ অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন যে এই নবপরিণীত পত্নীর গর্ভজাত সন্তান ভিন্ন অন্য কেহ সিংহাসন অধিরূঢ় হইতে পারিবে না। এই নিয়ম সমস্ত রাজপুত্রদিগের ইষ্টের কারণ না হইয়া দায়-প্রাপ্তি-বিষয়ে মহা-অমঙ্গল-উৎপাদনের হেতু হইয়াছিল। যাহা হউক এই গোলযোগের সময় শাহ আলম বাদশাহের মৃত্যু হয়। রাণা অমর সিংহ ১৭৫৬ সংবতে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী এবং প্রগাঢ়বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন বটে কিন্তু বিমাতা কমলাদেবী এবং অমর স্বীয় জননীর নিমিত্ত রাজ্যের মহানিষ্টসাধক যে গৃহবিতণ্ডা উপস্থিত করিয়াছিল তদ্দ্বারা রাজপুত্রদিগের উৎসাহভঙ্গ ও পরাক্রমের অবসন্নতা উপস্থিত হয়। একেশ্বর-রাজ্য-তন্ত্রের উন্নয়ন এবং পতন শুদ্ধ রাজার স্বাভাবিক বুদ্ধি-শক্তি এবং মানসিক প্রভাবের উপর নির্ভর করে। রাণা রাজসিংহ এবং জয়সিংহ উহার দৃষ্টান্ত স্থল। অদ্য আমরা এই স্থলেই রাজপুত্র ইতিহাসের উপসংহার করিলাম।

নূতনগ্রন্থের সমালোচন।

বিধপুস্তক প্রকাশিকা সাহিত্য সত্যই কিরাতার্জ্জুনীয়। "শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-কর্ত্তৃক অনুবাদিত। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" এই সন্দর্ভের প্রথম কাণ্ডে কালিদাসকৃত রঘুবংশ প্রকাশিত হয়, এই ক্ষণে দত্তজ বিশেষ সাহসিকতা ও দৈবহিতৈষিতায় প্রবৃত্ত হইয়া কিরাতার্জ্জুনীয়-প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা প্রার্থনা করি, তাঁহার এই সদুপষ্টম্ভ সম্যক্ ফলবান্ হউক। বর্ত্তমান কাব্যের প্রণয়নকর্ত্তা কহাকবি ভারবি। গ্রন্থকর্ত্তার নামে এই কাব্যের নামও প্রসিদ্ধ আছে। এই প্রযুক্ত কেহ২ ভারবি কেহ২ কিরাতার্জ্জুনীয় বলিয়া গ্রন্থের নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই মহাকাব্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বৈতবনে বাস অবধি মহারথী অর্জ্জুনের শিবসকাসে বরলাভপর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত নানাভাবে নানারসে নানাপ্রবন্ধে প্রকটিত হইয়াছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের উপদেশানুসারে অর্জ্জুন অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া তপোবলে দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করত বর লাভ করেন, এবং দেবরাজের নিদেশক্রমে মহাদেবের সন্তুষ্টি-সাধন-জন্য অতীব গুরুতর তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ভগবান্ ভবানীপতি পার্থের বল-বিক্রম-পরীক্ষার্থ মায়ারূপী একটী বরাহকে তাঁহার সন্নিধানে প্রেরণ করেন। অর্জ্জুন ক্ষাত্রতেজোবলে উহার নিধন বিধান করিলে পর ভূতনাথ কিরাতবেশে অর্জ্জুন-সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক বিবাদের সূত্রপাত করেন, ঐ স্থলের বর্ণনার পারিপাট্য বিশেষ প্রীতিজনক। উভয়ের বাক্য উত্তম প্রণালীতে রচিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে মনের প্রফুল্লতা ও ভাষার প্রগাঢ়তা যুগপৎ অনুভূত হইতে থাকে। এই কাব্যে কিরাতরূপী শিবের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধাদির বিষয় বর্ণিত থাকাতে কাব্যটী কিরাতার্জ্জুনীয় এই নাম ধারণ করিয়াছে। এই গ্রন্থে যে ২ স্থলে উপদেশাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতীব মনোরম রসভাবপরিপূর্ণ এবং নীতিগর্ভ-বচনে সমুল্লসিত; ফলতঃ ইহার দুই তিন সর্গ ব্যতীত সর্ব্বস্থলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গ্রন্থপ্রণেতা মহাকবি ভারবি ওজোগুণাবলম্বনপূর্ব্বক কাব্য-প্রণয়নে যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহার ঐ গুণটা যথার্থ কবিতাচ্ছলে ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ-বিরহ। উক্ত কাব্যের টীকাকার পণ্ডিতবর মল্লিনাথ টীকার ভূমিকাস্থলে একটী কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা বিদ্যানুরাগি মহোদয়গণের পঠনার্থ এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; পাঠ করিলেই তাহার সারবত্তা অবগত হইতে পারিবেন।

"নারিকেলফলসম্মিতং বচো
ভারবেঃ সপদি তদ্ বিভজ্যতে।
স্বাদয়ন্ত রসগর্ভনির্ভরং
সারমস্য রসিকযথোচিতং॥"

যদিও আমাদিগের সংস্কৃত কাব্যের গুণ-দোষাদির বিষয় ব্যাখ্যাপন এক প্রকার অনধিকারচর্চ্চা-দোষ বলিতে হয়, পরন্তু দেশের সামাজিকতাবৃদ্ধির সহিত জ্ঞানালোকবৃদ্ধি স্বভাবতই হইয়া উঠে। নানা দেশের ভাষায় নানা প্রকার প্রস্তাবাদির অনুবাদ সেই জ্ঞানবর্দ্ধনের প্রধান উপায়। ইংরাজি প্রভৃতি ভাষাতে নানাপ্রকার বিশেষ-ফলপ্রদ ব্যাপারসকল সঙ্কলিত আছে। অধুনা ঐ সকল বিষয় দেশভেদে ভাষান্তরিত হওয়াতে প্রার্থনাধিক ফলাস্বাদক হইয়া উঠিতেছে। সংস্কৃতভাষা অতিপ্রাচীন ভাষা ইহাতে নানাপ্রকার বিষয় সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহাকবিপ্রণীত নানাপ্রকার কাব্যাদি নানামুনিপ্রণীত নানাদর্শন এবং পুরাণেতিহাসাদি আছে, তাহা সংস্কৃতানভিজ্ঞ-জনমণ্ডলীর গোচরীভূত করা নিতান্ত শ্রেয়স্কর বোধে অনেকানেক মহোদয় তৎতৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

এক ভাষাহইতে ভাষান্তরীকরণ মূলভাষার এক প্রকার ক্ষতিও বলিতে হয়। যেহেতু মূলভাষায় যে সকল ভাবরত্ন নিহিত থাকে তাহার আভা প্রকাশ পায় না। ফলে ভাষামাত্রেরি রীতিগত বৈলক্ষণ্য আছে, সেই বৈলক্ষণ্য ভাষান্তরদ্বারা নিরাকরণ করা স্বভাবনার যোগ্য নহে। প্রায় কেহই এরূপ সাহস প্রকাশ করিতে পারেন না যে আমি অনুবাদদ্বারা মূলভাষার ভাবাদি প্রকৃতরূপে শোভিত করিতে পারি, বা পারিব, সুতরাং তাহাদিগের কৃতার্থম্মন্যতা দূরগত হইয়া উঠে। উক্ত গ্রন্থের অনুবাদপর হইয়া অনুবাদক যে সর্ব্বতোভাবে কৃতকৃত্য হইয়া উঠিতে পারিবেন তাহা কদাপি বলা যায় না। তিনি প্রতি কবিতা অনুবাদস্থলে এর মূলের তুল্য করিয়াছেন। একটী শব্দেরও পরিবর্জন হয় নাই। কাযে কাযেই ভঙ্গীর রীতিগত মনোহারিত্বের অসদ্ভাব হইয়াছে।

অপর পক্ষে বাঙ্গালা ভাষার রসভাবরীতি প্রভৃতির অপেক্ষা করিয়া অনুবাদ করিলে অনুবাদক কোন কবিতারই প্রকৃত অনুবাদ করিয়া উঠিতে পারিতেন না, সুতরাং অপর এক মহাদোষের উদ্ভাবন হইবে। কিন্তু আমরা ইহা অবশ্যই স্বীকার করিব যে পুস্তকপ্রকাশক অনেক বিষয়ে আপনার কৌশল-প্রকাশে উপেক্ষা করেন নাই, কিন্তু লেখনে সংস্কৃতভাষার অবিকল শব্দগুলি স্থানে২ ব্যবহার করিয়া অনেক স্থল দুর্ব্বোধ করিয়া তুলিয়াছেন। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ তাঁহাদিগের নিমিত্ত অনুবাদাপেক্ষা নাই। তাঁহারা দুরূহ স্থলসকল টীকার সহায়তাবলম্বনে অনায়াসে সুখবোধ করিয়া তুলিতে পারেন। যে ব্যক্তি যে ভাষার সারসঙ্গ্রহণে অপারক তাহা তাহারই সুবিধার নিমিত্ত তৎপরিজ্ঞাত ভাষার অনুবাদ যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যদ্যপি অনুবাদের ভাববোধার্থে সর্ব্বদাই অভিধানের আবশ্যকতা রহিল তখন অনুবাদের ফলবত্তা কোথায়। গ্রন্থ সমালোচনার তাৎপর্য্য নিন্দাবাদানর্হ; যাহাতে গ্রন্থসকল সকলের মনোরম হয় এবং রীতিগত দোষাদির পরিহার হয় তদ্বিষয়ের সৌকার্য্যসাধনাই আমাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিতে হইতেছে। প্রণেতা যেমন বিশেষ আয়াসসহকারে মনোযোগী হইয়াছেন তেমনি সংস্কৃত ভাষার অবিকল তাৎপর্য্য রাখিয়া গ্রন্থখানি বিশদ করিতে যত্নবান্ হউন, সকলই সুসিদ্ধ হইয়া উঠিবে। আমাদিগেরও অমনোরম ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে না।

৩। "চরিত মঞ্জরী।" অর্থাৎ ভারতবর্ষের কতিপয় প্রসিদ্ধ গবর্ণর জেনেরলের জীবন-বৃত্তান্ত-সম্বলিত ভারতবর্ষের ইতিহাস। ইহাতে মিউটিনির বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। ইহা শ্রীকালীপ্রসন্ন রায় প্রণীত। বাঙ্গালী পুস্তক প্রায়ই অতি অসাবধানে মুদ্রিত হইয়া থাকে, এই প্রযুক্ত বর্ণাশুদ্ধি-রহিত পুস্তক অতিবিরল দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ এই যে বাঙ্গালী যন্ত্রালয়ে অশুদ্ধ শোধনের নিমিত্ত উপযুক্ত পাঠক প্রায় নিযুক্ত থাকে না, সুতরাং অব্যুৎপন্ন বর্ণসংযোজকেরা যাহা একত্র করিয়া তোলে তাহাই প্রায় পাঠকদিগের স্কন্ধে সমর্পিত হইয়া থাকে। গ্রন্থকারিরা স্বয়ং আপন আপন গ্রন্থ শুদ্ধ করণে কষ্ট পাইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি প্রায় রচনার প্রতিই আকৃষ্ট থাকে বর্ণের প্রতি প্রক্ষিপ্ত হয় না, সুতরাং তাহাতে বর্ণশুদ্ধির বিশেষ উপকার জন্মে না। কোন পুস্তকের দ্বিতীয় বার সংস্করণ-সময়ে এরূপ ঘটা উচিত নহে, এবং সমালোচ্য পুস্তকখানি দ্বিতীয় বার সংস্কৃত হইয়াছে বলিয়া ইহাতে বর্ণাশুদ্ধি না থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু ঐ সংস্করণ-কার্য্য যে সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে ইহা বলা যায় না। ইহার স্থানে২ অনেক অশুদ্ধ বর্ণ আছে, তাহাতে যে সকল পাঠকগণ সর্ব্বদাই ইংরাজী পুস্তক দেখিয়া থাকেন তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন পরন্তু এ দোষ প্রায় সকল বাঙ্গালী পুস্তকে কিয়দংশে দেখা যায় বিশেষতঃ উহা বর্ত্তমান পুস্তকে কোন মতে অসাধারণ অধিক নহে, অতএব তন্নিমিত্ত ইহার প্রতি আপত্তি করা যাইতে পারে না।

গ্রন্থমাত্রের দুই প্রধান অংশ, রচনা ও প্রতিজ্ঞা, তদুভয়ের সমতা থাকিলে বর্ণের প্রতি কেহ বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন না। বর্ত্তমান গ্রন্থে তদুভয়ই উত্তম। ইহা অবশ্যই সকলে স্বীকার করিবেন যে এতদ্দেশের ইংরাজ গবর্ণরদিগের জীবন-চরিত সাধারণের পরিজ্ঞাত হওয়া অবশ্য উপযুক্ত। যাঁহাদিগের অসাধারণ আয়াস অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও প্রকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞতা দ্বারা এই ভারত ভূমি যাহা বহুকাল দস্যুবৃত্তির প্রধান রঙ্গস্থল হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে

নিরাপদ নিষ্কণ্টক ও সৌভাগ্য শ্রীর আবাস হইয়াছে তাঁহাদিগের জীবন কি রূপে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের বাল্য দশার সময়ে কি রূপ শিক্ষা হইয়াছিল, যৌবনে তাঁহারা আত্মীয় কুটুম্ব পরিজন প্রতি কি প্রকার আচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের প্রধান কীর্ত্তি কি কি। ইত্যাদি বিষয়ে সচরিত্র ইতিহাসপ্রিয়দিগের মন অবশ্য আকৃষ্ট হইতে পারে; বিশেষ ঐ সকল বিষয় সরস রচনায় অলঙ্কৃত হইলে অনির্বচনীয় আদরণীয় হয়। গ্রন্থকার এতদ্দেশের প্রধান গবর্ণরজেনেরলদিগের জীবনচরিত আপন রচনার প্রতিপাদ্য করিয়াছেন, এবং তাহার বিন্যাসে সুললিত রচনার অনুধাবন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার পুস্তকখানি অনেকের গ্রাহ্য হইয়াছে। পরন্তু এস্থলে বক্তব্য হইয়াছে যে তিনি যে সকল ইংরাজী গ্রন্থের অবলম্বন করিয়াছেন সর্ব্বদা তাহার সার গ্রহণ করিতে পারেন নাই এই প্রযুক্ত অনেক স্থলে বিলক্ষণ প্রমাদ ঘটিয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা চেত সিংহের বিবরণ উল্লেখিত করিতে পারি, গ্রন্থের ঐ অংশটী প্রকৃতের নিতান্ত বিরুদ্ধ। হেষ্টিংস সাহেবের রচিত তদ্বিষয়ক গ্রন্থে দৃষ্টি করিলে ইহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইতে পারে। স্থানাভাব প্রযুক্ত এস্থলে তাহার বিন্যাস না করিয়া আগামি খণ্ডে তদ্বিষয়ে একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিবার অভিপ্রায় রহিল।

"বঙ্গাধিপ পরাজয়" নামক একখানি অপূর্ব্ব পুস্তক আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। গ্রন্থকার আত্ম-নাম গোপন বাসনায় আপনার নামোল্লেখ করেন নাই বরং ভূমিকা স্থলে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন পাছে আমার নাম প্রকাশ হয় এই আশঙ্কায় আমি বন্ধুদ্বয়ের নাম নির্দ্দেশ করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকারেও পরাঙ্মুখ হইলাম। যাহা হউক তিনি নাম প্রখ্যাপন করুন বা না করুন তাঁহার রচিত পুস্তক পাঠে আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। যেমন যুদ্ধাদি বর্ণন স্থলে শৃঙ্গাররস ঘটিত বর্ণনা যুক্তিবিরুদ্ধ সেই রূপ কথোপকথন স্থলে শব্দাড়ম্বরপূর্ণ বাক্-বিন্যাসও বিধেয় নহে; গ্রন্থকর্ত্তা সে বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা কথোপকথন প্রসঙ্গে যে রূপ ভাবে বলি তিনিও তাদৃশ ব্যবহার করিয়াছেন ইহাতে তিনি অবশ্যই সাধারণের প্রশংসনীয় হইবেন। আরো তিনি এই গ্রন্থ রচনা কার্য্যে লিপ্ত হইয়া এতদ্দেশীয় প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে অনেক অন্বেষণ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে যে অনেকের উপকার হইবে সন্দেহ নাই। অধুনা বাঙ্গালা পুস্তক রচনা বাহুল্য দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশই যে অকর্ম্মণ্য তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতে পারি যে আমাদিগের সমালোচ্য পুস্তক সর্ব্ব বিধায়ে পাঠ্য মনোরম ও প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। ইহার রচনা কালে গ্রন্থকার কোন প্রাচীন আদেশ অনুসরণ না করিয়া আপন ভাবের অনুগমন করিয়াছেন তাহাতে তিনি স্বভাবসিদ্ধ ওজঃগুণ রক্ষা করণে বিশেষ পারগ হইয়াছেন তদ্দৃষ্টান্তক একটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল সহৃদয়গণের উহা অবশ্যই হৃদয়গ্রাহী হইবে।)

"কিন্তু তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সরসুনার আর এক অবস্থা ছিল। কাটি গঙ্গার তীরহতে আরম্ভ হয়ে টালিগঞ্জে আদিগঙ্গার কূলে করুণাময়ীর ঘাটের নিকট পর্য্যন্ত যে বাঁধারাস্তা, পুরাতন লোকেরা তাহাকে দ্বারির জাঙ্গাল বলে জানে। পূর্ব্বকালে বর্দ্ধমান রাজার এই অঞ্চলে রাজধানী ছিল। দেওয়ান মানিকচাঁদের বাগানের উত্তর পশ্চিম কোণে লস্করপুর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, ঐ গ্রামে

অদ্যাবধি জনপ্রবাদ, পুরাতন প্রাচীরের অবশিষ্ট, নষ্টমঠের স্তূপ, চটানবীলের ভাঙ্গা ঘাটকে রাজকীর্ত্তির সাক্ষী স্বরূপ জ্ঞান করে। রাণীর-দীঘি রাজার-দীঘি আজিও কত শত শুষ্ক-তালু পথিককে বৈশাখের প্রখর সূর্য্য তাপ-হতে রক্ষা করে। লস্করপুরে রাজার ছাউনি ছিল ও তখনকার বাই-মহল এক্ষণে বেহালা নামে খ্যাত। বঁড়শে-বেহালা রাজার খাস মহল ও দক্ষিণ বেহালাই বেশ্যাপল্লী। রাজার সন্তান রহিতা এক বৃদ্ধা দ্বারি নামে মহিলা ছিল, সে মৃত্যুকালে রাজমহলের নবাবকে বহুধন দিয়া যায় এবং দেশোন্নতি আশয়ে কোন কীর্ত্তি স্থাপন করিতে অনুরোধ করে। তাহার ব্যয়ে নবাবের কর্ম্মচারীর সাহায্যে দক্ষিণ রাজ্যে স্থানে স্থানে জাঙ্গাল নির্মিত হয়। আজিও সুন্দরবনের অগম্য প্রদেশে মেরুপৃষ্ঠের মত উচ্চ জাঙ্গাল দেখা যায়। জনশ্রুতি এই যে ঐ সকল জাঙ্গাল দ্বারির ব্যয়ে নির্মিত।

"দ্বারির জাঙ্গাল প্রস্থে প্রায় ত্রিশ হাত। ইহার দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড পগার ছিল। জাঙ্গালের তল প্রায় এক বিঘা চৌড়া। জাঙ্গাল ঊর্দ্ধে প্রায় কুড়ি হাত। জাঙ্গালের গড়েন ধারে কেবল বাবলা গাছই অধিক। স্থানে স্থানে পলাশ, অশ্বত্থ ও বট। জাঙ্গালের দুই ধারেই জলা। জলার মাঝে মাঝে এক এক দ্বীপের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামগুলি জলাহতে প্রায় চার হাত উচ্চ। দূরহতে ঠিক্ যেন ঝোপের মত বোধ হয়। গ্রামের চতুর্দিকে বাবলা ও পালতে-মাদারের বন; মাঝে মাঝে এক একটা তাল বা নারিকেল গাছ যেন প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে চৌকি দিচ্চে ও মৃদুমন্দ বায়ুর হিল্লোলে হাত নেড়ে শ্রান্তপথিককে আহ্বান কচ্চে, কোথাও বা বাঁশের বেড়ার পাশথেকে বড় খেজুর গাছ বালদো নেড়ে দুষ্টবুদ্ধি দস্যুকে শাসাচ্চে ও গ্রামের নিকট হতে নিষেধ কচ্চে। জাঙ্গাল সরসুনা ও বাসুদেবপুরের মধ্যে দিয়া গেছে। সরসুনার এলাকা পার হলেই প্রায় দুই ক্রোশ ক্রমান্বয়ে জলা দেখা যায়, ইহার মধ্যে জাঙ্গালের নিকট আর কোন বসতি নাই। রাম নারায়ণ সরসুনার উত্তর-পূর্ব কোণে। রামনারায়ণ একখানি প্রকাণ্ড গ্রাম। ইহার উত্তর দিকে দ্বারির জাঙ্গাল, পশ্চিমে সরসুনা, পূর্বে গঙ্গারামপুরের মাঠ ও দক্ষিণ-বেহালার খাসমহলের জলা, সীতা-রাম ঘোষের রাস্তা ইহার দক্ষিণ সীমা। রামনারয়ণে প্রায় দুই শত ঘর বসতি, ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ অধিক। সরসুনায় ইতর জাতি, বাগ্‌দি, কাওরা ও মুচিই অনেক। সরসুনার প্রধান ধনী দুর্ভাগ্যবশত এক জন চাঁড়াল, তাহার নাম উগ্রসেন। রামনারায়ণ ও সরসুনার নিজ উত্তর জাঙ্গাল পারে বাসুদেবপুর ও পুকুই।"

"সরমার আর আমোদের সীমা নাই। সরমা প্রেমে দ্রবীভূত। সুখ উথলিল। মালতীর কণ্ঠ ধারণ করিলেন। আহা প্রেমের বন্ধন দৃঢ় হইল বটে, কিন্তু তাহে উভয়েরই সুখ উপজিল। মালতী বুঝিল। সরমা পাইল। মালতীরও মন মজিল। আধমুদ্রিত নেত্রদলের লোম সরমার কোমল কপোলে মিলিল। সরমার উচ্ছ্বাসিত মনের উল্লম্ফিতোর্মি তুঙ্গ-স্তন-দ্বয়ের আস্ফালন মালতীর সমতুঙ্গস্তন-যুগলে লাগিয়া দ্বিগুণ বলে প্রতিঘাত হইতে লাগিল। কি পবিত্র প্রেম! কি সাদর প্রার্থনীয় সুখ।"

"গোবিন্দ এই বলিয়া পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলে শরীর নিমজ্জন করিল। ঈষদ্ হিল্লোলে শরীর স্নিগ্ধ হইল। অবগাহনান্তে কটিদেশ পর্য্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া তর্পণ করিতে লাগিল। বরদা নির্মল জলে সন্তরণ করিতে লাগিল। তাহার বেগসন্তরণে প্রশস্ত বক্ষে তেজে জলোর্মি লাগিল, যেন ক্ষুদ্র সাগরোর্মি কঠিন প্রস্তরে নিপতিত হইতেছে। প্রতিক্ষণেই বাহু

প্রসারিয়া জলে ভর দিয়া প্রায় কটিদেশ পর্য্যন্ত জাগাইতেছে, আবার তাহার পরেই তরঙ্গের নিম্ন-ভাগে পড়িয়া ফেণে শুভ্রীকৃত জল রাশি তাহার বিশাল পৃষ্ঠদেশ আচ্ছন্ন করিতেছে। যেন জলের উপর নৃত্য করিতেছে। ক্রমে ঘাটের নিকট হইতে লাগিল। তাহার সম্মুখে জলের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ঈষদ্ বক্র রেখায় পুষ্করিণীর বামকূল হইতে দক্ষিণ কূল ব্যাপিয়া মালা বদ্ধ হইয়া অগ্র-সর হইতে লাগিল। অপরকূলে ঘন ঘন তরঙ্গে শুভ্র রজতনিভ বালুকাময় মৃত্তিকা খসিয়া জলে মিশ্রিত হইতে লাগিল। চতুষ্পার্শ্বের জল শুভ্রবর্ণ হইল। সোপানচয়ের অল্প জলে তরঙ্গ বৃদ্ধি পাইয়া, তালে তালে ঊর্মিরাশি ভাঙ্গিতে লাগিল। তাহার উভয় বাহুমূলহইতে আরম্ভ হইয়া ঊর্মি-মালা প্রকাণ্ড পক্ষদ্বয়ের ন্যায় ক্রমে বিস্তৃত হইয়া সমস্ত জলকে ব্যাপিল। স্রোতে উপকূলে নবীন ক্ষুদ্র কমল পত্রে জলবিন্দুগুলি তেজস্বী মুক্তাফলের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল। কোকনদের চিকন দলগুলি উলটাইয়া যাইতে লাগিল। অর্দ্ধমুদ্রিত কুসুমচয় ললিত সরল নিষ্কণ্টক মৃণালে দুলিতে লাগিল। ধূর্ত ভ্রমরচয় কোকনদের বর্ণ সাদৃশ্যে লুক্কায়িত হইয়া নীরবে মধু পান করিতেছিল পুষ্পের হিন্দোলে পক্ষে ভর দিয়া পুষ্পের চতু-র্দিকে উড়িয়া উঠিল। প্রতিবার হিন্দোল বিশ্রামে পুষ্পে বসিতে উপক্রম করিতে না করিতে, আবার একটি তরঙ্গে ফুলটি কাঁপিয়া উঠিল, অমনি ভ্রমর নক্ষত্রবেগে প্রায় এক হাত ঊর্দ্ধে উঠিল। আবার স্রোতটি কমিয়া গেলেই কোকনদের নিকট হইল। এই রূপ পুষ্পহইতে এক বার দূর, এক বার নিকট হইতে লাগিল। ও দিকে গোবিন্দের সুতান গঙ্গা-স্তোত্র ও বেদোচ্চারণ শব্দ নির্জন উদ্যান ব্যা-পিল। সোপানে স্রোতভঙ্গশব্দ ও বেদোচ্চারণ শব্দে তড়াগ কূল কি মনোরম হইল।"

"এ দিকে রণক্ষেত্র অত্যন্ত ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কোথাও একটা পাদুকা পড়িয়া, কোথাও উষ্ণীষ, কোথাও চর্মের খণ্ড মাত্র, এ দিকে তলবারি একখানা, ও পার্শ্বে দীর্ঘ-শেলের ভগ্ন-খণ্ড, পার্শ্বে বৃক্ষের শাখায় এক-খানা তলবারি ঝুলিতেছে, অপর দিকে শাখায় কাহার কটিবন্ধ, কাহার উষ্ণীষ শোণিতে চি-ত্রিত। রণক্ষেত্রে স্থানে স্থানে শোণিতের দাগ। ধূলিতে শোণিত মিসাইয়া ভয়ানক কর্দ্দম হইয়াছে, তাহায় কোটি কোটি মশক ও মক্ষিকা বসিয়া আছে, কাকোল বা কঙ্কের পক্ষ বায়ুতে ভন ভন করিয়া উড়িয়া উঠিতেছে, প্রখর সূর্য্যতাপে ভূমিস্থ শোণিত-পেষিত মস্তিষ্কহইতে অবর্ণনীয় দুর্গন্ধে-ময় বাষ্প উঠিতেছে। চতুর্দিকে ভয়ানক দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছে। এ দিকে একটা ছিন্ন হাত, তাহায় স্বর্ণের বলয়, ও পার্শ্বে উপানদ-গূঢ়-পাদ-মাত্র, এ দিকে স্কন্ধহীন, হয় ত একটা ঈষ্ত-হীন-শরীর। কোথাও একটা ছিন্ন-মুণ্ড। কোথাও কতক মস্তিষ্কমাত্র। এ দিকে কাকোলচয় ছিন্নাঙ্গ সমা-কীর্ণক্ষেত্রে সঙ্ঘাত করিয়া বসিয়াছে ও উদর পূরিয়া শুষ্কশোণিত ও আধশুষ্ক আধ-পচা মাংস কাল-কঠিন-সূক্ষ্মাগ্র চঞ্চু দ্বারা টানিতেছে। হয় ত তাহার আকর্ষণ-হিল্লোলে মক্ষিকাগুলি ভন্ ভন্ করিয়া উড়িল। এ দিকে শকুনীসমূহ বক্র-কঠিন-তীক্ষ্ণধার চঞ্চুদ্বারা অশ্ব-শবের জঠরস্থ অন্ত্র, নাড়ী কোষ্ঠাদি আকর্ষণ করিতেছে; উদরস্থ আধ-শো-ণিত, আধ-রসে তাহাদিগের পক্ষহীন লোমশ মলিন দীর্ঘ গলদেশ এককালে ভিজিয়া স্নেহপদার্থে আবৃত হইয়াছে। মুখ উচ্চ করায় গলদেশের অনেক অংশহইতে সেই রসধারা পড়িতেছে। রস কিছু গাঢ় হওয়ায়, ধারাটী শীঘ্র ছিন্ন হইতেছে না। যে দিকে শকুনী মুখ ফিরাইতেছে, সেই দিকেই ধারাটী যাইতেছে। পার্শ্বহইতে ক্ষুধার্ত্ত-কাক

সতৃষ্ণ-নয়নে চঞ্চুর্দ্বয় ব্যাদান, করিয়া ঊর্দ্ধমুখে সেই রস পান করিতেছে। হয় ত দুই তিনটা কাকে পক্ষ উচ্চ করিয়া চঞ্চুদ্বারা বলে শকুনীর ছিন্ন মাংস-খণ্ড হরিতে যেমন অগ্রসর হইতেছে, অমনি ভীষণ-চঞ্চু শকুনী গলদেশ বক্র করিয়া ঠোকরাইতে যাইতেছে; ধূর্ত্ত-কাক অমনি উড়িয়া অন্তরে বসিতেছে। এ দিকে পাঁচ ছয়টা কাকে একত্র হইয়া শকুনিকে ঘন ঘন চঞ্চু-দ্বারা ব্যস্ত করিতেছে। কেহ দূরহইতে গলদেশ লম্বা করিয়া, তাহার পুচ্ছের পালক ধরিয়া টানিতেছে। কেহ উড়িয়া চিলের নকল করিয়া, নখদ্বারা শকুনি মস্তকে আঘাত করিতেছে। দুই তিন বার ত্যক্ত হইলে, শকুনিটা মুখ বাঁকাইয়া তাড়া দিলে, কাক 'কা কা' করিয়া উড়িয়া অন্তরে বসিতেছে। কোথাও গৃধিনী একটা, উদর পূর্ত্তির পর শুক্ল বিরাট পক্ষদ্বয় বিস্তারিয়া পৃষ্ঠদেশে ভর দিয়া রৌদ্রে পক্ষ শুকাইতেছে। কোথাও একটা বন্য কুক্কুর কোন স্কন্ধহীন শবের পেটে এক পা দিয়া অপর নখল পা দ্বারা তাহার ছিন্নগলদেশ আঁচড়াইতেছে। হয় ত কিছু মাংস খসিলে ভীম দংষ্ট্রা ব্যাদান করিয়া, পার্শ্বের দন্তের দ্বারা শুষ্ক মাংস চর্বণ করিতেছে। দূরের ঝোপের ভিতর শৃগালেরা লুকাইয়া আছে। দিবাবশত সাহস করিয়া বাহির হইতেছে না। একটা হয়ত অসমসাহসীকের মত ঝোপহইতে বাহির হইয়া এক বার ইতস্তত দৃষ্টি করিয়া দ্রুতপদে একটা ছিন্ন পা বা হাত মুখে লইয়া ঝোপের ভিতর গেল। কাকেরা শৃগালাগমে 'কা কা' করিয়া উঠিল। শৃগালটি ঝোপে যাইয়া হাতটি চর্বণ করিতেছে, এমত সময় অপর দুইটি শৃগাল আসিয়া বলপূর্বক তাহার মুখের আহার লইয়া গেল। চতুর্দিক্ দেখিতে অতি ভীষণ। কুক্কুরচয়ের বিকট ডাক, কাক ও শৃগালের ডাক, মাঝে মাঝে দুই তিনটা কুক্কুরের পরস্পরের সঙ্গে কহল ও চীৎকার। বনের মধ্য হইতে শৃগাল-বিবাদের ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ শব্দে চতুর্দিক্ অত্যন্ত ভয়ানক হইয়াছে। ক্ষেত্রের এক পার্শ্বে একটি মসীবর্ণ, রক্তনেত্র বিড়াল মুখ ফিরাইয়া বসিয়া একটি হাতের কিছু মাংস অল্পে অল্পে চর্বণ করিতেছে। নিকটের গাছে শকুনি, গৃধিনী, কাক ও কাকোলপূর্ণ। কেহ উড়িয়া আসিয়া গাছে বসিল, কেহ গাছহইতে উড়িয়া গেল। মাঝে মাঝে এক আধটা চিল দুই এক বার ক্ষেত্রের উপর ঘুরিয়া একটা মাংসখণ্ড লক্ষ্য করিয়া ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।"

এই দৃষ্টান্তে ব্যক্ত হইবে যে গ্রন্থকার কেবল বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া সাধুভাষাগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়নে যত্নবান না হওয়াতে বিশেষ ফলোপধায়কতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইতিহাসবর্ণন স্থলে আখ্যায়িকার কথোপকথনের ন্যায় ভাব প্রকাশ করাতে ইহা এক প্রকার চমৎকার হইয়াছে। অনেকেই বঙ্গদেশের আদি ইতিবৃত্ত পরিজ্ঞানার্থ বিশেষ উৎসুক আছেন। তাঁহাদিগের সে ঔৎসুক্য দূরীভূত করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান গ্রন্থকারের ন্যায় সুপণ্ডিত ও প্রত্ন বিদ্যা পারদর্শিদিগের পরিশ্রমই বিশেষ আবশ্যক, এবং সেই পরিশ্রমে যে কি পর্য্যন্ত ফললাভ হইতে পারে তাহা প্রচলিত "প্রতাপাদিত্য চরিত" গ্রন্থের সহিত বর্ত্তমান গ্রন্থের তুলনা করিলে অনায়াসে পরিব্যক্ত হইতে পারে। বর্ত্তমান গ্রন্থ আমাদিগের বিবেচনা সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ; এই প্রযুক্ত আমরা প্রত্যাশা করি যে গ্রন্থকার স্বদীয় গৌরচন্দ্রিকায় পরে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শেষ অবস্থা ও সূর্য্যকুমার মালিকরাজ কচুরায় অন্যান্য সকলের শেষ অবস্থা উৎসাহ পাইলে বিস্তর রূপে বর্ণন করিবেন বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছেন তাহা অচিরাৎ ফলবান হউক।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৫ খণ্ড

চৈতসিংহের বিদ্রোহ।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংশের শাসনকালে চৈতসিংহের বিদ্রোহ-উপলক্ষে বারাণসীর শিবালয়ঘাট অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়। সেই ঘাটের অনতিদূরে আসানগঞ্জ-মহল্লায় মধুদাসের উদ্যানে চৈতসিংহের বিদ্রোহের সময় গবর্ণর জেনেরল হেষ্টিংশ সাহেব ক্ষণকাল বাস করেন; পরে তথাহইতে পলায়ন করিলে চৈতসিংহের উন্মত্ত সেনার হস্তহইতে রক্ষা পান। এই জগদ্বিখ্যাত বিদ্রোহে চৈতসিংহ রাজ্যচ্যুত হন। এক্ষণকার কাশীরাজ চৈতসিংহের ভ্রাতার বংশজ।

চৈতসিংহ মনসারামের পৌত্র। মনসারাম পূর্ব্বে গঙ্গাপুরের জমীদার ছিলেন। পরে অযোধ্যার নবাবের সনন্দবলে কাশীর রাজত্ব প্রাপ্ত হন। ইংরাজি ১৭৪০ সনে মনসারামের মৃত্যু হওয়ায় তাহার পুত্র রাজা বলবন্তসিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হন। ১৭৬৩ সালে যখন দিল্লীশ্বর শাহ-আলম ও সুজা-উদ্দৌলা বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন, বলবন্তসিংহ তাহাদের সহিত আগমন করিয়াছিলেন। তিনি পর বৎসর বক্সরের যুদ্ধের পর ইংরাজদিগের অনুগত হওয়াতে তাহাদিগের সাহায্যে আপনার রাজত্ব অযোধ্যার শাসনহইতে ইংরাজদিগের অধীন করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু যখন সুজা-উদ্দৌলার সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি হয় বলবন্তের জমীদারী পুনরায় অযোধ্যার অন্তর্গত হয়।

১৭৭০ সালে বলবন্তের কাল হওয়ায় অযোধ্যার নবাব চৈতসিংহকে পিতৃ-বিষয়ের অধিকারী হইতে সনন্দ দিলেন না। চৈতসিংহ এককালে বহু ধনের অধিকারী হওয়ায় অর্থমদে মত্ত হইয়াছিলেন; নবাবের অমত শুনিয়া হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন; পরন্তু আত্মীয়ের পরামর্শে ও স্বার্থসাধন-উদ্দেশে নম্রস্বভাব ধারণ করিলেন। যদিচ তিনি স্বভাবতঃ অত্যন্ত চঞ্চল, কিন্তু চঞ্চলতার বাধ্য হইয়া এককালে কোন উৎকট বিগ্রহ বা আত্মবিচ্ছেদে লিপ্ত হইলেন না, এবং সম্পত্তি ও বল, উদ্দেশ্য কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত করিবেন ভাবিয়া নবাবের নিকট বিনতভাবে আবেদন করিলেন, ও তত্রত্য প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে বশীভূত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু ঐ উপায়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে ইংরাজদিগের অনুগত হইলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংশের অনুরোধে নবাব সুজা-

উদ্দৌলা ১৭৭৩ সালে চৈতসিংহকে কাশীপ্রদেশের রাজার অধিকার দেন। ইতি পূর্ব্বে চৈতসিংহের জমীদারীতে নবাবের অধীন এক জন আমীন মাত্র থাকিত। সে নবাবের রাজস্ব আদায় করিয়া দিত ও বারবরদারী-হিসাবে স্বয়ং কিছু অর্থ পাইত। আসফ-উদ্দৌলার অভিষেকের পর উক্ত জমীদারীতে তাঁহার যে সকল স্বত্ব ছিল সন্ধিপত্রদ্বারা তাহা কোম্পানি বাহাদুরে অর্পিত হইল। কোম্পানি বাহাদুর এতদ্ধেতু চৈতসিংহের শাসনকর্ত্তা হইলেন।

চৈতসিংহ ওয়ারেন্ হেষ্টিংশের আনুগত্য করিলে তাঁহার অনুগ্রহে কাশীরাজ্যে স্বনামে সিক্কা চালাইতে ক্ষমতা পাইলেন। স্বরাজ্যে বিচার, বন্দোবস্ত, শান্তি রক্ষা ইত্যাদির অধিকার হইল। কেবল নিযুক্ত কর ২২,৩৩,১৮০ সিক্কা টাকা বৎসরে দিতে হইত। চৈতসিংহ স্বরাজ্যে সুস্থে স্থাপিত হইলে, কিসে কোম্পানি বাহাদুরের অধীন না থাকিতে হয়, কি উপায়ে বর্ষে বর্ষে নির্দ্দিষ্ট কর না দিতে হয়, এই চিন্তা তাহার মনকে আক্রমণ করিল। তিনি স্বাধীনতা-লাভোৎসুক হওয়ায় ক্রমে কৃতবিস্মৃত হইলেন, এমন কি অবশেষে কোম্পানি বাহাদুরের প্রতি জাতক্রোধ হইলেন। বার্ষিক কর নিয়মিত সময়ে দিতে অযত্ন করিলেন। এই রূপে ক্রমে কোষ অতুল ধনে পূরিল ও সেনামণ্ডলীতে সাহস উত্তেজিত হওয়ায় সেনা বলও বৃদ্ধি পাইল। এই সময় ১৭৭৮ সালে ইউরোপে ইংরাজদিগের সহিত ফরাসিস্-দিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই বার্ত্তা ভারতবর্ষে প্রচারিত হইতে না হইতে এখানকার ফরাসিসের সঙ্গে কোম্পানি বাহাদুরের তুমুল যুদ্ধ বাধিল। এ আপদের পরিত্রাণার্থে ইংরাজদিগের রাজকর্ম্মচারীসভা মহারাজ চৈতসিংহকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে আদেশ করেন। মহারাজ অর্থাভাব প্রকাশ করিয়া অনেক বিনয় করেন, কিন্তু ওয়ারেন্ হেষ্টিংশ তাহাতে একান্ত কর্ণপাত না করায় অগত্যা চৈতসিংহকে টাকা দিতে স্বীকার পাইতে হয়। ওয়ারেন্ হেষ্টিংশ সাহেব লেখেন যে, চৈতসিংহ সহজে টাকা দিতে না চাহায় এক দল সেনা তাহার নিকট পাঠান যায়, অবশেষে সেনার খোরাকিও তাহাকে সহিতে হয়। পর বর্ষে সেই রূপ আবার পাঁচ লক্ষ টাকা চাহায় তিনি পূর্ব্বমত টালমটাল করিতে চেষ্টা পান এবং তদুদ্দেশে ছলপূর্ব্বক ঋণ করেন ও আপনার অলঙ্কারাদি বিক্রয় করেন। পরন্তু দুই দল সেনা বারাণসীতে উপস্থিত হইলে অতি কষ্টে ক্রমে ক্রমে পাঁচ লক্ষ টাকা দেন। পর বর্ষে লালা সদানন্দকে ওয়ারেন্ হেষ্টিংশের ক্ষমা প্রার্থনায় পাঠাইলেন। গবরনর জেনেরল সাহেব সে বৎসরের পাঁচ লক্ষ টাকা শীঘ্র পাঠাইলে পূর্ব্ব দোষ বিস্মৃত হইবেন বলেন, এবং সদানন্দ মহারাজার আদেশানুসারে সে টাকা দিতে স্বীকার পায়. কিন্তু পরিশেষে পূর্ব্ববৎ সেনা না পাঠান হইলেন সমস্ত টাকা আদায় হইল না। অপর যথাকালে অর্থ না পাওয়ায় লেফটেনেণ্ট বারনেস কারনাক সাহেবের অধীন সেনাগণ অত্যন্ত কষ্ট পায়, এমন কি অবশেষে হেষ্টিংশ সাহেবকে আপনার মত পরিবর্ত্তন করিতে হয়। ১৭৮০ সালের নবেম্বর মাসে রাজা চৈতসিংহকে পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী যোদ্ধা দিতে অনুজ্ঞা হইলে চৈতসিংহ তাহাতেও নানা ছল করেন। অবশেষে দুই শত পঞ্চাশ ব্যক্তি যোদ্ধা দিতে স্বীকার করিয়া এক জনকেও পাঠাইলেন না। ওয়ারেন্ হেষ্টিংশ এই অন্যায় কর্ম্মদ্বয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে চৈতসিংহ তাহার নিতান্ত অসঙ্গত উত্তর দেন। উত্তরে আপনার দোষ স্বীকার করিয়া তাহার কোন কারণ প্রদর্শন করেন নাই, বরং সমস্ত দোষ হেষ্টিংশের স্কন্ধে অর্পণ করিলেন।

এই রূপ পত্র পাইবামাত্র গবরনর জেনেরল কাশীস্থ রেসিডেণ্ট মারকাম সাহেবকে পর দিন প্রাতে শিবালয়ঘাটের দুর্গে যাইয়া মহারাজ চৈতসিংহকে বন্দী করিতে অনুমতি দিলেন। রাজা অবিরোধে আপনাকে মারকামের হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই দিন হেষ্টিংশকে তিন খানি পত্রে অনেক বিনয় করিয়া আপনার কুশল-চিন্তার কথা জ্ঞাত করান। রাজাকে দুর্গে বদ্ধ করিবার সমাচার হেষ্টিংশের গোচর হইবা মাত্র তিনি দুর্গ রক্ষার্থে দুই শত সেনা প্রেরণ করেন। ঐ দুর্গটি এমত দুর্ভেদ্য ছিল যে দুই শত সেনা যদি যথেষ্ট অস্ত্র শস্ত্রাদি পাইত তবে আক্রমণকারি হইতে অবাধে সপ্তাহ তাহা রক্ষা করিতে পারিত। গঙ্গার কূলেই ইহার প্রকাণ্ড প্রস্তরময় উচ্চ প্রাচীর ও মুরচা। গঙ্গা-হইতে দেখিলে সমস্ত যেন একখণ্ড প্রস্তরের গঠন বোধ হয়। অদ্যাবধি তাহার কণামাত্রও জলে নষ্ট হয় নাই। দুর্গের অপর দিকে অনতিদূরে বহু অট্টালিকা থাকাতে সে দিক্‌ও এক প্রকার দুর্ভেদ্য ছিল। যে দুই শত সেনা দুর্গে প্রেরণ করা হয় ভ্রমবশতঃ তাহাদিগের সঙ্গে বারুদ পাঠান হয় নাই। চৈতসিংহের লোকেরা এ সমাচার শ্রবণ মাত্র দুর্গ আক্রমণ করিল। বারুদ না থাকাতে দুর্গস্থ সেনারা বহুক্ষণ যুঝিতে পারিল না, ক্রমে হীনবল হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে অপর এক দল সেনা বারুদ লইয়া দুর্গস্থ সেনার সহায়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু তখন দুর্গ আক্রান্ত হইয়াছে দেখিয়া নিরুপায় হইল। আক্রমী সেনারা অনায়াসে দুর্গস্থ সেনা ও নবাগত সেনা নষ্ট করিল। এ দিকে মহারাজ চৈতসিংহ গঙ্গাতটস্থ গবাক্ষ দিয়া আপনার উষ্ণীষে কটিদেশ বাঁধিয়া ঝুলিয়া পড়িলেন, বর্ষাকালে গঙ্গার জল অত্যন্ত উচ্চ থাকায় সুতরাং গঙ্গাস্থ নৌকা গবাক্ষের সন্নিকট ছিল, তাহাতে আরোহণ করিয়া পারান্তরে পলায়ন করিলেন। এই সংবাদ পাইবা মাত্র হেষ্টিংশ মেজর পপ্‌হামকে সেনা সঙ্গ্রহ করিয়া দুর্গরক্ষণে পাঠান, কিন্তু বিলম্ব হওয়ায় তিনি দুর্গে যাইয়া তত্রস্থ সেনা ও সেনানীর দুরবস্থা দর্শন মাত্র লাভ করিলেন। এই ঝঞ্ঝায় দুই শত পাঁচ জন যোদ্ধা নষ্ট হয়।

চৈতসিংহের দুর্গহইতে পলায়ন-কালে হেষ্টিংশের মধুদাসের উদ্যানে থাকা নিতান্ত সঙ্কট হইল। তিনি যে উদ্যানে থাকিতেন তাহার চতুর্দিকে প্রাচীর ছিল বটে, কিন্তু তথায় থাকিয়া কোন আক্রমী সেনার বল সহ্য করা একান্ত দুঃসাধ্য ছিল। লাভের বিষয় এই যে চৈতসিংহের সেনাদল দুর্গে জয়ী হইবার পর হেষ্টিংশকে আক্রমণ করিল না। যদি তাহাদিগের বল এদিকে প্রবাহিত করিত তবে সন্দেহ হয় কোম্পানি বাহাদুরের অদৃষ্টে কিরূপ দশা ঘটিত। আশ্চর্য্য এই যে নগরস্থ লোকেরাও খড়্গহস্ত হইয়া হেষ্টিংশকে ঘেরিল না। গবরনর জেনেরল কএক দিন সেই খানে রহিলেন বটে, কিন্তু ক্রমে তাঁহার বিপদ্ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ও দিকে রাজা রামনগরের গড় প্রবেশ করিলেন, কিন্তু ঐ ক্ষণে তাহাও ত্যাগ করিয়া কিছু সেনা তথায় রাখিয়া লতীফপুরের দুর্গে প্রবেশ করিলেন। এই সময় চুনারহইতে আগত কোম্পানি সেনার অসময়ে শত্রু সেনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তুমুল যুদ্ধ বাধিল, অবশেষেও পরাজিত হইল। এই ব্যাপারে এক শত সত্তর জন আহত হয়।

এই পরাজয়ে কোম্পানির সেনার জ্যোতিঃ এককালে নষ্ট হইল। শত্রুর সাহস উত্তেজিত হইল, ও ক্রমে তাহারা বিভিন্ন স্থান আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। ২০ আগষ্ট রাত্রে তাহারা গঙ্গাপারে গিয়া হেষ্টিংশের আবাস আক্রমণ করিবে এ সমাচার শীঘ্র রাষ্ট্র হইল। হেষ্টিংশ অনেক ক্ষণ পরামর্শের

পর চুনারের দুর্গে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। ইংরাজদিগের বারাণসী-ত্যাগ-সমাচার বড় শুভকর হইল না। প্রায় অর্দ্ধ অযোধ্যা ও বেহারের অনেক জমীদারেরা ক্রমে স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হেষ্টিংশ সমযোচিত পরামর্শ করিয়া শীঘ্র সেনাসহকারে চৈতসিংহকে পরাজিত করেন; পরে তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাহার পদে মহারাজ মহীপ নারায়ণকে অভিষিক্ত করেন। চৈতসিংহ সিন্ধিয়ার আশ্রয় লন,ও ১৮১০ সালে গোয়ালিয়রে প্রাণ ত্যাগ করেন।

রাজা চৈতসিংহ নিতান্ত হীনবীর্য্য নৃপতি ছিলেন না। অমিততেজা ও অসমসাহসী, সর্ব্বদা আপন-স্বাধীনতা-লাভে নিযুক্ত ছিলেন; তবে কোম্পানী বাহাদুরের সহিত যুঝিতে অক্ষম বলিয়া মাঝে মাঝে রাজকৌশল-পর-তন্ত্র হইয়া নম্রতা স্বীকার করিতেন। যত বার হেষ্টিংশকে বিনয়পূর্ব্বক পত্র লেখেন ও বিগত দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তত বার আপনার মনের ভাব গুপ্ত রাখিয়াছিলেন। কেবল হেষ্টিংশের কারণ দর্শাইবার পত্র একান্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া তাহার রাজার উপযুক্ত উত্তর দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি কোম্পানির বশবর্ত্তী ছিলেন না শুদ্ধ ইহা প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তাহাতে সমকক্ষ নৃপদ্বয়ে সন্ধিপত্রান্তর্গত স্বত্ব সকল লইয়া যেরূপ বিচার করিতে হয় তাহাও করিয়াছিলেন। আবার এমত কৌশলী যে কলিকাতাস্থ রাজকর্ম্মচারীগণের সভায় হেষ্টিংশ ও ফ্রান্সিসের সঙ্গে যে প্রথমে কিঞ্চিৎ মনের অনৈক্য হয় তাহাও তিনি অবগত ছিলেন। তাহাতেই ভর দিয়া প্রথমে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে অস্বীকার করেন। লোকে বলে তাঁহার সহিত ফ্রান্সিসের পত্র চলিত। রাজা চৈতসিংহ শিবালয়ঘাটের নিকটস্থ দুর্গ প্রস্তুত করেন। রামনগরের দুর্গের পূর্ব্বদিক্ ও মুরচাচয়ও তাঁহার আজ্ঞায় প্রস্তুত হয়। তিনি বুড়ুয়া মঙ্গল মেলার সৃষ্টি করেন।

সিসিরোর জীবন চরিত।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি,বাক্‌পটুতা, স্বদেশানুরাগ, সূক্ষ্ম বুদ্ধি, প্রগাঢ়পাণ্ডিত্য, বহুদর্শিতা, উদারতা, এই সকল গুণের এক একটী গুণ থাকিলেই মনুষ্য সংসারে মান্য ও স্মরণীয় হইতে পারে; কিন্তু যদি এই সমুদায় মহাগুণাবলি একাধারে সমবেত হয়, যদি কোন মহাত্মা এই সমুদায়ের আশ্রয়স্বরূপ হন, তাহা হইলে তিনি যে কি রূপ সম্মানের ভাজন,কি রূপ ভক্তির পাত্র হইতেন তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। যদি সামান্য মনুষ্যকর্ত্তৃক কোন সামান্য মনুষ্য নিহত হয় তাহাতেই লোকের অপরিসীম বিরক্তি ও তদ্বিষয়ক বৃত্তান্ত পরিজ্ঞানার্থ অসামান্য কৌতূহল জন্মে, কিন্তু যদি কোন জগদ্বিখ্যাত মনুষ্য কর্ত্তৃক অপর কোন তদ্রূপ জগদ্বিখ্যাত মনুষ্য নিতান্ত অন্যায়রূপে বিনষ্ট হন, তাহা হইলে তদ্বৃত্তান্ত কি কোন কালে মনুষ্যমণ্ডলীর স্মৃতিপথহইতে তিরোহিত হইতে পারে? যে ব্যক্তি মহাবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় ক্ষমতায় অসামান্য মান, সম্ভ্রম,ঐশ্বর্য্য, উপার্জ্জন করে, তাহারই জীবদ্দশায় যদি যৎপরোনাস্তি অবমান, তিরস্কার, দারিদ্র্যাদি জনিত কষ্টভোগ ঘটে, পুনঃ কিয়ৎকাল পরেই পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সম্পত্তি ও সম্মান সম্পন্ন হইয়া পরমসুখে কালযাপন করত সেই পুরুষেরই ভাগ্যপরিবর্ত্তন ফলে নানা ভয় উপস্থিত হইয়া পরিণামে শস্ত্রাঘাতে প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে যে তদ্বৃত্তান্ত জন-সমাজে বহুকাল যাবৎ ক্ষোভের বিষয়

সিসিরো।

এবং সাংসারিক-সুখ-সৌভাগ্যের ক্ষণভঙ্গুরত্বের প্রমাণস্বরূপে বিদ্যমান থাকিবেক, তাহাতে সন্দেহ কি? মরণান্তেও বিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়া জীবিত থাকিবার যে কয়েকটি কারণ উল্লিখিত হইল তৎসমুদায়ই যাহার চরিত্রবর্ণনে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি তাহার জীবদ্দশায় সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহার চরিতাখ্যান ভূমণ্ডলে যত প্রচারিত হয় মানবমণ্ডলীর জ্ঞানোন্নতির পথে ততই শুভ। আমরা যে মহাত্মার জীবন বৃত্তান্ত প্রচারের মানস করিয়াছি ইনি প্রসিদ্ধ রোমনগরীয় অদ্বিতীয় বাগ্মী ও দর্শন-বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম মার্কস তলিয়স সিসিরো। তিনি ইতালিদেশে সেবাইন জাতীয় প্রাচীন রাজবংশে রোমীয় শকের ৬৪৭ অব্দে, খৃষ্টীয় শকারম্ভের ১০৫ বৎসর পূর্ব্বে, জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রোমের অশ্বারোহী সেনানী ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম হেলবিয়া; তিনিও উৎকৃষ্ট-কুলজাতা। এমতে সিসিরোর পিতৃকুল, মাতৃকুল উভয় কুলই মহৎ ছিল। যখন তিনি শৈশবাবস্থায় পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন তখনই তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি-শক্তির

পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বনের উপযোগী শিক্ষা প্রদান করেন। তিনি ফাইলো নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিকট দর্শন শাস্ত্র, এবং মিউশ্যস সিবোলা নামক রোমীয় কন্‌সলের নিকট ব্যবহার-শাস্ত্র, ও রোদ্‌স্ নামক দ্বীপবাসী মলো নামা পণ্ডিতের নিকট অলঙ্কার, অধ্যয়ন করেন। উক্ত দ্বীপে জুলিয়স সিজার মাশিয়ান যুদ্ধে প্রসিদ্ধ সেনানী সলার অধীনে থাকায় রণপাণ্ডিত্য-লাভে তাঁহার লালসা জন্মিয়া তদ্বিষয়েও অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হন। তৎকালে রোম নগরে পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী পক্ষসমূহের ঈর্ষ্যাপ্রবাহ প্রবল হইতেছে,এই দেখিয়া তিনি অতঃপর নগর পরিত্যাগ করত পল্লীগ্রামে গিয়া দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় কালহরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও অপটু ছিল, এজন্য স্বাস্থ্য লাভার্থে গ্রীস দেশ পর্য্যটন করিতে যান; কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে তিনি সলার পক্ষের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তদ্ধেতুক তাঁহার কোন অনিষ্ট হইবে এই ভয়ে রোম নগর পরিত্যাগ করিয়া গ্রীস দেশে গিয়াছিলেন ; এবং তথাহইতে আশিয়া খণ্ডে আগমন করেন। তিনি যে কি রূপ বুদ্ধিমান ও কি রূপ ক্ষমতাপন্ন তাঁহার বন্ধুবর্গ তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, এবং তাঁহারা তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বারংবার প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি ইতালিতে প্রত্যাগমন করিলেন; পরে বক্তৃতা-নৈপুণ্য লাভার্থে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করাতে রোমের প্রকাশ্য বক্তৃতাস্থলে অচিরাৎ যাবদীয় সদ্বক্তামণ্ডলীর চূড়ামণিরূপে সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। যে বক্তৃতায় তাঁহার সর্ব্ব প্রথম খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ হয় তদুপলক্ষে তাঁহাকে অনেক ভয় ও অনেক সংশয় অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তৎকালে সলা আপন শত্রু বলিয়া যাহাকে যাহাকে সন্দেহ করিতেছিলেন তাহারই প্রাণদণ্ড হইতেছিল। শত শত লোকের এই রূপে প্রাণদণ্ড হইয়া রোম-নগর নরশোণিতে প্লাবিত হইতেছিল। এই ভয়ঙ্কর সময়ে সলার আশ্রিত দুষ্টবুদ্ধি লোকদিগের অত্যাচারের পরিসীমা ছিল না। অপর দুরাত্মারাও অসৎ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার যথাযোগ্য কাল পাইয়াছিল, রোসিয়স নামা এক ব্যক্তির দুষ্ট জ্ঞাতিগণ তাহার পিতাকে সলার অনুমতিতে বধ্য শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বধ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করে; পরে সলার কৃপাভাজন ক্রাইসোগোনস্ নামক এক পাপাত্মা ঐ সম্পত্তির অংশ লইয়া নির্ব্বিঘ্নে নিজস্ব রক্ষার মানসে ঐ রোসিয়সের নামে এই অভিযোগ উপস্থিত করে যে সে আপন পিতার প্রাণনাশ করিয়াছে। কিন্তু তৎকালে সলার ভয়ে সকলেই এত ভীত ছিল যে রোমের কোন ব্যবহারাজীব ঐ নিরপরাধীর মোচনার্থ তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া সলার অপ্রিয়ানুষ্ঠানে সাহসী হইল না। পরিশেষে সিসিরো অকুতোভয়ে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সিসিরোর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর মাত্র, কিন্তু এমত অপূর্ব্ব কৌশল ও দক্ষতা সহকারে তিনি বক্তৃতা ও তর্কাদি করিলেন, যে তাঁহার মানস সম্পূর্ণ রূপে সফল হইল, অথচ অনুগত-স্পর্দ্ধা-বিবর্দ্ধক দুর্দ্দান্ত সলারও কোপকটাক্ষে নিপতিত হইতে হইল না। এই সময়াবধি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অতুল্য বাগ্মী বলিয়া সিসিরোর যশোঘোষণা দিগ্দেশে পরিব্যাপ্ত হইল।

বেরিস নামা এক ব্যক্তি রোমের অধীন সিসিলী প্রদেশের "প্রীতর" অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া প্রজাকুলকে নানা প্রকার অত্যাচারে এমত উত্ত্যক্ত করিয়াছিল যে তাহারা অবশেষে রোমের "সেনেত', অর্থাৎ মন্ত্রীসভায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ

উপস্থিত করিল। সিসিরো সিসিলীয়দিগের পক্ষ সংস্থানের ভার গ্রহণ করিয়া যে সকল সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা করেন তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। সিসিরোর পূর্ব্বে হর্তেনশ্যস রোমের প্রধান বাগ্মী ছিলেন: তিনি বেরিসের পক্ষ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় কোন ফল দর্শিবে না বুঝিতে পারিয়া বেরিস দণ্ডাজ্ঞার পূর্ব্বেই রোম-নগর পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। কিছু দিন পরে সিসিরো ঐ সিসিলি প্রদেশের "কুইস্তর" পদে অভিষিক্ত হইয়া তাহার দয়া ও সদ্বিচারে প্রজাবর্গের আন্তরিক ভক্তি ও প্রেমের পাত্র হইলেন ; এবং প্রজাপীড়ক বেরিসের বিরুদ্ধে তিনি যে অসামান্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা প্রজারা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়া নিরন্তর তাঁহার যশোঘোষণা করিতে লাগিল। কুইস্তর পদ প্রাপ্তির ১০ বৎসর পরে সিসিরো ৩৭ বৎসর বয়সে ইদালপদ প্রাপ্ত হইলেন ; এবং দুই বৎসর পরে প্রাতর হইলেন। তৎপরে রোমীয় অব্দের ৬৯১ বর্ষে কনসলের পদ প্রার্থনা করিলেন ; তাহাতে পেত্রিসিয়ান অর্থাৎ কুলীনবর্গ ও প্লীকিয়ান অর্থাৎ প্রজাবর্গ সকলেই তাঁহাকে ঐ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করণার্থ একাগ্রচিত্তে সমুৎসুক হইলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দী কেতিলাইন অনেক অর্থ ব্যয় ও অনেক উদ্যোগ করাতেও তাহার যত্ন সফল হইল না। উক্ত পদে উন্নত হইয়া সিসিরোর সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক হইল. কারণ কেতিলাইন ও অপর অনেক গুলি দুর্দ্দান্ত ও প্রধান নিপটু ভদ্র সন্তান মিলিত হইয়া রোমের বিনাশ ও সিসিরোর প্রাণ সংহারের ষড়যন্ত্র করিল, এবং সিসিরো কেবল কতিপয় বন্ধুবর্গের সাহায্য-সংবাদ পাইয়াই কেতিলাইনের প্রেরিত ঘাতকদিগের হস্তহইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। তদনন্তর সিসিরো মন্ত্রীসভায় কেতিলাইনকে নগর-পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে ঐ দুরাত্মা মহাদম্ভে নগর পরিত্যাগ করিয়া যথায় স্বপক্ষীয় বিংশতি সহস্র মনুষ্য তাহার সাহায্যার্থে প্রতীক্ষা করিতেছিল তথায় গিয়া তৎসহ মিলিত হইয়া অপর কন্‌সল আন্তনির প্রতিনিধিদ্বারা সিসিরোর পক্ষদিগকে রোমের শত্রু বলিয়া পারিগণিত করাইল। এই বিধি যে সিসিরোর দণ্ডবিধানের জন্যই হইয়াছিল ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, কেননা সিসিরো কন্‌সল পদের ক্ষমতানুসারে কেতিলাইনের সহকারিদিগের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। মন্ত্রীসভা ঐ আজ্ঞার অনুমোদন করিয়াছিলেন ; এবং সমস্ত সাধু ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে তাহা না করিলে রাজ্যের রক্ষার উপায়ান্তর ছিল না, সুতরাং তন্নিমিত্ত সিসিরো দোষভাগী হইতে পারেন না। কিন্তু সিসিরো নিতান্ত ভীরু স্বভাব ছিলেন। যদিচ তিনি অসামান্য বিদ্যা-বুদ্ধি-শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন, এবং যাবদীয় সল্লোকের সাহায্যে অনায়াসে এই বিপদহইতে উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা ছিল, তথাপি তিনি নিতান্ত কাতর ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন; তিনি অতি দীন ভাবে প্রজা-পুঞ্জের করুণা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি পম্পের অনেক উপকার করিয়াছিলেন, এজন্য বর্ত্তমান বিপদে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন ; কিন্তু পম্পে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত নির্লজ্জের কার্য্য করিলেন। কেতো সিসিরোর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, এবং তিনি বিচারকালে উপস্থিত থাকিলে নির্ভয়ে তাঁহার উপকারে প্রবৃত্ত হইতেন, কিন্তু পাছে তিনি থাকিলে অভিপ্রায় সিদ্ধির ব্যাঘাত হয় এই আশঙ্কায় বিপক্ষবর্গ পূর্ব্বেই কেতোকে সাইস্ প্রদ্বীপ শাসনের ভার দিয়া রোমহইতে বিদায় করিল। কেতো যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সিসিরোকে এই পরামর্শ দিয়া গেলেন যে "সময় বিবেচনায় সকলই সহ্য করিতে হয় ;

এই কৃতঘ্নদেশে বাস করা অনুচিত; রোমনগর পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নির্ব্বাসিত হও।" সিসিরো ঐ পরামর্শে নির্ভর না করিয়া অপর কতিপয় প্রাচীন বন্ধুদিগের পরীক্ষা করিলেন; কিন্তু সর্ব্বত্রই লব্ধ-পরিতাপ হইয়া অবশেষে কেতোর পরামর্শানুবর্ত্তী হইলেন। একদা নিশীথ সময়ে ব্রেন্দুসিয়ম নামক স্থানে নৌকারোহণ করিলেন, এবং থেসেলোনিকা দেশে জীবিতকাল অতিপাত করণ-মানসে তথায় গমনার্থ মেসিদোনিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি পরে তথায় উত্তীর্ণ হইয়া নিতান্ত ব্যাকুলতা ও কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতিকসকে তিনি যে সকল পত্র লেখেন তাহাতে বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছেন ব্যক্ত হইতেছে। এক পত্রে লেখেন যে "আমি আত্মঘাতী হইতে ছিলাম, তুমি তাহাতে প্রতিবন্ধক হইয়াছিলে; সেই প্রতিবন্ধকতা-জন্য আমার কৃতজ্ঞ হইতে প্রবৃত্তি জন্মিবেক আমার এমন দিনই হউক; কেননা আমার এক্ষণে অত্যন্ত ক্ষোভ হইতেছে যে তোমার বাক্য অবহেলা করিনাই বলিয়া আমার কি দুর্গতি না হইল। সাধারণের এতাদৃশ অনুরাগ ভাজন হইয়া এবং এতাদৃশ বিদ্যা-বুদ্ধি সত্ত্বে, এরূপ সৎপক্ষ অবলম্বন করিয়াও কি কোথাও কেহ এতাদৃশ উন্নতপদ হইতে নিপতিত হইয়াছে? আমার উন্নত্যুন্মুখ গৌরবান্বিত জীবন-যাত্রা ছিন্ন ভিন্ন হইল; হৃত-সর্ব্বস্ব হইলাম। আমার অপত্য গুলিই বা কোথায়? প্রাণাধিক প্রিয়তম সহোদরই বা কোথায়? তাহাদের মুখ আর দেখিতে পাই নাই! হা! অশ্রু-সলিলে লিপি-রোধ হইল।" সিসিরো উক্ত রূপে দেশ পরিত্যাগ করাতেই তাঁহার অপরাধ সপ্রমাণবৎ প্রতীয়মান হইয়া অবিলম্বে তাঁহার প্রতি নির্ব্বাসনাজ্ঞা প্রচার হইল। তাহার সহিত তাঁহার সর্ব্বস্বহরণ ও রম্য প্রাসাদসমূহ ভূমিসাৎ করিবারও আজ্ঞা হইল। যে ব্যক্তিকে কিছুদিন পূর্ব্বে "দেশের পিতা ও রোমের দ্বিতীয় স্থাপনকর্ত্তা" বলিয়া সমাদৃত করা হইয়াছিল, সেই দেশহিতৈষির এই পুরস্কার হইল। জনসাধারণের চিত্ত সর্ব্বদাই অব্যবস্থিত; কখন যে চরণ-বন্দন, কখন যে শিরশ্ছেদন, তাহার কিছুই নিরূপণ নাই। যাহা হউক, সিসিরো নির্ব্বাসন কালেও যেখানে গিয়াছেন সেই খানেই অতুল্য মান ও অতুল্য সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই রূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। ক্রমশঃ ক্লদিয়সের পক্ষ হীনপ্রভ হইয়া পড়িলে মন্ত্রি-সভা ও সাধারণবর্গ সকলেই সিসিরোর প্রত্যাগমনজন্য ব্যাগ্রচিত্ত হইল। পরিশেষে ষোড়শ মাস গতে সিসিরো মহা সমারোহে রোমনগরে পুনরাগত হইলেন। অনন্তর প্রোকনসলের পদে অভিষিক্ত হইয়া সিলিশিয়া দেশে গিয়া সত্যনিষ্ঠা ও সদ্বিবেচনা গুণে বিপক্ষগণকে বিজিত করিয়া পুনঃ সমাদরসূচক সমারোহে নগর প্রবেশ করিলেন।

পরে সীজার ও পম্পেতে বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি অনেক চিন্তা করিয়া পরিশেষে পম্পের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, ও তাঁহার সমভিব্যাহারে গ্রীস দেশে যাত্রা করিলেন। যখন ফারসেলিয়ার প্রসিদ্ধ যুদ্ধে সীজার জয়লাভ করিলেন তখন ব্রেন্দুসিয়মে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সীজার তাঁহার প্রতি অতিশয় দয়া প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর সিসিরো রোম নগর পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন সভামণ্ডলে সীজারের প্রাণনষ্ট হইল তখন আবার সিসিরো হত্যাকারী ব্রুটশ ও কেশ্যোকে প্রদেশ শাসকের ভার দেওয়া হয় ও অপর হত্যাকারীরা দণ্ডহইতে একেবারে অব্যাহতি পায় এই অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তাঁহার পক্ষ দুর্ব্বল হইয়া আন্তোনি প্রবল হইবামাত্র তিনি এথেন্স নগরে প্রস্থান করিলেন। অক্তেবিয়স (পরে

অগস্তস) সিসিরোর আনুকূল্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এবং উভয়ে একত্রে কন্‌সল হইবার মানস প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাঁহার আন্তরিক ভাব তদনুরক্ত ছিল না। সত্বর সে সকল প্রণয়-বাক্য বিস্মৃত হইয়া তিনি আন্তোনির সহিত মিলিত হইলেন, ও ত্রিয়ম্বারেত বা ত্রয়স্তম্ভ অর্থাৎ তিন ব্যক্তির মিলিত শাসন সংস্থাপিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে আন্তোনি একাধিপত্য স্থাপনের মানস করিয়াছিলেন, তাহা অক্তেবিয়স্ সিসিরোকে জানাইয়া তাঁহাকে স্বীয় পক্ষীয় করিয়ছিলেন। একাধিপত্যের পরম শত্রু মাসিদনের রাজা ফিলিপের রাজ্য বিস্তারের অভিসন্ধি বুঝিয়া, যেমন গ্রীসদেশীয় বাগ্মী দিমস্থিনিস্ মহাশয় গ্রীকদিগকে উদ্বোধিত ও উৎসাহিত করিবার জন্য "ফিলিপিক্‌স" নামে প্রসিদ্ধ বক্তৃতা-জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, সিসিরোও তদনুকরণে আন্তোনির বিরুদ্ধে প্রসিদ্ধ "ফিলিপিক্‌স" নামা বক্তৃতামালা প্রচার করেন, সুতরাং আন্তোনি যে তাঁহার অনিষ্ট চিন্তা করিবেন ইহা আশ্চর্য্য নহে। যখন আন্তোনি, অগস্তস, লেসপিদ্ একত্রিত হইয়া ত্রয়স্তম্ভ সংস্থাপন করিলেন তখন তাঁহাদের মধ্যে এই নিয়ম হইল যে যাহার যত শত্রু আছে সকলের প্রাণনষ্ট করিয়া ভবিষ্যৎ বিবাদের মূলোচ্ছেদ করিতে হইবেক। তিন জনেই নিজ২ শত্রুর সঙ্খ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া দিলেন, একের শত্রু অন্যের মিত্র বা আত্মীয় হইলেও তাহার ক্ষমা ছিল না। সিসিরো আন্তোনির শত্রুসঙ্খ্যাভুক্ত হইলেন। যদিচ সিসিরো ভীরু বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, কিন্তু এই ব্যাপারে কথঞ্চিৎ সাহস ও উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পরামর্শ দেন; কিন্তু তিনি শত্রু-পক্ষে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইয়াছে জানিয়া আপন শিবিকাবাহকদিগকে এক উদ্যানে লইয়া যাইবার আদেশ দিলেন। যখন দেখিলেন যে আন্তোনিদ্বারা প্রেরিত ঘাতক সেনাসম্প্রদায় নিকটস্থ হইল, তিনি শিবিকাবাহকদিগকে স্থগিত হইতে আজ্ঞা দিয়া শিবিকাভ্যন্তরহইতে মস্তক বহির্গত করিয়া দিলেন, ও ঘাতকেরা এক আঘাতে মস্তক ছিন্ন করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। এই দুর্ঘটনা খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব ৪৩ সালে ডিসেম্বর মাসে ঘটে। তৎকালে সিসিরোর বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর একাদশ মাস পাঁচ দিন। তাঁহার মস্তক ও দক্ষিণ হস্ত রোমনগরে নীত হইয়া প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত হয়। সিসিরোর প্রতি আন্তোনির এমত ভয়ানক শত্রুতা ভাব ছিল যে তাহার ভার্য্যা ফল্‌বিয়া বৈরনির্য্যাতন-পিপাসা শান্ত করণার্থ ঐ ছিন্ন মস্তকের বদন-গহ্বরহইতে রসনা আকর্ষণপূর্ব্বক কাঞ্চনসূচিদ্বারা বারংবার বিদ্ধ করিত। সিসিরো বলিয়াছিলেন কোন জন্তু স্ত্রীজাতির তুল্য প্রতিহিংসা-পরায়ণ নহে; ফল্‌বিয়ার এই নৃশংস কদাচারে সেই বাক্য প্রত্যক্ষ সপ্রমাণ হইয়াছিল। সিসিরো প্রথমতঃ, বোধ হয়, তাঁহার ত্রিংশদ্বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তেরেন্‌শিয়ার পাণি গ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ব্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। পরে তিনি সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় সংসার করেন; কিন্তু তাঁহার দুহিতা তলিয়ার মৃত্যুতে ঐ স্ত্রীর হর্ষোদয় অনুভব হওয়াতে তিনি তাহাকেও পরিত্যাগ করেন। সিসিরো রোমান সেনেতর বলিয়া যত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নানাবিষয়িণী প্রবন্ধরচনাদ্বারা তদপেক্ষা অধিকতর যশোলাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচনা নির্ম্মল লাতিন ভাষার আদর্শস্বরূপে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকে। তিনি একদা স্বদেশের ইতিহাস লিখিবার মানস করেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি লিপি-নৈপুণ্য লাভার্থ গ্রীসদেশীয় অনেক কাব্য ও পুরাবৃত্ত অনুবাদিত করিয়াছিলেন। যখন আশিয়াখণ্ড পরিভ্রমণ করেন তখন বহু-সঙ্খ্যক

পণ্ডিতগণ তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। রোদস্ দ্বীপে বিখ্যাত পণ্ডিত মলোর সহিত সহবাস-নিবন্ধন তাঁহার জ্ঞানের সমধিক উন্নতি হয়। আরিস্তোর মতানুসারী তত্ত্ব-বিষয়ক অনেক কথা তাঁহার গ্রন্থ-বিশেষে দৃষ্ট হয়। আরিস্তোর মতানুসারে শিরাযোগে সর্ব্বশরীরে রক্ত-সঞ্চালন-ব্যাপারেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উন্নতি-লিপ্সা-শূন্য ছিলেন না; কিন্তু ভীরু-প্রকৃতি ছিলেন, এবং অদ্বিতীয়-বক্তৃতাশক্তি-সম্পন্ন হইয়াও বিনা ভয়ে বক্তৃতারম্ভ করিতে পারিতেন না। পম্পে ও কৈসরের বিগ্রহ কালে তাঁহার যে রূপ অব্যবস্থিত-চিত্ততা ও কিঙ্কর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে স্বদেশ-হিতৈষী মহাপুরুষ বলিয়া কেহই ব্যাখ্যা করিবেন না বটে; কিন্তু তাহা কেবল নিতান্ত সততা ও কাপট্য-রাহিত্য জন্যই ঘটিয়াছিল। ঐ কারণ বশতই তিনি বিপদ্দে কাতর ও সম্পদে প্রমত্ত রূপে প্রতীয়মান হইতেন। তিনি বন্ধুবর্গের সহিত এরূপ আন্তরিক প্রেম প্রকাশ ও অকপটাচার করিতেন যে সকলেই তাঁহার গুণে একান্ত বশংবদ হইত। দৈব-দুর্ব্বিপাকে যাহা সঙ্ঘটিত হয় তাহা মনুষ্যের আয়ত্তাধীন নহে, তৎতাবন্মাত্র পরিত্যাগ করিয়া সিসিরোর আচরণ পর্য্যালোচনা করিলে বহুবিধ বহু-মূল্য সদুপদেশ লাভে পরম উপকার হয়।

নীলগাও বা নীলবৃষ।

বৃষোৎসর্গ আমাদিগের মধ্যে একটি প্রধান যজ্ঞ। তন্মধ্যে নীলবৃষোৎসর্গের ফল শাস্ত্রে বাহুল্য রূপে লিখিত আছে। নীলবৃষ বলিলে সামান্যতঃ নীলবর্ণের ষাঁড় বোধ হয়। কিন্তু উক্তগুণযুক্ত ষাঁড় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া আধুনিক স্মৃতিকারেরা নীলবৃষ শব্দ কোন প্রকৃত জন্তুর নাম বলিয়া স্বীকার করেন এমত বোধ হয়। শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত আছে, "রক্তবর্ণ শরীর, মুখ ও পুচ্ছ পাণ্ডুর, ক্ষুর ও শৃঙ্গ শ্বেত, এই লক্ষণ বিশিষ্ট পশুর নাম নীলবৃষ *;" অথচ এই লক্ষণে নীলবৃষের কোন অঙ্গে নীলবর্ণ আছে এমত বোধ হয় না। পরন্তু নীলাঙ্গক বৃষ-সদৃশ পশু মাত্র যে নাই এমত নহে। নীলগাও নামে প্রসিদ্ধ পশু নীলবর্ণও বটে, ও বৃষ-সদৃশও বটে, অতএব তাহাই যে গ্রন্থকারদের উদ্দেশ্য ইহা অনায়াস অনুভূত হয়। নীলগাও মৃগশ্রেণীভুক্ত চতুষ্পদ জন্তু, কিন্তু কৃষ্ণসারহইতে আকারে অনেক ভিন্ন। তাহার প্রতিমূর্ত্তিটি দেখিলেই বৃষাকৃতি-মৃগ-বিশেষ বোধ হয়। ভারতবর্ষের মধ্যদেশে ও রামগড়হইতে হিমাদ্রিশ্রেণী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই নীলগাও দেখা যায়। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানেও এই পশুর আবাস আছে। নীলগাও কদাচিৎ দল বদ্ধ হইয়া চরণ করে। ঊর্দ্ধ সঙ্খ্যা সপ্ত অষ্ট বা বিংশতিটা একত্রে দেখা যায়। নীলগাও উচ্চে প্রায় সাড়ে চার পাদ। পুচ্ছমূলহইতে নাসাগ্র পর্য্যন্ত প্রায় সাতপাদ দীর্ঘ। মুখ ও মস্তক মৃগের ন্যায়, কিন্তু অশ্বের মুণ্ডের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে। শৃঙ্গদ্বয় প্রায় সাত বুরুল লম্বা, ও সম্মুখাভিমুখে ঈষদ্ বক্র। শৃঙ্গমূলে উভয় শৃঙ্গের মধ্যে চতুষ্কোণ একটি কাল লোমের দাগ আছে। কর্ণদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ। গলদেশ বক্র, সম্মুখে নত ও দৃঢ়। কেশরগুলি অশ্বের কেশরের ন্যায়। স্কন্ধ বৃষস্কন্ধের ন্যায় উচ্চ ও সমূহ কেশসমন্বিত। উরোদেশ প্রশস্ত ও বলিষ্ঠ। সম্মুখের পদমূলদ্বয়ের মধ্যে গোর সাস্নার ন্যায় লোল মাংস লম্বমান আছে। পদচতুষ্টয় সরু

* লোহিতো যস্তু বর্ণেন মুখে পুচ্ছে চ পাণ্ডুরঃ।
শ্বেতঃ ক্ষুরবিষাণাভ্যাম্ স নীলবৃষ উচ্যতে॥

নীলগাও।

ও ক্ষুর যুগ্ম। স্কন্ধাপেক্ষা পৃষ্ঠদেশ উচ্চ। পশ্চাৎ ভাগ গর্দ্দভের পৃষ্ঠের ন্যায়। পুচ্ছও ঐ পশুর পুচ্ছের সদৃশ। শরীর প্রায় পাংশুবর্ণ। পৃষ্ঠ ঈষদ্ কৃষ্ণ চুলে আবৃত। পদের লোম কৃষ্ণবর্ণ ও ঘন। উদরে ও বক্ষোদেশে প্রায় শুভ্রবর্ণ।

নীলগাও অত্যন্ত সতর্ক, দ্রুতগামী ও বলিষ্ঠ; এমন কি মনোজবগামী অশ্বে বহুক্ষণ অনুসরণ করিলে তাহা মৃগয়ায় নষ্ট করা যায়। ঐ পশু সহজেই পোষ মানে, কিন্তু কখন কখন অকারণ পালককে শৃঙ্গদ্বারা সহসা আক্রমণ করে। আক্রমণের পূর্ব্বে ভূমিতে সম্মুখের অষ্ঠীবৎদ্বয় পাতিয়া স্থিরদৃষ্টে লক্ষ্য করে, পরক্ষণই সবলে লম্ফ দেয়। নীলগাও সচরাচর পাতলা ছোট ছোট গাছের বনে থাকে, ও তৃণচয়েই উদর পুরণ করে; কিন্তু ফল পাইলেও ত্যাগ করে না। এই পশু উষ্ট্রের মত চতুষ্পদ মুড়িয়া বিশ্রাম করে; কখন পার্শ্বে ভর দিয়া গাভীর মত শয়ন করে না। ইহার মৃগী খর্ব্বাকৃতি; এবং তাহার বর্ণ ধূসর প্রায় ঈষদ্ রক্তবর্ণাবৃত।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে ঊষা তাহার পিতা প্রজাপতির ভয়ে রক্তবর্ণ রোহিত মৃগীর রূপ ধারণ করিলে প্রজাপতি ভয়ানক ঋষ্য রূপে তাহাকে অনুসরণ করিলেন। দেবতারা ঐ অত্যাচার শাসনে অক্ষম হওয়ায় স্ব স্ব বিরাট গুণের সমষ্টি ভূতবন্ রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া ঋষ্যকে বাণে বিদ্ধ করিলেন। ঋষ্য বিদ্ধ হইবা মাত্র কাল (মৃগশিরা পুরুষ) রূপে আকাশ আশ্রয় করিল। জর্ম্মন প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে এ আখ্যায়িকার একটী প্রতিরূপ দৃষ্ট হয়। জর্ম্মন দেশের পুরাণে মৃগ 'ফ্রায়র' দেবের বাহন। ফ্রায়র উহাদিগের মধ্যে প্রজাপতি বা সূর্য্যের দেবতা ছিল। ঋষ্যকে শরে নষ্ট করায় প্রজাপতিকে নষ্ট করা হইল। ইংলণ্ড ও জর্ম্মনদেশের মধ্যকালে বৎসরের শেষে ও প্রারম্ভে বার দিন মহা উৎসব হইত।

জর্মনদেশে তাহাকে 'দাইজোল্‌ফেন' বলে। উহা আমাদিগের দ্বাদশাহের প্রতিরূপ। উক্ত কএক দিন গ্রাম্যলোকেরা অশ্লীল গান ও নৃত্যাদি করিয়া মহানন্দে কাটাইত। তাহাদিগের মধ্যে এক জন মৃগী ও আর এক জন মৃগ রূপ ধারণ করিত। ইংরেজদিগের মধ্যে অদ্যাপি বৎসরারম্ভের দিনে উক্ত মৃগমিথুন বধ করা কদাচিৎ প্রথা আছে। দ্বাদশাহে কথিত আছে জর্মনের পুরাকালে দেবতারা ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইত। এই জনপ্রবাদের মূল বোধ হয়, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত। অস্তমিত সূর্য্য প্রতি হত জন্তুর সহিত উদাহৃত হইয়াছে। উদিত সূর্য্য যেন পুনর্জ্জীবিত মৃগ। শীত কালে উত্তর প্রদেশে কিছু কালের মত এককালে সূর্য্য অস্ত হন। তখন মৃগশিরা নক্ষত্রই প্রধান জ্যোতিষ্ক। উক্ত নক্ষত্র যেন মৃত মৃগের রূপান্তরস্বরূপ জ্ঞান করা হইয়াছে।

ঋষ্য যে প্রকৃত কোন্ জাতীয় মৃগ তাহা স্থির করা দুরূহ। পূর্ব্বের মৃগ-বিশেষের নাম এক্ষণে সমস্ত মৃগচয়ে নিযুক্ত হইয়াছে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-ভাষ্যে সায়নাচার্য্য ঋষ্য শব্দে মৃগবিশেষ বলিয়া অর্থ করেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 'গোমৃগ' শব্দে গো ও মৃগের সঙ্কর ভয়ানক বন্য পশু-বিশেষ বলিয়া বর্ণন আছে। পরন্তু শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত কালিকা পুরাণের মৃগজাতির লক্ষণ-বর্ণনা মন্তব্য। উহাতে নয় জাতি মৃগের বর্ণনা আছে। যথা ১, হরিণ—তাম্রবর্ণ মৃগ। ২, এণ—কৃষ্ণবর্ণ। ৩, কুরঙ্গ—ঈষদ্ তাম্রবর্ণ হরিণাকৃতিপশু। ৪, ঋষ্য—নীলাণ্ড সমন্বিত, ইহার নামান্তর সরোরু। ৫, পৃষত—শ্বেত বিন্দুদ্বারা চিত্রিত হরিণাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ৬, ন্যঙ্কু—দীর্ঘ বিষাণ যুক্ত। ৭, সম্বর—গবয়ের নামান্তর। ৮, রাজীব—সঙ্কুচিত লোমশ। ৯, মুণ্ডী শৃঙ্গবিহীন মৃগ। ইহার মধ্যে প্রথমটী কাশ্মীর রাজ্যের "হঙ্গলু" নামক মৃগ-বিশেষ। দ্বিতীয়টি কৃষ্ণসার। তৃতীয়ের সামান্য নাম বারসিঙে। পঞ্চমটি আমাদিগের বঙ্গের চিত্রিত মৃগ; সামান্য হরিণ। ষষ্ঠ বোধ হয় মণিপুরের সাঙ্গনাই। সপ্তম, সাম্বর; ইহার চর্ম্মে সাবর হয়। অষ্টমের আধুনিক নাম জানা যায় না। নবমের বর্ত্তমান নাম সাগড়া, ইহার শৃঙ্গ নাই।

ঋষ্যটি যে কি তাহা স্থির হইল না। কিন্তু শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত কালিকাপুরাণের কিছু যদি পাঠান্তর সম্ভবে, ও 'নীলাণ্ডক' শব্দের পরিবর্ত্তে যদি "নীলাঙ্গক" পাঠ যুক্ত হয়, তবে ঋষ্য নীলগাও ব্যতীত অন্য কোন জন্তু সম্ভবে না। উহার ভীষণ বল ও উগ্রস্বভাবই প্রজাপতির আশ্রয় যোগ্য বটে। উহার স্ত্রীও প্রায় রক্তবর্ণ। অতএব ঋষ্যের স্ত্রী রোহিত সঙ্গত হয়। অপর ঐ ঋষ্য যে প্রস্তাবিত নীলগাওর অপরাভিধান ইহাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

প্লেতোর জীবন বৃত্তান্ত।

আমরা এক্ষণে যে মহোদয়ের জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তিনি নীতিতত্ত্ব এবং ধর্ম্মতত্ত্বের প্রকাশ ও পরিবর্দ্ধন বিষয়ে যাঁহার লেখনী নিতান্তই ব্যগ্র ছিল, সেই সক্রেতিস নামা সুমহান্ দার্শনিকের শিষ্য; নাম প্লেতো। উক্ত ব্যক্তি এথেন্ নগর নিবাসী; খ্রীষ্টের জন্মের ৪২৯ বৎসর পূর্ব্বে ইজিনা নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর বংশ বিশেষ বিদিত ছিল। দর্শন ও ব্যবহারজ্ঞ সোলন্ নামক এক মহান্ লোক ইহাঁর মাতৃবংশীয় ছিলেন, এবং এথেনের এক প্রাচীন রাজার বংশে ইহাঁর পিতার জন্ম লাভ হয়। পরন্তু যাঁহারা ইহাঁর গুণে মুগ্ধ ছিলেন তাঁহারা কেবল এই রূপ বংশবৃত্তান্তে সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন, একথা বলিতে পারা যায় না; ইহাঁর গুণরাশি স্বর্গীয় বলিয়া তাঁহারা অনুকীর্ত্তন করিয়া

গিয়াছেন, তাঁহারা এই রূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে বিদ্যার অধিষ্ঠাতৃ-দেব আপলো প্লেতোর স্রষ্টা। তিনি শৈশবাবস্থায় যখন দোলায় শায়িত ছিলেন তৎকালে একদা এক ঝাঁক ভ্রমর তাঁহার ওষ্ঠে বসিয়াছিল বলিয়াই যেন তাঁহার বাক্যের মাধুরীর আধিক্য হইবে বলিয়া প্রসিদ্ধি হয়। সক্রেতিস্ যে দিবস প্লেতোকে প্রথম দর্শন করেন তাহার পূর্ব্বরাত্রে তিনি এক বার এই রূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন যে একটী শিশু সারসপক্ষী তাঁহার জানুর উপর বসিবামাত্র হঠাৎ তাহার পক্ষদ্বয় সম্পূর্ণ বলিষ্ঠ হইল, ও সে সুমধুর রব করিতে করিতে উড়িয়া গেল, ইহাতেই যেন সক্রেতিসের ভাবী শিষ্যের প্রাপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা এই দার্শনিকের বাল্য-জীবনবৃত্তান্ত-সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক কথার অভাব প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত উপন্যাসাবলী প্রয়োগ করিয়াও সাধারণের ক্রোধাস্পদ হইতে পারি না, কারণ ঐ গল্প মিথ্যা হইলেও তদ্দ্বারা প্রস্তাবিত মহাত্মার সমকালিক লোকেরা তাঁহাকে কিরূপ সমাদরণীয় জ্ঞান করিত তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথমে প্লেতোকে অরিস্তফল্ নাম দেওয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোন্ সময়ে এবং কি কারণে যে ঐ নাম পরিবর্ত্তিত হয় তাহার নিশ্চয় নাই। তাঁহার বাগ্‌বিন্যাসের দক্ষতা ভাবের পূর্ণতা এবং কপাল দেশের প্রাশস্ত্য নিবন্ধনই পূর্ব্ব-প্রখ্যাত নাম করণটী গণ্য হইতে পারে। গ্রীসদেশে সকল পদস্থ যুবকদলের শরীর-পরিচালনা অর্থাৎ মল্লযুদ্ধাদি শিক্ষা প্রচলিত থাকাতে প্লেতোও উহার অনুশীলন করিয়াছিলেন; এবং তাহাতে তাঁহার শারীরিক বল বিক্রমেরও সবিশেষ বাহুল্য হইয়াছিল। শরীর-পরিচালনার অনুশীলনে বিশেষ দক্ষতা থাকাতে তিনি পীথিয়ন এবং স্থিমিয়ান নামক উৎসবদ্বয়ে উক্ত কার্য্যে কৌশল প্রকাশ করিয়া পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। চিত্রকার্য্য এবং কবিতা-রচনা-বিষয়ে তাঁহার পরিশ্রমের অসদ্ভাব ছিল না। শেষোল্লিখিত বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ আস্থা ছিল, সুতরাং কৃতকৃত্য হইবার পক্ষে অসম্ভাবনা কেন হইবে? তিনি বীর-রস-প্রধান এক কাব্য রচনা করেন, এবং একটী নাটক প্রস্তুত করিয়া তাহার অভিনয় কার্য্যও সম্পাদন করিয়াছিলেন।

বিংশতি-বর্ষ-বয়ঃক্রম-কালে প্লেতো সক্রেতিসের সমীপে পরিচিত হয়েন। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর তিনি স্বকল্পিত কাব্য দগ্ধ করিয়াছিলেন; ও ক্রমাগত দশ-বৎসর-কাল ঐ প্রসিদ্ধ দার্শনিক সক্রেতিসের সন্নিধানে শিষ্যভাবে উপস্থিত ছিলেন। ঐ কালে সক্রেতিস্ আত্মার অবিনশ্বরত্ব-বিষয়ে আত্মমতের পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া রাজসমীপে অভিযুক্ত হয়েন। প্লেতো উক্ত মহাত্মার সহায়তা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি এ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন যে "এই অভিযোগে উপাধ্যায়ের যাহা দণ্ড হইবে তাহা ভোগ করিতে স্বীকৃত আমিই রহিলাম।" তিনি "ফীদন" নামক প্রশ্নোত্তর-গর্ভ যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার শেষ ভাগে সক্রেতিসের মৃত্যু-বিষয়ের সুমধুর কারুণ্যরসপূর্ণ বর্ণনা নিষ্পন্ন করিয়া গ্রন্থের চমৎকারিতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং মরণান্তে রূপান্তরে তাহার স্থায়িত্বের প্রমাণই উক্ত গ্রন্থের অভিধেয়। অনেকেই ঈশ্বরের স্বয়ং-প্রকাশিত ধর্ম্ম-বলিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়া মনস্বিতা ও বুদ্ধি-কৌশল প্রকাশ করিতে পারেন বটে, কিন্তু ফীদন গ্রন্থকর্ত্তা উক্তরূপ সহায়তা অসত্ত্বেও মনুষ্যের যে কত দূর বুদ্ধির প্রাখর্য্য থাকে তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সক্রেতিস্ যে দিবসে নিহত হয়েন তদ্দিনে যে যে কথোপকথন হয় তাহাই ঐ প্রসিদ্ধ

গ্রন্থে বিন্যস্ত আছে। ফলে সক্রেতিসের মৃত্যুর দিবসে পরলোক-সম্বন্ধীয় যে যে প্রস্তাবের আলোচনা হয় ও তাহাতে যে যে আশা জন্মে তাহাও পরিব্যক্ত আছে। ঐ অংশ নাটকাভিনয়ের সদৃশ সুখপ্রদ ও কারুণ্য-রসপূর্ণ বলিয়া বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে। কথিত আছে, কেতো উতিকাতে যে দিবস আপনার জীবিতকাল অবসান করেন সেই দিবস মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণেই ফীদন্ গ্রন্থ পাঠ করিয়া মনের স্থিরতা নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। এডিসন আপন রচিত "কেতো" নামক করুণ-রসাত্মক নাটকে এই ঘটনা-সকলের রচনা বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

প্লেতো আপনার উপদেষ্টা সক্রেতিসের মৃত্যুর পর এথেন্‌স্ নগর পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি যে২ প্রদেশে গমন করিতেন তথায় বিখ্যাত দর্শনজ্ঞ পণ্ডিতের বিদ্যালয় দেখিলেই সেই খানে উপস্থিত হইতেন। মিগারানগর তাঁহার প্রথম বাসস্থান; এবং তৎকালে তাঁহার শিক্ষকের মৃত্যু-ঘটনা মনোমধ্যে জাজ্বল্যমান থাকাতে তিনি ঐ স্থানে ফীদন্ গ্রন্থ রচনা করেন ইহা বিশ্বাস হইতে পারে। আর ঐ সঙ্গে তিনি সক্রেতিসের মতপোষক "ক্রীতন" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অনন্তর প্লেতো ঐ স্থান হইতে সাইরন এবং তথাহইতে ইতালী দেশে যাত্রা করেন। তথায় পীথাগোরস্ ও হীরাক্লীতস্ নামক দর্শনজ্ঞদ্বয়ের স্বমত বিরোধী দর্শনশাস্ত্রের প্রণালী অধ্যয়ন করিতে প্লেতোর অনেক কাল যাপিত হয়। যৎকালে তিনি আপন দল বর্দ্ধন করেন তৎকালে ঐ দর্শন-শাস্ত্রদ্বয়ের কোন কোন অংশের পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রন্থ সঙ্গ্রহ করেন, এবং আপন দলে উপদেশ দেন। ইতালীহইতে মিসরদেশে যাত্রা করিয়া কতিপয় উপদেশকের নিকট পরিচিত হয়েন; এবং তাঁহাদের নিকটহইতে তাঁহাদিগের মতবিরোধি অনেক বিষয় পরিজ্ঞাত হয়েন। এরূপে নানা মত সঙ্গ্রহ করিয়া তিনি দর্শনশাস্ত্রের অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন।

সিসিরো এই রূপ কহিয়া গিয়াছেন যে মিসরদেশে তৎকালে অঙ্কশাস্ত্রের বিশেষ পরিচালনা থাকাতে প্লেতো তৎসঙ্ক্রান্ত শাস্ত্রসকল শিক্ষার্থ ইজিপ্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইজিপ্ত তৎকালে ধর্ম্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের ইতিহাস-প্রভৃতি-বিষয়ে গ্রীসদেশের সহিত সমকক্ষ ছিল। তন্নিমিত্তই প্লেতোর ঐ দেশ পরিভ্রমণে কৌতূহল জন্মাইয়াছিল। ইহাও অনুমিত হইয়াছে যে প্লেতো হিব্রুভাষাতে লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রের তাৎপর্য্য ইজিপ্তেই সঙ্গ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রবাদের কোন সমূলক যুক্তি পাওয়া যায় না। যাহা হউক প্লেতো এথেন্‌স্ নগরে পুনরাগমন করিয়া "আকাদেমিয়া" নামক প্রসিদ্ধ এক উদ্যানের সন্নিকটে আপন বাসস্থান নিরূপণ করেন। ঐ উদ্যানে তিনি এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এবং উহাতে দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষা দিতেন। আকাদেমিয়া ঐ রূপ শিক্ষার প্রথম স্থান বলিয়া অদ্যাপি আধুনিক ইংরাজী ভাষাতে বিদ্যালয়মাত্রের অভিপ্রায়ে ঐ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্লেতো যৎকালে বৈষয়িক বিষয়ে লিপ্ত হয়েন তৎকালে তাঁহার মনে নানাবিষয়িণী চিন্তার সমুদ্রেক হইয়াছিল। তিনি তিনটি যুদ্ধে সৈনিক-কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। খ্রীষ্টের জন্মের ৩৪৯ বৎসর পূর্ব্বে তিনি স্বাভাবিক ও কৃত্রিম কৌতূহলদ্বারা আক্রান্ত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ সিসিলি-দ্বীপ দর্শনার্থে যাত্রা করেন। ঐ দ্বীপে দুর্বৃত্ত প্রজাপীড়ক বৃদ্ধ দায়োনিশিয়স্ রাজত্ব করিতেন। তথায় প্লেতো আত্মস্বাধীনত্বের তেজস্বিতা প্রাবল্য নিবন্ধন ক্রীতদাস-রূপে বিক্রীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ঐ যন্ত্রণা অধিক

দিন ভোগ করেন নাই। তাঁহার বন্ধুগণ ত্বরায় তাঁহার নিষ্কৃতি করিয়া দিয়াছিলেন। পাছে তিনি এই ব্যাপারে ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া দায়োনিশিয়সের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ-পূর্ব্বক অপবাদ প্রচার করেন, এই ভয় প্রকাশ পাওয়াতে তিনি কহেন "ইহা ত দর্শনশাস্ত্র নহে যে আমি ইহাতে লিপ্ত থাকিব; আমাকে কেবল দর্শনশাস্ত্র পরিচালনায় ব্যস্ত থাকিতে হয়। দায়োনিশিয়সের বিষয়ে আমি পরিশ্রম করিতে চাহি না।" ইহা কথিত আছে যে কনিষ্ঠ দায়োনিশিয়স্ যৎকালে রাজ্য করেন তৎকালে প্লেতো দুই বার সিসিলি দ্বীপে গিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। প্লেতো সমুদয় গ্রীসদেশ-মধ্যে বিভবশালী ব্যবহারজ্ঞ বলিয়া বিশেষ সমাদৃত ও প্রিয় হইয়াও রাজনীতি-সম্পর্কে বিশেষ লিপ্ত ছিলেন না। যদিও তিনি তৎসমস্তই পরিজ্ঞাত ছিলেন, তথাপি নগরস্থ অপর প্রজার ন্যায় কোন বিশেষ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। যাহা হউক তিনি যেরূপে তাঁহার জীবিতকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন ও যেরূপে সঙ্ক্ষেপে সত্য-বিষয় সকলের শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার জীবন-লেখকদিগের পক্ষে অতি অল্পই লিখিবার সম্ভাবনা। খ্রীষ্টের ৩৪৭ শকে একাশীতি বর্ষ বয়সে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন।

এই মহাত্মা অনেক গুলি সুবিস্তীর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া যান; তন্মধ্যে সাতখানি সাধারণ্যে সমাদৃত হয়। গ্রন্থের গুণদোষজ্ঞ অধুনাতন লেখকেরা তাঁহার নামে প্রসিদ্ধ অন্যান্য পুস্তক গুলি প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করেন না। বেকর নামক গ্রন্থকর্ত্তা প্লেতোর নামে প্রচলিত দশখানি গ্রন্থ পরিত্যাগ করেন। জর্ম্মণদেশস্থ বনাস্থ নামক গ্রন্থপ্রণেতা কহেন, "প্লেতোর লিখনানুকারী লোককর্তৃক প্রশ্নোত্তরগর্ভ ১২ খানি পুস্তক প্রণীত হইয়াছে।" কোন্ ২ গ্রন্থ প্লেতোদ্বারা রচিত ও কোন্ ২ খানি তদ্রচিত নহে, তাহা "ইনসাইক্লোপিডিয়া মেট্রপোলিটানা" নামক গ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশের ১৯ অধ্যায়ে ৭৯ পৃষ্ঠাতে দৃষ্ট হইতে পারে। প্লেতোর কতিপয় পত্রের রচনা ব্যতীত সমস্ত গ্রন্থই প্রশ্নোত্তরগর্ভ। ঐ সকল গ্রন্থে তিনি স্বয়ং প্রকাশমান নহেন। তাহাতে সক্রেতিস্ উপদেষ্টা এবং সক্রেতিসের সমকালীন মহাত্মারা শ্রোতা ও তর্ককারকরূপে কল্পিত হইয়াছেন। এই প্রশ্নোত্তরগুলি এই রূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে বোধ হয় যেন সক্রেতিস যে সকল লোকের সহিত সর্ব্বদা থাকিতেন তর্কদ্বারা তাহাদিগকে হাস্যাস্পদ করিবেন ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। বস্তুতঃ যাহারা মিথ্যা ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকে তাহাদিগকে অপদস্থ করিতে যে তাঁহার সন্তুষ্টি জন্মিত ইহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। অপর সক্রেতিস্‌কে এই রূপ ভাবে প্রকাশিত করা হইয়াছে যে যখন তিনি অন্য দার্শনিকগণের আন্তরিক অভিপ্রায় লইতেন তখন চতুরতা প্রকাশ করিয়া এরূপ ভাণ করিতেন যেন তাহাদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিতেছেন, পরে এক২ করিয়া তাহাদিগের বাক্যের বিরোধ দেখাইয়া তাহাদিগকে অপদস্থ করিতেন। এই রূপ লেখন-বৈদগ্ধী প্লেতোর অনেক গ্রন্থে বহুল দৃষ্ট হইতে পারে। পরন্তু তাঁহার নামে প্রচলিত পুস্তক সকলের মধ্যে কতক গুলি অথবা কোন কোন অংশ সক্রেতিসের রচনা বলিয়া বোধ হয়, এবং অনেকে তাহা বিশ্বাস করেন; কিন্তু কোন্ রচনা গুলি শিক্ষকের ও কিই বা ছাত্রের এ বিষয়ে নানাবিধ সন্দেহ আছে। প্লেতো দর্শন-শাস্ত্র-শিক্ষার আলয়-স্থাপনের মূল ছিলেন বলিয়া—তথা বহুকাল উল্লিখিত কার্য্যের অনুশীলন করিয়া—বিশেষ প্রভুত্ব ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমে লুসিপস্ পরে জিনোক্রেতিস্ কথিত আকাদেমিতে প্লে-

তোর আসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ঐ শিক্ষকদ্বয় বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় শাস্ত্রের কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত করেন। পরে পাঠশালার "পুরাতন বিদ্যালয়" এই নাম বিলুপ্ত করিয়া "মধ্য" বা "নূতন বিদ্যালয়" নাম করণ করিয়াছিলেন।

মারসিলিও ফিসিনো নামা এক গ্রন্থকার প্লেতোর মতাবলম্বীদিগের বিরুদ্ধে দোষ দর্শাইয়া বহুল প্রান্তব প্রণয়ন করিয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন। তদ্বিরুদ্ধে কার্ডিনল্ বাসারিয়ান উক্ত দার্শনিকের মত পোষণার্থ এক উৎকৃষ্ট পুস্তক রচিয়াছিলেন; এবং উহাও সর্ব্বত্র সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিল। বেকন, মিল্টন, কডওয়র্থ, বার্কলী, গ্রে এবং কোলরিজ্ প্রভৃতি সুবিখ্যাত ও মহা ইংরাজী পণ্ডিতগণ প্লেতোর যথেষ্ট প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। বার্কলী এই রূপ ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন যে প্লেতোর ব্যবস্থা-প্রণালী এরূপ উপকারক ও সর্ব্বমনোরঞ্জক যে উহার চালনায় দেশহিতৈষিতা সভ্যতা ও ব্যবহারতত্ত্ব প্রভৃতি অনেক বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম-মন্দিরের উপাসক ও যাঁহারা ঐ ধর্ম্মের প্রচারক তাঁহারাও প্লেতোর গ্রন্থহইতে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া প্লেতোর নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ আছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অনেকেই প্লেতো এবং আরিস্তোর ব্যবহার-প্রণালী শ্রবণ করিয়া শিরঃকম্পনাদিদ্বারা এই রূপ ভাণ করেন যেন তাঁহারা তৎসমুদায় বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ অনেকেই তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে সক্ষম নহেন। সে যাহা হউক প্লেতোর গ্রন্থের যে স্থলে সক্রেতিসের অভিযোগ-বিষয়িণী পরীক্ষা বর্ণিত আছে সেই অংশ পাঠে মনঃপ্রীতি পাইয়াছিলেন এরূপ ব্যক্তি অনেক আছেন। তাহার অপরাপর স্থানে লেখন-বৈদগ্ধী বচন-ভঙ্গী রসভাবাদি পূর্ণতা নাটকাভিনয় প্রভৃতি নয়ন ও মনের আনন্দ-বিধায়ক অনেক২ স্থল পাঠ করিয়া অনেকেই কৃতবিদ্য ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি প্লেতোর সুরচিত গ্রন্থসকল ইংরাজি-ভাষাতে অনুবাদ করিয়াছেন তন্মধ্যে সিডন্হাম্ এবং টেলার সাহেব প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রথমোল্লিখিত মহোদয় প্রশ্নোত্তর-গর্ভ বার খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন; তন্মধ্যে নয়খানি টেলর-কর্ত্তৃক শোধিত ও পুণর্মুদ্রিত হয়। এই উভয়ের মধ্যে সিডেনহাম রসাস্বাদনপর প্রখর বুদ্ধি-জীবী লোক ছিলেন। বিশপ বর্কলী ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মনে প্লেতোর দর্শন সংক্রান্ত অনেক-ভাব-প্রকাশক প্রশ্নোত্তর-গর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করত যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া গিয়াছেন।

প্লেতোর মত-বিষয়ে এস্থলে কিঞ্চিৎ লিপি নিবদ্ধ করা অভিপ্রেত ছিল, কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত তাহা সিদ্ধ করা হইল না; অতএব ইহার উপসংহার কালে এই মাত্র বক্তব্য যে প্লেতো সক্রেতিসের মত প্রচালিত করেন, এবং সেই মত এতদ্দেশীয় বেদান্তমতের প্রতিরূপ; ফলে প্লেতো গ্রীসদেশের শঙ্করাচার্য্য ছিলেন, এবং শঙ্কর যেমন ব্যাসের মত বিস্তার করেন, তিনি সেই রূপে সক্রেতিসের মতের ভাষ্যকার হইয়াছিলেন।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৫৪ খণ্ড

উপানৎ।

বর্ষাতপাদিকে ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যটবীষু চ।
শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ।
জ্যোতিস্তত্ত্বং ॥

পাদুকাধারণং বৃষ্যমোজস্যং চক্ষুষোর্হিতং।
সুখপ্রচারমায়ুষ্যং বল্যং পাদরুজাপহং ॥
পাদাভ্যামনুপানদ্ভ্যাং নৃণাং চঙ্ক্রমণং সদা।
অনাযোগ্যমনায়ুষ্যমিন্দ্রিয়ঘ্নমদৃষ্টিকৃৎ ॥
রাজবল্লভঃ।

প্রাণীমাত্রেরই শরীর-রক্ষার্থে প্রয়োজনানুমত অঙ্গ-বিশেষে বিশেষ আচ্ছাদন বা আবরণ আছে; কিন্তু মনুষ্যের শরীর-রক্ষার ভার তদীয় বুদ্ধির উপর থাকাতে সদ্যুক্তির আলোচনাদ্বারা অবস্থানুরোধে প্রাকৃত ভাব দূর করিতে হইয়াছে। মুণ্ডের পক্ষে কেশপাশ যথেষ্ট আচ্ছাদন না হওয়ায় দেশ ও সময় বিবেচনায় উষ্ণীষ শিরস্ত্রাণ ও ছত্রাদির সৃষ্টি করা হইয়াছে। অঙ্গের নিমিত্তে বস্ত্র, ও ভ্রমণকালে কণ্টকাদিহইতে পাদযুগল রক্ষার আবশ্যক হওয়ায় বিভিন্ন প্রকার পাদুকা প্রস্তুতে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে। ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে পাদুকা-নির্ম্মাণ মনুষ্যের বুদ্ধির সাপেক্ষ হওয়াতে নিষ্পাতাভেদে ঐ বুদ্ধির তারতম্যানুসারে পাদুকার অবয়বেরও প্রভেদ হইবে। ফলে তাহাই ঘটিয়াছে; পাদুকা যে দেশ ও সময় ভেদে কত ভিন্নরূপ ধারণ করে তাহার সঙ্খ্যা নাই। পরন্তু সর্ব্বত্র পদতল রক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য থাকায় পাদুকা মাত্রেরই পদতল-রক্ষক আবরণ মুখ্য অঙ্গ। এতদ্দেশের কাষ্ঠের পাদুকা ও রোমীয় "কালিগা" নামক পাদুকা তাহার উত্তম উদাহরণ। এখানে দুই প্রকার কাষ্ঠের পাদুকা প্রচলিত আছে। একের অগ্রভাগের ছিদ্রে দৃঢ় তিন অঙ্গুলি পরিমাণ ঊর্দ্ধ এক কীলক (বোল) আছে, তাহা পদের বৃদ্ধ ও তন্নিকটস্থ অঙ্গুলির মধ্যে থাকে। তাহার সাধারণ নাম "খড়ম।" অপর প্রকার পাদুকা মুসলমানদিগের মধ্যে ব্যবহৃত আছে, তাহার নাম "পয়জার।" তাহার সমস্তই খড়মের মত, কেবল কীলকের পরিবর্ত্তে তাহার পুরোভাগে চর্ম্মখণ্ড যোজিত থাকে। রোমীয় "কালিগা" প্রায় সেই রূপ, কেবল ইহার বন্ধনী গুল্ফের উপর গুল্ফ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে; অপর পৃষ্ঠে ১৩ সঙ্খ্যক

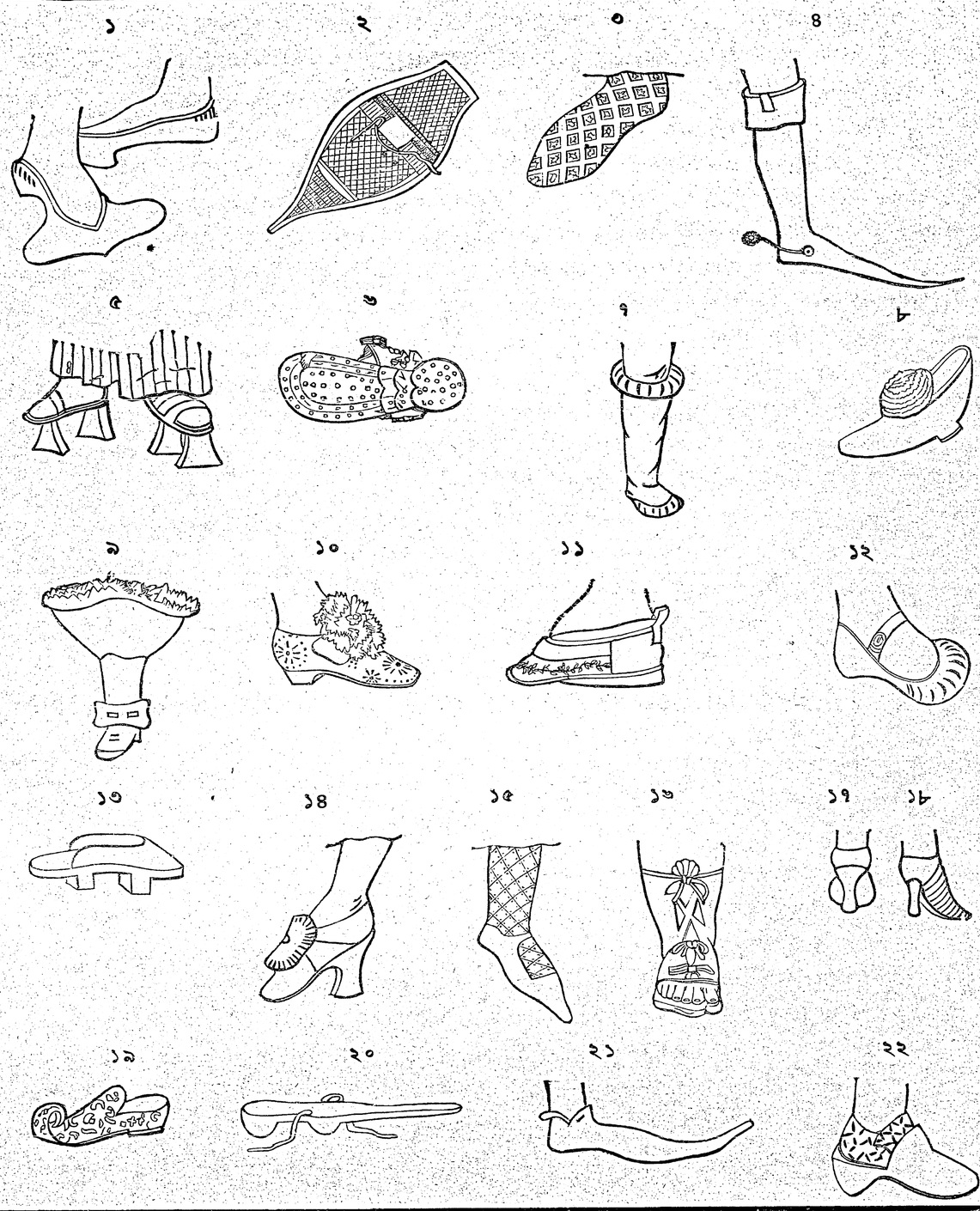

চিত্রে তাহার প্রতিরূপ দেখিলেই তাহার সহিত আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত কাষ্ঠপাদুকার সাদৃশ্য প্রতীয়মান হইবে।

কাষ্ঠ অত্যন্ত কঠিন পদার্থ বলিয়া পাদুকা নির্ম্মাণে তৎপরিবর্ত্তে ক্রমে চর্ম্ম ব্যবহৃত হইয়াছিল; ও তৎপরে অন্যান্য বস্ত্রাদিও ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু উক্তরূপ উপানৎ ব্যবহারে পদ সম্যক্ রক্ষা পায় না। হোঁচট লাগিলে এককালে পদাঙ্গুলির নখাদি ছিন্ন হয়, ও পদের পৃষ্ঠদেশ রক্ষার নিমিত্তে ঐ পাদুকায় কোন প্রকারই উপায় নাই। প্রয়োজন আবিষ্ক্রিয়ার বীজ। ক্রমে রোমীয় 'কালিগা' রূপান্তর ধারণ করিল। পাদুকাতল স্থূল ও বন্ধন রজ্জুগুলি প্রশস্ত ও ঘন হইল। রোমীয় দ্বিতীয় প্রকার পাদুকার প্রতিকৃতি ৬ষ্ঠ চিত্রে দেওয়া গেল। তাহার সহিত এক্ষণকার উড়িষ্যা দেশের একপ্রকার পাদুকার অনেক সাদৃশ্য আছে। তাহার পুরোভাগে ও পার্শ্বে বেড়ের ন্যায় চর্ম্মের ধারী আছে। খ্রীষ্টীয় ৪০ অব্দে রোমের ধনীরা আপনাদিগের পাদুকা বহুমূল্য প্রস্তরাদি দিয়া অলঙ্কৃত করিত, ও অনেকে গজদন্তের অর্দ্ধ চন্দ্ররেখা পাদুকার অগ্রভাগে দিয়া নিজ নিজ সদ্বংশত্বের চিহ্ন বলিয়া প্রচার করিত। ক্রমে চর্ম্মের বেড় গুল্ফ পর্য্যন্ত আবরণ করিলে পাদুকার রূপান্তর হইল।

খ্রীষ্টীয় ১০০০ অব্দে ইংলণ্ডের প্রথম উইলিয়ম এক নূতন প্রথার পাদুকা প্রচলিত করিলেন। তাহার অগ্রহইতে গুল্ফ পর্য্যন্ত পুরস্কৃত চর্ম্মের বা রেশমের আচ্ছাদন থাকিত, অপর সর্ব্বত্র শুষ্ক চর্ম্মের মোজার ন্যায় হইত। কিন্তু খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর পাদুকার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করা প্রথার আরব্ধ হওয়ায় এক বিকৃত পাদুকা উৎপন্ন হয়। পাদের পৃষ্ঠদেশ সমস্ত আবরণ করিয়া চর্ম্ম বা রেশমখণ্ড পাদুকাতলে যোজিত থাকিত, কিন্তু পাদুকাতল সূক্ষ্মাগ্র থাকায় সমস্ত জুতার অগ্র সূক্ষ্ম করা হয়। এই প্রথাক্রমে বৃদ্ধি পাইলে পাদুকাগ্র আরও সূক্ষ্ম হইয়াছিল। ১৫ সঙ্খ্যক প্রতিকৃতিতে ইহা প্রতীয়মান হইবে। ক্রমে উক্ত প্রকার পাদুকার সূক্ষ্মাগ্র আরও সূক্ষ্ম হইল; ও উপানহের তলে একপ্রকার কাষ্ঠের তল ব্যবহৃত হইতে লাগিল। আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত একপ্রকার কাষ্ঠের পাদুকা তাহার এক রূপ বিশেষ; "নন্দের বাধা নামে" অদ্যাবধি বিষ্ণুপুর অঞ্চলে নৃত্যগীতাদির সময় ব্যবহৃত হয়। ৪ ও ২১ সঙ্খ্যক প্রতিকৃতিদ্বয় দেখিলে বিলাতে জুতার অগ্রদেশ যে কত দূর সূক্ষ্ম হইয়াছিল প্রকাশ পাইবে। ইউরোপ-খণ্ডে এপ্রকার অসঙ্গত দীর্ঘৌষ্ঠ পাদুকা ব্যবহার সাধারণ হইলে তাহা সকলেরই মনোনীত হইয়াছিল। প্রায় এক শত বৎসর হইল বঙ্গেও পাদুকার উক্ত প্রকার অবয়ব দৃষ্ট হইত। পূর্ব্বকার লপেটার "শোঁ" এত দীর্ঘ ছিল যে বাগবাজারস্থ পক্ষীর দলে তাহার ব্যঙ্গ করিয়া লপেটার শোঁ উচ্চ করিয়া ঘুরাইয়া তদধিকারীর মুখের দীর্ঘ গোঁপের সঙ্গে বাঁধিয়াছিল। সাধারণ রীতির এপ্রকার ব্যঙ্গ করায় তৎকালের লোকদিগের এরূপ অসঙ্গত দীর্ঘ শোঁবিশিষ্ট পাদুকায় ক্রমে অযত্ন হইল, ও অবশেষে তাহার পরিবর্ত্তে "ফুল পুকুরে" ও "তালতলার চটী" ব্যবহার হইতে লাগিল। ক্রমে দামের জন্য ঠনঠনের চটীও প্রচলিত হয়।

এক বিপরীত ব্যবহার অপরের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়। অত্যন্ত সূক্ষ্মাগ্র পাদুকা হাস্যাস্পদ হওয়ায় তৎপরে ইংলণ্ডীয় লোকদিগের মধ্যে অত্যন্ত বিস্তৃত অগ্র পাদুকা প্রচলিত হইল। ১ সঙ্খ্যক প্রতিরূপ দেখিলেই প্রস্তাবিত উভয়প্রকার পাদুকার বৈপরীত্য প্রকাশ পাইবে। ক্রমে ঐ বিস্তৃতাগ্র হইতে লাগিল, এবং অল্পকাল পরেই ১২ সঙ্খ্যক চিত্রানুরূপ পাদুকা প্রচলিত হইল। এলিজবেথ

মহারাণীর সময়ে উক্তপ্রকার পাদুকার সহিত গুল্‌ফাবরণী মোজা ব্যবহৃত হইল। কিন্তু মোজাও স্বতন্ত্র ব্যবহৃত হইত। মোজা রক্ষার্থে ৭ সঙ্খ্যক চিত্র সদৃশ চটীও প্রচলিত হয়।

প্রথম জেম্‌সের সময় ২২ সঙ্খ্যক চিত্র সদৃশ পাদুকা ও মোজা প্রচলিত হয়। ঐ অবয়ব প্রায় প্রথম চার্লসের কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

প্রথম চার্লসের পাদুকার প্রতিকৃতি (১০) দেখিলে এক্ষণকার প্রচলিত জুতার সহিত অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু রাজপাদুকা বলিয়া ইহাতে নানা প্রকার অলঙ্কার ও বন্ধনস্থানে দিব্য রেশমের স্তবক শোভা পাইতেছে। দ্বিতীয় চার্লস, বিনিশ দেশের রীতি অনুসরণ করিয়া উচ্চ গোড়ালীর পাদুকা ব্যবহার করিতেন। ৮ সঙ্খ্যক প্রতিকৃতিতে উহার অসঙ্গত আকার অবগত হওয়া যায়। প্রথম জর্জ রাজার সময় ১৭-১৮ সঙ্খ্যক চিত্রের গঠনের পাদুকা চলিত হয়। এক্ষণে ক্রমে গোড়ালী উচ্চ হইয়া তাহা "বুট" রূপে পরিণত হইয়াছে।

ইউরোপীয় যে কএক-প্রকার পাদুকার মূর্ত্তি দেখা গেল তৎসমুদয়েই পদদ্বয় কঠিন বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখে; এমন কি উক্তরূপ উপানৎ দর্শনে বিশ্বাস হয় যে ঐ সকল পাদুকাধিকারীরা সচরাচর পদহইতে পাদুকা ত্যাগ করেন না। আমাদিগের চটী আপনা হইতেই খুলিয়া যায়, আর ভ্রমণ কালে শীঘ্র গমনের এত ব্যাঘাত করে যে হয়ত দ্রুত গমনোন্মুখ ব্যক্তির অপেক্ষা পাদুকা অগ্রসর হইয়া এমন কি দশ হাত অগ্রে লম্ফ দিয়া পড়ে। কিন্তু এরূপ চটী ও লপেটা ব্যবহার বোধ হয় মুসলমানদিগের রীতির অনুকল্প; কেননা পারশ্য ও তুরকী দেশের পাদুকার (১৯ সঙ্খ্যক) হইতে আমাদিগের লপেটা অধিক স্বতন্ত্র নহে। তাহাদিগের পাদুকায় জরী ও মখমলের ফুল কাটা থাকে, ও মধ্যে বহুমূল্য প্রস্তরও জড়িত হয়। তুরুষ্ক দেশীয় মহিলাগণ তাহাদিগের পাদুকার নিম্নে একপ্রকার কাষ্ঠের খড়ম ব্যবহৃত করে। তাহার অনুরূপ ৫ সঙ্খ্যক চিত্রে দৃষ্ট হইবে।

চীন দেশে দাসগণের ব্যবহারের জন্য ১৩ সঙ্খ্যক চিত্রের সদৃশ কাষ্ঠ পাদুকা প্রস্তুত হয়। পরন্তু তাহাদিগের মহিলাগণের পাদুকা-বিষয়ে একটি আশ্চর্য্য ব্যবহার প্রচলিত আছে; তাহা বোধ হয় অনেকে জ্ঞাত আছেন। তাহাদিগের মধ্যে ক্ষুদ্রপদ-বিশিষ্ট স্ত্রী অত্যন্ত রূপসী বলিয়া গণ্যা। এই হেতু তাহাদিগের বালিকাদিগের পদ বর্দ্ধিত হইতে না পারে ও চিরকাল ক্ষুদ্র থাকে এই অভিপ্রায়ে এক প্রকার অত্যন্ত কঠিন পাদুকা ব্যবহৃত হয় (১১ চিত্র।) তাহাতে আমৃত্যু পদ অত্যন্ত ক্ষুদ্র থাকে, ও ঐ ক্ষুদ্র পদদ্বারা মহিলাদিগের ভূমিতে বিচরণ করা কঠিন হয়। পরন্তু কুপ্রথা এতাদৃশ অত্যন্ত বলবতী, যে তাহার বশীভূত হইয়া ইহার প্রতি দ্বেষের পরিবর্ত্তে বিশেষ সমাদর করেন; এই হেতু উচ্চবংশজ মহিলাগণের পদ ৪-৫ বুরুলের অধিক দীর্ঘ হইতে পায় না। বংশাভিমান এতাদৃশ মোহনীয়। অনিষ্ট করে যে তাহার বশীভূত হইয়া চৈনিক স্ত্রীরা ক্ষুদ্র বিকৃত পদ লইয়া খঞ্জের ন্যায় চলিবে সেও স্বীকার, তথাপি সামান্যা স্ত্রীর ন্যায় দীর্ঘচরণা হইবে না।

এস্‌কুইমো ও অন্যান্য শীত প্রধান দেশস্থ লোকেরা বরফের উপর চলিবার জন্য যে প্রকার পাদুকা ব্যবহার করে তাহা অতি আশ্চর্য্য রূপ; ২ চিত্রে দৃষ্ট হইবে। চতুর্দিকের ভূমি "নীহারে" আবৃত থাকায় এই প্রকার বিস্তৃত পাদুকায় ভ্রমণ সহজ হয়। আশু দেখিলে তাহা অনেকের কুলা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

পেশাবর অঞ্চলে কুশার ও শালের পাদুকা ব্যবহৃত হয়। ইহা বহুকালের পুরাতন রীতি।

ভূত-তত্ত্ব।

ব্রহ্মাণ্ডে শক্তি ও পদার্থ এই উভয়েই অবিনশ্বর। উক্ত দ্বয়ের মধ্যে কাহারও নাশ নাই; তাহাদের আদি আছে কি না সে বিচার আমাদিগের অধিকারের অন্তর্গত নহে। কোন বস্তু সামান্যতঃ দগ্ধ হইয়া ভস্মাবশেষ হইলে "নষ্ট" হইয়াছে বলা যায় বটে, কিন্তু সে বাক্যটি লৌকিক মাত্র, তাহা প্রকৃত নহে। পদার্থের নাশ নাই। যাহাকে সামান্যতঃ নাশ বলি সেটি সেই পদার্থের রূপান্তরে অবতরণ মাত্র। একটু কাগজ অগ্নিসাৎ করিলে বা কোন বাতী দগ্ধ হইলে অতি স্বল্পাংশাবশিষ্ট ভস্মকেই উক্ত বস্তুর অবশিষ্ট বলিয়া জ্ঞান করা যায়; ফলে যদি রূপান্তর হওয়াই নাশ হয়, তবে ভস্মীভূত পদার্থ বর্ত্তমানেও উক্ত পূর্ব্বাবস্থ বস্তুর নাশ কল্পিত হইতে পারে। পূর্ব্বকালে সর্ব্বদেশের পণ্ডিতেরা এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া অগ্নিকে ভূতমধ্যে গণ্য করিয়াছেন। অপিচ লবণ জলে লীন হইলে আপনার অস্তিত্ব নষ্ট করিয়া আপনার গুণমাত্র জলে নিযোগ করিয়াছে বোধ হয়; সুতরাং ঐ পূর্ব্বাবস্থ লবণের নাশ স্বীকার করা যায়; এতদ্ধেতু জলকেও ভূতমধ্যে গণ্য করা যায়। ফলে পূর্ব্বকার ঋষিরা সকল বস্তুই পঞ্চভূতময় স্বীকার করিয়াছেন সামান্যতঃ বস্তুমাত্রেই পঞ্চভূতের অন্যোন্য পরিণত হইয়াছে বিশ্বাস করা যায়। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ পদার্থ অবিভাজ্য ভূত। পূর্ব্বতন ঋষিদিগের মতে সকল বস্তুই এই পঞ্চকের সমষ্টি, কেবল কোন পদার্থে কোন ভূতের অংশাধিক্য থাকায় উক্ত ভূতবিশেষের গুণ প্রাধান্যরূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু যখন ঐ বস্তু নষ্ট হয় তখন উহার প্রত্যেক ভূতাংশ স্ব স্ব জাতীয় মহাভূতে বা ভূত-সমুদ্রস্থ (সংসারস্থ) ভূতে লীন হয়।

আধুনিক পণ্ডিতেরা বলেন বস্তুবিচারে সম্প্রতি প্রায় ৭০ টি ভূত স্বতন্ত্র দেখা যায়। তদ্ধেতু ইহাঁরা পূর্ব্বতন ভূতপঞ্চকের অবিভক্ততা ও ভূতত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা কহেন ক্ষিতি, কতকগুলি ভূতচরের সমষ্টি, যথা, লৌহ ও তাহার ক্ষার, লবণ ও তাহার বীজ, "মাগ্‌নিসিম্" ও তাহার ক্ষার, "আল্যুমিনম্" ও তাহার ক্ষার, গন্ধকের সহিত অন্যান্য ধাতু ও মৃত্তিকার পূরণ, ইত্যাদি। ঐ প্রকারে তাঁহাদের মতে জল "অক্‌সিজন্" ও "হাইড্রজন" বা প্রাণপ্রদ, ও লঘুতম নাম বায়ুদ্বয়ের পূরণ। তেজঃ বা অগ্নি ভূত বা ভূতচয়ের পূরণ অর্থাৎ সমষ্টি নহে। অগ্নি একটি অবস্থা মাত্র। অগ্নি, অক্‌সিজন্ নাম বায়ুর সহিত ক্ষার বা অম্লোদ্ভাবক বস্তু বা ভূতের মিলনের নাম। উহা মিলন অথবা ঐ মিলন-ক্রিয়ার ইন্দ্রিয়লক্ষ্যরূপ। ফলতঃ সূক্ষ্ম বিবেচনায় অগ্নি বা তেজকে একটা ক্রিয়া শব্দেও বলা যায় না। যখন কোন বস্তু অগ্নিসাৎ করা যায় তখন তজ্জাত শিখায় বা উক্ত বস্তুর আরক্ত রূপ উক্ত বস্তুর পরমাণুচয়ই দৃষ্ট হয়, কেবল তাহার রূপান্তর হয় এই মাত্র প্রভেদ। যখন এক খণ্ড কয়লা অগ্নিসংযুক্ত হইলে আরক্ত বর্ণ ধারণ করে তখন কয়লার পরমাণুচয় "অক্‌সিজন" বায়ুর সহিত যোজিত হয়। কিন্তু অগ্নি কিছু প্রকৃত ঐ যোজনা ক্রিয়া নহে। যাহা দৃশ্য হয় তাহা মিলন-শক্তির সংযোজিত বস্তুদ্বয়ের উপর আঘাত মাত্র। এবিষয় পরে বর্ণিত হইবে।

পূর্ব্বতন ঋষিরা ভূতের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। আধুনিক পণ্ডিতেরাও ভূতের নিত্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। ভূত অনাদি ও অনন্ত। ব্রহ্মাণ্ডে ভূত-পরমাণুর ক্ষয়ও নাই, বৃদ্ধিও নাই। ফলে ব্রহ্মাণ্ডে

ক্ষয় ও বৃদ্ধি এই উভয় শব্দের কাহারও বর্ত্তমান সম্ভব নহে। যদি পরিমাণোপযোগী তুলাযন্ত্র বর্ত্তমান থাকিত, আর যদি তদুপযুক্ত বলবৎ যন্ত্র বা মনুষ্য সম্ভব হইত;—যদি ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া দণ্ডায়মান হইবার স্থান থাকিত, তবে শতকোটি বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ড যে পরিমাণে ভারীছিল অদ্য-ও পরিমাণ করিলে তাহা সেই রূপও হইত, কণা-মাত্র হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় নাই দেখা যাইত। কিন্তু এরূপ চিন্তা একান্ত অসম্ভব। ব্রহ্মাণ্ডে ইচ্ছানু-রূপ যন্ত্র ও তদ্ব্যবহারোপযুক্ত বলবান্ মনুষ্য, কি যন্ত্র, বা ব্রহ্মাণ্ডের আকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করা সকলই অসম্ভব। পরন্তু সে অসম্ভাবনায় প্রস্তাবিত বিষয়ের ইষ্টাপত্তি নাই; তদভাবেও ব্রহ্মাণ্ডে যে ভূতচয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই ও হইবে না ইহার পোষক শত শত প্রমাণ দৃষ্ট হয়। তবে যে "কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ" গাথা আছে ইহাও সত্য। তাহার প্রমাণে এই ভারতবর্ষই প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। পূর্ব্বতন ভারতবর্ষ ও আধুনিক ভারত দুটি স্বতন্ত্র পদার্থ। পূর্ব্বে যেখানে তরু-চয়ের বন ছিল, এক্ষণে সেখানে হয়ত প্রাসাদপুঞ্জের সমষ্টি হইয়াছে; আর যাহা সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল তাহা অরণ্য হইয়াছে—অপিতু যাহা এই ক্ষণে পর্ব্বতের শৃঙ্গ বলিয়া বোধ হয় তাহা হয়তো পূর্ব্বে সমুদ্রের গর্ভ ছিল। পরন্তু এসকল পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর কখন ভূতের নশ্বরত্বের প্রমাণ নহে। কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে সংসারে যে পরিমাণে জল ছিল এখনও সেই পরিমাণে জল আছে; যদি সে পরিমাণে জলও না থাকে তবে সে পরিমাণে অক্সিজন্ ও হাইড্রজন্ নাম জল-নির্ম্মায়ক বায়ুদ্বয় বর্ত্তমান আছে, তাহার কণামাত্রও সন্দেহ নাই। এক বিন্দু জল বিদ্যুৎশক্তিদ্বারা উপরোক্ত মরুদ্দ্বয়ে বিভক্ত করিলে জলবিন্দুর অস্তিত্ব নষ্ট হইল বটে, কিন্তু তাহার পূরকদ্বয়, বা উপাদান কারণদ্বয় যে পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া জল-বিন্দুরূপে বর্ত্তমান ছিল, তাহার কোন হ্রাস বৃদ্ধি হইল না। কেননা পুনরায় বিদ্যুৎশক্তিদ্বারা উক্ত মরুদ্দ্বয় সংযুক্ত করিলে আবার জলবিন্দু উপস্থিত হইবে। যদি কোন মানুষিক বা অমানুষিক উপায়দ্বারা এক কণামাত্র পদার্থের নষ্ট বা সৃজন সম্ভব হইত, তবে সমস্ত সংসারস্থ ভূতচয়ের নিত্যত্ব কখন স্বীকার করিতাম না। কিন্তু সৃষ্টি বা নাশ এই উভয় ক্রিয়াদ্বয়ের অন্যতর কেহ কখন দেখেন নাই বা শুনেন নাই। বোধ হয় উক্ত বাক্যদ্বয় ভূত-সম্পর্কে সংসারে অবর্ত্তমান ও অপ্রয়োজনীয়। যখন যে বিষ-য়ে উক্ত বাক্য ব্যবহৃত হয় তখন আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে তাহা অবস্থা সম্পর্কে নিযুক্ত হয়। অবস্থা মাত্র অনিত্য। সাগরের জল সূর্য্যোত্তাপে তপ্ত হইলে বাষ্পত্ব প্রাপ্ত হয়। বাষ্প ভূবেষ্টনকারী মরুচ্চয়াপেক্ষা পরিমাণে লঘু অর্থাৎ তত ঘন নহে, বলিয়া পৃথ্বীর আকর্ষণ শক্তিতে তত আকৃষ্ট হয় না, এতদ্ধেতু একের বৃদ্ধি অন্যের ক্ষয়-মূলক। সংসারে যত প্রকার শক্তি প্রবাহমান আছে সকলই একস্থান বা অবস্থা হইতে পদার্থ-পরমাণুকে অপর স্থানে লইয়া যায়। মনুষ্য জন্তু ও অন্যান্য-শক্তি উপায়ে উৎপন্ন পর-মাণুর রূপান্তর-করণে নিযুক্ত আছে। পরমাণু-চয়ে যে কত শক্তি অবস্থানে পারক তাহা বলা যায় না। ছয় সের ছোলা ও কিছু ঘাস ও জলে একটা অশ্ব জীবিত থাকিয়া কত শত বোঝা কত দূর লইয়া যাইতে পারে তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। অপর বাষ্পযন্ত্রে দৃষ্ট হইবে যে এক মোন কয়-লায় কত মোন দ্রব্য কত দূর লইয়া যাইতে পারে। তাপের অপর এত অধিক ক্ষমতা যে এক বিন্দু জলকে ১৭০০ বিন্দু পরিমাণ বাষ্পে পরিণত করে। যে পরিমাণের শক্তিতে যে দ্রব্যকে রূপান্তর করিয়াছে আবার সেই পরিমাণের শক্তি সেই

পরিবর্ত্তিত দ্রব্যে বিপরীত পক্ষে নিযুক্ত করিলে সেই পরিবর্ত্তিত দ্রব্য স্বকীয় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যত তাপে এক বিন্দু জল ১৭ বিন্দু বাষ্পে পরিণত হইয়াছে, ততটুকু তাপ অর্থাৎ সেই পরি-মাণে তাপ তাহাহইতে নিষ্ক্রান্ত করিলে বাষ্প পুনঃ জলবিন্দুতে পরিণত হইতে পারে। এস্থলে তা-পকে পদার্থের ন্যায় কল্পিত করা হইল। ফলে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে তাপ কোন ভূতাত্ম পদার্থ নহে, কিন্তু কেবল শক্তিমাত্র। কোন দ্রব্য তপ্ত হইলে তাহার ভার বৃদ্ধিকে পায় না, ও স্নিগ্ধ হইলেও ঐ ভারের লাঘব হয় না।

অপর, ভূত-বিষয়ে যেমন নাশশব্দ স্থাপিত হইতে পারে না, শক্তি-বিষয়েও সেই রূপ। শক্তিও অনন্ত। কোন বস্তু হাতুড়ীদ্বারা আহত হইলে আহত শক্তি দৃশ্যতঃ একপ্রকার নষ্ট হইল বটে, কিন্তু ফলতঃ তাহার অণুমাত্রও নষ্ট হয় না। হস্তহইতে মৃৎপিণ্ড দূরে নিক্ষেপিলে যত বলে তাহা প্রেরিত হইয়াছে তত দূর যাইয়া বিশ্রামাবস্থা প্রাপ্ত হয়। পরন্তু ঐ মৃৎপিণ্ডের বিশ্রামে শক্তির বিরাম স্থাপিত হইল না। ইহা অনায়াসে প্রমাণ-সাধ্য যে হস্তহইতে নিঃক্ষিপ্ত মৃৎপিণ্ড আবহমান শূন্যমার্গে প্রবাহিত হইত, কেবল বিপরীত প্রতিদ্বন্দ্বিদ্রব্য, অর্থাৎ পৃথ্বীর আকর্ষণ অন্যথা করে। আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে মৃৎপিণ্ড সদা-ভূমণ্ডলের প্রতি প্রচলিত হইতে চেষ্টা পায়; পরন্তু নিক্ষেপশক্তি হস্তহইতে শূন্য মার্গে সরল রেখা আশ্রয় করিয়া পিণ্ডকে তাড়ন করায় পিণ্ড উভয় শক্তির মধ্য রেখা আশ্রয় করে; ও অবশেষে যত পৃথিবীর সান্নিধ্য হয় ততই আকর্ষণশক্তির বলে অধিকতর অভি-ভূত হইতে থাকে; অবশেষে ভূমিতে আসিয়া স্থিরত্ব লাভ করে। কিন্তু ভূমিতে গতিহীন হইলেও পিণ্ড একান্ত স্থির হইয়াছে বলা যায় না। হস্তের নিক্ষেপ বা পিণ্ডোপরি আর বেগপ্রকাশ করিতেছে না বটে, যে হেতুক সে বলের কণামাত্র পিণ্ডে বর্ত্তমান থাকিলে পিণ্ড কখন স্থির হইত না, পরন্তু পিণ্ড পুনঃ বিপক্ষ শক্তিদ্বয়ের বেগ-ধারণের পাত্র হইল।

বাষ্প তদপেক্ষা গুরু বা ঘন বায়ু অতিক্রম করিয়া দূরে যায়, অর্থাৎ উপরে শূন্যমার্গে উঠে। পরন্তু স্থিরবায়ু অপেক্ষা অধিকতর গুরু ও ঘন হওয়ায় এককালে অধিক ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না, ঘন মরুচ্চয়ের উপর সন্তরণ করে। ক্রমে ক্রমে বাষ্পীভূত জল একত্রিত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয়। মেঘপুঞ্জ বায়ু সঞ্চালনে ইতস্তত আন্দোলিত বা তাড়িত হইয়া অবশেষে স্নিগ্ধতর বায়ু-প্রবাহে মিলিলে বা নীহারাবৃত পর্ব্বতের অঙ্গে আহত হইলে এককালে দ্রবীভূত হইয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। পর্ব্বত-শৃঙ্গে নিপতিত বৃষ্টিজল হয়ত নীহাররূপ ধারণ করে, নতুবা স্রোতস্বতী হইয়া নিম্নভূমিতে প্রবাহিত হয়। নদীর জল আশয়-ক্রমে সমুদ্রস্থ জলপুঞ্জে মিশ্রিত হয়। গোষ্পদ, তড়াগ, নদী বা সমুদ্র-গর্ভস্থ জল শুষ্ক হয় বটে, কিন্তু সে জলের নাশ হয় না; পুনঃ বৃষ্টি বা নীহার বা শিশিররূপে তাহা ফিরিয়া আইসে। এই রূপে প্রতিবৎসর সূর্য্য-তাপে ভূমিস্থ জল নির্দ্দিষ্ট অবস্থা ও স্থানাদি ভ্রমণ করিয়া আবার পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া পড়ে। অন্যান্য বস্তু সম্পর্কেও সেইরূপ। ক্ষেত্রস্থ ধান্য চয়ন করিয়া গৃহে আনীত হইলে তণ্ডুল ও অবশেষে অন্নরূপে শরীর-পোষকের কর্ম্ম করে; পরন্তু অবশেষে মল মূত্র ও পচা মাংসাস্থিরূপে পুনঃ পৃথিবীতে মিলিত হয়। পৃথ্বীহইতে অঙ্কুরদ্বারা তাহা আকৃষ্ট হইয়া পুনঃ ধান্যরূপে পরিণত হয়। ফলে অবস্থান্তর হওয়াই সংসারের বর্ত্ত-মানের একমাত্র উপায়। যখন শক্তি শত শত

প্রবাহে সংসারে দিবানিশি প্রবাহিত হইতেছে তখন পুনঃ পুনঃ রূপান্তর, বা অবস্থান্তর না হইলে কি প্রকারে সংসারের অস্তিত্ব ও অখণ্ডত্ব রক্ষা পায়? যখন সূর্য্য অবাধে দিবারাত্রি সংসারের এক দেশে না এক দেশে আপনাহইতে তাপ রশ্মিচয় নিক্ষেপিতেছেন, তখন সে শক্তিদ্বারা আহত বস্তুসকল রূপান্তরিত বা অবস্থান্তরিত হইবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই, যেহেতুক প্রত্যেক অণুমাত্র শক্তির সঞ্চারে সংসারে অবশ্য তাহার ফল চিহ্নিত হইবে। আর যে শক্তির আঘাতফল অপর শক্তিদ্বারা পুনঃ পূর্ব্বাবস্থ না হইলে সংসার কিরূপে অখণ্ড থাকে? স্রোতোবলে নদীর এক-কূলস্থ মৃত্তিকাপুঞ্জ জলে নিপাতিত হইতেছে, ও ক্রমে সে স্থলের নদীর গর্ভ বৃদ্ধিকে পাইতেছে। পরন্তু কূলহইতে পতিত যে মৃৎপিণ্ড তখন জলে মিশ্রিত হইল সে অপর এক স্থানে অবশ্যই পুনঃ স্থাপিত হইবে, কেননা ভূমির আকর্ষণ শক্তি সদা মৃৎপরমাণুচয়ের উপর আপন প্রভাব প্রকাশ করাতে নদীজল দীর্ঘকাল শক্তির বিপরীত আচরণে সমর্থ হয় না; সুতরাং কোন এক দেশে না এক দেশে সেই মৃত্তিকা পুনঃস্থাপিত হইবে, সন্দেহ নাই, এবং তাহা হইলে নূতন চড়া দৃষ্ট হইবে। অতএব এক দেশহইতে অপর দেশে মৃত্তিকা নীত হইল ব্যতীত ভগ্ন কূলের মৃত্তিকা নষ্ট হইল একথা বলা যায় না।

একটী নিক্ষিপ্ত মৃৎপিণ্ডের প্রতি দৃষ্টি করিলে ব্যক্ত হইবে ভূমির আকর্ষণ শক্তি তাহাকে নিজ দিকে প্রবাহিত হইতে আকর্ষণ করিতেছে। অপর ঐ পিণ্ডের পরমাণুচয়ের পরস্পরের আকর্ষণ শক্তি পিণ্ডকে পিণ্ডাবস্থ রাখিতেছে, ও হস্তের শক্তি পিণ্ডকে উচ্চদিকে তাড়িতেছে। পিণ্ড ভূমির আকর্ষণে নিম্নগ হইবার চেষ্টা পাইতেছে, ও তদ্‌বিরোধী হস্তের শক্তিতে ঊর্দ্ধ গমনে যত্নবান্ হইতেছে। তদবস্থায় উভয় বিপরীত শক্তিদ্বয়ের সমকক্ষতাই পিণ্ডের বিরামের কারণ। নিক্ষেপ-শক্তি যদিচ পিণ্ডের বিরামে একপ্রকার স্থিরত্ব লাভ করিল, কিন্তু সেটি কোনমতে নষ্ট হইল না; কেননা যে মুহূর্ত্তে পিণ্ড ভূমিস্পর্শ করিল অমনি নিক্ষেপ শক্তির বাধা হওয়ায় উহা তৎক্ষণাৎ আপন পূর্ব্ব অবস্থাতে পরিণত হয়, এই নিমিত্তই সেই ক্ষণে তাপের উদ্ভাবন হয়। ইহার সহস্র উদাহরণ দীপ্যমান আছে। কর্ম্মকার হাতুড়ীদ্বারা লৌহ-খণ্ডের উপর ঘন ঘন আঘাত করিলে তৎক্ষণাৎ লৌহখণ্ড তপ্ত হয়; এমন কি দেখা যায় যে কর্ম্মকারদ্বয় আপনাদিগের উক্তকর্ম্মে দক্ষতা প্রকাশাশয়ে ঘন ঘন আঘাতে লৌহখণ্ডকে আরক্ত করে। অতএব আঘাতশক্তি বিশ্রান্ত হইলে তাহার নাশ হইল না কেবল তাপশক্তি রূপান্তরে পরিণত হইল। ঘন বেগে ধাতুদ্বয়ের ঘর্ষণ করিলে উভয় ধাতু শীঘ্র অত্যন্ত তপ্ত হয়। তাহার কারণ পরস্পর ঘৃষ্ট ধাতুর পরমাণু গুলি বাধা পাওয়ায় যে শক্তি নষ্ট হয় তাহা তাপরূপে পুনঃ দৃষ্ট হয়।

অপর তাপশক্তি যে অন্যশক্তিরূপে পরিণত হয় তাহারও প্রমাণের একান্ত অভাব নাই। অনেকে বলেন যে তাম্রপাত্রে বালুকা রাখিয়া সমস্ত পাত্রটি অগ্নিতে তপ্ত করিলে বালুকা-রেণুচয়ের মধ্যে একপ্রকার হিল্লোল দৃষ্ট হয়। সেইটি তাপশক্তির সঞ্চরণ-শক্তিতে পরিণত হওয়া। তাপ বাধা পাইলে অর্থাৎ যেখানে বহুতাপ এককালে আঘাত করিতেছে, অথচ যে বস্তু রূপান্তর হইতে অক্ষম, শেথা শক্তি স্বয়ং আলোক রূপে পরিণত হয়। এতদ্ধেতু চুণ অত্যন্ত তাপে রূপান্তরিত হয় না বলিয়া অতিরিক্ত তেজস্বী আলোক নিক্ষেপ করে। "অক্‌সিজন" ও "হাইড্রজন" একত্রে দগ্ধ করণ

কালে প্রায় আলোক-হীন শিখা হয়, পরন্তু তাহা এক খণ্ড চূণের উপর নিক্ষিপ্ত হইলে এককালে এমত অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ ধারণ করে, যে তাহার প্রতি দৃষ্টি করা অসাধ্য হইয়া উঠে।

তাপ বিদ্যুৎ শক্তিতেও পরিণত হয়; এমন কি এই গুণ আশ্রয় করিয়া একটি অতি সূক্ষ্ম তাপমান-যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। "বিস্‌মথ" ও "আন্তিমনি" নাম ধাতুর কীলকদ্বয় একত্রিত করিয়া তাহার সংযোগ-স্থানে অতি স্বল্প তাপ নিযোজন করিলে বিদ্যুচ্ছক্তি উদ্ভাবিত হয়; এবং সূক্ষ্ম ধাতুর তন্তুদ্বারা সেই শক্তি অয়স্কান্ত সূচীর উপর লইয়া গেলে সূচীটি বিদ্যুচ্ছক্তিদ্বারা আহত হইয়া যে রূপ দিগন্তর নির্দ্দেশ করে, সেই মত করে। বিদ্যুচ্ছক্তি তাপ ও আলোক এতদ্দ্বয়ে অনায়াসে পরিণত হয়। যত ক্ষণ অবাধে ধাতু তন্তুতে প্রবাহিত হয় তত ক্ষণ বিদ্যুচ্ছক্তি স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে, কিন্তু বিদ্যুচ্ছক্তি-প্রবাহ ভগ্ন হইলেই এককালে অতীব আলোক ও তাপে উৎপ্লুত হয়। তখন সকলেই দেখিতে পায় যে বিদ্যুচ্ছক্তির উৎপতনে কি অসহ্য তাপ ও আলোক জন্মে।

অপর যদি তাম্র-তন্তুদ্বয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ স্থলে প্লাতিনা-নামক ধাতুর তন্তু যোগ করা যায়, তবে প্রবাহ-রোধে ক্রমে মধ্যস্থ তন্তুটি তপ্ত হইতে থাকে, অবশেষে সমস্ত তন্তুটি আরক্ত হয়। প্লাতিনা তাম্রাপেক্ষা বিদ্যুচ্ছক্তির অধিকতর বিনেতা। রসায়ন-তত্ত্বে প্রকাশিত আছে যে দ্রব্য-সকলের পরস্পরের মধ্যে এক বিশেষ আত্মীয়তা আছে। তাহার অনুরোধে পরস্পরের সহিত মিলন হয়, ও মিলনে উৎপন্ন দ্রব্যের গুণ প্রাগ্ দ্রব্যদ্বয়ের গুণহইতে বিভিন্ন। এই আত্মীয়তা এক শক্তি-বিশেষ, এবং ঐ শক্তিহইতে সামান্যতঃ তাপশক্তি জন্মে; পরন্তু কখন কখন আলোকও দৃষ্ট হয়। যখন গন্ধক-দ্রাবকের (গন্ধক, হাইড্রজন ও তিন ভাগ অক্‌সিজনের পূরণ) সহিত জল মিশ্রিত করা যায় তখন মিলনকালে সমস্ত মিশ্র তরল পদার্থ উত্তপ্ত হয়। সে তাপটি আত্মীয়তা শক্তির রূপান্তর। অপর কোন কোন দ্রব্য মিশ্রিত হইলে অতীব শীতল হয়। তথা কখন দ্রব্যদ্বয় একত্র করিলে জ্বলিয়া উঠে। এই সকলও আত্মীয়তা শক্তির ফল। অতএব আত্মীয়তা-শক্তি-হইতে তাপ ও আলোক উভয়ই উদ্ভাবিত হয় মানিতে হইল।

অপর, তাপহইতে আত্মীয়তা-শক্তিও বর্দ্ধিত হত দেখা যায়। এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহা সামান্যতঃ একত্র হইলে কোন মতেই মিশ্রিত হয় না, পরন্তু অল্প তাপ নিয়োজন করিলেই এককালেই আত্মীয়তা শক্তির বেগে পরস্পর হইয়া একীভাবাপন্ন হয়।

পুনঃ, আত্মীয়তা-শক্তিহইতে বিদ্যুচ্ছক্তি জন্মে। এক খণ্ড তাম্র ও এক খণ্ড দস্তা সংস্পৃষ্ট না করিয়া দ্রাবক ও জলে মগ্ন করিলে বিদ্যুচ্ছক্তি জন্মে। সেই শক্তিতে অন্য বীজোদ্ভূত বিদ্যুচ্ছক্তির সমস্ত গুণ দৃষ্ট হয়। বিদ্যুদ্দ্বারা আত্মীয় দ্রব্যদ্বয় অনায়াসে মিশ্রপাশে বদ্ধ হয়, ও অপর আত্মীয় পাশ-হইতে পুনঃ সহজে বিভক্ত হইতে পারে।

অতএব যে কোন শক্তি হউক না কেন দৃশ্যতঃ নষ্ট হইলে সেটি প্রকৃত নষ্ট হইল না। সে শক্ত্যন্তরে পরিণত হইল। ক্রিয়া মাত্রেরই ফল আছে। শক্তি গুরু হইলে ফলের গুরুত্ব দৃষ্ট হয়; ফলে শক্তি যত কেন লঘু হউক না কেন এককালে তাহার ফলের শূন্যত্ব অসম্ভব। হস্তোত্তোলন সামান্য ব্যাপার, কিন্তু ঐ উত্তোলন-মাত্রেই পৃথিবীর মধ্যগুরুত্ব শক্তি চালিত হয়। এ আন্দোলন যত কেন ন্যূন হউক না কেন, একটী সূচিকার পতন-তুল্য হইলেও পৃথিবীর সঞ্চালনার অভাব হইবে না; শক্তির ফল অবশ্য ঘটিবে। এবম্প্রকার

সদৃশ হীন জীবের সামান্য হস্তচালনে বা সূচিকার পতনে যে শক্তি উদ্ভাবিত হয় তাহার ক্ষয় না হইয়া সমস্ত সংসার আহত হয়! কিয়ৎ পরিমাণে তাপ জন্মিলেও নানাবিধ শক্তির সঞ্চালন হয়। আমাদিগের স্থূলেন্দ্রিয়ে সে সকল শক্তির নিত্য ফল লক্ষ হইতেছে না বটে, কিন্তু সে ফল ব্রহ্মাণ্ডে চিরকালের মত আপনার অক্ষয় চিহ্ন রাখিয়া যায়। সংসার প্লাবিত হউক, আর অগ্নিতে দগ্ধ হউক, এক নিমেষমাত্র হীনবীর্য্য মানবের হস্তোত্তোলন জন্য শক্তির ফল আর কখন কোন কালে লুপ্ত হইবে না। যদি কখন যন্ত্রাদিদ্বারা ইন্দ্রিয়সকল সূক্ষ্ম ও অধিকতর তেজস্বী করা হয়,—যেমন দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চক্ষুর ক্ষমতা বৃদ্ধিকে পাইয়া থাকে, বাষ্প-যন্ত্রে বল বৃদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়, বিদ্যুচ্ছক্তিতে জবনতা লাভ করা যায়—যদি কখন ইন্দ্রিয় এপ্রকার তেজস্বী হয় যে সকল অণুমাত্র শক্তির অত্যণুমাত্র ফল লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয়, তবে সংসারের আদি অবধি (যদি আদি সম্ভবে) বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে সকল অনুমানদ্বারা ফলাশ্রয় করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইব।

ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিশক্তির ক্রিয়া অলুপ্তব্য অক্ষরে লিখিত আছে; পাঠক থাকিলেই অবগত হইবে। ভূতত্ত্ব-বিদ্যা ও প্রারট্ প্রাণি-বিদ্যা উক্ত অক্ষরের সদ্বুদ্ধির পাঠ।

উদ্ভিজ্জের চেতনা ও অঙ্গ সঞ্চালন।

উদ্ভিৎ-প্রাণীর সামান্যতঃ চলনশক্তি বা অঙ্গচালনশক্তি দেখা যায় না বলিয়াই স্পর্শ মাত্রে লজ্জাবতী লতার পর্ণ-সঙ্কোচ ও পরতালাতে বনচণ্ডালিকার পর্ণের নৃত্য অনৈসর্গিক নিপাতন-সিদ্ধ ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান করা যায়। পরন্তু উদ্ভিৎ-প্রাণীর যে স্বাভিপ্রায় স্বতঃ অঙ্গচালন মাত্র নাই ও প্রস্তরাদি স্থাবরের ন্যায় গতিশক্তিমাত্র-বিহীন একথা বলা যাইতে পারে না। ফলে স্বজাতি ও বংশ রক্ষার নিমিত্ত যে সকল কর্ম্ম প্রাণি শ্রেণীতে প্রাণিমাত্রেরই মুখ্য উদ্দেশ্যের আবশ্যক উদ্ভিদে তৎ সমস্তই লক্ষ হয়। এবিষয় বিলক্ষণরূপে বুঝিতে গেলে আদৌ উদ্ভিদের দেহ কৌশলবিষয়ে কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া আবশ্যক।

জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদের পাকস্থালী নাই, তদ্ব্যতীত জন্তুর যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি আছে প্রায় সকলেরই প্রতিনিধি উদ্ভিন্মাত্রেই এক প্রকার দৃষ্ট হয়। উদ্ভিন্মাত্রের দেহ অতি সূক্ষ্ম ত্বকে নির্ম্মিত হয়। ঐ ত্বক্ অতীব সূক্ষ্ম-কোষ বা কুহরের সমষ্টি; এই প্রযুক্ত, উদ্ভিদ্বেত্তারা তাহাকে "কৌষিক ত্বক্" শব্দে বিধান করেন। ঐ ক্ষুদ্র কোষ বা কুহর বা গর্ভগুলার আকার নানা প্রকার; কোন গুলী গোলাকার, অপর গুলী পটোলাকৃতি, অপর কোন গুলী সূক্ষ্ম-সূচিকাকার, তাহার মধ্যে অল্প পরিমাণে এক প্রকার দ্রব পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। এবংবিধ লক্ষ লক্ষ কোষ একত্রিত হইয়া উদ্ভিদের মজ্জা, ত্বক, পত্র, পুষ্প ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিষ্পন্ন করে।

উদ্ভিদের বীজ (সামান্যতঃ বোধের জন্য ছোলা লইয়া বর্ণনা করা যাউক) পরিণত হইয়া উপযুক্ত ভূমিতে পতিত বা উপ্ত হইলে এবং উপযুক্ত তাপ ও জল পাইলে ক্রমশঃ তাহার গর্ভস্থ কৌষিক ত্বচ স্ফীত হয়, ও ছোলাটিকে দ্বিধা করিয়া রক্ত বর্ণ ত্বক্ ভেদ করে। ইহাই বৃক্ষের অঙ্কুর। অতঃপর ঐ বীজস্থ কৌষিক ত্বচের কিয়দংশ ঊর্দ্ধে এবং কিয়দংশ অধোগামী হয়। যে দিক্ মৃত্তিকার অধঃ দিকে থাকে সেই দিক্‌হইতে যে অঙ্কুর বাহির হয় সেটি মূল রূপে পরিণত হয়। ঊর্দ্ধগামী অঙ্কুর তরুস্কন্ধ ও তাহার শাখা। বীজোদ্ভূত অঙ্কুর এই দুই রূপে ব্যাপ্ত হয়। এই প্রকট অলঙ্ঘনীয় নিয়ম যে পত্র সমন্বিত অঙ্কুর কখন অধোগামী হয় না; এমন কি বিপরীতাবস্থায় স্থাপিত হইলেও অর্থাৎ উলটা করিয়া পুতিলেও অন্ততঃ তাহার পর্ণগুলি ঊর্দ্ধমুখ হইবে। পাঠকগণ অবশ্য লক্ষ করিয়া থাকিবেন যে অনেক স্থলে দূর্ব্বা বা অন্য কোন দীর্ঘ অথচ কোমল উদ্ভিদ্ কোথাও অল্প বয়স্ক অশ্বত্থাদি কোন প্রাচীরের এক দেশে বা অগ্র ভাগে জন্মিয়া স্বীয়ভার সহ্য করিতে অক্ষম হইলে সমস্ত তরুটি নিম্নদিকে লম্বমান হয় বা ঢুলিয়া পড়ে বটে, পরন্তু ঐ তরুর শাখার অগ্রভাগ সর্ব্বদা ঊর্দ্ধমুখ থাকে। কেহ যদি কখন উক্তাবস্থ তৃণের বা দূর্ব্বার অগ্রভাগে শিশু-স্বভাব-সুলভ কুতূহলে ছোট ঢিল বাঁধিয়া থাকেন তবে অবশ্য লক্ষ করিয়া থাকিবেন যে নবপ্রসূত শাখা ও পর্ণচয় ঐ লোষ্ট্র সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখ হইয়াছে। এমন কি তরুবিশেষে উক্ত ঊর্দ্ধগামী বল এত অধিক যে অতি কোমল নবাঙ্কুর অতি কঠিন মৃত্তিকাভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া থাকে। কুশ, কাশ-উলু পতিত বা চরণ-মাঠে নবাঙ্কুর প্রেরণে কত কঠিন ভূমিভেদ করে তাহা সকলে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। বাঁশের অঙ্কুর যখন সদ্যঃ উদ্ভূত হয় তখন তাহা অত্যন্ত কোমল, এবং তরুণ বালকেও তাহা অতি অল্পবলে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তাহার উপর একটি হাঁড়ি উলটাইয়া রাখিলেও সে ক্রমশঃ তাহাকে মস্তকে লইয়া ঊর্দ্ধে বর্দ্ধিত হয়, হাঁড়ী তাহার বৃদ্ধির কোন বিশেষ ব্যাঘাত করে না। অপর যদ্যপি হাঁড়িটি দৃঢ় করিয়া ভূমিতে বাঁধা থাকে তবে

বাঁশের অঙ্কুরে তাহা ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

সকলেই গিলে, নাটাফলের বীচ, তাল ও আম্রের বীচ দেখিয়াছেন। কত কষ্টে তাহার ত্বক যন্ত্রদ্বারা ছেদ করা যায়? কিন্তু নূতনাঙ্কুর তাহার কঠিন আবরণ অনায়াসে ভেদ করিয়া উদ্ভূত হয়; অথচ সেই নবাঙ্কুর এত কোমল থাকে যে অতি স্বল্প আঘাত পাইলেই ভাঙ্গিয়া যায়। এপ্রকারে অঙ্কুরোদ্গমকালে বীজস্থ কোমল কৌষিক ত্বক্ যে কত শক্তির কর্ম্ম করে তাহা বলা যায় না।

অপর অঙ্কুরিত শাখা বা স্কন্ধ ঊর্দ্ধমুখ হইতে যে কত বল প্রকাশ করে ও চেষ্টা পায় তাহার প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। ক্রমে যখন তরু বদ্ধমূল হইয়া কথঞ্চিৎ বয়ঃ প্রাপ্ত হয়, তখন ভূমধ্যস্থ রস ও ক্ষারাদি পদার্থ স্ব স্ব মূলাচ্ছাদক সূক্ষ্ম কোষদ্বারা আকর্ষণ করে। পণ্ডিত-বিশেষে বলেন যে সে আকর্ষণ তরুর অঙ্গসূচক নহে; সে টি সূক্ষ্ম ছিদ্রের গুণে ভূমধ্যস্থ রসের আকর্ষণ হয়। তাহা হইলেও মূলাচ্ছাদনের চতুর্দ্দিকস্থ নানাবিধ ক্ষারাদি বর্ত্তমানে যে তরুর মূল স্ব স্ব ব্যবহারোপযোগী ক্ষারবিশেষ আকর্ষণ করে ও অন্য ক্ষার ত্যাগ করিয়া প্রয়োজনীয় ক্ষার লয় ইহাতে মূলের কথঞ্চিৎ বিচার-শক্তি আছে মান্য করিতে হইবে। অপর পণ্ডিত-বিশেষের মত যে অনুপযুক্ত ভূমিতে বীজ বা তরু রোপণ করিলে উক্ত বীজ আদৌ অঙ্কুরিত হয় না, ও তরু জীবিত থাকে না। ইহার পোষক উদাহরণ নিতান্ত অভাব নহে। যদিচ বিপক্ষবাদীরা বলেন যে ভূমি মাত্রেই বীজ বপন করিলে উপযুক্ত তাপ ও জল পাইলেই অঙ্কুরিত হইবে। ইহাতে যে অনুপযুক্ত ভূমিতে তরুর অখাদ্য ক্ষার মূলদ্বারা আকৃষ্ট

হয় সপ্রমাণ হইল তাহা বোধগম্য হয় না; কেননা বীজ শুদ্ধ জলে অর্দ্ধ নিমজ্জিত করিয়া পরিমিত তাপ দিলেও অঙ্কুরিত হয় দেখা গিয়াছে। কিন্তু সে অঙ্কুর কদাচ বীজ গর্ভস্থ কৌষিক-ত্বচের অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় নাই। যাহা হউক নানা পদার্থ মিশ্র ভূমিতে কোন তরুর বীজ উপ্ত করিলে তাহার মূল উক্ত মিশ্র ভূমিহইতে কেবল আপনার প্রয়োজনীয় ক্ষারাদি আকর্ষণ করে, অপর ক্ষারাদি কোন মতেই লয় না। এ বিচার-শক্তি বিশেষ করিয়া প্রণিধান করিলে পশ্বাদির যথা আহারের বিচার জ্ঞান তদ্রূপই লক্ষিত হয়। সে গুণটি বা ধর্ম্মটি উদ্ভিৎ-সম্পর্কে জ্ঞান বলুন বা অন্য কোন নামে তদ্ভাব প্রকাশ করুন, সেটি পশু-সম্বন্ধে যথা আত্মরক্ষায় চেষ্টা ও স্ববংশ-বৃদ্ধি ও রক্ষায় যত্ন, সেই রূপ ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

উদ্ভিন্মাত্রের জীবিত থাকিবার জন্য ন্যূনাতিরেক আলোক আবশ্যক। যদিচ বহু তরু-লতাদি স্বল্প আলোকে বা আওতায় বিশেষ বৃদ্ধি পায়, আবার অনেকে প্রত্যক্ষ সূর্য্যরশ্মি না পাইলে ধ্বংস হয়; পরন্তু এককালে আলোকের অভাব হইলে উদ্ভিদের জীবিত থাকা অসম্ভব। কঠিনপ্রাণ তৃণ দূর্ব্বাদিও আলোকাভাবে এককালে অবসন্ন হয়। আলোক উদ্ভিজ্জীবনের নিমিত্ত এতাদৃশ আবশ্যক বলিয়াই তরুমাত্রেই যে দিকে আলোক সেই দিকেই শাখা-প্রশাখাদি বিস্তার করে। এবিষয়ে অনুরক্ত পাঠকগণ যদি লক্ষ্য করিয়া দেখেন তবে অবগত হইবেন যে এতদ্দেশে কোন বৃক্ষের পত্র (যদি সে বৃক্ষ মাঠের মধ্যে থাকে) উত্তর দিকে হেলিয়া নাই। পত্র মাত্রের দুই পৃষ্ঠ ভিন্ন। যে পৃষ্ঠ উপরে থাকে সে পৃষ্ঠ সর্ব্বদা আলোকের দিকে থাকিবে, কদাচ সূর্য্যের বিপরীত দিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে হেলিবে না। কোন তরু গামলায় রোপণ করিয়া ঘরের ভিতর রাখিলে ঘরের যে দিকে দ্বার বা আলোকাগমের গবাক্ষ আছে সেই দিকেই হেলিবে। যদি সে গাছ বাঁকিবার কিছুদিন পরে ঐ বক্র দিক্ গবাক্ষ-হইতে ফিরাইয়া রাখা যায় তবে অপর দিক্ আবার ক্রমশঃ গবাক্ষের দিকে হেলিবে, সন্দেহ নাই। সকলেই অবশ্য লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে ঘন গুল্মাদির ঝোপের নীচের ভূমিতে কদাচ ঘাস পর্য্যন্ত জন্মে না। আলোকাভাবে গুল্মাদির ভূমিতে পতিত পক্ক বীজ ও ক্ষুদ্রতর তরু চয়ের বীজ নির্জ্জীব হইয়া থাকে। উপরের ঝোপ নষ্ট হইলেই নূতন নূতন শাখাপল্লব সকল উদ্ভূত করে। এই কারণেই যদি কখন কোন স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র তরু উক্ত প্রকার গুল্মের ঝোপের ভিতর জন্মায় তবে আপনার প্রাণ ও বংশের রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় স্বভাব-সিদ্ধ দৈর্ঘ্য অতিক্রম করিয়া উচ্চতর তরুর অপেক্ষা উচ্চ না হউক তাহার তুল্য হয়। ফলে প্রাণীমাত্রে যেমন আপন প্রাণ ও বংশ রক্ষায় যত্নবান্ উদ্ভিন্মাত্রেও স্ব স্ব রক্ষার নিমিত্ত সেই রূপ যত্নবান্। সংসারের মূল ধন যখন ক্ষয় বৃদ্ধি যাহা হউক, আলোক লাভাশয়ে তরু যথেষ্ট যত্নবান্ হয় সে চেষ্টার ক্রিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বক্র করা ও বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শীঘ্র বৃদ্ধিতে প্রকাশ পায়।

এই বিবরণে অনায়াসে উপলব্ধ হইবে যে অবস্থানুসারে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহাও জ্ঞাতব্য যে প্রয়োজন বশতঃ এক অঙ্গ অপর অঙ্গে পরিণত হয়। কেহ যদি কোন বৃহৎ অশ্বত্থ বা বট বৃক্ষের ভয়াবহ ঝড়ে উন্মূলিতাবস্থা দেখিয়া থাকেন তবে স্বীকার করিবেন যে ভূমিহইতে উৎপাটিত মূল কিছুদিন আলোক ও শূন্যে থাকিলেই নূতন শাখা ও পর্ণ প্রসব করে। আবার ভূমিতে প্রোথিত শাখা কিছু দিন মৃত্তিকায় থাকিলেই তাহার ত্বক্ ও শাখা প্রকৃত মূলে পরিণত হয়; এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তরুর কলম বাঁধা যায়।

আলোকে পত্র সকল হরিদ্বর্ণ হয়; তদভাবে একান্ত শীর্ণ হইয়া যায়। শিম্বিক বা শিমের অবয়ব-ফলোৎপাদক তরুর পত্র আলোকে প্রস্ফুটিত হয় ও সায়ঙ্কালে প্রত্যহ মুদ্রিত হইয়া থাকে; যথা কালিকাসুন্দা ইত্যাদি। যদি কদাচ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে মেঘে ঘোরতর অন্ধকার করে তাহা হইলেও উক্ত জাতীয় তরুচয়ের পর্ণসকল মুদ্রিত হয়; ফলে এবম্বিধায় তরুর এক প্রকার অঙ্গ-চালন শক্তি লক্ষিত হয় বলিতে হইবে।

অনেক কুসুমে বীজকোষ ও কেশর বর্ত্তমান থাকে। ধুস্তূরার কুসুম প্রস্ফুটিত হইলে নিয়মিত সময়ে কেশরচয় এক এক করিয়া বীজকোষে মিলিত হয় ও সেই অবকাশে আপনাদিগের বীজ বীজকোষে অর্পণ করে।

উত্তর-কারোলাইনা-দেশে "রতির মক্ষিকাজাল" নামক এক অতি ক্ষুদ্র তরু আছে; নাবাল লোণা ভূমিতেই উক্ত তরুর বৃদ্ধি হয়। এই তরুর পত্রের একটি চমৎকার অঙ্গঞ্চালন-শক্তি দেখা যায়। পত্রের পার্শ্বদ্বয়ে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কএকটি কাঁটা আছে। উক্ত কাঁটার উপর মক্ষিকা বা কীট বসিলেই পত্রটি মুদ্রিত হয় ও যত ক্ষণ এবম্প্রকারে বদ্ধ কীট নষ্ট না হয় তত ক্ষণ উক্ত পত্রটি পুনঃ প্রস্ফুটিত হয় না।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

১। "প্রবোধ শতক। শ্রীচন্দ্রকান্ত-তর্কালঙ্কার-প্রণীত ও প্রকাশিত।" এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি আমরা এক জন আত্মীয়ের নিকট দেখিয়া পরে এক আত্মীয়ের সমালোচনায় সমর্পিত করিয়াছিলাম। তাঁহার অভিপ্রায় তিনি নিম্নে উদ্ধৃত বাক্যে ব্যক্ত করিয়াছেন; আমরা তাহাতে সম্যক্ সম্মত আছি। "আমি আপনার প্রেরিত 'প্রবোধ-শতক' গ্রন্থখানি সাভিনিবেশ-চিত্তে পাঠ করিয়াছি। এই গ্রন্থে ১০৩ টী শ্লোক আছে; তন্মধ্যে ২ দুটী নান্দী, আর একটী উপহার স্বরূপ, অবশিষ্ট এক শতটী কবিতাদ্বারা গ্রন্থকার স্ত্রীজাতির অনর্থের মূলতা, অতি-তুচ্ছতা এবং অনুপাদেয়তা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

"ইহাতে 'অমরুশতক' 'শান্তিশতক' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থহইতে ভাব সঙ্কলিত করা হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা এই গ্রন্থ উপলক্ষে নিজের বেদান্তাদি-দর্শন ও অলঙ্করাদি শাস্ত্রে দৃষ্টি থাকার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। ছন্দোবন্ধনাদি-বিষয়ে যে গ্রন্থকর্ত্তার বিশেষ পারদর্শিতা আছে, তাহা স্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। স্থানে স্থানে রচনার যেরূপ গাঢ়তা আছে ও ভাব সঙ্কলন করা হইয়াছে তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার প্রতি যে কবিত্বদেবীর সুপ্রসন্নতা আছে তাহাও বোধ করি বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

"গুণ বলিলে দোষ-বিষয়ে মৌনাবলম্বন করা উচিত নহে। এই গ্রন্থে পুনরুক্তি, সন্ধি-কষ্টতা, অপ্রযুক্ততা, অগাঢ়-বন্ধতা প্রভৃতি কএকটী দোষ স্থানে স্থানে লক্ষিত হইয়াছে। ও স্থানে স্থানে এরূপ কঠিন রচনা হইয়াছে যে তাহা গ্রন্থকারের কৃত টীকা না থাকিলে সহজে বোধগম্য হইত না। নারীর প্রতি যেরূপ অনুক্তি-রূপে দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকারের নারীর প্রতি প্রবল দ্বেষ ভিন্ন অপক্ষপাতিতার পরিচয় পাওয়া যায় না; আর দ্বেষ নিবন্ধন উপদেশে কাহার শ্রদ্ধা হইতে পারে? বিশেষতঃ অনেক স্থলে নারীর কল্পিত অপকর্ষ

প্রতিপাদন করিবার আশয়ে যেরূপ প্রকৃত উৎকর্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকারের অভিপ্রেত প্রবোধ না হইয়া পাঠকগণের মনে বিপরীত ভাবের উদ্রেক হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, সুতরাং প্রকৃত-উদ্দেশ্য-সাধনে সমর্থ হইবে কি না সন্দেহ;” প্রত্যুত গৃহস্থের পরম ধন গেহিনী, তাহার নিন্দায় যে গ্রন্থকার অনেকের নিকট তিরস্কৃত হইবেন তাহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। আশ্রমত্যাগী বৈরাগ্যবান্‌দিগের পক্ষে নারীর নিন্দা আদরণীয় হইতে পারে, পরন্তু অরণ্যাশ্রমী ঋষিরা অনেকেই আপন আপন পর্ণ-কুটীরে স্ত্রী-রত্নের সমাদর করিয়াছেন, এবং এই যুগের বিষয়িদিগের পক্ষে সুশীলা স্ত্রীর অপেক্ষা বা তত্তুল্য উৎকৃষ্ট পদার্থ সংসারে কিছু নাই, ইহা আমরা গুণ্যগ্রগণ্য গ্রন্থকার মহাশয়কে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

যাহা হউক সাধারণ্যে বিবেচনা করিলে এক্ষণে সংস্কৃতের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এ সময়ের পক্ষে এইরূপ গ্রন্থকে উৎকৃষ্ট অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

২। “নীতিগর্ভ প্রসূতি-প্রসঙ্গ। শ্রীজগচ্চন্দ্র মজুমদার প্রণীত।” এই গ্রন্থখানির প্রণেতা ইংরাজী বিদ্যায় অভিজ্ঞ নহেন; ও বিদেশীয় নীতিশাস্ত্র বা দর্শনশাস্ত্র বা পদার্থবিদ্যা কিছুই তাঁহার অধীত নহে। কেবলমাত্র সংস্কৃত তাঁহার আলোচনার পদার্থ, এবং আজন্মকাল ঐ বিদ্যারই অনুসরণে উৎসর্গ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে নব্যমত কিছুই দৃষ্ট হয় না। “উন্নতি” “দেশহিতৈষিতা” “স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা” ইত্যাদি বৃহৎ বৃহৎ প্রগাঢ় শব্দের বাগাড়ম্বর তাহাতে লক্ষ্য হওয়া ভার। পরন্তু প্রকৃত-পক্ষে নীতিশাস্ত্রের যাহা কিছু ভদ্রের প্রয়োজনীয় বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহার কোন অংশের অসদ্ভাবমাত্র নাই। ইহাতে ভদ্র-মহিলারা কি প্রকারে পুত্রকে উপদেশ দিয়া থাকেন তাহার আদর্শ—অথবা নীতিশাস্ত্রের সমস্ত উপদেশ কএকটী মহিলার মুখহইতে বিনিঃসৃত—করা হইয়াছে, সুতরাং গৃহস্থা সুশীলা, স্নেহপরায়ণা মাতার পক্ষে যাহা উপযুক্ত তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে সকলই গৃহকথা, সৎপ্রসঙ্গ, নিস্তেজ বাক্য; কিছুই উজ্জ্বল চমৎকার-জনক রস-সম্বর্দ্ধক নহে; অতএব নাগরিকেরা অনেকে ইহা ত্যাগ করিয়া ভারতচন্দ্রের অনুসরণ করিতে পারেন; তথা বড়তলাস্থা বিদ্যাদেবীর প্রলোভনপত্রে অভিনিবিষ্ট হইতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা বালকগণকে দুষ্কর্ম্মহইতে নিবারণ করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা পাপের দমন করিতে মানস করেন, যাঁহারা স্বদেশীয় মানব-মণ্ডলীমধ্যে সদাচার সদ্‌ব্যবহার ও সৎক্রিয়ার পরিবর্দ্ধনের লালসা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অবশ্য আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই। বিষ্ণু-শর্ম্মা উপন্যাসচ্ছলে নীতির উপদেশ দিয়াছেন, এবং অনাবিষ্ট বালকদিগের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত তাহা পরিপাটি হইয়াছে মানিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অনেক গ্রন্থের আলোচনা না করিলে মনুষ্য নিজ নিজ ব্যবসায় নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, অথচ অধ্যয়নের কাল নানা কারণে পূর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং কাক বক সারস সিংহাদির সুদীর্ঘ দশপৃষ্ঠা-পরিমিত উপন্যাস পড়িয়া একটী নীতিকণার নিমিত্ত কালক্ষেপ করিতে পারেন না। অপর পক্ষে “চানক্য-শ্লোক” নামক পুস্তকের সূত্রবৎ বাক্যও আশু বালকের হৃদঙ্গম হয় না। মজুমদার মহাশয় এ উভয় প্রথার পরিহরণ করত, মাতৃমুখে যে প্রকারে কোমল সরল ভাবে নীতির উপদেশ ব্যক্ত হয় তাহার অবলম্বন করিয়াছেন, ইহাতে উপদেশ

দিবার নি[illegible]াহার পুস্তক যে বিশেষ আদরণীয় হইবে, তা[illegible]ামরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি। [illegible]ন্তু গ্রন্থকারের রচনা-চাতুর্য্য সর্ব্বতোভাবে[illegible]শংসনীয়। সরলতা, সুমিষ্টতা, সুচারু-বাগ্মি[illegible] ও অলঙ্কার-সিদ্ধতা তাঁহার রচন[illegible] বিশেষ লক্ষণ, এবং বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহার বহুল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা ইচ্ছা করি যে গ্রন্থখানি সাধারণের নিকট ও পাঠশালাস্থ উপযুক্ত বালকদিগের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে সমাদৃত হয়।

৩। “রত্নবতী। কৌতুকাবহ উপন্যাস। শ্রীমীর-মসারফ হোসেন প্রণীত”। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি-ও সমাদরের যোগ্য। ইহা এক জন কৃতবিদ্য মুসলমানদ্বারা রচিত, অথচ ইহার রচনা কোন সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিতের বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। ফলে আমাদিগের বোধ ছিল মুসলমানেরা বাঙ্গালী লিখিতে পারেন না, এবং তাহার প্রমাণার্থে

“পহেলাতে বেছমেল্লা
শুরুকরি নামে আল্লা
সে নাম ছেপ্ত শুন২ ভাই।
আমেল ফাজেল তারে,
এরবিতে তরজমা করে,
মুখলোকে তাহা বোঝে নাই।
শুন ভাই বেরাদরি
একারণে বাঙ্গালা করি,
লেখি আমি বুঝিবার তরে।”

ইত্যাদি “ইবলিস নামার” ত্রিপদী মনে উদিত হইত। শ্রীযুক্ত মীরসাহেব সেই বোধের একেবারে নিরাকরণ করিয়াছেন। কি বর্ণশুদ্ধি, কি ব্যাকরণ, কি রচনা-কুশলতা, সকল বিষয়েই গ্রন্থের সাধুতা হইয়াছে; উহার নামপত্রে যাবনিক নামটি না থাকিলে আমরা অনায়াসে গ্রন্থখানি সুশিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুদ্বারা বিরচিত বলিয়া স্বীকার করিতাম। বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা এই যে গ্রন্থে বর্ণবিন্যাসে সুসাধু সংস্কৃত শব্দের কুত্রাপি ভ্রম হয় নাই, অথচ গ্রন্থকারের আপন নামটি বাঙ্গলায় পরিশুদ্ধ লিখিতে পারেন নাই। যাঁহারা পারশ্য ও [illegible]ারব্য ভাষা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা স্বীক[illegible] পত্র। [illegible]বেন যে ‘মসারফ হোসেনের’ পরিবর্ত্তে [illegible] লিখিলে শুদ্ধ মুসলমানী উচ্চারণের রগম মূল্য ২ টাকা

সে যাহা হউক গ্রন্থের রচনা-বিষয়ে শ্রীযুক্ত মীর সাহেব যেরূপ প্রশংসনীয়, উপন্যাস কথন বিষয়েও তিনি সেইরূপ আদরণীয়। তাঁহার রচনায় কুত্রাপি বিশেষ চমৎকারিতা নাই। “এক রাজার দুই স্ত্রী, দো আর সো” ইত্যাদি ঠাকুরমার গল্পের অনুকরণে সরলভাষায় সরল প্রথায় গুজরাটাধিপের পুত্র ও তদীয় মন্ত্রিপুত্রের অভেদ্য প্রণয় উপলক্ষ করিয়া গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছে। ঐ রূপ রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র যে কত শত সহস্র উৎপন্ন হইয়াছে তাহা বর্ণন করা ভার। পরন্তু আমাদিগের বোধে জগতের হিত-সাধানার্থে রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র প্রভৃতি ধনি-সন্তানেরা নিতান্ত অপদার্থ; তাহাদিগদ্বারা ভূমণ্ডলের যত অনিষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে তাহার সহস্রাংশের একাংশও মঙ্গল সাধিত হয় নাই অতএব তাহারা পৃথিবীতে না থাকিলেই মঙ্গল। পরন্তু গল্পের দ্যোতকতার্থে তাহাদের একটী বিশেষ গুণ আছে, তাহা সহসা অন্যত্র প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। নাটকের নায়কতা সাধিতে তাহাদিগের তুল্যপাত্র আর নাই; বিশেষ বিবাহোন্মুখ-ললনার পক্ষে রূপবান্ ধনবান্ সাহসী রাজপুত্রাপেক্ষা কোন্ ব্যক্তি বিশেষ আদরণীয় হইতে পারে? এই প্রযুক্তই আমরাও কখন কখন রাজপুত্রাদির নাম সহ্য করিয়া থাকি, এবং সেই সহিষ্ণুতা-গুণে শ্রীমীর

সাহেবের গল্পটীর অদ্যোপান্ত্য পাঠ করিয়াছি। মীর সাহেব সঙ্কল্পাবধি শেষ পর্য্যন্ত লোক-পরম্পরা পিতামহীপ্রদত্তপ্রথার অনুবর্ত্তিতা রক্ষা করিয়াছেন, এবং তাহাতে আদর্শানুরূপ ফললাভ করিয়াছেন বলিতে হইবে। বাল্যকালের গল্পের শ্রবণে যেরূপ অনুরাগ ও তৃপ্তি জন্মে তাঁহার গল্পপাঠেও সেইরূপ নিন্দায় অনাদর বা ক্লেশ বা অনুরাগের তিরস্কৃত হইতে হয় না। যাঁহারা আমাদিগের ইতে পারে। মত না হন, তাঁহারা একখানি গ্রন্থ ক্রয় করিয়া পরীক্ষা করিলে অনায়াসে আপন আপন নঞানুরাগ হইতে বিমুক্ত হইবেন।

৪। "নিবাতকবচ-বধ বাঙ্গলা মহাকাব্য। শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্ম প্রণীত।" মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচবধপর্ব্ব ইহার মূল, এবং তদবলম্বনে গ্রন্থকার সংস্কৃত মহাকাব্যের লক্ষণানুসারে ইহার গ্রন্থন করিয়াছেন। বীররসের আলোচনা করাই গ্রন্থের অভিপ্রেত, এবং তাহার সার্থকতা-সাধনার্থে গ্রন্থকার আদর্শের অন্তর্গত উর্ব্বশীর শাপাংশটী ত্যাগ করিয়াছেন। সংস্কৃত-শাস্ত্রে গ্রন্থকারের বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে, এবং তাহার সাহায্যে প্রগাঢ় পদ্য-রচনায় তিনি সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার রচনায় অলঙ্কার গুলিও যথাশাস্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং তাঁহার কাব্যপাঠে অনায়াসে সমস্ত অলঙ্কারেরও লক্ষণ ও উদাহরণ বিষয়ে সদুপদেশ মত্ত তাঁ। ইহ য়া যায়। পরন্তু এক বিষয়ে গ্রন্থকার হা অদশ াস্ত্রের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি রাখেন না ধিক, শাস্ত্রে শুষ্কো বৃক্ষস্তিষ্ঠত্যগ্রে" এবং "নীরস প্রাতে তা ভাতি" এই দুই পদ্যের মধ্যে বিশে ন্যাস শীলা অনুধাবন করেন নাই। অপর মনঃপ্র র উপা ত্র অভিধেয় কাব্যে সর্ব্বসাধারণ-পরিচিত সরল কথার পরিবর্ত্তে জিহ্বা-পীড়ক শিরঃশূল-জনক দুর্বোধ্য কঠোর সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজন কি ইহা আমরা স্থির করিতে পারি না। আমাদিগের বোধে উৎকট অনুপ্রাস জমক উৎপ্রেক্ষাদিপূর্ণ নৈষধের বর্ণনাপেক্ষা বালবোধনীয় সুমধুর রামায়ণ সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং আমরা "নিবাতকবচ বধের" প্রতি পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক সংস্কৃতাবিধানে পরিপূর্ণ দেখিয়া কোন মতে তৃপ্ত হইতে পারিলাম না। সত্য বটে যে সেক্সপিয়রের গ্রন্থের অনেক টীকা টিপ্পনী হইয়াছে; পরন্তু সেক্সপিয়রের গ্রন্থ প্রায় ৪০০ বৎসর প্রাচীন হইয়াছে বলিয়া এইক্ষণে আমরা তাঁহার প্রাচীন ভাষা সহসা বুঝিতে পারি না, এবং টিপ্পনীর আকাঙ্ক্ষা করি; যে সময়ে সেক্সপিয়র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন সে সময়ে তাঁহার ভাষা আপামর সাধারণ সকলেই বুঝিতে পারিত, কেহই টীকার প্রার্থনা করিত না। নিবাতকবচের রচনার প্রথম দিবসাবধিই টীকার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৫৫ খণ্ড

যুগান্তরীয় প্রাণী।

বর্ত্তমান প্রাণি-সমূহ দেখিলে কেহ বলিতে পারেন না যে পুরাকালে ভূমণ্ডলে অন্য জাতীয় প্রাণী ছিল। অপর, যদি অন্য জাতীয় প্রাণী সম্ভবে, তাহা হইলে এক্ষণে যে সেই সকলজাতীয় প্রাণী এককালে উন্মূলিত হইয়াছে ইহাও অসম্ভব। সহসা মনে উদয় হইতে পারে যে যদি সে সকলজাতীয় জীব উন্মূলিত হইয়া থাকে ও বর্ত্তমান বিভিন্ন জাতীয় জীব ভূমণ্ডলে সৃষ্টিকালারম্ভাবধি সংসারে ছিল না তাহা হইলে কোথাহইতে এ সকল জাতি-সমূহ উদ্ভাবিত হইল? অথবা আদিম সৃষ্টির পর সংসার এক বার মহাপ্রলয়ে নষ্ট হইয়া যায়; স্রষ্টা পুনঃ নূতন সৃষ্টি আরম্ভ করিয়া নব নব প্রাণিচয়ে ভূমণ্ডলকে সুসজ্জিত করিয়াছেন। যদিচ এ সকল প্রাক্তন বিচারে কোন ফলোদয় নাই, তথাপি অতি প্রাচীন কালাবধি জনসমাজে ইহার অনুধাবন হইয়া আসিতেছে। বোধ হয় কোন পূর্ব্বতন প্রাণি-বিশেষের প্রস্তরীভূত অস্থি বা অন্য কোন অবশিষ্ট চিহ্ন দেখিয়া আদিম মনুষ্যের মনে উপরোক্ত অনুমান অঙ্কুরিত হইয়া থাকিবে। অপর বোধ হয়, এই রূপ বিচার-প্রণালী আশ্রয় করিয়াই কল্পনা-শক্তির সহকারে সকলেই এক এক অতীত মহাপ্রলয়ের জন-শ্রুতি প্রচার করিয়াছেন। উক্ত জন-শ্রুতি সর্ব্বপুরাতন-জাতি-মধ্যেই প্রচলিত আছে। ইহুদিদিগের মধ্যে ও তাহাদিগহইতেই সমস্ত খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান জাতির মধ্যে উক্ত স্বতন্ত্র সত্য দুই ঘটনার উদ্দেশে "নোয়ার প্রলয়" প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আমাদিগের মধ্যেও এক মহাপ্লাবনের জনশ্রুতি আছে। পূর্ব্বকালীন লোকের মধ্যে পিলাসজি জাতীয়দের মহাপ্লাবনও প্রসিদ্ধ। আর আদিম মনুষ্য যে প্রাক্কালীন প্রাণি-বিশেষের চিহ্ন ও অস্থির অবশিষ্ট দেখিতে পাইবে ইহা কিছু অসম্ভব নহে। মনুষ্য সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বকালের জীবের দেহ নানা উপায়ে রক্ষা পাইতে পারে। হিম তাহার এক প্রধান উপায়; তাহাতে আবৃত হইলে জীবদেহ বহুকাল রক্ষা পায়, কোন মতে পূত হয় না। "মামথ" নামক একপ্রকার হস্তীর দেহ এই প্রকারে বহুকাল প্রোথিত থাকিয়া ইদানীং প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বোধ হয় ঐরূপ বরফে

আবৃত কোন "মামথের" সদৃশ অতীব ভীমকায় কোন পূর্ব্বযুগের জন্তু মাংসাদির সহিত নিমগ্ন ছিল, আদিম কালের মনুষ্য দৈবাৎ তাহা দেখিয়া থাকিবেক। অপর কোন কোন বিশেষ কারণে জীবের অস্থি প্রস্তর হইয়া যায়, অথচ তাহার অবয়বের কোন ব্যাঘাত হয় না। হয়ত ঐ প্রকার অস্থিচর-প্রস্তর দেখিয়া পূর্ব্বযুগের প্রাণির প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, এরূপ যে কোন এক ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই; কেননা অদ্যাবধি সকল দেশের আপামর সাধারণের জনশ্রুতি আছে যে পূর্ব্বতন জীব এই ক্ষণকার জীব অপেক্ষা অধিক গুণে দীর্ঘ ছিল। আমাদিগের সত্যকালে মনুষ্য ২১ হস্ত পরিমাণ ঊর্দ্ধ ছিল;—পাপের বৃদ্ধিতে কলিকালে ৩ ॥০ হাতের অধিক আর কেহই হয় না। এ প্রবাদের সত্যতার বিবেচনা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। অনেকে বলেন প্রাচীন মনুষ্য যদি ২১ হস্ত পরিমাণে দীর্ঘ হইত, তাহা হইলে তাহাদিগের হস্ত ও শরীরের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে নিতান্ত অসমতা ঘটিত। এ কথায় আমাদিগের বক্তব্য কিছুই নাই। উক্ত প্রস্তাব-স্থাপনে কি প্রকারে তাৎকালিক মনুষ্যের হস্তের ক্ষুদ্রত্ব বা দীর্ঘত্ব স্থাপিত হইল বুঝিতে পারি না। সে যাহা হউক এক প্রকার অনুমান আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান প্রাণি-বিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, প্রাকৃত-ভূগোল ও বাতায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে ভূমণ্ডলের পুরাতন ইতিবৃত্ত স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত ইতিবৃত্ত এক্ষণে একটী স্বতন্ত্র শাস্ত্র হইয়াছে, তাহার নাম "ভূতত্ত্ববিদ্যা।" এই শাস্ত্রে যুগান্তরীয় প্রাচীন প্রাণী উদ্ভিদ্ ও ভূমণ্ডলের অবস্থাদি বিষয়ক বিচার আছে। ঐ শাস্ত্রের সহকারে ভূমণ্ডলের পুরাতন অবস্থার বিবরণ ইংলণ্ড বা ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূলাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় মূলোপরি স্থাপিত হইয়াছে। ঐ শাস্ত্রে প্রতীত হয় যে ভূমণ্ডলের গাত্র বিবিধ প্রস্তর-স্তরে নির্ম্মিত। ঐ স্তরের অন্তর মধ্যে প্রাণীর অস্থি বা অন্য কোন চিরস্থায়ী অঙ্গ বা তাহার মুদ্রাঙ্ক অবলোকনে নিম্নহইতে সর্ব্বোর্দ্ধ পর্য্যন্ত ঐ স্তরসকলের পরপর উৎপত্তি স্থির করা হইয়াছে। এই নিরূপণ কিছু প্রাকৃত নিয়মের অতীত নহে। ইহার দেদীপ্যমান প্রমাণ প্রত্যহ অনেকের চক্ষেই লক্ষ্য হয়। বিল বা তড়াগ, কূল ও উপকূলের ধৌতমৃত্তিকাদ্বারা ক্রমে পূরিয়া উঠে। উক্ত ধৌত মৃত্তিকা তড়াগগর্ভে বা তলে অবস্থাপিত হইয়া ক্রমে তাহার তলকে উচ্চ করে; এবং ঐ মৃত্তিকা জমিবার সময় মৃতপ্রাণিদিগের শরীর ধৌত মৃত্তিকার সঙ্গে তড়াগের তলে প্রোথিত হয়। পুনঃ কূপ-খনন-সময়ে তাহার পার্শ্বদিকে অবলোকন করিলে কূপপার্শ্বস্থ স্তরসকলের বিচ্ছেদ-স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত কূপের মধ্যে সর্ব্বনিম্নস্থ স্তর সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত হইয়াছিল ও ক্রমশঃ তদুপরি কালক্রমে অপর স্তর পরম্পরাগত হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই; অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে নিম্নহইতে স্তরসকল স্থাপিত হইয়াছে অবশ্য বলিতে হইবে।

অতিনিম্নস্থ স্তরে প্রাণীর অবশিষ্ট যে সকল ভাগ দেখা যায় তাহা যে অন্যান্য স্তরস্থ প্রাণীদেহের পূর্ব্বে তদবস্থ হইয়াছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত নিম্নস্থ স্তরাবৃত প্রাণী উপরস্থ স্তরের মৃত্তিকায় আবৃত হইয়াছে, কেননা কূলের উপরের স্তর তদপেক্ষা অধিকতর পুরাতন। কয়লার স্তর অধিকতর পুরাতন বলিয়া স্বীকৃত হয়। নিম্নস্তরস্থ প্রাণীর অবশিষ্ট উপরিস্থ স্তরের প্রাণীর অবশিষ্টহইতে অধিকতর পুরাতন। ভূতত্ত্ব-বিদ্যায় এক্ষণকার বিদ্যার প্রাণালী আশ্রয় করিয়া

ভূগর্ভস্থ প্রত্যেক স্তরের বয়সের কাল স্থির করা যায়। স্তরবিশেষের বয়ঃক্রম তাহার স্থূলতা ও গভীরতা দৃষ্টে নিশ্চিত হয়। কোন স্তর আগ্নেয়গিরির বলে উৎক্ষিপ্ত হইলেও অপর শেষের স্তরের গভীরতা দেখিয়া তাহার বয়ঃক্রম ও অন্যান্য স্তরমধ্যে তাহার প্রকৃত স্থল লক্ষিত হয়। পর্ব্বতমাত্রেই নিম্নতমস্তরে পরিপূর্ণ। তাহাদিগের পার্শ্বে প্রায় নিম্নস্থ ও উপরস্থ স্তরের ছিন্নাংশ দেখা যায়। ভূতত্ত্ব-বিদ্যায় এই সকল আনুষঙ্গিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগের বয়ঃক্রম নির্ধারিত হয়।

নিম্নতম স্তরে কোন প্রাণীর অবশিষ্টের লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না। তদুপরিস্থ তিন স্তরেও সেই রূপ, কেবল কদাচিৎ তাহাদের মধ্যে সর্ব্বোপরিস্থ স্তরে দুই একটা অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর অস্থিনির্ম্মিত আবরণের অবশিষ্ট দেখা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান জরায়ুজবর্গের প্রাণিচয়ের মধ্যে একটীরও চিহ্নমাত্র কোন নিম্নস্থ স্তরে দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে শম্বুক ও শুক্তিচয়ের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল; কেননা নিম্নতম তিন চারি স্তর ব্যতীত সকল স্তরেই শম্বুকের আবরণ দেখা যায়। তদনন্তর ও তৎসহ মৎস্যের প্রাদুর্ভাবও বিশেষ ছিল। তৎপরে ক্রমে অপরাপর জীবের সৃষ্টি হয়।

এতদ্বিষয়ে যাঁহারা অনুরাগী তাঁহারা শ্রীরাজেন্দ্রলাল-মিত্র-কৃত "প্রাকৃত ভূগোল" গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইবেন। প্রাগুক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে এক এক যুগে এক এক বিশেষ শ্রেণীস্থ জীবের প্রাধান্য ছিল। তন্মধ্যে দ্বিতীয় যুগে সর্পাদিগের বিশেষ বাহুল্য দৃষ্ট হয়, এবং ঐ জীব সকলও অতীব আশ্চর্য্যজনক ছিল, অতএব তাহাদিগেরই বর্ণন এস্থলে অভিপ্রেত। তাহাদিগের গঠন দেখিলেই এককালে জড়তা ও গুরুতার সমষ্টি বোধ হয়। ঐ জীব-সকলের মধ্যে কেহ বা আকাশে উড্ডয়ন করিতে পারিত। কতকগুলি চতুষ্পদ ও ভূমিতে চরণ করিতে পটু ছিল। কতকগুলি উভয়চর, অর্থাৎ জলে ও ভূতলে সমপ্রকারে চরণ করিতে ক্ষম; আর কতকগুলি জলচর ছিল। ভূমিচর মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত বিশাল কায় ছিল। এই চারি শ্রেণীতে প্রায় বিংশতিজাতীয় জীবের অবস্থান ছিল, তন্মধ্যে চারি জাতীয় জীব বিশেষ বিস্ময়জনক। তাহার প্রথমের নাম "তেলিও সারস" বা প্রাঙ্নব্যসপী। ইহার অবয়ব নিম্নস্থ চিত্রের ক চিহ্নে দৃষ্ট হইবে। তাহাতে বোধ হইবে যে এইক্ষণ-

ক

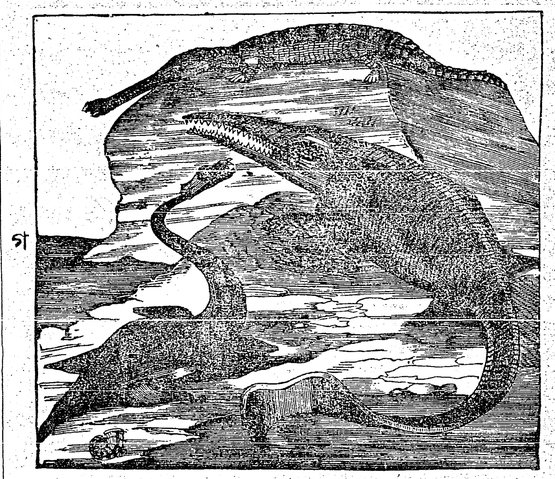

গ

খ

কার ঘড়িয়াল বা মেছকুমীরহইতে তাহার অবয়ব বিশেষ স্বতন্ত্র ছিল না; দেহ, পুচ্ছ, মস্তক, ওষ্ঠাধর, দন্ত ও পদ সকলই প্রায় নব্য কুম্ভীরের সদৃশ। এই নিমিত্ত তাহাকে নব্য কুম্ভীর বলিলেই হইত; পরন্তু তাহার গঠনের ও অস্থির কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, এবং তন্নিমিত্ত তাহাকে "প্রাক্ নব্য" বা নব্যের নিকটস্থ বলিয়া নাম করণ করা গেল। এই জীব ১০ হস্তহইতে ১৫ হস্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইত। ইহার পদের

গঠন দেখিলে অনায়াসে অনুভূত হইবে যে বর্ত্তমান কুম্ভীরের ন্যায় ইহা স্বভাবতঃ ভূমিতে বিচরণ করিত, কিন্তু প্রয়োজনমতে জলেও অবতরণ করিতে অক্ষম ছিল না। ইহার নিম্নে খ চিহ্নে যে জীবের অবয়ব অঙ্কিত হইয়াছে তাহার নাম "ইক্থিওসারস" বা মৎস্যাদ সর্পী। অধুনাতনের প্রকৃত কুম্ভীরের বা শুশুকের অবয়বের সহিত ইহার অবয়বের কথঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য আছে। পরন্তু ইহার দেহে পদের বিনিময়ে মৎস্যের ডানার সদৃশ ডানা দৃষ্ট হইবে, এবং পুচ্ছের অগ্রভাগ নৌকার হালির ন্যায় চেপটা ও প্রশস্ত। অপর ইহার চক্ষুদ্বয় অতি বৃহৎ—প্রায় এক হস্ত পরিসর হইত, ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে কএকটী অস্থি-ফলকের অঙ্গুরীয়ক হইত; মাংসপেশীদ্বারা তাহা দাবন করিলে ঐ চক্ষু ইচ্ছাক্রমে বৃহৎ ও ঈষন্ন্যুব্জ অথবা খর্ব্ব ও বর্ত্তুল করা যাইত, তাহাতে এই জীব নিকটে বা দূরে তুল্য ক্ষমতায় দেখিতে পাইত। বাজ হাড়্গিল গৃধ্র প্রভৃতি খেচর শ্বাপদ পক্ষীদেরও চক্ষুতে তদ্রূপ উপায় আছে; তৎসাহায্যে তাহারা অতি উচ্চ আকাশ মার্গহইতে অনায়াসে ভূমিস্থ ক্ষুদ্র দ্রব্য লক্ষ্য করিতে পারে। প্রস্তাবিত সর্পীর পক্ষে সমুদ্র গর্ভই তাহার আকাশ, এবং সেই বিস্তার ক্ষেত্রে তাহারা অতীব দূর স্থানহইতে সমুদ্রে দৃষ্টি করিতে পারিত। এই সর্পীদিগের দন্তগুলি সুতীক্ষ্ণ ও বক্র হইত, ও হনু গাত্রে এক সীতার মধ্যে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকিত, তাহাতে উহা ভগ্ন হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকিত না। পরন্তু এই জীব কেবল বৃহৎ মৎস্য ধৃত করিয়া ভক্ষণ করিত, তদর্থে দৃঢ় দন্তের বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। অপর বলবান্ মৎস্যের সহিত যুদ্ধে ঐ দন্ত একবার ভাঙ্গিলে প্রস্তাবিত কুম্ভীরকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইত; এই আপদের নিবারণ জন্য জগৎস্রষ্টা এক বিশেষ উপায় করিয়া দিয়াছিলেন; সে উপায় এই যে দন্তের মূলভাগে হনুর মধ্যে অপর কয়েক শ্রেণী দন্ত নিহিত থাকিত। এক দন্ত ভাঙ্গিলে তাহার মূলহইতে অবিলম্বে অপর এক দন্ত নির্গত হইত; এই প্রকারে দন্ত রক্তবীজের মাহাত্ম্য-বিশিষ্ট হওয়ায় এই সর্পীর পক্ষে দন্তের বিশেষ যত্ন করিবার আবশ্যক ছিল না।

এই সর্পীর স্কন্ধ অতি খর্ব্ব, এবং পৃষ্ঠদণ্ডে ৫০ খানি অস্থি থাকিত। এই জীবের কিঞ্চিৎ চর্ম্ম দৃষ্ট হইয়াছে, তদবলোকনে বোধ হয় যে ইহার ত্বক্ কুঞ্চিত হইত, কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার শল্ক থাকিত না। দৈর্ঘ্যে এই জীব ২৫—৩০ হস্ত প্রমাণ হইত, এবং তাহার দেহের ব্যাস ১৩ হস্ত, ফলে ইহার দেহ নব্য প্রসিদ্ধ বৃহৎ কুম্ভীরের দ্বিগুণ উপলব্ধ হইত।

মুদ্রিত চিত্রের গ চিহ্নে যে সর্পীর অবয়ব অঙ্কিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বোক্ত জীবের অপেক্ষা ঈষৎ হ্রস্ব, পরন্তু তাহার অবয়ব সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক। তাহাতে শুশুকের দেহ, রাজ হংসের গ্রীবা, পক্ষীর ওষ্ঠাধর, মৎস্যের পুচ্ছ ও তিমির ডানা দৃষ্ট হয়। এই অদ্ভুত জীবের শাস্ত্রীয় নাম "প্লিসিওসারস্" বা অদ্ভুতসর্পী। ইহার গ্রীবা দেহের অপেক্ষা ১।।০ গুণ দীর্ঘ, এবং সারসের গ্রীবার ন্যায় সূক্ষ্ম। আশু দৃষ্টে ইহার মস্তক পক্ষীর মস্তক-সদৃশ হইলেও তাহার প্রকৃত অবয়ব টিকটিকীর মস্তকের সদৃশ; এবং তাহাতে যে দন্ত সংলগ্ন থাকে তাহা কুম্ভীরের দন্তসদৃশ, এবং গণনায় এক শতেরও অধিক হইত। ইহার দেহের দৈর্ঘ্য ২০ হস্ত, এবং হস্তপাদের বিনিময়ে ইহাদের তিমির ডানার সদৃশ ডানা হইত; তাহাতে সন্তরণ-কার্য্য অতিপারিপাটীরূপে নির্ব্বাহ হইত। পরন্তু ঐ স্থূল অত্যন্ত দৃঢ় ডানার সাহায্যে ভূমিতে বিচরণ করা কোন মতে অসাধ্য ছিল না। ফলে এই জীব উভয়চর বলিয়া বিখ্যাত। ইহার দন্তের গঠনদৃষ্টে অনুভূত হইয়াছে যে ইহারা জলচর

জীব বধ করিয়া খাদ্য সঙ্গ্রহ করিত এবং সেই খাদ্য মাংস ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। বোধ হয় ইহারা পূত মাংসও ভক্ষণ করিত। ইহাদিগের স্বভাব অত্যন্ত ক্রূর ছিল, এবং অপর জলচরদিগের সহিত ইহারা সর্ব্বদা আততায়িতা করিত।

বিষ্ণুর ধ্যানের কৌতুকাবহ অর্থ।

কোন পরিহাস-তৎপর নাগরিক রসিক ব্যক্তি "শুক্লাম্বরধরং দেবং শশিবর্ণং চতুর্ভুজং। প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে" এই প্রসিদ্ধ ধ্যানের একটি বিপরীত অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। যদিচ তাহা কোন২ গোঁড়াদিগের পক্ষে অপ্রীতিকর হইতে পারে, তথাপি কেবল-কৌতুক-জনক বলিয়া অনেকে তাহা পাঠ করিতে পারেন; ফলতঃ তাহাতে সংস্কৃতের নানার্থ-সাধকতা-শক্তি-মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, কোন ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ করা হয় নাই। ঐ রসিক লেখেন "শুক্লা" শব্দে গৌরী, এবং "অম্বা" শব্দে মাতা, ও ঐ উভয় শব্দের বহুব্রীহি সমাসে "শুক্লাম্ব" অর্থাৎ গৌরী যাহার মাতা বা গণেশ বুঝায়। ঐ গণেশকে যে "রাতি" বা বহন করে অর্থাৎ ইন্দুর সে "শুক্লাম্বর।" ঐ ইন্দুরকে যে ধারণ করে অর্থাৎ বিড়াল সে সুতরাং "শুক্লাম্বরধর।" ঐ বিড়াল উজ্জ্বলবর্ণ অতএব তাহার প্রতি "দেব" শব্দ অনায়াসে প্রযুক্ত হয়। অপর তাহার বর্ণ শুক্ল অতএব "শশিবর্ণ;" এবং তাহার চতুষ্পদ আছে, তাহা "চতুর্ভুজ" শব্দের অভিপ্রেত। অপিতু সুখাদ্য মূষিক ধরিলে বিড়ালের "প্রসন্নবদন" অবশ্যই হইতে পারে, সুতরাং একটী চতুষ্পদ উজ্জ্বল সাদা বিড়াল ইন্দুর ধরিয়া হর্ষ হইয়াছে তাহারই ধ্যান কর, তাহাতে সর্ব্ববিঘ্নের অপনয়ন হইবে; এই অর্থ নিষ্পন্ন হয়। অপর এক রসিক কহেন যে এই ধ্যানের প্রকৃত অর্থ ধোপার গাধা, কারণ সেই "শুক্লাম্বর" অর্থাৎ ধোয়া শাদা কাপড় ধারণ করে; তাহার বর্ণ পীত ও গৌর মিশ্রিত শশিবর্ণ বর্ত্তমান আছে; এবং চতুর্ভুজেরও অভাব নাই। অপর মহামূঢ় পশুর চিন্তামাত্র নাই, সুতরাং "প্রসন্নবদন" স্বীকার করিতে হইবে; ফলে ধোপার কাপড় লইয়া গাধা যাইতেছে তাহারই ধ্যান কর, তাহাতেই সকল বিঘ্নের নিরাকরণ হইবে, ইহা সিদ্ধ হইল। যাঁহারা প্রকৃত প্রসিদ্ধ অর্থের অন্যথা করিয়া স্বাভিপ্রায় স্থাপন করিতে শাস্ত্রের অর্থান্তর করেন তাঁহাদের পক্ষে এই শ্লেষ বিশেষ প্রযুক্ত হইতে পারে।

মহাকবি তাসোর জীবন চরিত।

তর্কেতো তাসো, বর্ণার্দ্দো তাসো নামক কবির পুত্র। বর্ণার্দ্দো যদিচ দীন, তথাপি সদ্বংশজাত ছিলেন। তিনি ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'আমাদিজি' নামক কাব্য প্রকাশ করেন। তর্কেতো খ্রীষ্টীয় ১৫৪৪ অব্দে নেপ্লস্ উপসাগর-তীরস্থ সরেন্তো নামক রম্য নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তথায় তাঁহার পিতার অনেক শত্রু ও বিপক্ষ ধনাঢ্য লোক থাকায় তাঁহাকে তথাহইতে উত্তর-প্রদেশে বিখ্যাত পাদুয়া নগরীতে বিদ্যাভ্যাসার্থে গমন করিতে হয়। উক্ত নগরীতে অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে 'রিনাল্দো' নামক একখানি অতি রমণীয় কাব্য প্রকাশ করায় সমস্ত ইতালি প্রদেশে তাঁহার যশোরশ্মি

বিস্তারিত হইল। ফেরেরা প্রদেশের অধিপতি তাঁহাকে সভাপণ্ডিত কবিরূপে নিযুক্ত করিলেন। তৎপরে 'আমিন্ত' নামে তিনি একখানি অতি মনোহর নাটক চমৎকার প্রণালীতে রচনা করেন। যদিচ তিনি উক্ত রচনা-প্রণালীর প্রথম প্রকাশক নহেন, তথাপি তদ্বিষয়ে অসামান্য কবিত্ব ও রসজ্ঞতা ও ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন; এমনকি তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে আর কেহই তদ্রূপ রমণীয় কবিতা লিখিতে পারগ হয় নাই। এই প্রকারে পঠদ্দশায় নানা কাব্য ও খণ্ডকাব্য প্রকাশ ও দেশপর্য্যটন করিতে করিতে তিনি পারি নগরে উপনীত হইলেন। তথায় বাল্যকালের লক্ষিত ও চিরায়ুরইপ্সিত 'যাকুসালমের স্বাধীনতা' নামক মহাকাব্য আরম্ভ করেন, ও কএক বার পরিবর্ত্তনের পর ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহা প্রকাশ করেন। তাসোর উক্ত কাব্য রচনা-সম্বন্ধে ইংরাজী প্রসিদ্ধ কবি পিটি ও বাইরন্ যাহা প্রচার করেন তাহা এখনও প্রামাণ্য আছে।

তাসোর সহিত ইশুবংশীয়া লিয়োনোরার যে প্রেম জন্মিয়াছিল তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফলে তাসোর সম্বন্ধে উক্ত বিষয়ের কোন সমূলক বা পরিষ্কার বৃত্তান্ত আমরা অবগত নহি। কেহ বলেন যে তাসো লিয়োনারার সহোদরা লুক্রিযিয়ার সহিত প্রেমাবদ্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক এই সময়াবধি যে তাসো শত্রুদলে আক্রান্ত হইয়াছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। উপরোক্ত মহাকাব্য প্রচারাবধি তাসোর দুর্দ্দশার প্রারম্ভ হইল। তিনি ক্রমে নির্দ্দয় আত্মীয় ও নিষ্ঠুরশত্রুর হস্তে পতিত হইয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইলেন। ফলে ঐ গ্রন্থখানি রামায়ণ রঘুবংশ প্রভৃতি মহাকাব্যের সহিত সর্ব্বতোভাবে তুলনায়, এবং পণ্ডিত-সমাজে ঐ গ্রন্থ-সকল যেরূপ সমাদরণীয় ইহাও তদ্রূপ তাহাতে কোন ইতর বিশেষ নাই। তাঁহার কবিতায় যে প্রকার সরলতা ও সৌকুমার্য্য দৃষ্ট হয় তাঁহার স্বভাবও তদ্রূপ ছিল। তিনি স্বল্প কারণে একান্ত আচ্ছন্ন হইতেন, ও আপনার ক্ষমতা ও অবস্থা বিস্মৃত হইয়া অভিভূতের ন্যায় উদ্যমবিহীন হইতেন। একদা তিনি স্বকপোল কল্পিত সন্দেহে আত্মাকে অপরাধী জ্ঞানে 'ইন্‌কুইজিসন' নামক ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হইলেন, ও তথাকার বিচারপতিদিগের অধিক অনুসন্ধানে আপনি কল্পিত দোষের প্রমাণ দিয়া চিন্তিত হইয়া ফেরেরা নগরে কারাবদ্ধ হইলেন। পুনঃ অল্পকাল-মধ্যে করাগারের যাতনা অসহ্য মনে করিয়া ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তন্নগরীহইতে গোপনে পলায়ন করিলেন, ও মধ্য আপিনাইন্ পর্ব্বতশ্রেণীর বিজন পথ পার হইয়া সরেন্তো নগরে আপনার সহোদররে আবাসে আশ্রয় লইলেন। তৎপরে কএক

বৎসর কখন দুর্ভাবনায় নিশ্চেষ্ট থাকিয়া কখন খণ্ডকাব্য রচনায় ইতালি দেশ ভ্রমণ করিয়া অতিবাহিত করেন। ১৫৯০ অব্দে তিনি দ্বিতীয় বার ফেরেরা নগরীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, তথাকার 'দ্যুক' উপাধিধারী অধিপতি ও তদ্‌ভগিনীর আর তাঁহার প্রতি পূর্ব্বরূপ যত্ন নাই; অপর তথাকার সভ্যসকলে তাঁহার যথেষ্ট অবমাননা করিল। এই প্রকারে বিধিমতে উত্ত্যক্ত হইলে তাসো আপনার পূর্ব্ব-পোষ্টার উপর জাতক্রোধ হইলেন, ও তাঁহার অনেক নিন্দাবাদ করিতেও ত্রুটি করিলেন না। ইহাতে ফেরেরায় দ্যুকের আজ্ঞায় পুনঃধৃত হন, ও শান্তআনা নামক বাতুলাগারে নিবদ্ধ হন। উক্ত কারাগারে সাত বৎসরের অধিক কাল বাস করেন। কিন্তু দ্যুকের অনুমতিতে কখন২ বাহিরে যাইতেন, ও নগরস্থ আত্মীয় কুটুম্বের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। স্বভাবতঃ অত্যন্তহীন-বীর্য্য বলিয়া দুঃখের প্রারম্ভেই তাসো এককালে অবসন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে দুরদৃষ্টানলে মন দগ্ধ হইলে ধৈর্য্যাবলম্বন তাঁহার শ্রেয়স্কর জ্ঞান হইল। তখন মন শান্ত হইল, প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হইল, ও ক্রমে অনেক স্বাস্থ্যলাভ করিলেন; কিন্তু এরূপ সদবস্থা তিনি বহুকাল সম্ভোগের পারগ হইলেন না। ভয়ে আবার মনের চাঞ্চল্য জন্মিল, ও বোধ হয় অবশেষ তিনি উন্মাদ প্রায় হইয়াছিলেন। ১৫৮৬ অব্দে কোন প্রভাবশালী বন্ধুর সাহায্যে তিনি কারাগারহইতে নিষ্কৃতি পাইলেন; ও তদবধি নব নব কাব্য রচনা করিয়া আত্মীয়বর্গের সহিত পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মহাকাব্য "য়াকুসালমের স্বাধীনতা" পুনর্ব্বার শোধন করিয়া তাহা ও অপর এক কাব্য "য়াকুসালমের পরাজয়," নাম দিয়া প্রচার করেন। স্বদেশে ও আপন বর্ত্তমান কালে মহাকবীরা প্রায়ঃ যথেষ্ট মানের পাত্র হন না, কিন্তু তাসোর পক্ষে যদিচ তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন গুণে সে আপদ ঘটে নাই; তথাপি দেশীয় লোকের সম্যক্ প্রশংসা লাভের পূর্ব্বেই তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

ইতালি দেশের নব্য কবিদিগের মধ্যে তাসো শিরোমণি ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই।

অমর সিংহ।

অমর সিংহ গত হইলে রাণা সঙ্গ্রাম সিংহ মিবার রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার রাজ্যকালে দিল্লীর সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইবার উপায় হয়। বাঙ্গলা, অযোধ্যা, হাইদরাবাদ ও অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিরা সম্রাটের শাসনাভাবে ক্রমে অবাধ্য ও অবশেষে স্বাধীনতা অবলম্বন করিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা যদিচ আদৌ বাদশাহের পীড়নে স্বকীয় বাস ত্যাগ করিয়া সৈনিক দলভুক্ত হইয়া ছিল বটে, কিন্তু ক্রমে জয়োৎসাহ-মদে মত্ত হইয়া দস্যু-বৃত্তি অবলম্বন করিল; যে দেশে উপস্থিত হইত অবাধে তথাকার লোকদিগের যথাসর্ব্বস্ব হরণ ও তাহাদিগকে বিশেষ কষ্ট দিয়া এককালে দেশটী অরণ্য করিয়া যাইত।

এদিকে ফিরোখযেয়রের রাজত্বের অন্ততা হইয়া আসিল। প্রজাবর্গের উপর 'জেজিয়া' নামক শুল্ক নিয়োগ করায় আপামর সাধারণে তাঁহার রাজত্বের দ্বেষ্টা হইল। এই সময়েই হাইদরাবাদের রাজত্বস্থাপক নিজাম উলমুলক রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হন। তিনি মুরাদাবাদের নায়েব ছিলেন। সম্রাটের মন্ত্রী সৈয়দেরা তাঁহার ক্ষমতা অবগত ছিল, অতএব তাহারা মালবের রাজত্বের লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে আপনাদিগের দলভুক্ত করে। দশসহস্র-মহারাষ্ট্র-সৈন্য-সাহায্যে

ফিরোখযেয়রকে পরাস্ত করিলে ঐ হীনবীর্য্য সম্রাট্ অন্তঃপুরে পলায়ন করিলেন। অপর তাঁহাকে সৈয়দদিগের তুষ্টির জন্য আপনার রক্ষক বিশ্বাসী রাজ্যচ্যুত সেনাদিগকে ত্যাগ করিতে হইল। তথাপি পর দিন প্রাতে নহোবতে ফিরোখযেয়রের রাজ্যচ্যুতি ও রফেউদ্দির্জাতের অভিষেক কীর্ত্তিত হইল।

নূতন সম্রাট্, অজীত সিংহ ও অপর রাজপুতদিগের পরিতোষণাশয়ে জেজিয়া নামক কর উঠাইয়া দিলেন; ও এনায়তউল্লার পরিবর্ত্তে রাজা রতনচাঁদকে দেওয়ানিপদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ভগ্নাবস্থায় এ উপায় কত দিন ফলবান্ থাকে? চার পাঁচ মাসের মধ্যে তিন জন পাদশাহ অভিষিক্ত ও রাজ্যচ্যুত হন। অবশেষে ইং ১৭২০ অব্দে বহাদুর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র রোষণ অখ্তর মহমুদ শাহ নামে অভিষিক্ত হইলেন। ইনি রাজকার্য্যে কথঞ্চিৎ পারদর্শী ছিলেন; কিন্তু সৈয়দ্দিগের সাহঙ্কার আচারে সকলেই বিরক্ত হওয়ায় রাজ্যের পক্ষে আর কাহারও দৃষ্টি রহিল না। আসর ও বরহণপুরনামক দুর্গদ্বয় নিজাম অধিকৃত করিয়া আপনার স্বাধীনতা প্রচার করিলেন। রাজপুত সৈনিকদিগকে সম্রাটের সাহায্যে আহ্বান করা হইল বটে, কিন্তু কোটা ও নিরবারের অধিকারী ব্যতীত আর কেহই সম্রাটের সহায়তায় উপস্থিত হইলেন না।

নিজামের দৃষ্টান্তে সিয়াদৎ খাঁ অযোধ্যার স্বতন্ত্রতা স্থাপনে যত্নবান্ হইলেন। নিজামের বিপক্ষে যাত্রাকালে সম্রাটের উজীরের সহিত তুমুল যুদ্ধ ঘটে। তাহার অন্তে উজীর পরাজিত হইলে সিয়াদৎখাঁকে অযোধ্যার নবাবী ও বহাদুরজঙ্গ খেতাব দেওয়া হয়। রাজপুত্র রাজারা মহমুদশাহকে যথেষ্ট মান্য করে, ও পাদশাহও অম্বর ও যোধপুরের অধিপতিকে আগরা ও গুজরাট ও অজমীরের অধিকার পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন।

রাণা সঙ্গ্রাম অষ্টাদশ বর্ষ রাজত্ব করেন। তাঁহার শাসনে মিবার রাজ্যের পুরাতন মান সম্ভ্রম সকলই একভাবে ছিল। তাঁহার পরম পণ্ডিত মন্ত্রী বিহারি দাস পঞ্চোলী মিবারের উন্নতির এক প্রধান উপায়। মহারাণা এবংবিধ নীতিশাস্ত্রদক্ষ সচীব নিযুক্ত করায় বিহিত বুদ্ধিজীবীর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। বিহারিদাস তিন রাণার অধীনে কর্ম্ম করেন, পরন্তু অবশেষে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণহইতে মিবার রাজ্য রক্ষা করিতে অপারাগ হইয়াছিলেন।

রাজপুত্র ইতিহাসে এই মহারাণার বাৎসল্যে প্রজাপালন-ক্ষমতা ও সকল কর্ম্মে মতের দৃঢ়তার নানা উদাহরণ প্রচলিত আছে। তিনি এত পরিমিত ব্যয়ী ছিলেন যে এক দিন কোতারিয়ো প্রদেশের চৌহান রাজবেশের এক অংশ বৃদ্ধি করিতে বলায় রাণা তখন সম্মুখে অস্বীকার না করিয়া কর্ম্মচারীকে ডাকাইলেন, ও কোতারিয়োর অধিকারহইতে দুই খানা গ্রাম উক্ত অভিনব বস্ত্রের ব্যয়ের জন্য নিয়োগ করিলেন। এ সমাচার উক্ত চৌহানের গোচর হইবামাত্র তিনি রাণার নিকট আসিয়া কি অপরাধে এ শাস্তি হইল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণা বলিলেন "রাওজি, তোমার কোন অপরাধের জন্য দুই গ্রাম লইতেছি না; কিন্তু অনেক হিসাব করিয়া দেখিলাম যে আমার বর্ত্তমান আয়হইতে নূতন বস্ত্রের নিমিত্ত কোন ব্যয় করা সম্ভবে না; অতএব তোমার গ্রামদ্বয় লইতেছি।" চৌহানের প্রার্থনায় উক্ত গ্রামদ্বয়ের ছাড় দেওয়া হয়। চৌহান তদবধি ব্যয় বাহুল্যের বিষয়ে আর কখন কোন কথা রাণার সম্মুখে বলিতেন না।

রাণার প্রত্যেক ব্যয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের কর নিযুক্ত ছিল। ঐ সকল জমীর নাম "থুয়া"

বৎসর ও উহাদিগের কর্ম্মচারী "থুয়াদার" নামে প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক থুয়াদার প্রধান-সচীবের নিকট তাহাদিগের আয়-ব্যয়-স্থিতির হিসাব অর্পণ করিত। একদা মহারাণা অনবধানতা-বশতঃ দধির চীনীর ব্যয়ে নিযুক্ত থুয়ার গ্রাম কোন ব্যক্তিকে দান করেন। পরে আহারের সময় দধিতে চীনী না থাকাতে আহার সম্বন্ধীয় প্রধান কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া চীনীর অভাবজন্য তিরস্কার করায় সে উত্তর দিল, "অন্নদাতা, চীনীর থুয়া দান করিয়াছেন, অতএব কি প্রকারে চীনী সঙ্গ্রহ করিব।" মহারাণা এই বাক্যশ্রবণে কোন উত্তর না দিয়া চীনী ব্যতীত আহার সমাধান করিলেন।

অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে রাজ-কার্য্যের যথাযোগ্য প্রকৃত নিষ্পাদনের বিশেষ শত্রু অনুরোধ; যেখানে অনুরোধ ও সুপারিস বলবান্ তথায় সত্যবিচারের অবশ্য ব্যাঘাত হইবে। সঙ্গ্রাম এই বিষয়টী বিলক্ষণ জানিতেন, এই প্রযুক্ত কোন মতে অনুরোধের সমাদর করিতেন না; তাহার প্রমাণার্থে একটী কৌতুকাবহ আখ্যায়িকা এ স্থলে প্রকাশ-যোগ্য; তদ্যথা: একদা দরিয়াবাদের অধিকারীর অপরাধ হওয়ায় রাণা তাহাকে অধিকারচ্যুত কল্লেন। কিয়ৎকাল তাহার ক্ষমার নিমিত্ত কোন উপায় হইয়া উঠে নাই: কারণ রাণাজী কখন রোষপরবশ হইয়া কাহার শাস্তি বা হীন-বীর্য্যতা বশতঃ অপরাধ মার্জ্জনা করিতেন না বলিয়া উক্ত অধিকারীর সপক্ষ কেহই তাঁহার নিকট কোন অনুরোধ করিতে সাহসী হয় নাই। অবশেষে ঐ স্বত্বচ্যুত প্রধান রাজমাতার সহচরীদ্বারা দুই লক্ষ টাকার সহিত আপনার আবেদন পত্র রাণার মাতার নিকট প্রেরণ করিলেন, তথা তাঁহার দূতসুন্দরীকে বিশেষ পুরস্কারিত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। রাণা প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে আপনার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। এক দিবস উক্ত সময়ে রাজমাতা তাঁহাকে দরিয়াবাদের প্রধানকে ক্ষমা করিতে ও তাহার সম্পত্তির ছাড় দিতে অনুরোধ করিলেন। ছাড় সনন্দের নিয়ম ছিল যে মহারাণার আজ্ঞা অবধি অষ্টাহ অতিবাহিত হইলে পর প্রকৃত অধিকারের সনন্দ প্রদত্ত হইত। সে দিন মাতৃবাক্যে সে নিয়ম অতিক্রম করিয়া রাণা সেই খানে বসিয়াই ক্ষমা ও অধিকারের আজ্ঞা দিলেন; এবং তাহার সনন্দ অবিলম্বে প্রস্তুত হইলে তাহা লইয়া আপনার মাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া রাণা আহারার্থে বাহিরে প্রস্থান করিলেন। পরন্তু তদবধি বহুদিন আর মাতার নিকট গমন করেন নাই। মাতা বহুবিধ বিনয় করিয়া আহ্বান করিলেন, কিন্তু রাণা কোন মতেই অনুমত হইলেন না। রাণার নিকটে সচীবকে বলিতে আদেশ করিলে সে ব্যক্তি সম্ভ্রম হৃদয়ে অস্বীকার হইল। অবশেষে রাজমাতা তীর্থ-যাত্রা করণের মানস প্রকাশ করায় রাণার আজ্ঞায় তাহার যথাযোগ্য আয়োজন হইল। রাজমাতার বিশ্বাস ছিল যে যাত্রাকালে তাঁহার পুত্র সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, কিন্তু তাহাও ঘটিল না; এবং রাজমাতাকে বিনাপুত্র-দর্শনে যাত্রা করিতে হইল। তিনি মথুরা যাইতে আম্বের * দেশদিয়া যাত্রা করেন। রাণার ভগিনীপতি ঐ দেশের রাজা ছিলেন; তিনি সংবাদ পাইবামাত্র সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইলেন; ও রাজমাতাকে মহাসম্মানে আপনার রাজ্যে লইয়া গেলেন। কথিত আছে মহারাজ সম্পূর্ণ সম্মান প্রকাশার্থে স্বয়ং মহারাণীর শিবিকা স্কন্ধে বহন করিয়া-

* আম্বের রাজ্যের রাজধানীর নাম জয়পুর; এইক্ষণে ঐ শব্দোক্ত শব্দে রাজ্যেরও বিধান করা হয়।

ছিলেন। রাণী তথাহইতে মথুরা যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরে প্রত্যাগমন কালে জয়পুরে উপস্থিত হইলে অম্বেরাধিপতি তাঁহার সঙ্গে রাণার রাজ্যাভিমুখে গমন করিলেন। রাজপুত্র-মধ্যে অতিথি সেবার প্রণালী অত্যন্ত গরীয়সী; কেহই তাহার অন্যথা করেন না; সুতরাং যে উদ্দেশে জয়পুররাজ রাণার রাজ্যে আগমন করিতেছেন রাণা তাহার কোন মতে অস্বীকার হইতে পারিবেন না জানিয়া জয়পুর-রাজার আগমন-বার্ত্তা পাইবামাত্র তিনি অতি ব্যস্তে অগ্রসর হইলেন। পরন্তু শিবিরে আগমন করিয়া আদৌ ভগিনীপতির সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আপন মাতার শিবিরে প্রবেশ করিলেন, এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণতি-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া মাতাকে গৃহে লইয়া গেলেন; তদনন্তর প্রত্যাগমন করিয়া ভগিনীপতির সহিত সম্ভাষণ করিলেন, এবং তৎকালে এই মাত্র ইঙ্গিত করিয়া কহিয়াছিলেন যে "গৃহের বিবাদ গৃহে রাখাই কর্ত্তব্য।" গৃহস্থ-সমাজে এই সদুপদেশ প্রতিপালিত হইলে কত অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে! কিন্তু হায়! ইহার অবহেলায় কত সহস্র সহস্র ব্যক্তি গৃহের বিবাদ হট্টে প্রচার করিয়া সংসারকে নিন্দা গ্লানি ও হিংসায় আচ্ছন্ন করে!

তোসামোদকারীদিগের বাক্যেও সঙ্গ্রামের বিশেষ বিরাগ ছিল, এবং তাহাদের অসৎ পরামর্শে তিনি সহসা কর্ণপাত করিতেন না। একদা মিবারের প্রধান সৈনিক সালুম্বরার রাবৎ বা অধিপতি মালব-রাজ্যে যুদ্ধে জয়ী হইয়া গৃহে গমন করিলে কোন দুষ্ট লোক মহারাণার কর্ণে নিন্দা সূচক বাক্য অবগত করাইয়া কহিল যে রাবৎ মালবদেশের প্রচুর অর্থ লুণ্ঠন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন, রাজ-ভাণ্ডারে তাহার কিছুই প্রদান করেন নাই। মহারাণা সে বাক্য শ্রবণমাত্র উক্ত রাবৎকে পত্র লিখিলেন। রাবৎ স্বরাজ্যে যাইয়া আপন সেনা-মণ্ডলীকে বিদায় দিয়া আপনার দ্বারে অশ্বহইতে অবতীর্ণ হইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন এমত সময় রাণার দূত উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "রাবতজী, রাণা আপনাকে স্মরণ করিতেছেন, ও এই পত্র দিয়াছেন।" দ্বারে দাঁড়াইয়াই রাবৎ আপনার অশ্ব আনিতে আদেশ করিলেন, এবং কেবলমাত্র মাতাকে প্রণাম প্রেরণ পূর্ব্বক স্ত্রীপুত্রের সহিত অসাক্ষাতে তৎক্ষণাৎ রাণার দর্শনে যাত্রা করিলেন। দুই প্রহর রাত্রি সময়ে তিনি রাজধানীতে পৌঁছিলেন। তথায় আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহার আহার্য্য ও ভৃত্য কেহই প্রস্তুত নাই, এবং বাসগৃহে প্রদীপমাত্রও প্রজ্জ্বলিত নাই। কিন্তু রাণা তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় আপনার রাজমন্দিরে প্রচুর আহারাদি প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। রাবতের আগমন সংবাদ পাইবামাত্র তাহা তাঁহার বাসায় পাঠাইলেন; এবং তাহাতে রাবতের আনন্দে রাত্রি যাপন হইল। পরদিন প্রাতে রাবৎ রাণার সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাণা যথেষ্ট সমাদর করিলেন, এবং প্রচুর পুরস্কার দিতে আজ্ঞা করিলেন, কিন্তু রাবৎ তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হইয়া কহিলেন, "আমি এমত কোন কর্ম্ম করি নাই, যাহার পুরস্কার পাইতে পারি; পরন্তু মাহারজ যদ্যপি নিতান্ত ইচ্ছা করেন তবে এই আজ্ঞা হয় যে রাজধানীতে আমি আগমন করিলেই রাজকীয় পাকশালাহইতে গত রাত্রির প্রাপ্ত বস্তুর ন্যায় সুখাদ্য প্রাপ্ত হইব।" তদবধি রাজধানীতে বারতের আগমন হইলেই রাণার পাকশালাহইতে যথেষ্ট ভোজ্য পাঠাবার রীতি হইল; এবং অদ্যাবধি তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সেইরূপ রাজপ্রসাদ পাইয়া থাকে।

এই সকল উদাহরণে রাণা সঙ্গ্রামের রীতি

কার্য্য-কুশলতা ও চরিত্র স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ফলে তাঁহার শাসনে প্রজাবর্গ সুখী ছিল, ও তিনি বুদ্ধিকৌশলে আপনার মান অকলঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। যদিচ পূর্ব্বপ্রথা অনুসরণ করিয়া মোগল-সাম্রাজ্যের ধ্বংসে স্বরাজ্য ও অধিকারের বৃদ্ধি জন্য যত্নবান্ ছিলেন না, তথাপি রাজপুত্র-মণ্ডলীতে তাঁহার যৎপরোনাস্তি যশঃ বিখ্যাত ছিল। প্রজাবর্গের কুশল-সম্পাদনে ও তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দ রক্ষায় যত্নবান্ থাকায় প্রজাবৎসল হইয়াছিলেন, এবং মানবমণ্ডলীতে সৎচরিত্রতার আদর্শস্বরূপ ছিলেন। যদ্যপি তাঁহার গুণগ্রামের মধ্যে উৎসাহ প্রবল হইত তাহা হইলে তিনি এক জন অতি প্রধান মাহীপাল বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু সে উৎসাহ-পক্ষে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে তাঁহাকর্ত্তৃক বাপ্পা রাবলের আসনের সম্মান অয-থাযোগ্যে রক্ষিত হয় নাই।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

১। "শৃঙ্গার রত্নাকর, শ্রীতারাচরণ তর্করত্নকৃত।" এই প্রস্মরঞ্জন একখানি আমরঞ্জের ভূষণ ছিল গ্রহে উপক্ষ গ্রন্থে তাঁহার চরিত্র এবং তদর্থে তাঁহার নিকট বণকটু হয় না। সাধুশীল তেছি। পরন্তু সমালেখড়িত হইলেও মনের অপ্রী-বক্তব্য হইয়াছে যে হে। প্রণেতা রামচন্দ্রের শান্ত-কএকটি ব্যাঘাত রূপ কৌশলে নিষ্পন্ন করিয়াছেন, স্মারণমাত্র ক্তের দর্শনজন্য তাহার একটি প্রসঙ্গ নামের প্রংতেছে। হরধনুর্ভঙ্গবার্ত্তা-শ্রবণে ভার্গব তথাপিাম ক্রোধ-প্রকাশপূর্ব্বক সগর্ব্ববাক্য বিন্যাস ভাবেলে রঘুপ্রবীর প্রশান্তভাবে বিনীততা প্রকাশ সহস্রতেছেন—

তাহার উপলব্ধি হয় না। যদ্যপি ইহাতে কেবল ঐ শব্দব্যঞ্জক রসমাত্র বর্ণিত হইত তাহা হইলে এক-প্রকার নামটী চরিতার্থ হইতে পারিত। বস্তুতঃ তাহাও নহে; সুতরাং প্রণেতৃমহোদয় ইহার নামকরণে সিদ্ধার্থ হইতে পারেন নাই। ইহা সত্য বটে, প্রাচীন গ্রন্থকারেরা ঐ শব্দ সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন; পরন্তু তাঁহাদের সময় স্বতন্ত্র ছিল; তখন যাহা অনায়াসে প্রচলিত হইত, এইক্ষণে তাহার অনেক নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের গাত্রে যে পুত্তলিকা খোদিত আছে তাহা অনঙ্গভীম-দেবের সময়ে সভ্য ও প্রশংসনীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, কিন্তু এই ক্ষণে তাহা কোন ভদ্রলোকে আপন কন্যার সহিত একত্রে দেখিতে পারেন না। অপর কুমারস ও। কাশার রাজকায় কৃত বিদ্যা-বিহার বএক জন প্রধান অধ্যাপক, এবং পণ্ডিত তন ইংরঅগ্রগণ্য, তাঁহার সংশোধনে গ্রন্থ পরি-বিক্রয় হইবে ইহা বলা বাহুল্য।

যাইবা "শ্রীজয়দেবকবিপ্রণীতং প্রসন্নরাঘবন্নাম দ্বিতীয়। শ্রীগোবিন্দদেবশাস্ত্রিণা সংশোধিতং।" আমাদিগের সমালোচ্য প্রসন্নরাঘব নাটকের প্রণেতা কবিবর জয়দেব। ঐ মহাত্মা গীতিগোবিন্দ প্রণয়ন করিয়া সকলেরই পরিজ্ঞাত আছেন। তাঁহার শব্দালঙ্কারনৈপুণ্য, কোমলপদবিন্যাস এবং প্রসাদগুণের রীতিলিখন-প্রণালী যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা তাঁহার গীতিগোবিন্দেই সপ্রমাণ করিতেছে। মহাকবি কালিদাস যেমন শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়া সাধারণে প্রশংসাভাজন হইয়াছেন, কবিবর জয়দেব সেই রূপে সংস্কৃতগীতি-প্রণয়নে উৎকৃষ্টতম বলিয়া স্বীকৃত আছেন। ঈদৃশ সাধু লেখকের প্রণীত প্রসন্নরাঘব নাটক যে আনন্দাবহ হইবে তাহাতে সংশয়াভাব।

তৃতীয়তঃ; তর্করত্ন মহাশয় রসনিরূপণ তথা বিভাবাদির লক্ষণ যেরূপে বর্ণন করিয়াছেন তাহা দর্পনকারের লক্ষণহইতে কোন মতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুভব হয় না। গ্রন্থের শেষ তরঙ্গে নায়কনিরূপণপ্রসঙ্গে গ্রন্থকর্ত্তা "পতিরুপপতিরৈশেষিকশ্চ। তত্র পাণিগ্রাহকঃপতিঃ। পতিরপি চতুর্ধা, অনুকূল-দক্ষিণ-ধৃষ্ট-শঠভেদাৎ।" কিন্তু দর্পণ কার প্রথমতঃ "ত্যাগী কৃতী কুলীনঃ সুশ্রীকো রূপযৌবনোৎসাহী। দক্ষোনুরক্তলোকস্তেজোবৈদগ্ধ্যশীলবান্ নেতা" অর্থাৎ নায়ক এই মাত্র কহিয়া তাহার ভেদচতুষ্টয় "ধীরোদাত্তো ধীরোদ্ধতো ধীরললিতো ধীরপ্রশান্ত ইত্যয়মুক্তঃ প্রথমশ্চতুর্ভেদঃ" লিখিয়াছেন। এইরূপ অভিনব গ্রন্থে দর্পণের ন্যায় দক্ষিণানুকূলশঠপ্রভৃতি এবং নায়কসহায় নীপতির সহিত সম্ভাষণ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ভূতন এই মাত্র ইঙ্গিত করিয়া কহিয়াছিলেন যে "এ তৃতীয় বিবাদ গৃহে রাখাই কর্ত্তব্য।" গৃহস্থ-সধিকফল এই সদুপদেশ প্রতিপালিত হইলে কত অ্য যে নিবারিত হইতে পারে! কিন্তু হায়! ইহরিলে অবহেলায় কত সহস্র সহস্র ব্যক্তি গৃহের বিকাবিতা হট্টে প্রচার করিয়া সংসারকে নিন্দা গ্লানি ও হিংসায় আচ্ছন্ন করে!

তোসামোদকারীদিগের বাক্যেও সঙ্গ্রামের বিশেষ বিরাগ ছিল, এবং তাহাদের অসৎ পরামর্শে তিনি সহসা কর্ণপাত করিতেন না। একদা মিবারের প্রধান সৈনিক সালুম্বরার রাবৎ বা অধিপতি মালব-রাজ্যে যুদ্ধে জয়ী হইয়া গৃহে গমন করিলে কোন দুষ্ট লোক মহারাণার কর্ণে নিন্দা সূচক বাক্য অবগত করাইয়া কহিল যে রাবৎ মালবদেশের প্রচুর অর্থ লুণ্ঠন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন, রাজ-ভাণ্ডারে তাহার কিছুই প্রদান করেন নাই। মহারাণা সে হইয়াছিল তাহা আর আমি কি বলিব। তিনি নূতন মেঘের আভা-দর্শনে তোমার বর্ণস্মরণ হওয়াতে কখন কুঞ্জকানন কখন বকুলবীথি কখন বা যমুনাতটে ভ্রমণ করিতে২ মলিনবদনে চারিদিক আলোকন করেন।"

তথা—

"সুখোদ্গারী দিব্যঃ পরিলসতি গন্ধঃ শ্রুতিযুগং মনোহারী কোপি স্রপয়তি সুধাভির্দ্ধ নিরসৌ।
মনঃ প্রেমানন্দং বহতি সহসা সম্প্রতি যতস্ততঃ সৈব প্রাণপ্রিয়তমবধূরেতি বিপিনং"।

"সুখাবহ কি চমৎকার গন্ধই বহিতেছে? কি মনোহর ধ্বনি উদ্ভূত হইয়া শ্রবণযুগলকে শুধাভিষিক্তই করিতেছে? আরো যখন সম্প্রতি আমার মন প্রেমানন্দে মগ্ন হইতেছে তখন অবশ্যই বোধ হইতেছে সেই প্রাণপ্রিয়তমা আমার উদ্দেশে বিপিনেই আসিতেছেন।"

২। "শ্রীরাজশেখর-প্রণীত বালরামায়ণনাম নাটকং শ্রীগোবিন্দদেব শাস্ত্রিণা সংশোধিতং।" এই গ্রন্থের প্রণেতা সূর্য্যবংশ্য রাজশেখর নামা কবি। ইনি কেবল এই নাকটমাত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এরূপ নহে। বৃদ্ধশালভঞ্জিকা নাম নাটিকাও তাঁহার লেখনীনিঃসৃত; তাহা আজ্ঞা স্বীকৃত না হইয়া কি উদাহরণ সাহিত্যদর্পণে উদ্ধৃত কর্ম্ম করি নাই, যাহার ন্যায়। নাটকখানি দশ পরন্তু মাহারজ যদ্যপি নি থিলাধিপতি জনক রাজা এই আজ্ঞা হয় যে রাজধানী র্ভঙ্গপণ করিয়া সভা করিলেই রাজকীয় পাকশালাহই তুরণ অবধি সূর্য্যবংপ্রাপ্ত বস্তুর ন্যায় সুখাদ্য প্রাপ্ত হইব নন্তর রাজ্যারাজধানীতে বারতের আগমন হইলেই হইয়াছে। পাকশালাহইতে যথেষ্ট ভোজ্য পাঠাবার ণরসাদির হইল; এবং অদ্যাবধি তাঁহার উত্তরাধিকার বিষয়টী সেইরূপ রাজপ্রসাদ পাইয়া থাকে। অনে-

এই সকল উদাহরণে রাণা সঙ্গ্রামের রী পন

ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। কবিকুল পিতামহ মহর্ষি বাল্মিকী কবিকুলের কাব্যরূপ ক্রতুসাধন-জন্য রামায়ণ সৃষ্টি করেন। পূজ্যপাদ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আদৌ তাহার অনুকরণ করিয়া মহাভারতে ন্যস্ত করিলেন; তদনন্তর কবিবর কালিদাস রঘুবংশে, তথা, ভবভূতি মহাবীরচরিত ও উত্তর রামচরিতে তাহার উদ্দীপন সাধন করেন। অপর ভারবি এবং মাঘনামা কবিচূড়ামণিরা মহাভারত-মহীরুহের ছায়া আশ্রয় করিয়া কিরাতার্জ্জুনীয় ও শিশুপালবধ প্রভৃতি-কাব্য সঙ্কলন-শ্রমে ক্লান্ত হয়েন নাই। ফলতঃ যেমন নদনদী-সকলের আশ্রয় স্থান মহোদধি, সেই রূপ সংস্কৃতভাষা-প্রচলিত উৎকৃষ্টতর কাব্যনাটকাদিরও প্রধান আশ্রয় রামায়ণ। আমাদিগের সমালোচ্য পুস্তক খানি ঐ রামায়ণাশ্রিত গ্রন্থাদির অন্যতম। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত-সুচারু-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। যদিও যুদ্ধাদি-বর্ণন-স্থলে ভবভূতিরন্যায় শব্দগাম্ভীর্য্য ইহাতে নাই, তথাপি এই নাটক ওজোগুণের রীতি ক্রমে লিখিত হইয়াছে। পিতৃভক্তি, সত্যপ্রতিজ্ঞতা, অসাধারণ-সাহস এবং জনমনোরঞ্জন প্রভৃতি সদ্‌গুণগ্রাম রামচন্দ্রের ভূষণ ছিল বলিয়া নানা প্রকারে নানা গ্রন্থে তাঁহার চরিত্র কীর্ত্তনেও অনাস্বাদ্য বা শ্রবণকটু হয় না। সাধুশীল মহোদয়ের বিষয় আক্রেড়িত হইলেও মনের অপ্রীতিপদ হওয়া সম্ভব নহে। প্রণেতা রামচন্দ্রের শান্তস্বভাব বর্ণনা যেরূপ কৌশলে নিষ্পন্ন করিয়াছেন, সাধারণ ব্যক্তির দর্শনজন্য তাহার একটি প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হইতেছে। হরধনুর্ভঙ্গবার্ত্তা-শ্রবণে ভার্গব পরশুরাম ক্রোধ-প্রকাশপূর্ব্বক সগর্ব্ববাক্য বিন্যাস করিলে রঘুপ্রবীর প্রশান্তভাবে বিনীততা প্রকাশ করিতেছেন—

"রামঃ। স্বায়ত্তেন কুঠারেণ স্বাধীনে রামমূর্দ্ধনি।
যথেষ্টং চেষ্টতামার্য্য ত্বদাজ্ঞাং কোনিষেধতি।"

"হে আর্য্য, যদিও আমার মস্তক আমারই অধীন তথাপি আপন কুঠারদ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহাই আচরণ করিতে পারেন, ইহাতে কে নিষেধ করে?

"জামদগ্ন্যঃ। যঃ প্রেতনাথস্যাতিথ্যমনুভবিতুকামঃ।"

"যে যমালয়ে আতিথ্য গ্রহণে অভিলাষ করে সেই নিষেধ করিবে।"

এক্ষণে প্রায় সমস্ত ছাত্রবৃন্দই সংস্কৃতানুশীলনে বাধ্য হইয়াছেন। গ্রন্থসংশোধন কর্ত্তা ঈদৃশ সদ্‌গ্রন্থাদির সোধনশ্রম স্বীকার করিয়া তাহা প্রচারিত করাতে ধন্যবাদ-ভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই। ঐ শোধনকর্ত্তা কাশীর রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের এক জন প্রধান অধ্যাপক, এবং পণ্ডিত মধ্যে অগ্রগণ্য, তাঁহার সংশোধনে গ্রন্থ পরিপাটী হইবে ইহা বলা বাহুল্য।

৩। "শ্রীজয়দেবকবিপ্রণীতং প্রসন্নরাঘবনাম নাটকম্। শ্রীগোবিন্দদেবশাস্ত্রিণা সংশোধিতং।" আমাদিগের সমালোচ্য প্রসন্নরাঘব নাটকের প্রণেতা কবিবর জয়দেব। ঐ মহাত্মা গীতিগোবিন্দ প্রণয়ন করিয়া সকলেরই পরিজ্ঞাত আছেন। তাঁহার শব্দালঙ্কারনৈপুণ্য, কোমলপদবিন্যাস এবং প্রসাদগুণের রীতিলিখনপ্রণালী যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা তাঁহার গীতিগোবিন্দেই সপ্রমাণ করিতেছে। মহাকবি কালিদাস যেমন শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়া সাধারণ্যে প্রশংসাভাজন হইয়াছেন, কবিবর জয়দেব সেই রূপে সংস্কৃতগীতি-প্রণয়নে উৎকৃষ্টতম বলিয়া স্বীকৃত আছেন। ঈদৃশ সাধু লেখকের প্রণীত প্রসন্নরাঘব নাটক যে আনন্দাবহ হইবে তাহাতে সংশয়াভাব।

উক্তগ্রন্থ সপ্তাঙ্কে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার অঙ্গ বীররস; শান্ত করুণ হাস্যাদ্ভুত প্রভৃতি রসান্তর সকল অঙ্গিভাবে বিবৃত হইয়াছে। উপরি উক্ত বালরামায়ণে যে বিষয়টী প্রস্তাববিষয়ীভূত হইয়াছে, ইহাতেও সেইটি প্রস্তুত বিষয়। লিখন-ভঙ্গী অতীব মনোরম; অলঙ্কার-শাস্ত্রে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের বিষয়ে প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। এ নাটকে স্বভাবোক্তির বর্ণনা বিরল নহে। উদাহরণস্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে। চতুর্থ অঙ্কে পরশুরাম রামরঙ্গভূমিতে অবতরণ করিলে লক্ষ্মণ সকৌতুকে বর্ণিতেছেন—

"লক্ষ্মণঃ সকৌতুকং।
মৌর্ব্বীং ধনুস্তনুরিয়ঞ্চ বিভর্ত্তি মৌঞ্জীং
বাণঃ কুশাশ্চ বিলসন্তি করে সিতাগ্রাঃ।
ধারোজ্জ্বলঃ পরশুরেষ কমণ্ডলুশ্চ
তদ্বীরশান্তরসয়োঃ কিময়ং বিকারঃ"।

"ইনি ধনুর্দ্ধারী হইয়াও যজ্ঞোপবীত রাখিয়াছেন, হস্তে শরও আছে, যজ্ঞার্হ কুশাও আছে। পরন্তু তদ্বিরোধী কমণ্ডলু ধারণ করিয়া থাকাতে বোধ হইতেছে বীর ও শান্তরসের ইনি এক প্রকার বিকারস্বরূপ।"

পরে রামচন্দ্র বিনীতভাবে ভার্গবের স্বাগত প্রচ্ছানন্তর তদাগমনে আপনাকে কৃতকার্য্যও অনুগ্রহীত বলিয়া কীর্ত্তন করিলে—

"ভার্গবঃ স্বগতং সকরুণং।
"রামে চন্দ্রাভি-রামে বিনয়বতি শিশৌ
কিং প্রকুপ্যাতিমাত্রং ॥
বিমৃশ্য সক্রোধং।
"হুংচাপং চন্দ্রমৌলেশ্চলমতিরসাবিক্ষু
ভজ্জং বভঞ্জ।
বালা বৈধব্যদীক্ষাং জমকনৃপসুতা নার্হতীয়ং
মদস্ত্রাৎ ॥
পুনর্ব্বিচিন্ত্য সামর্যং আঃ শান্তোমে কুঠারঃ
কথময়মধুনা রেনুকা কণ্ঠশত্রুঃ।"

"পরশুরাম রামচন্দ্রের বিনয়দর্শনে করুণভাবে মনে২ কহিতে লাগিলেন। বিনয়ী শিশু চন্দ্রাভি রামচন্দ্রে আমার অতিক্রোধাবেগ কেন হইতেছে? কিঞ্চিৎ ভাবিয়া ক্রুদ্ধভাবে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন। "কি! এই চঞ্চলমতি চন্দ্রমৌলি মহাদেবের ধনুকখানি ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় অনাস্থা প্রকাশপূর্ব্বক ভঙ্গ করিয়াছে ইহাতে কি ক্রোধোদ্রেক হয় না?" পুনরায় কারুণ্য প্রকাশ পূর্ব্বক, "আহা। এই বালা জনক-তনয়া এখনিই আমার অস্ত্রহইতে নববৈধব্য যাতনা ভোগ করিবে; ইহা কি প্রাণে সহে? অথবা এখনও এই তাড়কানিসূদন জীবন বর্ত্তমানে আমার কুঠারের শান্তি আছে!"

এই কবিতাটি কারুণ্য ও ক্রোধের সাক্ষাৎ মূর্ত্তির ন্যায় প্রতীমান হইতেছে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য, বালরামায়ণ রচয়িতা প্রসন্নরাঘবোক্ত পরশুরামাবতরণের ন্যায় লেখন-ভঙ্গি বিশোধিত করিতে পারেন নাই। পরন্তু এক এক কবি এক এক বিষয়ে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ভবভূতির সদৃশ সকলে বীররস বর্ণন সমভাবে করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। নাটকগতগুণের হীনতা হইলেই দোষিত বলা যাইতে পারে। উক্ত গ্রন্থ তদ্দোষ বিহীন, সুতরাং পূজ্য কবি জয়দেব প্রণীত প্রসন্নরাঘব প্রসন্নতা সম্পাদনে রাঘবের ন্যায় জননমনোরঞ্জন অবশ্যই হইয়াছেন।

প্রাচীন কাব্য নাটকাদি সংশোধিত তথা মুদ্রিত করণ এক প্রকার যশঃ ও ধর্ম্মের অঙ্গ বলিতে হয়। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দদেব-শাস্ত্রী সমালোচিত গ্রন্থদ্বয় সংশোধনে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন ইহাতে তিনি কি আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র নহেন? অত্যন্ত প্রাচীন২ গ্রন্থ সকল প্রায় ভূধরদরীলীন হইয়া যাইতেছে; যাঁহারা তদুদ্ধরণ এবং সাধারণের নয়ন গোচর

করেন তাঁহারাই যথার্থ বিদ্যোৎসাহী এবং হিতৈষী। শাস্ত্রী মহাশয় যে রূপ প্রত্নবিদ্য, তাহাতে তদ্হস্ত শোধিত বিষয় ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য হইবে তাহা বলা বাহুল্য। কত শত গ্রন্থ ভূয়োভূয়ঃ সংশোধিত হইয়াও ভ্রমের হস্তহইতে মুক্তি পায় না? কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় বহু আয়াসে জীর্ণপ্রায় গ্রন্থ দ্বয় সংস্করণ করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা ভরসা করি তিনি যেন সময়ে২ এরূপ জীর্ণসংস্কারে বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়া বিদ্বন্মণ্ডলীকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রাখেন।

"কবিচরিত। প্রথম ভাগ। বাঙ্গলা কাব্যের সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণসনেত শ্রীহরিমোহন মুখ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত।" এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। ইহার উদ্দেশ্যও যে রূপ উত্তম ইহার রচনাও সেই রূপ পরিপাটী হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকার কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কন, কাশীরাম দাস, রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, এবং ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত, এই সপ্ত কবির চরিত বর্ণন করিয়াছেন; সুতরাং ইহাতে বাঙ্গলা কাব্যের প্রায় আরম্ভহইতে ১২৩৫ শকাব্দ পর্য্যন্ত সমস্ত সময় ব্যাপৃত হইয়াছে।) দ্বিতীয় ভাগে তৎপর দশ বৎসরের কবিদিগের বিবরণ থাকিবেক, কি প্রাগুক্ত সময়ের অপর কবিদিগের চরিত বর্ণিত হইবে তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। পরন্তু বর্ত্তমান খণ্ডের উত্তমতাদৃষ্টে আমরা প্রত্যাশা করি যে ঐ দ্বিতীয় খণ্ডও বিশেষ সমাদরণীয় হইবে। সঙ্কলনকারের এবিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ দেখিতে পাওয়ায়, এবং সেই অনুরাগের সহিত গ্রন্থপ্রণয়নের ক্ষমতার কোন অসদ্ভাব নাই, অতএব সিদ্ধসঙ্কল্প হওয়াই সম্ভব। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে এতদ্দেশে ইতিহাসের কিঞ্চিন্মাত্র অনুরাগ নাই, সুতরাং তদন্তর্গত বিষয় জীবনচরিতের অনুসন্ধান সহসা সফল হওয়া সম্ভাব্য নহে। প্রাচীন কালের মহাত্মাদিগের নামমাত্র বর্ত্তমান আছে; তদতিরিক্ত দুই একটী লোকপ্রবাদ ব্যতীত লিপিবদ্ধ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এতদবস্থায় প্রকৃত জীবনচরিত সঙ্গ্রহ করা অসাধ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না; পরন্তু তদভাবে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহারও সঙ্গ্রহ উপকারী হইতে পারে। সঙ্কলনকার এই বিবেচনায়ই বর্ত্তমান আয়াসে উদ্যত হইয়াছেন, এবং তাহাতে যে তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ভবিষ্যতে দ্বিতীয় ভাগে এই রূপ সিদ্ধসঙ্কল্প হইলে তিনি অবশ্য প্রসংশা লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। পরন্তু নিরপেক্ষতার অনুরোধে ইহাও বক্তব্য হইয়াছে যে সঙ্কলনকারের মত আমাদিগের বিবেচনায় সর্ব্বত্র সমীচীন বোধ হয় না, এবং তাঁহার উক্ত বিষয় গুলী সর্ব্বত্র সটীক নহে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিতটীর উল্লেখ করিতে পারি।) ঐ ব্যক্তি এক জন সহৃদয় সুপণ্ডিত ছিলেন, সন্দেহ নাই; পরন্তু প্রধান কবিদিগের পর্য্যায়ে তাঁহার গণনা হইবার কোন কারণই বর্ত্তমান নাই। তাঁহার কৃত "বাসবদত্তায়" পরসম্পত্তি এতাদৃশ কপটরূপে অপহৃত করা হইয়াছিল যে গ্রন্থকার স্বয়ং তাহার কর্তৃত্ব স্বীকারে লজ্জিত হইতেন, এবং সঙ্কলনকার স্বয়ং লিখিয়াছেন যে "তর্কালঙ্কার উক্ত গ্রন্থের উপর এ রূপ বীতশ্রদ্ধ ছিলেন যে সমুদায় মুদ্রিত বাসবদত্তা এক স্থানে পাইলে একেবারে ভস্মসার করিয়া ফেলিতেন।" তর্কালঙ্কারের দ্বিতীয় গ্রন্থ "রসতরঙ্গিণী;" তাহার আদ্যোপান্ত সংস্কৃতের অনুবাদ মাত্র; তাহাও সর্ব্বত্রে অশ্লীল দোষে সম্যগ্ দূষিত, এবং পাঠোপযুক্ত নহে। এই দুই গ্রন্থ লইয়া তর্কালঙ্কার কি

প্রকারে সুকবি হইলেন তাহা আমরা নিশ্চিত করিতে পারি না। তাঁহার "শিশুশিক্ষা" কাব্য গ্রন্থ নহে, অতএব তাহার দৃষ্টান্তে তর্কালঙ্কার কবি হইতে পারেন না। অধিকন্তু সঙ্কলনকার যে লিখিয়াছেন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা হইতেই "উক্ত বিধ পুস্তকের প্রচার আরম্ভ হয়" তাহাও সত্য নহে, যেহেতু ঐ প্রকার গ্রন্থের প্রণয়ন প্রায় তাঁহার জন্ম সময়ে স্কুল-বুক-সোসাটীকর্ত্তৃক প্রথম সৃষ্ট হয়, এবং সেই আদর্শ দেখিয়া তর্কালঙ্কার আপন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; অতএব তাহাতে তাঁহার বিশেষ কোন প্রশংসা দেখা যায় না। ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য যে স্কুল-বুক-সোসাটীর পুস্তক-হইতে তর্কালঙ্কারের পুস্তক শ্রেষ্ঠ হইয়াছে; পরন্তু তাহাতে প্রথম স্রষ্টার গরিমা তাঁহাতে বর্ত্তে না।

সঙ্কলনকার লিখিয়াছেন, "তাঁহার লেখার চালনা থাকিলে তিনি এক জন প্রধান কবি হইতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।" পরন্তু লেখার চালনা থাকিলে যে লোকে প্রধান কবি হইতে পারে ইহা প্রমাণাভাবে আমরা নিতান্ত সন্দেহনীয় মনে করি। সে যাহা হউক সঙ্কলনকারের মতেও তর্কালঙ্কার প্রধান কবি "হইতে পারিতেন" কিন্তু তাহা ছিলেন না, অতএব তাঁহার নাম প্রধান কবিদিগের মধ্যে গণ্য করা বিহিত হয় নাই।

অপর সঙ্কলনকারের বর্ণনায় কয়েকটী বাক্য বিশেষ অসংলগ্ন আছে, তাহারও উল্লেখ এ স্থলে কর্ত্তব্য হইয়াছে। তিনি লেখেন যে কবি রামপ্রসাদ সেন প্রথম বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন, এবং তাহারই অনুকরণে ভারতচন্দ্র স্বীয় কাব্য গ্রন্থন করেন। একথা অনেকেই কহিয়া থাকেন, এবং আমরাও সেই মতের পোষক।)পরন্তু সঙ্কলনকার লেখেন যে, "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় রামপ্রসাদ সেনকে ১১৬৫ সালে চৌদ্দ বিঘা গর আবাদী জঙ্গল ভূমি, ও 'কবিরঞ্জন' উপাধি প্রদান করেন; কবি তাহার গৌরব রক্ষার্থে বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন।" ১১৬৫ সালে ১৬৮০ শকাব্দ নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু সঙ্কলনকারের প্রমাণে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর ১৬৭৪ শকে সম্পন্ন হইয়াছিল, সুতরাং আদর্শের ৬ বৎসর পূর্ব্বে অনুকরণের সমাপন ঘটিয়া উঠে। ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে রামপ্রসাদ সেনের পুস্তক ১১৬৫ সালের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, নতুবা তাহা ভারতচন্দ্রের পুস্তকের অনুকরণ মাত্র বলিতে হয়।

অপর রামপ্রসাদের জন্ম কাল সম্ভবতঃ ১৬৪৪ বা ৪৫ শক অনুমিত করা হইয়াছে; তাহা স্বীকার করিলে তাঁহাকে ভারতচন্দ্রহইতে ১১ বৎসরের কনিষ্ঠ মানিতে হয়, কিন্তু তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই, ও তাহা সম্ভবপরও বোধ হয় না।

সঙ্কলনকার একস্থানে লিখিয়াছিলেন যে "বিদ্যাসুন্দরের মূলমহারাজা বিক্রমাদিত্যের অন্যতম সভাসদ্ রত্নবর বররুচি প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ; তাহার আভাস লইয়া প্রথম প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী তৎপরে কবিরঞ্জন এবং সর্ব্বশেষে গুণাকর স্ব স্ব কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।" পরন্তু এপর্য্যন্ত কেহই বররুচি কৃত গ্রন্থ দেখেন নাই; এবং তাহা যে কোন কালে বর্ত্তমান ছিল তাহার কোন বলবৎ প্রমাণও উপলব্ধ হয় না। অপর পক্ষে কবিচোর কৃত "চোরপঞ্চাশৎ" বিদ্যাসুন্দরের আদর্শ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, এবং আমরা তাহার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া "বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ" নামক পত্রে তদুভয়ের সৌসাদৃশ্য স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছি; এই প্রযুক্ত সঙ্কলনকারের উক্তিটী ভ্রমমূলক বলিয়া প্রতীত হইতেছে।)

রহস্য—সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৫৬ খণ্ড

দোদো।

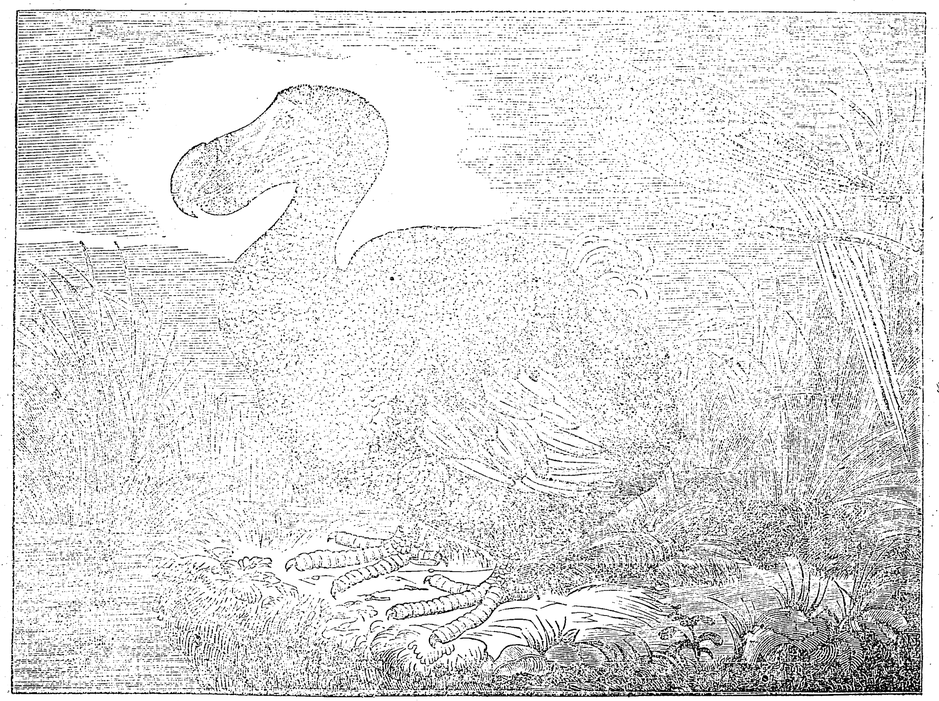

স্থূলকায়, বিশাল-চঞ্চু, হংসাকৃতি যে পক্ষীর প্রতিমূর্ত্তি উপরে মুদ্রিত হইল এইক্ষণে সে প্রকার পক্ষী সংসারের কুত্রাপি দেখা যায় না। এই প্রযুক্ত অনেকে বলেন এটী আকাশ-কুসুমের ন্যায় মনুষ্যের কপোল-কল্পিত জীব, প্রকৃত স্বভাবসিদ্ধ পক্ষী নহে। অপর, যখন এবংবিধ পক্ষী ভূমণ্ডলের কোন স্থানে দেখা যায় না ও ইহার অবশিষ্ট অস্থিও কোন স্থানে প্রস্তরীভূত নাই, তখন এ পক্ষী যে সংসারে কোন কালে বর্ত্তমান ছিল ইহা সহসা বলা যাইতে পারে না। ইহার মূর্ত্তী দেখিয়া অনেকে বলেন যে এটী কোন নাবিক-বিশেষের কল্পিত শাহ-মোরগ্ ও হং-

সের একীকৃত অবয়ব। পরন্তু পূর্ব্বতন নাবিকদিগের ইতিবৃত্তে মরীচদ্বীপে এপ্রকার বিকটাকার পক্ষীর বর্ণনকে কিরূপে এককালে অলীক বলিতে পারা যায়? অপর ঐ নাবিকেরা প্রস্তাবিত পক্ষীর অনেক চিত্র প্রস্তুত করেন, তথা ইউরোপে তাহার কয়েকটি চর্ম্মও আনিয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে, এবং ব্রিটিষ মিযুসিয়ম নামক অদ্ভুত-দ্রব্যালয়ে ইহার মস্তক ও আম্বলীয়ন মিযুসিয়ম নানক অদ্ভুত-দ্রব্যালয়ে ইহার পদ বর্ত্তমান আছে। কোপনহাগেন নগরীতে ইহার অপর একটি মস্তক যত্নে রক্ষিত আছে। তদ্দৃষ্টে ইহাকে আদৌ অনৈসর্গিক বলা যাইতে পারে না। অপর অনেক ফিরিঙ্গী নাবিকদিগের ভারত-সাগর-পর্য্যটন-বৃত্তান্তে এবংবিধ এক পক্ষী মরীচদ্বীপে প্রচুর বর্ত্তমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। উক্ত পুস্তকে অনেক প্রতিমূর্ত্তিও দৃষ্ট হয়; তৎকালীন নাবিকেরা আপামর সাধারণ উক্ত পক্ষীর স্বভাব-বর্ণনায় একবাক্য। এবিধায় সংসারে অনতি-বহুদিন-পূর্ব্বে এপ্রকার পক্ষীবিশেষের বর্ত্তমান থাকা স্থাপিত হইতেছে।

ইহার চঞ্চু দীর্ঘ, স্থূল ও বক্র, এবং তাহার অধোদেশের অগ্রভাগ বাঁকান ও সূক্ষ্ম। চঞ্চুর মূলে চর্মাবৃত ভাগে নাসারন্ধ্রদ্বয় স্থাপিত। পদদ্বয় স্থূল ও শল্কবিশিষ্ট। নখ ক্ষুদ্র স্থূল ও ভোঁতা। ডানায় পালক নাই। পুচ্ছ ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ।

খ্রীষ্টীয় ১৬ ও ১৭ শতাব্দীয় নাবিকেরা মরীচদ্বীপে এবংবিধ কদাকার মৃদুগামী পক্ষীর বর্ণনা করেন। কিন্তু ইদানীং প্রায় ১৫০ বৎসরাবধি এ পক্ষী আর দেখা যায় না। ঋণহর্দ নামা প্রাণিতত্ত্ববেত্তা প্রথমে ইহাকে কপোত-শ্রেণীভুক্ত করেন; এবং মেলবিল ও ষ্ট্রিক্‌লণ্ড সাহেবেরা উক্ত মতের পোষক, অতএব ইহাকে কপোতবিশেষ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এ পক্ষীর মূর্ত্তি দেখিলেই বোধ হইবে যে ইহার অঙ্গাবয়বাদিতে ইহাকে শীঘ্রগামী পক্ষী বলা যায় না। ফলে ইহার ডানায় পক্ষের অভাব থাকায় উড্ডীন্ হওয়া ইহার পক্ষে এককালে অসম্ভব। শরীরটী ভারী, অত্যন্ত শ্লথ, ও পদদ্বয় ক্ষুদ্র হওয়ায় দ্রুতগমনেও একান্ত অপটু—এমন কি বোধ হয় যে ইহাকে তাড়া দিলেও ত্বরায় পলায়ন চেষ্টায় ইহা স্বীয়ভারে পড়িয়া যাইত। সৃষ্টিকৌশলে জন্তু মাত্রেরই আপনাপন জীবন রক্ষার এক না এক উপায় আছে। পরন্তু ইহার পলায়ন-পক্ষে তাহার কোন সুযোগ দেখা যায় না। কুক্কুরাদি মাংসভোজী জন্তুদিগের ন্যায় আক্রমণোপযোগী অস্ত্রাদি নাই, আর ভীরুস্বভাব মৃগীর জবনতাও নাই, এস্থলে উক্ত জন্তুর রক্ষার উপায় হিংস্রকজন্তু-বিহীন-দেশে বাস; এবং সেই উপায় মরীচদ্বীপে বর্ত্তমান ছিল। যত দিন উক্ত দ্বীপে ইউরোপীয়দিগের সমাগম হয় নাই ততদিন দোদো নিরাপদে বংশবৃদ্ধি করত বাস করিতেছিল, কিন্তু মনুষ্যের সমাগমে ক্রমে বিজনবনে পলাইতে আরম্ভ করিল। এদিকে মনুষ্য অনায়াস-লভ্য দিব্য পক্ষিমাংস-লোভে ক্রমান্বয়ে দোদো অন্বেষণে নিযুক্ত থাকায় অতিস্বল্প দিনের মধ্যে ঈশ্বরের ঐ জাতীয় পক্ষীর বংশ এককালে ধ্বংস করিল। মাংসভোজী মনুষ্যের পক্ষে দোদো একটি শিক্ষার স্থল। পরন্তু সৃষ্টিকৌশলেও এটি চমৎকারের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। স্রষ্টা এপ্রকার একান্ত নিরুপায় জন্তু সৃজনে কেনই বা প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? এই প্রযুক্ত ডারবিন-সাহেবের-মতাবলম্বীরা কহেন যে সৃষ্টজীবসকল আপনাপন রক্ষার নিমিত্ত অপরকে ধ্বংস করিতেছে, এবং তাহাতে যাহারা বলবান্ ও সুচতুর তাহারা উন্নত হইতেছে; ক্ষীণের লোপ হইতেছে; দোদোর ধ্বংস-বিবরণ সেমতের একটী প্রধান পোষক প্রমাণ-স্থল হইয়াছে।

মিবার রাজ্যের পতন।

সংগ্রাম-সিংহের রাজ্যকালাবধি-মিবার রাজ্যের সম্মান একপ্রকার রক্ষা পাইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারীরা তাঁহার তুল্য ক্ষমতাপন্ন ও কার্য্যতৎপর হয়েন নাই, সুতরাং প্রতিবাসী বিপক্ষ রাজন্যবর্গ তাঁহাদের অপটুতার অবকাশে আপন আপন অভীষ্ট-সাধনে সচেষ্ট হইলেন, এবং অল্পকাল-মধ্যে বাপ্পা-রাওলের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ও তদুত্তরাধিকারী বীরাগ্রগণ্যদিগের সম্মান একেবারে লুপ্ত করিলেন। এই বিলোপন-ক্রিয়ায় জয়পুরের অধিপতিরাই মূলীভূত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের অভীষ্ট-সাধনে মহারাষ্ট্রীয়েরা বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। এই ঘটনার সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করা আমাদিগের উদ্দেশ্য।

১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে (১৭৯০ সংবৎসরে) সঙ্গ াম সিংহের মৃত্যু হয়। তৎকালে তাঁহার চারি পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ জগৎসিংহ নামে পিতৃপদ গ্রহণ করেন। পরন্তু পিতার পদের সহিত পৈতৃক কার্য্যকুশলতা প্রাপ্ত হয়েন নাই; অতএব মহারাষ্ট্র বাজীরাও পেশবা তাঁহার নিকট করস্বরূপ "চৌথ" অর্থাৎ রাজ্যের আয়ের চতুর্থাংশ চাহিলে তিনি তাহাকে নিবারণ করিতে না পারিয়া ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে একটী সন্ধি স্থাপন-পূর্ব্বক ১,৬০,০০০ মুদ্রা কর দিতে স্বীকৃত হইলেন।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে জয়পুরের অধিপতি সবাই জয়সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র ছিল; জ্যেষ্ঠ ঈশ্বরী সিংহ শাস্ত্র ও দেশ ব্যবহারানুসারে রাজ্য গ্রহণের যোগ্য। কনিষ্ঠ মধুসিংহ মহারাজা সঙ্গ্রাম-সিংহের দৌহিত্র, এবং জগৎসিংহের ভাগিনেয়। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, মহারাজা অমরসিংহের রাজ্যকালে জয়পুরের সহিত এক সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহাতে এই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে, মিবারাধিপতির কন্যার গর্ভে পুত্র জন্মিলে সেই পুত্র অপর রাজপুত্রগণহইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে; ও অগ্রজ সত্ত্বে সেই রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। ঐ সন্ধির উল্লেখ করিয়া কএক জন সেনানী মধুসিংহকে রাজসিংহাসনে সমারূঢ় করণের চেষ্টা করিতে লাগিল। ঈশ্বরী সিংহ জ্যেষ্ঠ, এবং তাঁহার পক্ষে দেশীয়প্রধানেরা অধিকাংশই পোষকতা করিলেন; সুতরাং তাঁহাকেই রাজ্যাভিষিক্ত করা হইল। জগৎসিংহের মানস ছিল যে, তাঁহার ভাগিনেয়ই রাজ্য প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তিনি স্বয়ং একক যুদ্ধে পারগ ছিলেন না। অপর তিনি মহারাষ্ট্রীয় বাজীরাওর নিকট কর-প্রদান-স্বীকারে নিতান্ত হীনবল হইয়াছিলেন, সুতরাং যুদ্ধে অগ্রসর হইবামাত্র ঈশ্বরী-সিংহ-কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলেন। এদিকে ঈশ্বরী সিংহ মহারাষ্ট্রাধিপতি সেঁধিয়ার সহিত মিলিত হইয়া কোটা ও বুন্দীর অধিপতিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরব্ধ করিলেন; তাহাতে জগৎসিংহ দেখিলেন যে তাঁহার নিজ রাজ্যের অমঙ্গল ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই ভয়ে তিনি মহারাষ্ট্রীয় রাজা হুলকরকে আহ্বান করিলেন, এবং ৬৪,০০,০০০ লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়া পুনর্যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ঈশ্বরী সিংহ দুর্দ্দান্ত হুলকরের প্রতিদ্বন্দীর যোগ্য ছিলেন না, অতএব অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং অবশেষে অন্যোপায়াভাবে বিষপানে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। এই ঘটনায় মধু সিংহের কণ্টক বিনষ্ট হইলে তিনি পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু জয়পুরের পরাজয়ে মিবারের কোন মঙ্গল সাধিত হইল না। এক

পক্ষে বাজীরাওকে বার্ষিক কর, ও অপর পক্ষে হুলকরকে ৬৪,০০,০০০ টাকা উৎকোচ দেওয়াতে ঐ রাজ্য একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িল। অপিতু দুর্ব্বলের উপর সর্ব্বদাই বিঘ্ন ঘটে, এবং তদ্রূপ বিঘ্নে জগৎসিংহকে পুনঃ পুনঃ বিব্রত হইতে হইল। তিনি উৎসাহসম্পন্ন হইলে এই সকল আপদের প্রতীকার হইতে পারিত; কিন্তু তিনি যুদ্ধ অপেক্ষা সুখসম্ভোগ অধিকতর প্রিয় জ্ঞান করিতেন, এবং তাহার মোহনীয় পাশে বদ্ধ হইয়া মিবারের গরিমা একেবারে ভ্রষ্ট করিলেন। রাজ্যের সমুদায় আয় অট্টালিকা-নির্ম্মাণে, তথা গায়ক, নর্ত্তক, ও ভণ্ডে পর্য্যাপ্ত হইল, ও অবশেষে ১৮০৮ সংবৎসরে তাঁহাকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইল।

তাঁহার পুত্র পরমপবিত্র প্রতাপসিংহের নাম ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ মহৎ নামের মহিমা তাঁহাতে বর্ত্তে নাই, অতএব তিনি কেবল মাত্র নামে দ্বিতীয় প্রতাপ হইয়া ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দহইতে ১৭৫৪ অব্দপর্য্যন্ত বৎসরত্রয় রাজত্ব করেন; এবং ঐ কালমধ্যে তিনবার মহারাষ্ট্র-কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। তিনি আম্বেরাধিপতি রাজা সবাই জয়সিংহের কন্যাকে পরিণীত করেন, এবং ঐ রাজবালার গর্ভজাত দ্বিতীয় রাজসিংহ রাজ্যপদ প্রাপ্ত হন।

রাজসিংহ সপ্ত বৎসর যাবৎ রাজ্য করিয়াছিলেন, এবং ঐকাল মধ্যে-সপ্তবার মহারাষ্ট্র-কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাস্ত হন। এতদ্ ঘটনায় তিনি এতাদৃশ হীনবল ও হীনসম্পত্তি হইয়াছিলেন যে, অর্থাভাবে তাঁহার পরিণয় করা দুষ্কর হইয়াছিল; এবং জনৈক ব্রাহ্মণ তহশীলদারের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ ঋণ লইয়া তৎকার্য্য সিদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কথিত বিবাহ নিষ্ফল হয়, এবং রাজসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার খুল্যতাত উর্ষী সিংহ ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে রাণা-পদ গ্রহণ করিলেন। এই ব্যক্তির চরিত্র কোনমতে প্রশংসনীয় ছিল না; অধিকন্তু তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির সময়ে জনরব হইয়াছিল যে, তিনি মৃত রাণা রাজসিংহকে হলাহল-প্রদানপূর্ব্বক রাজ্য প্রাপ্তির পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। এতৎ প্রযুক্ত মিবারের কুলীন ও প্রধানবর্গ অনেকেই তাঁহার বিপক্ষ হইল। অপর কএক জন প্রধান একত্র হইয়া রত্নসিংহ নামা একটী অপৌগণ্ড বালককে রাণা রাজসিংহের পুত্র বলিয়া তাহাকেই রাজ্যসমর্পণের মন্ত্রণা করিয়া এই প্রচার করিল যে রাজসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার মহিলার গর্ভহইতে ঐ বালক ভূমিষ্ট হয়, এবং সে রাজসিংহের প্রকৃত পুত্র বটে। মিবার, একে মহারাষ্ট্রীয় ভীষণ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত, ও ক্রমান্বয়ে তিন জন অকর্ম্মণ্য অধিপতির শাসনে অবসন্ন হইয়াছিল, তাহাতে গৃহবিচ্ছেদ এবং রাজা ও প্রজার কলহ; তদুপরি পুনঃ তথায় অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত এমত এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ্য উপস্থিত হইল যে, এক টাকায় এক সের তণ্ডুল প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বিশাল রাজ্যের পক্ষেও এতাদৃশ দুর্দ্দৈব নিতান্ত হানির কারণ হইয়া থাকে, মিবারের পক্ষে ইহা একেবারে ধ্বংস করিবার উপক্রম করিল। রাজা জগৎসিংহ অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া আপন ভাগিনেয় মধুসিংহের আম্বের রাজ্যপ্রাপ্তির সহায়তা করিয়াছিলেন, কিন্তু মধু তাহার কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া মিবারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অগ্রসর হইলেন। এদিকে হুলকর চৌথ প্রাপ্তির নিমিত্ত রাণা উর্ষীকে সর্ব্বদা উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে শত্রুদল উদয়পুর রাজধানী আক্রমণ করিল, এবং উর্ষী নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সৈন্যদল দীর্ঘকাল বেতন প্রাপ্ত হয় নাই, এতৎপ্রযুক্ত যুদ্ধে বিমুখ ছিল; প্রত্যুত তাহার

দেহরক্ষক কএক জন সিন্ধুজাতীয় সৈনিক তাঁহার বস্ত্র ধৃত করিয়া তৎক্ষণাৎ বেতন লইবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং রাজ্যের প্রধানবর্গ সকলেই নিজ-নিজ অভীষ্ট-সাধনে তৎপর, কেহই তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হইল না। তাঁহার "ধাভাই" বা ধাত্রীপুত্র উদয়পুর ত্যাগ করিয়া মণ্ডেলগড়ে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া তাহারই অবলম্বনে অনুরোধ করিল; কিন্তু তাহা কোনমতে শ্রেয়ঃ-কল্প বোধ হইল না। এই বিপদে ওমরাচাঁদ নামা এক বণিক্ তাঁহার একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ হইল। ওমরা সেই নির্বীর্য্য পরামর্শককে যথোচিত তিরস্কার করণ-পূর্ব্বক কহিলেন; "তোমা-সদৃশ ব্যক্তির নিকট এই পরামর্শই সম্ভবে। কিন্তু উদয়পুরহইতে মণ্ডেলগড়ে গেলে তোমার রাজাকে কে রক্ষা করিবে? আর তথায় রক্ষারই বা বিশেষ উপায় কি আছে? তোমার পক্ষে এ পরামর্শে হানি নাই, কারণ একান্ত পক্ষে তুমি পুনঃ মহিষ-চারণ ও দুগ্ধবিক্রয় অবলম্বন করিতে পার; কিন্তু তোমার রাজার পক্ষে সে ব্যবসায় এখনও শেখা হয় নাই"। এই দাম্ভিক তিরস্কারে রাণা-পর্য্যন্ত সকলেই নতশীর্ষ হইলেন। ওমরা রাজসভাহইতে বহির্গত হইয়া উন্মত্ত যবন-সৈন্য-দলকে মহাদম্ভে কহিলেন; "তোমাদিগের প্রাপ্য দেওয়া আমার ভার রহিল, আর তোমাদিগের যুদ্ধাচরণের ভারও আমি লইয়াছি"। এই বাক্যে সৈনিকেরা তটস্থ হইল, এবং অন্য কোন কথা না কহিয়া সসম্ভ্রমে ওমরার গৃহে গমন করিল। তথায় সকলের প্রাপ্য টাকার হিসাব হইলে তিনি পরদিন প্রাতে বেতন দিবার অঙ্গীকার করিলেন। এদিকে তাঁহার আজ্ঞায় ভাণ্ডারসকলের দ্বার ভগ্ন করা হইল, এবং রজত-স্বর্ণাদির পাত্র পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া এবং মণি-মুক্তাদির বিক্রয়দ্বারা প্রচুর অর্থ সঙ্গ্রহ করা হইল; সৈন্যের বেতন প্রদত্ত হইল; এবং যুদ্ধের সকল আয়োজন প্রস্তুত করা হইল। এই নূতন উদ্যমে মত্ত হইয়া রাজপুত্র ও যবন সৈন্যেরা আর ছয়মাস কাল যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিয়া উদয়পুর-নগর রক্ষা করিলেক, এবং সত্রুদল নগরের চতুষ্পার্শ্বে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াও রক্ষকদিগকে নিরুদ্যম করিতে পারিলেক না। এতাদৃশ অবস্থায় সেঁধিয়া দেখিলেন যে, রত্নসিংহের পক্ষরা তাঁহাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়া স্বয়ং মিবারের অধিকাংশ সম্ভোগ করিতেছে, অতএব ওমরার সহিত সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ। এই বিবেচনায় ৭০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইলে নগরাক্রমণে বিমুখ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে স্বীকৃত হইলেন। পরন্তু প্রস্তাব লিপিবদ্ধ হইলে পর রাজধানী লুণ্ঠন করিলে ততোধিক লাভ হইবে এই লোভে তিনি কহিলেন যে, অপর বিংশতি লক্ষ টাকা না প্রাপ্ত হইলে তিনি সন্ধি গ্রাহ্য করিবেন না। ওমরা এই কথা শ্রবণমাত্র সন্ধিপত্র ছিন্ন ছিন্ন করিয়া ঐ ছিন্নখণ্ডগুলি প্রত্যুত্তর-স্বরূপ সেঁধিয়ার নিকট প্রেরণ করিলেন। প্রকৃত বীর-পুরুষের লক্ষণ এই যে আপদের আধিক্যে তাহার উদ্যমের ও উৎসাহেরও বৃদ্ধি হয়। ওমরা প্রকৃত বীরপুরুষ ছিলেন; তিনি এই আসন্ন বিপদে নগরের সকল সশ্যাগারহইতে সশ্য গ্রহণ করিয়া সৈনিকদিগকে ছয়মাসের ভোজ্য একেবারে দিবার প্রস্তাব প্রচার করিলেন। তৎকালে উদয়পুরে দুর্ভিক্ষের পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল, এবং টাকায় একসের তণ্ডুল বিক্রয় হইত; এমত সময়ে একেবারে ছয়মাসের ভোজ্য প্রাপ্তির আশয়ে সবল-পুরুষ-মাত্রেই সৈনিক হইয়া উঠিল, এবং সিন্ধী সৈন্যেরা রণে বিজয় লাভ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিল। সেঁধিয়া রাজপুত্রদিগের অসমসাহসিকতার বিবরণ পূর্ব্বেই বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন; এইক্ষণে এই নূতন উদ্যম দেখিয়া পুনঃসন্ধির প্রস্তাব

উত্থাপন করিলেন। ওমরা মনে মনে এই প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন, কিন্তু অবকাশ পাইয়া তাহার ফল লাভ করা কর্ত্তব্য বোধে কহিলেন "নূতন আয়োজনে আমার অনেক ব্যয় হইয়াছে; তাহার নিমিত্ত পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ৭০ লক্ষ টাকাহইতে দশ লক্ষ রহিত করিতে হইবে"। সেঁধিয়া তাহাতেই স্বীকার করিলেন। পরন্তু তৎকালে রাজকোষে ঐ প্রচুর অর্থ বর্ত্তমান না থাকাপ্রযুক্ত ৩৩ লক্ষ টাকার অলঙ্কার ও সুবর্ণ ও রজত পাত্র গ্রহণ করিলেন, ও অবশিষ্ট টাকার নিমিত্ত যাবদ, জীরন, নীমচ, এবং ময়ূরবন, এই চারিখানি প্রদেশ বন্ধক লইয়া স্বীকার করিলেন যে ঐ প্রদেশ-চতুষ্টয়ের করে প্রাপ্য টাকার আদায় হইলে প্রদেশগুলি প্রত্যর্পণ করিবেন; কিন্তু অঙ্গীকার রক্ষা করা মহারাষ্ট্রীয় অধিপতিদিগের প্রথা ছিল না, এবং সেঁধিয়া এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীরা অদ্যাপি সে প্রতিজ্ঞা পালন করেন নাই।

১৮২৬ সংবৎসরে পূর্ব্বোক্ত সন্ধি নিষ্পন্ন হয়। তদবধি রাণা উর্ষী কিঞ্চিৎ বিশ্রাম পাইয়াছিলেন; এবং ক্রমশঃ আপন রাজ্য দৃঢ় ও সবল করিতে চেষ্টিত ছিলেন; কিন্তু একদা বুন্দী-রাজ্যের অধিপতির সহিত একত্রে বরাহ-মৃগয়ায় যাত্রা করায় ঐ বিশ্বাসঘাতক ভূপতি, উভয়ে এক বরাহের পশ্চাৎ ধাবন করিতেছেন এমত সময়ে, হঠাৎ আপন শেল উর্ষীর বক্ষে প্রোথিত করিলেন, এবং তাহাতেই তাঁহার মানবলীলার শেষ হইল। যদিচ এই বিশ্বাসঘাতকতার আখ্যায় সকলেই বুন্দী-রাজের প্রতি অত্যন্ত দ্বেষী হইবেন; পরন্তু উর্ষীর পক্ষে ইহা কোনমতে অপরিজ্ঞাত ব্যাপার হয় নাই; কারণ বিশ্বাসঘাকতা অপবাদ তাঁহার পুনঃ পুনঃ ঘটিয়াছিল। বিশ্বাসঘাতকতায় ভ্রাতৃপুত্র-বধদ্বারা তাহার রাজ্যপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে; এবং তৎপরে তিনি সময়ে সময়ে ঐ উপায়ে বিপক্ষ-বিনাশের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার রাজ্যে সালুম্বরার অধিকারীই সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী ছিলেন; এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাণারা তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগকে প্রধান-মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়া যথেষ্ট মান্য করিতেন। উর্ষী সেই প্রধানের দ্বেষ্টা ছিলেন; এবং তাহাকে বিনষ্ট করিবার মানসে একদিন সভাভঙ্গে সকলকে নিয়মিত তাম্বূল দেওয়া হইলে সালুম্বরাধিকারীকে দত্ত তাম্বূল তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিতে আদেশ করিলেন। এপ্রকার দত্ত তাম্বূল ভক্ষণ করার রীতি প্রচলিত ছিল না, এই প্রযুক্ত রাণার আজ্ঞা আশ্চর্য্যজনক বোধ হইল, এবং সালুম্বরা বুঝিলেন যে, ঐ তাম্বূলে তাঁহার মৃত্যুর উপায় আছে, অতএব ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু রাণা কোন কথায় শ্রবণপাত না করিয়া ঐ তাম্বূলভক্ষণে উত্তেজন করিতে লাগিলেন। অগত্যা সালুম্বরাকে তাহা ভক্ষণ করিতে হইল। ঐ ভক্ষণ-কালে তিনি কহিয়াছিলেন; "আমি এই পান খাইতেছি, কিন্তু ইহার নিমিত্ত তোমাকে ও তোমার বংশকে অনেক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে"। এই অভিশাপ সর্ব্বতোভাবে ফলিয়াছিল। যে স্থানে উর্ষীর দাহন হয় তথায় এক স্মারক স্তম্ভ স্থাপিত করা হইয়াছিল; অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান আছে।

কচ্ছদেশীয় মনুষ্য।

কচ্ছ শব্দে পঙ্কিল আর্দ্র বা অল্প জলে মগ্ন ভূমি; এবং কোন সময়ে গুর্জ্জর দেশের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ভূমি তদ্রূপ

থাকা প্রযুক্ত তাহার নাম 'কচ্ছ' হইয়াছে। উহার আর্দ্রতার ও সময়ে সময়ে জলে মগ্ন হওয়ার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। উহার এক পার্শ্বে সিন্ধু-নদ, তাহার জল উচ্ছ্বসিত হইলে প্রস্তাবিত দেশের অনেক অংশ প্লাবিত করে। অপর এক পার্শ্বে রণ্ণ-নামক জলা, তাহার জলের বৃদ্ধি হইলে সমস্ত দেশ জলে মগ্ন হইবার সম্ভাবনা। অপর সমস্ত দেশ অতি নিম্ন ও সমুদ্রতটস্থ, অতএব সহসা সমুদ্রের জল উচ্ছসিত হইলে সর্ব্বত্র প্লাবিত হইবার সম্ভাবনা; অধিকন্তু এই প্রদেশের প্রাচীন প্রধান নগর দ্বারকা; পুরাণে তাহার জলপ্লাবনের আখ্যান অনেকেই জ্ঞাত আছেন, এবং পর পর তদ্রূপ জলপ্লাবন অনেকবার হইয়াছে। ৪০ বৎসর হইল এক ভয়ানক ভূমিকম্পে ইহার অনেক স্থান বসিয়া যায়, এবং জলে প্লাবিত হয়। তাহাতে এইক্ষণকার তত্রত্য প্রধান নগরভুজ জলে মগ্ন হইয়াছিল।

এই দেশের আদিম প্রজারা হিন্দু ছিল কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে, পরন্তু দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য-স্থাপনাবধিতাহার প্রজার অধিকাংশ যে হিন্দু হইয়াছিলতাহার সন্দেহ নাই। তাহার বহুকাল পরে দ্বাদশ শত বৎসর হইল এই প্রদেশে রাজপুত্র-চূড়ামণি বাপ্পা-রাওলের রাজ্য স্থাপিত হইলে তাহার হিন্দুপ্রজার আধিক্য হয় সন্দেহ নাই। পরন্তু তদনন্তর ইহাতে যবনদিগের সর্ব্বদা আগমন হইতে লাগিল; তাহাদের সহিত হিন্দুদিগের সংস্রবে এক সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি হয়, তাহা আদৌ "জারজ" নামে পরিচিত হয়, এবং তদপভ্রংশে এইক্ষণে 'জারিজা' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এই সঙ্কর বর্ণই অধুনা কচ্ছদেশের প্রধান হইয়াছে, এবং প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান ও গোচারক আদিম জাতীয়েরা অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠ হইয়াছে। পরন্তু ইহাদের আপনাপন প্রকৃতি ও লক্ষণ বিশিষ্টরূপে স্বাতন্ত্র্য আছে। জারিজা লোকেরা বলবান্ সুগঠিত এবং বহুল সত্যশালী। ইহাদিগের আকারের দীর্ঘতা মধ্যম আকারাপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর। যাঁহারা উচ্চশ্রেণী-মধ্যে পরিগণিত তাঁহারা অতিশয় মাংসল ও স্থূলকায়। এরূপ গঠন ভারতবর্ষীয়দিগের প্রশংসনীয় ও অন্বেষ্টব্য বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। জারিজা-স্ত্রীলোকদিগের মুখাকার ইহুদিদিগের মুখের তুল্য। কাপ্তেন ম্যাক্‌মর্দ সাহেব লিখিয়াছেন সিন্ধুদেশের মুসলমান-লোকদিগের সহিত আকারগত ইহাদিগের সাদৃশ্য থাকাতে ইহারা অবশ্যই স্ব২ সিন্ধুদেশীয় মুসলমান পিতৃপিতামহহইতে ঐরূপ মুখভঙ্গী অধিকার করিয়া থাকিবে। জারিজা-লোকেরা সৈনিককার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে বিশেষ প্রিয়। অত্যল্পসঙ্খ্যক লোক ব্যবসায় বা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হয়। যদি বা কখন২ তাহারা উক্তরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহাতে কেবল তাহাদিগের দৈনন্দিন জীবিকাসাধনই মূল বলিতে হইবেক। স্বভাবতঃ ইহারা অহঙ্কারী, অভদ্র, অলস এবং ধূর্ত্ত। অতুপ তাহারা কার্য্য-কুশল, এ অর্থগৃধ্নুতা-বিষয়ে তাহাদিগের অনাস্থা লক্ষিত হয় না। ইহাদিগের পরস্পর-বিরোধি-গুণ-বিষয়ের বর্ণন করিতে হইলে ইহা অবশ্যই বক্তব্য যে তাহারা দুইপ্রকার ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। যাহারা সৈনিকদলভুক্ত বলিয়া গণ্য তাহারা অতিশয় ভোগাভিলাষী ও অজিতেন্দ্রিয়। আর যাহারা নগরবাসী এবং অন্যান্য ব্যবসায়ানুরাগী বা রাজকার্য্যে নিযুক্ত, তাহারা বিশেষরূপে অর্থাকাঙ্ক্ষী এবং অধিকাংশই লুব্ধপ্রকৃতি। যদিও তাহারা কার্য্য-কুশল এবং সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের অনুকরণ-বিষয়ে বিশেষ দক্ষ, তথাপি তাহাদিগকে পরিশ্রমে বা সাহসিক কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দেখা যায় না।

কচ্ছদেশীয় এই লোকদিগের মধ্যে ভারতবর্ষীয়-দিগের ন্যায় অত্যল্পগুণ লক্ষিত হয়। ইহারা নানা বিধায়ে পাপশালীই বলা যাইতে পারে। ইহা-দিগের মূর্খতার সীমা পাওয়া ভার। ইহারা যেমন আত্মম্ভরী সেইরূপ অনভিজ্ঞ। ইহাদিগের ধর্ম্ম-বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই। ফলে ইহাদিগের ধর্ম্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞতা জাতিভেদে ব্রাহ্মণ ও মোল্লা-দিগের উপরই নিহিত থাকে। উক্ত ধার্ম্মিকগণ ধর্ম্মতত্ত্ব কিছুই জানেন না। কেবল কতিপয় মন্ত্র ও পুরাতন গল্পমাত্র তাঁহাদিগের ধর্ম্মসম্পত্তি।

উপর্য্যুক্ত লোকেরা সাধারণ কার্য্যে নিতান্ত উদাসীন ও অলসভাবে থাকে, কিন্তু যদি পরস্পর বিবদমান কোন লাভজনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয় তাহাহইলে তাহাদিগের চীৎকার-ধ্বনিতে লোকসকলকে চমৎকৃত করিয়া তুলে। ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয়, যখন তাহারা পরস্পরে বিবদমান হয়, তখন তাহাদিগের ক্রোধ জন্মে বটে, কিন্তু একটি মুষ্টি প্রহার পর্য্যন্তও ঘটে না। বড় প্রকুপ্ত হইলে হদ্দ একটি আধটি ধাক্কা দেয়, কিন্তু প্রতিপ্রহার পাওয়া তাহাদিগের স্বাভাবিক নহে। প্রস্তাবিত দেশবাসী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী-দিগের মতে মহম্মদীয় সম্ভ্রমসূচক ব্যবহার এবং মহোৎ-সবে গমন করা নিষিদ্ধ নহে। ইহাদিগের খাদ্যসাধারণে আশ্চর্য্য শোভারহিত। অন্ন অথবা শাকাদি ঘৃত দিয়া রন্ধন করিয়া ভোজন করা ইহাদিগের অভ্যাস। যাহারা কিঞ্চিৎ উচ্চদলাক্রান্ত তাহারা ব্যঞ্জন এবং মিষ্টান্নও ভক্ষণ করে। তাহারা এইরূপ ভান করে যে জলমাত্র তাহাদিগের পেয়—সুরার সম্পর্কও নাই। কিন্তু তাহারা অত্যন্ত সুরাসক্ত থাকাতে প্রত্যেক গ্রামেই সামান্য সুরা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র আছে। খর্জ্জুর ও তাল প্রভৃতি বৃক্ষের নির্য্যাসে প্রস্তুতীকৃত তাড়ীও তাহাদিগের বিশেষ আমোদের পানীয় নহে। ইহারা স্বয়ং অহিফেন প্রস্তুত করে, এবং লোক-ভেদে অধিক ও অল্পপরিমাণে তাহা ব্যবহার করে। ইহা আমাদিগের বক্তব্য বলিতে হইবে তুর্কদেশীয় অহিফেনের ন্যায় ঐ মাদক বিশেষ হানি বা মত্ত-তাকারক নহে। জারিজারা কার্য্যোপলক্ষে স্থানা-ন্তরে যাইবার সময় নিজে অহিফেনের ক্ষুদ্র কৌটা সমভিব্যাহারে লয়, এবং সকল সময়েই তাহা সেবন করে। এইরূপ শ্রমাপনোদক মাদক দ্রব্য সেবন করাতে অধিক-ভ্রমণ-জন্য ক্লান্তি ইহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারে না; ফলে ইহারা শীঘ্র গমন করিয়া থাকে; মধ্যে২ ধত্রপান এবং কূপের জল-মাত্র পান করিয়া অনাহার জন্য বিনা ক্লেশে বহুদূর গমন ইহাদিগের অসাধ্য হয় না।

কচ্ছদেশ-বাসী লোকেরা ইয়ুরোপীয়দিগকে যেরূপ সম্মান করে সেইরূপ তাঁহাদিগের নিকট পরিচিত হইলেও আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। ইহাদিগের ইয়ুরোপীয়োৎকর্ষ-বিষয়ে বি-শেষ জ্ঞান আছে। ইহারা মনে করে সকল ইয়ু-রোপীয়মাত্রের জ্যোতিঃশাস্ত্র ও নিদান শাস্ত্রে পার-দর্শিতা আছে। জারিজাদিগের মধ্যে উক্ত শাস্ত্র-দ্বয়বিৎ ব্যক্তিও অসদ্ভাব নাই। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা প্রাধান্য লাভ করে তাহারা নক্ষত্রাদিগত শুভ লগ্ন না দেখিয়া কোন স্থলে যাত্রা করিতে সাহসী হয় না। ভুজনগর জারিজাদিগের হাকিম ও বৈদ্যের স্থান। কএক বৎসর হইল ঐ স্থলে উক্তপ্রকার চিকিৎসক ৩৫শ জন অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, তাহাদিগের মধ্যে জ্বর-গ্রস্তরোগীর রোগোপশমনে কেহই কৃতকৃত্যতা লাভ করিতে পারে নাই। যাহারা জ্বররোগে নিতান্ত কাতর হয়, তাহারা রক্তমোক্ষণ-বিদ্যাবিৎ নাপিত-দিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে; তাহারা

এক বিশেষযন্ত্রদ্বারা রোগীর রক্ত মোক্ষণ করে। উক্তদেশে দন্তরোগের উপশমসাধন করিতে পারে এরূপ লোক প্রায় নাই। উক্ত-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা প্রায় অনভিজ্ঞ-চিকিৎসকের হস্তে পড়িয়া ক্লেশ ভোগ করে। যে সকল বিজ্ঞান-শাস্ত্রদ্বারা বিশেষ উপকার বা ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে ইহারা তাহার সামান্য সূত্রও পরিচিত নহে। কিন্তু যদি কোন বিজ্ঞতম ব্যক্তি ঐ সকল জ্ঞান-বিষয়ে ইহাদিগকে উত্তেজিত করে বা বিশেষ-প্রমাণ-পরম্পরা দেখায়; তখন তাহারা তদ্বিষয়ে জ্ঞান-লাভার্থে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। তাহাদিগের অনভিজ্ঞতা-বিষয়ে এক বিশেষ প্রমাণ এই যে তাহারা চন্দ্র-সূর্য্যাদির গ্রহণে দেশের আধিদৈবিকোপদ্রবাপাত্ আশঙ্কা করে।

কচ্ছদেশের ভগ্নাবশিষ্ট অট্টালিকাদির সৌন্দর্য্য-দৃষ্টে ইহা প্রমাণিত হয়, যে তত্রত্য লোকেরা কোন২ শিল্পকার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্যলাভ করিয়া-ছিল। প্রস্তর-খোদিতকরণে, প্রতিমূর্ত্তি-প্রস্তুত-করণে, তথা অট্টালিকা-নির্ম্মাণ-বিষয়ে তাহা-দিগের বিশেষ দক্ষতা লক্ষিত হয়। স্বর্ণকার, কর্ম্মকার এবং মণিকারদিগের যে অসাধারণ নিপুণতা আছে, এ কথা বলাতে অতিশয়োক্তিদোষ হইতে পারে না। কচ্ছদেশবাসী লোকেরা অ-শিক্ষিত, এবং যে২ নিকটবর্ত্তি প্রদেশে শিল্পকার্য্যের বিশেষ চালনা আছে তত্তৎ স্থলে অপরিচিত থাকি-য়াও যে ঈদৃশ শিল্প-কৌশল শিক্ষা করিয়াছে তাহাতে তাহারা প্রচুর প্রশংসার যোগ্য বটে। ফলে ইহা কঠিনতর বিষয় অবশ্য বলিতে হইবেক। কিন্তু ভারতবর্ষবাসীদিগের যেমন অন্যান্যস্থলে এক বিশেষ নিয়ম সেইরূপ কচ্ছদেশেও নির্দ্ধারিত থাকাতে হহা দুঃসাধ্য বলা যায় না, কেন না ইহা আদিহইতেই সি-দ্ধান্তিত হইয়াছে যে এক এক জাতি এক এক বিশেষ শিল্প বা ব্যবসায়-বিশেষ অবলম্বন করে। এই রীত্য-নুসারে পুরুষানুক্রমে উক্ত ব্যবসায় সকলের চলিত হইয়া আসিতেছে। উক্তরূপ-নিয়মানুসারে প্রত্যেক পরিবারই এক এক বিশেষশিল্পে নৈপুণ্য শিক্ষা করাতে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা অনায়াসসাধ্য হয়। সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ডাক্তর রবর্টসন সাহেব ভারতবর্ষের এইরূপ রীতির বিষয়ে লিখিয়াছেন;"যদিও তাহারা পূর্ব্বপুরুষানুগত ব্যব-সায়ের সম্মান-রক্ষার্থ জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করে না, এবং অন্যত্র আবিক্রিয়াবিষয়ে বিশেষ আস্থা প্রকাশ করে না,তথাপি তাহারা যেরূপ শিল্পকার্য্যে হস্তকৌশল ও কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করে, ইয়ুরো-পীয়গণ উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান-শাস্ত্র এবং উপযুক্তযন্ত্রা-দির সাহায্যেও তাদৃশ-শিল্পকৃতিত্ব-প্রকাশে সক্ষম হয়েন নাই"। উক্তদেশে যাহারা নগরে বাস করে তাহাদিগের ব্যবসায় নানাপ্রকার। তাহারা পসম ও কার্পাস বস্ত্রাদি বপন করে। এবং ঐ কার্য্যে তাহারা প্রতিপত্তিলাভ করিতে অপারগ হয় নাই। পরন্তু এস্থলে ইহা উল্লিখি-তব্য হইয়াছে যে এইরূপ বপন-কার্য্যের জ্ঞান সিন্ধুদেশীয়দিগের নিকটহইতে তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছিল, কেননা দৃষ্ট হইতেছে যে উক্তদেশের অধিকাংশ লোক মান্দাবীতে এই ব্যবসায় চালাইয়া আসিতেছে।

কচ্ছদেশে কার্ম্মিক বস্ত্র বপন করা এবং উহার পাইড় নানাবর্ণে সুশোভিত করা হয়। ইহা কৌতুকাবহ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে এরূপ বস্ত্রের প্রস্তুত-করণপ্রণালী বহুকালপূর্ব্বে নিকটবর্ত্তিসিন্ধুদেশে প্রচলিত ছিল। আরো টাটানগরের লোক উক্তদেশে নির্ম্মাণকৌশ-লের মূল বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। সর উইলিয়ম-জোনস্ টাটাদেশ-সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন

তাহা সম্ভবপর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তিনি কহেন "পুরাতন লোকেরা ঐ বস্ত্রসকলের "সিন্দো" নাম দিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে, কেননা ইন্দস্ বা সিন্ধুনদের নিকটবর্ত্তি স্থলে উক্ত-প্রকার বস্ত্রাদি সুচারুরূপে প্রস্তুত হইত"। এক্ষণে কচ্ছদেশে যেরূপ বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, তাহা নিতান্ত জঘন্য, কিন্তু তদ্দেশনিকটস্থপ্রদেশে বহুমূল্যে বিক্রীত হয়, এবং মান্দাবীনগরহইতে উক্ত বস্ত্র জাঞ্জীর ও লোহিত সমুদ্রের বন্দরে বহুপরিমাণে রপ্তানি করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নানাবিধ বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্য লওয়া হয়।

উক্ত দেশে যাহারা মৃৎকলসাদি-প্রস্তুত-করণে প্রবৃত্ত হয় তাহারা কোনমতেই শ্রমকাতর মনুষ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। উক্ত দেশে যাহারা উত্তমরূপে ব্যবসায় চালাইত তাহারা অত্যন্ত কুশীদপ্রিয় ছিল। অধিক সূদ-গ্রহণার্থ এরূপ লুব্ধপ্রকৃতি ছিল যে তাহাদিগকে কুশীদকীট বলিলেও বলিতে পারাযায়। পূর্ব্বে কুশীদকীটেরা সূদ-লোভের নিমিত্ত অতিশয় নিষ্ঠুর কার্য্য করিতেও কাতর ছিলনা, এমন কি তাহারা অধমর্ণ-দিগের নিকট অধিক সূদ গ্রহণার্থ ঋণদান-কালে এরূপ চুক্তি করিত যে যদি তাহারা প্রতিশ্রুত সূদ দিতে অপারগ হয় তবে সূদপরিবর্ত্তে দেহের মাংস দিতে হইবে।

কচ্ছদেশে যাহারা অতি অধম বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল তাহাদিগের সাধারণ ভাষা অতিগ্রাম্য ও অসভ্য। কিন্তু জারিজা অথবা গুজরাটী লোকেরা সিন্ধু-ভাষা উক্ত দেশে প্রচলিত করিয়া অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানি ভাষায় কথোপকথন করে, এবং উহাই আদালতে চলিত হয়। সিন্ধু-ভাষা সংস্কৃত-মূলক, কেননা সিন্ধুদেশের প্রচলিত ভাষায় অধিকাংশ সংস্কৃত কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা হউক কচ্ছ-দেশের যাহারা আদিম মেষরক্ষকদল তাহারা গুজরাটী ভাষাতে লিখন পঠনাদি চলিত করিয়া আনিয়াছে।

উক্তদেশের স্ত্রীলোকদিগের গঠন অতিক্ষুদ্র এবং যদিও তাহাদিগের সৌন্দর্য্যের আধিক্য নাই বটে, তথাপি তাহাদিগকে দর্শন করিলে মানসিক প্রীতি জন্মিয়া থাকে। মান্দাবী-প্রদেশ-বাসিস্ত্রীলোকদিগের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়, তাহারা সবিশেষ সৌন্দর্য্যশালিনী। তাহাদিগের রীতি নীতি অতীব আনন্দাবহ এবং ভদ্র। তাহাদিগের কার্য্য-নৈপুণ্য-দর্শনে ইহা অনুভূত হয় যে কচ্ছদেশবাসি সস্ত্রী-লোকেরা যদি উত্তমাবস্থায় অবস্থাপিত এবং বিশেষ মার্জিত হয়, তবে তাহারা সমাজের মনোরম এবং চারু পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তাহারা অতিশয় সামান্য-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, এবং স্বামির নিকটও সাদর-সম্ভাষণে সম্ভাষিত হয়না। আশ্চয্যের বিষয় এই যে ইহাদিগের অবধারিত অবস্থা এইপ্রকার হইলেও স্ত্রীস্বভাব সুলভ অভিমানে কেশাদির পরিষ্করণ এবং শরীরে অলঙ্কারাদি প্রসাধনে তাহাদিগের ব্যগ্রতার অভাব দেখা যায় না।

যদি হিন্দুস্থানের কামিনীগণ এরূপ অনুভব করিতে পারিত যে তাহারা অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিক আদরের পদার্থ, এবং সৃষ্টিমধ্যে তাহা-দিগের কত পরিমাণ মূল্য হইতে পারে ইহাও যদি শিক্ষা করিতে পারিত, তাহাহইলে তাহাদিগের নীলবর্ণ নেত্রে প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ প্রতিভাত হইত, এবং তাহাদিগের ওষ্ঠহইতে প্রণয়সূচক মানসিকভাবের অনুবাদ প্রকাশ হইত, তাহা হইলে তাহারা যে ভূমণ্ডলের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সারপদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইত, সন্দেহ নাই। তাহারা সদ্‌গুণগ্রাম-পরিশূন্য, তথা অতিঘৃণিতকার্য্যসাধনে ব্যাপৃত থাকাতে তাহাদিগের দর্শনে এবং পর্য্যালোচনে দর্শকেরও চিত্তবৈক্লব্য উপস্থিত হয়। কচ্ছদেশীয়

মহিলারা যে কেবল নম্রপ্রকৃতি ও সুন্দরাকৃতি মাত্র এইরূপ নহে, তাহারা দৈনিক নিরূপিত কার্য্যে বিশেষ অনুরক্ত থাকে। উক্তরূপকার্য্যে বহুল শ্রমের অপেক্ষা হইলেও তাহারা বিনা অসন্তোষে কার্য্য নির্ব্বাহ করে। তাহাদিগের প্রাত্যহিক কার্য্যের একপ্রকার নিয়ম বদ্ধ আছে। তাহারা প্রাতঃকালে উঠিয়া যন্ত্রপেষ্য দ্রব্যাদি যাঁতায় পেষণ করিয়া রন্ধন বাসগৃহপরিষ্করণ করে। পরে মস্তকে তিনটি কলসী উপর্য্যুপরি লইয়া জল আনয়ন করে; ঐ সময়ে নিতান্ত শিশু সন্তানকেও ক্রোড়ে লইয়া জলআনয়ন করা এক প্রকার বিস্ময়াবহ কৌশল প্রদর্শিত হয়। পরে রন্ধনাদি-সমাপনান্তে তাহারা পুনর্ব্বার জলাশয়ে গাত্রমার্জনাদি করিয়া থাকে। এরূপ প্রতিদিন কার্য্য করিয়া তাহারা পরিশ্রান্ত বা অসন্তুষ্ট হয় না, বরং ইহাতে তাহাদিগের একপ্রকার চিত্ত-বিনোদন হইয়া থাকে।

হিন্দু ও মহম্মদীয় কচ্ছদেশবাসিনীরা বাল্য-কালেই পরিণীত হইয়া থাকে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত হস্তে মেহন্দি-পত্র-নির্য্যাস-লেপন, এবং নখ ব্যবহারে তাহারা অনুমতি প্রাপ্ত না হয় তাবৎ তাহাদিগকে স্বামিগৃহে বাস করিতে হয় না। মহম্মদীয়া মহিলারা একপ্রকার সামান্য কঞ্চুলিকা পরিধান করে। ইহাদিগের বিশ্বাস আছে যে যিনি উক্তরূপ ব্যবহারের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তাঁহার মতে ইহাই তাহাদিগের সাধারণের ব্যবহার্য্য।

উক্ত দেশের বালকেরা অসাধারণ সুন্দর সৎস্বভাব এবং মনোহর। ইহারা ছয় সাতবৎসরবয়সের ন্যূনে বস্ত্রাদি ব্যবহার করেনা, কিন্তু বালিকারা একেবারেই বয়স্থা মহিলার ন্যায় বলয়, মল, ঘাগরা, কোরতা প্রভৃতি সকলই পরিধান করে। বালকেরা কিঞ্চিৎ বয়স্ক হইয়া উঠিলে তাহারা মস্তকে উষ্ণীষ ও স্কন্ধে দোপাট্টা উপবীতিরূপে ধারণ করে। উক্তদেশীয় নিঃস্বলোকেরা উর্ণাবস্ত্র পরিধান করে। উহা প্রায় জানুপর্য্যন্ত লম্বমান হয়। অপর তাহারা কটিদেশে এরূপ বস্ত্র জড়াইয়া থাকে যে উহা কখন২ প্রয়োজনমতে উষ্ণীষ ও কটিবন্ধন-রূপে ব্যবহৃত হয়। ঐ দেশের রাজপুত-জাতীয় লোকেরা শরীরে আঙরাখা ব্যবহার করে। ইহারাই কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র আজানুলম্বিত ধারণ করে, এবং পায়জামা পরিয়া থাকে। তাহাদিগের নিমিত্ত যে সকল শিরস্ত্রাণ প্রস্তুত হয় তাহা অধিক প্রশস্ত, এবং সকল বস্ত্র কার্ম্মিক কর্ম্মে মণ্ডিত। এস্থলে ইহাও উল্লিখিত হইতেছে যে মান্দাবী-প্রদেশে যে সকল সিন্ধুদেশীয় লোক প্রত্যক্ষ হয় তাহারা নীলবর্ণ ইজার ও জামা কটিবন্ধ এবং নানাপ্রকার বিচিত্র উষ্ণীষ ব্যরহার করিয়া থাকে।

তামাকের বিপদ্।

সাধারণের বিশ্বাস আছে যে ঈশ্বরের কৃপায় লোকে রাজা হইয়া থাকে। এ বিশ্বাসের সত্যতা-বিষয়ে আমাদিগের কিছুই বক্তব্য নাই। পরন্তু আমাদিগের দৃঢ় সংস্কার আছে যে রাজাকর্ত্তৃক জনসমাজের উপকার অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ইহার প্রমাণার্থে আমরা তামাকসম্বন্ধে তিনটি আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই আমাদিগের অভিপ্রেত সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইবে। তুরুষ্ক-দেশে চতুর্থ আমুরাথ-নামা একজন অতিপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। কোন কারণবশতঃ তমাকুর প্রতি তাঁহার বিশেষ দ্বেষ জন্মিয়াছিল। এই প্রযুক্ত তিনি আজ্ঞাপ্রচার করেন যে যে ব্যক্তি নস্যসেবন করিবেক তাহার প্রাণ দণ্ড

হইবে। এই আজ্ঞার পোষণার্থে সহস্র সহস্র মনুষ্যের শিরশ্ছেদ হইয়াছিল। পারশ্যদেশের সুবিখ্যাত অধিপতি আব্বাশ ঐ প্রকারে অনুমতি করেন যে যে ব্যক্তি নস্যগ্রহণ করিবেক তাহার নাসিকা ছেদন করা হইবে, এবং কার্য্যতঃ শত২ মনুষ্যের নাসা চ্যুত করা হইয়াছিল। ইতালিদেশের অধিপতি অষ্টম ইনোসেন্ত প্রধান-ধর্ম্ম-যাজক ছিলেন, এবং নামতঃ ও কার্য্যতঃ পবিত্র বলিয়া বিখ্যাত; অথচ তাম্রকূট-সেবক-দিগের প্রতি তিনি অকারণ-দ্বেষপ্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার এক সাধারণাজ্ঞা-পত্রে ঈশ্বরের নামোল্লেখে এই অভিসম্পাত আছে যে যে ব্যক্তি তামাকসেবন করিবে তাহাকে দীর্ঘ-কাল রৌরবে যন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে। হায়! এই দুরাত্মারা তাম্রকূটরসে একেবারে বঞ্চিত ছিল; নতু বা জনসমাজের এপ্রকার অনিষ্টসাধন করিত না। আহ্লাদের বিষয় এই যে অধুনা কোন সভ্য দেশে এমত কোন রাজা নাই যে গরীবের গুড়াকুর প্রতি হস্তক্ষেপ করে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

"সঙ্গীতসারঃ। শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামিনা প্রণীতঃ প্রকাশিতশ্চ"। এই পুস্তকখানি ভদ্রসমাজে অবশ্য বিশেষ আদরণীয় হইবে, এবং ইহার প্রণেতা যে স্বদেশের এক মহদুপকার করিয়াছেন ইহা সুধীমাত্রে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। অধুনা ভারতবর্ষে সঙ্গীত-শাস্ত্রের একপ্রকার লোপ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কারণ বহুল গায়কসত্ত্বেও সঙ্গীত-বিষয়ে একটী প্রকৃত নায়ক বা পণ্ডিত পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে; এবং নায়কাভাবে শাস্ত্রের লোপ অবশ্যই সম্ভবে। যদিচ কএকখানি সঙ্গীত গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু তাহার আচার্য্য প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। এতদবস্থায় শ্রীযুক্ত গোস্বামী-মহাশয়কর্ত্তৃক সমস্ত সঙ্গীত-শাস্ত্রের মর্ম্ম বঙ্গভাষায় প্রকটিত হওয়ায় একপ্রকার লুপ্ত-শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। অধিকন্তু সুর লিখিবার যে পূর্ব্ব নিয়ম প্রচলিত ছিল তাহা বহুকালাবধি লুপ্ত হওয়ায় অধুনা সুর লেখার উল্লেখ করিলে লোকে হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে; সেই সুর লিপিবদ্ধ করণের প্রণালী পুনরুদ্ভাবন সম্মার্জ্জন ও সংস্করণ দ্বারা গোস্বামী মহাশয় যে মহিয়সী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন তাহার নিমিত্ত বঙ্গবাসীরা তাঁহার নিকট অবশ্য দৃঢ়কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবেন। যদিচ কএকটী কারণবশতঃ অধুনা এতদ্দেশে সঙ্গীত-শাস্ত্রের বিশেষ আদর নাই, পরন্তু সঙ্গীত সভ্যতার অঙ্গ, এবং তদভাবে সভ্যসমাজ রক্ষা পায় না; সুতরাং যে পরিমাণে এতদ্দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে সেই পরিমাণে সঙ্গীতেরও পরিবর্দ্ধন হইবে। ইহা পরম আহ্লাদের বিষয় যে শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় সে উন্নতির মূলস্বরূপ হইয়াছেন, এবং তাঁহার সাহায্যে বঙ্গদেশীয়েরা অনায়াসে শাস্ত্র-সম্মত সঙ্গীত অধ্যয়ন করিতে পারিবেন। ফলে কএক শতাব্দী অবধি সঙ্গীতের ঔপপত্তিক আলোচনাকেই সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনা বলিয়া বোধ ছিল; ত্রবং ঐ ঔপপত্তিক আলোচনার উপদেষ্টা অসদাচার হীনবর্ণ দুষ্কর্ম্মানুগামীদিগ-ব্যতীত প্রায়ই অন্যের নিকট সম্ভব ছিল না; তাহাদিগের সহবাসে অনেক ভদ্রসন্তান কলুষিত হইয়াছে; এবং সেই ভয়ে ভদ্রলোকে কেহই আপনাপন অপত্যদিগকে সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনা করিতে দিতে সম্মত হয়েন না। গোস্বামী মহাশয়ের

প্রসাদে সে বিঘ্ন দূরীকৃত হইয়াছে, এইক্ষণে ভদ্র-সন্তানেরা অনায়াসে উপস্থিত পুস্তকের সাহায্যে সঙ্গীত-শাস্ত্রের সমস্ত মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন; অধিকন্তু ইচ্ছানুসারে বিনাগুরূপদেশে পুস্তকের সাহায্যেই যন্ত্র সাধন করিতে পারেন। প্রস্তাবিত গ্রন্থের সমস্ত বিবরণ এস্থলে লেখা সম্ভাব্য নহে; পরন্তু যাঁহারা এতদ্বিষয়ের আনুরাগী তাঁহাদিগের গোচরার্থে তাহারস্থূল মর্ম্ম বর্ণনীয় হইয়াছে। তদ্যথা, গ্রন্থের প্রারম্ভে "অনুক্রমণীকায়" সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিষয়ক সাধারণ কত্রকটী বিবরণের আলোচনা-অন্তে প্রথম পরিচ্ছেদে সঙ্গীতের পারিভাষিক সঞ্জ্ঞাগুলির সঙ্খ্যা করা হইয়াছে। তদনন্তর গীতকাণ্ডে আলাপ, রাগরাগিণীর নিয়ম, ও বিভিন্ন প্রকার গীতের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় পরি-চ্ছেদে তাল-প্রকরণ, চতুর্থে নৃত্য-কাণ্ড, এবং পঞ্চমে যন্ত্রের সাধনপ্রণালী ও রাগরাগিণীর আলাপ বর্ণিত আছে। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ই সুস্পষ্ট সমিচীন ও সুচারুরূপে বিবৃত হইয়াছে; কিছুই কঠিন বা দুর্বোর্য্য নহে; তাহার আদর্শস্বরূপে আমরা এস্থলে অনুক্রমণিকা ভাগের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম; তদ্দৃষ্টে গ্রন্থের পারিপাট্য অনায়াসে পঠকবৃন্দের অনুভূত হইবে।

"সঙ্গিতদ্বারা সংসারের যথেষ্ট উন্নতি ও অবনতি উভয়ই ঘটিয়াছে। সঙ্গীতের প্রকৃতিই পবিত্র, বিকৃতি অপবিত্র। প্রকৃতাবস্থায় ইহা মানব-মনের উৎকৃষ্টতম সাধুপ্রবৃত্তিসকল উত্তেজিত করে। ইহাদ্বারা জড়তা অপগত হয়, প্রাজ্ঞতা জন্মায়, এবং প্রার্থিব-ভাবের পরিবর্ত্তে আধ্যাত্মিক-ভাবের উদয় হয়। পুরাকালে ইহা যোদ্ধৃবর্গকে সমরক্ষেত্রে উৎসাহিত করিত, বিরগণের উৎসাহ সংবর্দ্ধন করিয়া আরও ধর্ম্ম-যুদ্ধে দেশ বিদেশ পরাজয় করিতে উদ্যত করিত, দেবগণের প্রীতি সম্পাদন করিত। তখন সকলে ইহাকে দেবপ্রসাদ-লভ্য বলিতেন। তখন যাহা কিছু পবিত্র—যাহা কিছু দৈব—তাহাই ইহাদ্বারা গীত হইত। এই জন্যই আমাদের ও অন্যান্য প্রাচীন দেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্র সঙ্গীত-সম্বদ্ধ। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম হইয়া যায়, যখন ক্রমে ক্রমে জেতারা দেশ বিদেশ পরাজয় করিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা বাড়িতে লাগিল; ভোগবিলসিতা, বিষয়লালসা, মানবমনে সঞ্চারিত হইতে লাগিল, আর ইহাদ্বারা একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বিশেষ সম্ভোগ করা যায় ইহা স্থির হইল, তখন মানবের পরিবর্ত্তনের ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পরিবর্ত্তন হইল। তখন ইহার পবিত্রভাব তিরোহিত হইয়া গেল, তখনই ইহাদ্বারা মহোপকার হয়; ইহা লাম্পট্য, পরদারগমন প্রভৃতি জঘন্য পার্থিবভাবের উত্তেজক হইয়া দাঁড়ায়, স্বার্থপর-গায়কদিগের উপর্জ্জীবিকার একটী বিশেষ উপায়ভূত হয়। ধনলোভের আশয়ে অর্থলুব্ধ গায়কেরা বিলাসাসক্ত রাজাদিগের বা ধনি-দিগের চিত্তবিনোদন-মানসে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তির অনুরূপ সঙ্গীত রচনা করিয়া গান করিত, এবং তাহাদ্বারা তাঁহাদিগের সেইরূপ প্রবৃত্তিও উত্তেজিত হইত; সুতরাং সঙ্গীতের অপবিত্রভাব—অপকারিতা গায়কদিগের দোষেই প্রায় হইয়া থাকে। সঙ্গীতকে পবিত্র করিতে গেলে—উপকারী করিতে গেলে—অগ্রে মনকে পবিত্র করিতে হয়। কারণ, সঙ্গীতের সুর কোনরূপেই দূষ্য নহে। ইহাদ্বারা যে কথা বলা যায়, তাহাই মনে লাগে, ভাল বলিলে ভাল ভাব, এবং মন্দ বলিলে মন্দ ভাব, মনে উদিত হয়, সুতরাং সঙ্গীতের অনুগত কথা গুলিই পবিত্র ইহা বলা যাইতে পারে না, সে কথা গুলি গায়কের প্রবৃত্তির অনুরূপ, অতএব গায়কের দোষেই সঙ্গীত অপকারী হয়,—নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজক

হয়; কিন্তু প্রকৃত সঙ্গীত মহোপকারী। সঙ্গীত কি উৎকৃষ্টাবস্থায় কি নিকৃষ্টাবস্থায়, যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, ইহাদ্বারা যে প্রবৃত্তিনিচয় উত্তেজিত হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আরও ইহাদ্বারা মনুষ্যের মন কোমল হয়, মুগ্ধ হয়। শুদ্ধ মনুষ্যের কেন? পশু পক্ষিপ্রভৃতির উপরও ইহার সম্পূর্ণ আধিপত্য। এই জন্যই মন কোমল হইবে, এবং প্রকৃতি সুন্দর হইবে বলিয়াই গ্রীশের অন্তর্গত আর্‌কেডিয়ার রাজনীতি অনুসারে অন্ততঃ সকল যুবকেই সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইত। সুতরাং ইতিহাসে বলে যে, তাহাদিগের মন নিতান্ত কোমল ছিল—প্রেম, স্নেহ, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি কোমল-প্রবৃত্তিসকল বিলক্ষণ উত্তেজিত ছিল। সঙ্গীতের এইরূপ কোমলকারিতা গুণ আছে বলিয়া কোন এক বিখ্যাত বাগ্মী কোন এক সুর বিশেষের অনুগত করিয়া বক্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া এরূপ লোকের মন আকৃষ্ট করিতেন যে, তিনি উক্ত বিষয় ইচ্ছামত চালাইতে পারিতেন। কথিত আছে যে, সুমধুর গীত বা বাদ্য শ্রবণে দুর্দ্দান্ত পশুরা ও তীক্ষ্ণ বিষধরেরা বিমোহিত হইয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ তাঁহার কোন এক বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়া ছিলেন যখন সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার অনুরূপ বয়স্যগণ পরিবৃত হইয়া উদ্যানে গান করিতেন সেই সময়ে সেইখানে দুইটী গণ্ডার আসিয়া শুনিত। এক দিন তাহারা গীত শ্রবণে এরূপ বিমোহিত হইয়া পড়িয়া ছিল যে উক্ত পাষাণহৃদয় দুর্ব্বৃত্ত নবাব যখন স্বীয় তীরন্দাজ্ঞতা জানাইবার নিমিত্ত তাহাদের একটীর প্রতি তীর ছুড়িলেন তখন সে তাহা কিছুই জানিতে পারে নাই, সেই খানেই দাড়াইয়া সে সেই তীরের আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিল। পশুদিগের এই রূপ সঙ্গীতাপহৃতচিত্ততার অপর অনেক উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে,।

২। "শ্রীরামকৃষ্ণাখ্যং চিত্রকাব্যং মহামহোপাধ্যায় দৈবজ্ঞ শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তপণ্ডিতকৃতং সটীকং"। গ্রন্থকর্ত্তা কেবল এইমাত্র গ্রন্থ-প্রণয়ন-দ্বারা পরিচিত নহেন। ইনি জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করাতে ভারতবর্ষে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। সমালোচ্য গ্রন্থে দশরথাবতংস রামচন্দ্রের ও যদুকুলোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণের বন্দনাদি করিয়া প্রতি কবিতাতেই শব্দবৈচিত্র কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন কোন কাব্যে অর্থালঙ্কার ও কাহাতে শব্দালঙ্কার প্রাচুর্য্য থাকে। যাহাতে অর্থালঙ্কার অধিক ব্যবহৃত হয় তাহা সহৃদয় গ্রাহ্য সাক্ষ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, আর যাহা শব্দালঙ্কারালঙ্কৃত তাহা যেরূপ শ্রুতি-সুখপ্রদ হয় তাদৃশ রসপূর্ণ হইতে পারে না, এ কথা বোধ হয় সকলেই অবাধে স্বীকার করিবেন। আমাদিগের সমালোচ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি শেষোক্ত ভূষণেই ভূষিত, সুতরাং ইহাতে রসভাবের লালিত্য লক্ষিত হয় না, কবির শব্দশাস্ত্র ব্যুৎপত্তিই কেবল দেখা যায়। ফলে চিত্রকাব্যে শব্দগত বৈচিত্র সম্পাদনই অপেক্ষিত, এবং ইহাতে তাহার অসদ্ভাব নাই। কবিবর ভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয় তথা মাঘ কবি-প্রণীত শিশুপালবধাদি গ্রন্থের সর্গ-বিশেষে যেরূপ শব্দালঙ্কার সুচারুভাবে লক্ষিত হয়, বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহারই অনুকরণ করা হইয়াছে। পরন্তু ইহাতে চিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত ব্যাকরণাশুদ্ধি থাকা একপ্রকার দোষ বলিতে হয়। এ কথার প্রমাণার্থে গ্রন্থের প্রথম কবিতাটী উদ্ধৃত হইতেছে। তদ্যতা—

"তংভুসুতামুক্তিমুদারহাসং
বংদেয়তোভব্যভবংদয়াশ্রী।"

এই শ্লোকে "দয়া শ্রী" শব্দটীর পর বিসর্গাভাবে ব্যাকরণ দুষ্ট হইয়াছে। কারণ এটী কর্ত্তৃপদ

এবং সংস্কৃতে কর্ত্তৃপদের চিহ্ন বিসর্গ, তদভাবে পদটী বিভক্তী বিহীন হয়। অপর পক্ষে বিসর্গ থাকিলে "শ্রীয়াদবং ভবব্যভতোয়দেয়" ইত্যাদি বিলোম পাঠের ব্যাঘাত হয়। যাহা হউক প্রতি-কবিতাতেই দুইপ্রকার অর্থের নিয়োগ একপ্রকার দুরূহ ব্যাপার; অতএব ব্যাকরণের ব্যাঘাত সম্ভব হইতে পারে। অনেকগুলি শ্লোক বর্ত্তমান পুস্তকে আদ্য ও শেষ হইতে পাঠ করিলে তুল্য দৃষ্ট হয়। তদ্দৃষ্টান্ত যথা—

"চিরংবিরংচির্ন চিরংবিরংচি
সাকারতাসত্য সতারকাসা"।

এই পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহুপরিশ্রমে পরিশুদ্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করায় অনেকের উপকার করিয়াছেন। অতএব এস্থলে তাঁহার ধন্যবাদ অবশ্য কর্ত্তব্য।

৩। "মিত্রবিলাপ শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত"। যে সময়ে পৃথিবীতে আহার্য্য শোভার প্রতি বিশেষ সমাদর না হইয়া উঠে তত দিন কাব্য রচনায় স্বভাবোক্তিই সুচারুরক্ষিত হইতে পারে। পর্ব্বতাদি স্বাভাবিক বিষয়সকল যেরূপে বর্ণিত হয়, সুচারুকারুনির্ম্মিত প্রাসাদাদির বর্ণনাপ্রণালী কদাপি তাদৃশ স্বাদ্য হইতে পারে না। যে সকল কবিবর সামাজিক আহার্য্য শোভার ভাব পরিজ্ঞাত হইয়াও স্বভাবের কৌশল লিখিয়া কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন তাঁহারাই সহৃদয় শ্লাঘ্য এবং কীর্ত্তনীয়। আমাদিগের সমালোচ্য গ্রন্থপ্রণেতা মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্তরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়া কীর্ত্তনীয় হইবার যোগ্য হইয়াছেন। ইঁহার রচনাপ্রণালী স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। গ্রন্থখানি মিত্রবিলাপ আখ্যায় অভিহিত সুতরাং বন্ধুবিরহ বর্ণনই উদ্দেশ্য। বিরহাবস্থায় মানবের প্রকৃতির চারুতা দর্শন অভিলষণীয় হওয়াতে প্রকৃতির বর্ণনাদিও লক্ষিত হয়। ফলতঃ ইনি যেরূপ ভাবে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে ইহাঁকে বিরহাবস্থার লোক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। ইঁহার বিরহভোগিত্ব ও কবিত্বের প্রামাণ্য রক্ষার্থ কতিপয় কবিতা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে, সহৃদয় পাঠকবর্গ অবশ্যই বিবেচনা করিয়া লইতে পারিবেন।

"দেখিলাম স্বপনে
মুখে মৃদু মৃদু হাঁসি, কুমুদে কৌমুদীরাশি,
হেরি সুখ নাহি ধরে মনে।
প্রণয় বচন তার, ঢালে কর্ণে সুধাধার,
শিহরে পুলকে কায়া সে কর স্পর্শনে।
উল্লাসে সহসা নিদ্রা ভাঙ্গিল আমার।
একি উষা দিনে তুমি আবার আঁধার?"॥

[চতুর্থ পৃষ্ঠা]

নিম্নস্থ চারি পংক্তি স্বপ্নাবস্থায় বন্ধু-দর্শনে চিত্তের প্রকৃত কার্য্যই প্রকাশ করিতেছে।

"প্রণয়ের পাত্র-সনে হইলে মিলন,
উথলে আহ্লাদ চিতে, সুধা বর্ষে চারি ভিতে,
বিজলির সম হাসি উজলে আনন;
মানস সরস মাঝে, আশা কমলিনী সাজে,
হেরিয়া নয়নে পুনঃ সুখের তপন;
রোগ শোক দূরে যায়, ইচ্ছা হয় পুনরায়,
সংসার তরঙ্গেরঙ্গে চালাই জীবন।
প্রণয় বিষয় আজি বুঝি আমি ভালো;
বন্ধুসনে যে সকল, দেখিতাম নিরমল,
আজি সে সকল আমি দেখি যেন কালো;
সে কালে শীতল কর, দিতে তুমি সুধাকর,
তুমিও এখন মম মনাগুণ জ্বালো;
তোমারো মলয়ানিল, শীতলতা গুণ ছিল,
এখন কেবল তুমি শোক শিখা পালো"।

[১৮—১৯ পৃষ্ঠা]

প্রথমোদ্ধৃত কবিতার নিম্নে পঁক্তিচতুষ্টয় রূপকালঙ্কারে লক্ষিত হইয়া মানসি প্রকৃত বৃত্তির বিষয় প্রকাশ করিয়াছে। মিলনাবস্থায় সুরম্য বস্তু দর্শনে মনোমধ্যে যে রূপ আনন্দ লহরী বহিতে থাকে, বন্ধুবিচ্ছেদে ঐ সমস্ত রম্য বস্তু দর্শনেও সেইরূপ মনের ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া থাকে; গ্রন্থকর্ত্তা ইহা শেষোক্ত কবিতায় সুনিশ্চিত করিয়া শব্দনিবদ্ধ করিয়াছেন। ফলে ইনি পুস্তকখানি রচনা করিয়া যে কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে এরূপ স্থল অনেক আছে, যাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে সুখি করিতে পারি, কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে তদ্‌বিষয়ে নিরস্ত হইতে হইল।

৪। "যৌবনোদ্যান, শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত"। আমাদিগের সমালোচিত তৃতীয় পুস্তকের প্রণয়ণকর্ত্তা এই পুস্তকেরও প্রণেতা, সুতরাং প্রণেতার উদ্দেশে অন্য কিছু বিশেষ বক্তব্য নাই। সমালোচ্য গ্রন্থের বিষয় অধিক বলাও বাহুল্য; তবে এইমাত্র প্রতীয়মান হইতেছে কবির সকল রচনা যে তুল্যকক্ষ হইবে তাহা বলিতে পারি না। কবিবর কালিদাস "মানবিকাগ্নিমিত্র," "বিক্রমোর্ব্বশী" এবং "শকুন্তলা", এই তিনখানি নাটক প্রণয়ণ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার শকুন্তলা পাঠ করিলে এরূপ ধারণা কখনই হইতে পারে না "যে মালবিকাগ্নিমিত্র" তাঁহার লেখনীবিনির্গত; কেবল দ্বিতীয় খানিতে কিছু২ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আমাদিগের সমালোচ্য যৌবনোদ্যানখানি মিত্রবিলাপখানির সর্ব্বতোভাবে সমতুল্য বলিতে পারি না। পরন্তু ইহা কোনমতে নিন্দনীয় হয় নাই। পূর্ব্বগ্রন্থাপেক্ষা ইহাতে অলঙ্কার বিশেষের আড়ম্বর অনেক আছে, এবং রচনা-চাতুর্য্যও স্থানে স্থানে প্রদীপ্ত বোধ হয়। অধিকন্তু পদ্যের সারল্য ও সম্মার্জিততা ও লক্ষ্য হয়; উদাহরণ স্বরূপ কএকটি পদ প্রদর্শিত হইতেছে।

"হেরিলা দ্বারের মাঝে, রতন আসনে,
চিন্তাকুলা মৌনভাবে বসিয়া রূপসী;
খরতর রবিকর জ্বলে সে বদনে;
নয়নের তেজে যায় নয়ন ঝলসী;
সৌদামিনী রাশি নাকি পড়িয়াছে খসি?
কপাল কিঞ্চিৎ উচ্চ, প্রশস্ত, অঙ্কিত,
ভাবনা লাঙ্গলে ভাল গেছে যেন চসি;
বক্রাগ্র নাসিকা; ওষ্ঠ কি জন্য কম্পিত;
দৃঢ়গ্রীবা; অন্য অঙ্গ অলঙ্কার বাসে আচ্ছাদিত"।

[২৯ পৃষ্ঠা]

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৫৭ খণ্ড

যুগান্তরীয় অদ্ভুত জন্তু।

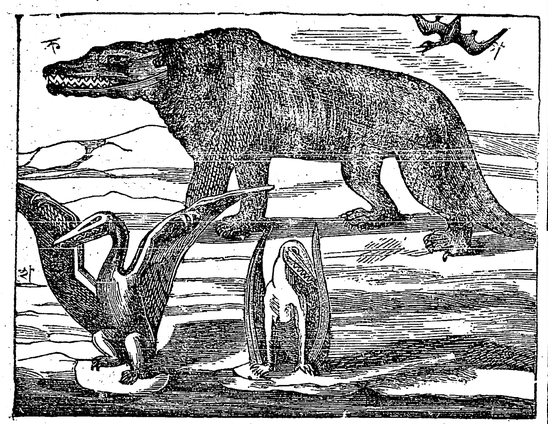

ক, বিশালসর্পী। খ, পক্ষিসর্পী।

রহস্য-সন্দর্ভের ৫৫ খণ্ডে যুগান্তরীয় কএকটী কুম্ভীলের বর্ণন করা হইয়াছে, তৎপাঠে অনেকেই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন। অধুনা তাৎকালিক অপর কএকটী কুম্ভীরের বর্ণন উদ্দেশ্য, তাহা পূর্ব্ববর্ণিত কুম্ভীলহইতেও কোন কোন বিষয়ে বিশেষ আশ্চর্য্যজনক। এই সকল জীবের কেবলমাত্র প্রস্তরীভূত অস্থিদৃষ্টে তাহাদের বর্ণনা নিষ্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং তাহা অনেক বিষয়ে সন্দেহজনক ও অসম্পুর্ণ মানিতে হইবেক; পরন্তু, বোধ হয়, তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনও পাঠকবৃন্দের রহস্যব্যঞ্জক হইতে পারে।

প্রস্তাবিত জীবমধ্যে 'মিগালোসারস্' বা বিশালসর্পী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; দ্বিতীয় যুগের আণ্ডিকস্তর-নামক স্তরবিশেষে ইহার কথক্ গুলি অস্থি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রস্তাব-শিরোভাগের ক-চিহ্নিত চিত্র দেখিলেই বোধ হইবে যে আমাদিগের এ আত্মীয় কি ভীষণদর্শন। ইহা দীর্ঘে প্রায় ৩০ হস্ত, এবং হস্তীহইতে দ্বিগুণ স্থূল হইত। হইার সমস্ত শরীর মাংসল, স্থূল ও বলবৎ। যদ্যপি ইহার পদচতুষ্টয় বৃহৎ না হইত ও শরীরের নিম্নভাগ দৃঢ়রূপে যোজিত না থাকিত তবে ইহা দর্শনে একটী ভীষণ কুম্ভীর বলিয়া জ্ঞান হইত, সন্দেহ নাই। পরন্তু পদের দৈর্ঘ্যে তাহার অন্যথা বোধ হয়। ইহার মুখ দীর্ঘ ও বিকট দংষ্ট্রাপুর্ণ; দন্তগুলির গঠন অতি-চমৎকার, ও তাহাদিগের পঙ্‌ক্তি-পরম্পরা যোজনা এতাদৃশ বিচিত্র যে উহাদ্বারা এককালে প্রশাণিত ক্ষুর, অতিতীক্ষ্ণ শেল, ও করাত যন্ত্রের কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে। প্রত্যেক দন্ত সূক্ষ্মাগ্র ও বক্রাগ্র, এবং প্রত্যেকটি দেখিতে যেন শাখাচ্ছেদী ছুরিকার সদৃশ। এই ভয়ানক দন্তবিশিষ্ট বক্ত্রে কোন জন্তু পড়িলে বা ধৃত হইলে তাহার পলায়নের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। ওষ্ঠের পুরোভাগ চাপা ও পার্শ্বদ্বয় পাতলা ও চেপটা, এবং দেখিতে ঘড়িয়ালের তুণ্ডের সদৃশ। এই জীবের চক্ষু দীর্ঘ হইত, এবং কর্ণ এতাদৃশ ক্ষুদ্র যে নাই বলিলেই হয়। স্কন্ধদেশে কণ্ঠের নিকটহইতে বাহুমূলপর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে স্থূল,

অত্যন্ত মাংসল, এবং বহুল স্তকৃস্তরে আবৃত। স্কন্ধমূল সমস্ত শরীরাপেক্ষা উচ্চ,এবং ৭ বা ৮ হস্ত ঊর্দ্ধ। স্কন্ধমূলহইতে বাহুমূল-পর্য্যন্ত স্থান সমস্ত শরীরের মধ্যে অত্যন্ত প্রশস্ত; ঐ স্থানহইতেই শরীরটী ক্রমে সরু হইয়াছে। পুরঃপদদ্বয় অত্যন্ত স্থূল, ও ভয়ানক তীক্ষ্ণ-বক্র-নখ-বিশিষ্ট। পুচ্ছমূল অত্যন্ত স্থূল ও ক্রমে প্রতনু হইয়াছে। সমস্ত পুচ্ছটী মাংসল।

এই ভীমকায় জীবের নিম্নে যে জন্তুর দুইটী চিত্র আছে তাহার নাম "তিরসরিয়া" বা পক্ষিসর্পী। ইহার অবয়ব পক্ষীর ন্যায় বটে, বিশেষ ইহার দন্তহীন বক্র পক্ষিচঞ্চুর সহিত অনেক সাদৃশ্য রাখে; ইহার অস্থিচয়ের গঠনও নানা প্রকার পক্ষীর-অস্থিসদৃশ; বিশেষ অস্থিগুলিতে বায়ুরন্ধ্র থাকাতে এই জীবকে পক্ষিজাতীয় বলিয়া মানিতে হয়। পরন্তু শরীরের অপর অংশ সর্পীর সদৃশ, এবিধায় ইহাকে সর্পী ও পক্ষীর ধর্ম্মশালী সরীসৃপ বলিতে হইবে। ইহার আকারের কিয়দংশ রক্ত-শোষক বাদুড় ও কিয়দংশ কাটঠোকরা পক্ষীর সমতুল্য। কুম্ভীরের ন্যায় তীক্ষ্ণ বক্র, ক্রমশঃ প্রতনু চঞ্চু, গোধার শরীরের সদৃশ শরীর, এবং ত্বচ্ আঁসরূপ-বর্ম্মাবৃত থাকায় ইহা একটী নিতান্ত বিকটমূর্ত্তি জন্তু হইয়াছে। এই ভয়াবহ কদাকার কদর্য্যজন্তুর দেহাবশেষ লায়াস-নামক স্তরে যথেষ্ট প্রাপ্তহওয়াযায়। এপর্য্যন্ত ইহার যে সকল অস্থির অবশেষ প্রাপ্তহওয়া গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় কোন কালে এই জীবের আটটী বংশ বর্ত্তমান ছিল। পূর্ব্বে এপ্রকার অস্থ্যবশেষকে পূর্ব্বতন পক্ষিজাতির অস্থি বলিয়া পরিগণিত হইত। বিজ্ঞবর কুবের সাহেব ঐ অস্থিসকলের অবয়ব দেখিয়া এইজীব সকলকে সরীসৃপ-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। খ-চিহ্নিত চিত্রে দৃষ্টি করিলে এই বিকট জন্তুর অবয়ব অবগত হওয়া যাইবেক। চর্ম্ম পক্ষ ও পক্ষাগ্রে তীক্ষ্ণ অঙ্গুষ্ঠ থাকায় ইহা দর্শনে বাদুড়ের ন্যায় হইয়াছে। ইহাদের চঞ্চুদ্বয় সুদীর্ঘ, নাসারন্ধ্র বৃহৎ, ও গ্রীবা দীর্ঘ হইত। ইহাদের বস্তির অস্থি ক্ষীণ ও গোধার বস্তির সদৃশ। এই সকল হেতুবাদেও ইহাকে সরীসৃপ ব্যতীত অন্য কিছু বলা যায় না। মস্তকটী শরীরাপেক্ষা অত্যন্ত বড় হওয়ায় জন্তুটী দেখিতে একান্ত কুরূপ। সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলি বৃদ্ধাঙ্গুলিহইতে অনামিকা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ, ও গোধারন্যায় নখর। কনিষ্ঠ অঙ্গুলি প্রায় সর্ব্বাঙ্গহইতে দীর্ঘ। আকারে বোধ হয় উক্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগহইতে পশ্চাতের পদের অঙ্গুলি ও পুচ্ছপর্য্যন্ত একখানি চর্ম্মখণ্ড বিস্তারিত থাকিত। জন্তুটী উক্ত পক্ষসদৃশ-চর্ম্মে ভর করিয়া শূন্যমার্গে উড্ডীন হইত,(গ চিহ্নিতচিত্র), ও বৃক্ষশাখাহইতে ভূমিস্থ শত্রু আক্রমণে আশ্রয়পাইত। মেরুদণ্ডের অস্থিগুলি ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র হইয়া পুচ্ছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইত, একারণ নিজচর্ম্মপক্ষ না বিস্তার করিয়া পদে ও শরীরের পশ্চাদ্ভাগে ভর দিয়া ইহা ভূমার্গে গমনে পারগ ছিল; কিন্তু মস্তকের গুরুত্ব হেতুক পক্ষীর ন্যায় পশ্চাৎপদে ভর দিয়া অবস্থান করিতে অক্ষম ছিল। পদচতুষ্টয়ে বক্রনখ থাকায় অনায়াসে বৃক্ষাদি আরোহণে সমর্থ হইত, ও বোধ হয় বাদুড়ের ন্যায়, নখদ্বারা শাখা আশ্রয় করিয়া ঝুলিত; তথা প্রয়োজনমতে অধস্থ জীবের উপর লম্ফ দিত। মুখের গঠনে বোধ হয় যে মৎস্য ও কীটাদিই ইহার উপজীবিকা ছিল।

সর্পিগণের সহিত গোধা বা গোয়াসাপের বিশেষ সমতা আছে, এবং পুরাকালে গোধা জাতীয় অনেক বিশালকায় জীব বর্ত্তমান ছিল। তন্মধ্যে দুইটীর অবয়ব অপর পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হইল। ইহার প্রথমটীর নাম 'ইগ্যানোদন্' বা গোধাদন্তসর্পী

(ক চিহ্নিতচিত্র)। ইহা দীর্ঘে প্রায় ৩৫—৪০ হস্ত ও অত্যন্ত-স্থূল-শরীর-বিশিষ্ট। পুচ্ছ অত্যন্ত সূক্ষ্মাগ্র, কিন্তু মূলভাগে যথেষ্ট স্থূল; ফলে ইহার পশ্চাতের পদদ্বয় না থাকিলে পুচ্ছমূল ও শরীরের শেষবিভেদ করা কঠিন হইত। পুরোঃপদদ্বয় শরীরের সহিত প্রায় একীভূত ও ক্ষুদ্র হওয়ায় জন্তুটী চতুষ্পদে ভরদিয়া দাঁড়াইলে পুরোভাগ নিম্ন বোধহইত। পদচতুষ্টয় অত্যন্ত স্থূল। প্রতিপদে ৩ হস্ত দীর্ঘ নখর অঙ্গুলি হইত। কেহ কেহ বলেন, ইহার পুচ্ছ প্রায় ১০ হস্ত দীর্ঘ ছিল, কিন্তু অদ্যাবধি উক্ত অঙ্গের অস্থি না পাওয়ায় তাহা স্থির করা হয় নাই। বিজ্ঞবর ওবেন সাহেব বলেন, ইহার পুচ্ছ ক্ষুদ্র ছিল। আধুনিক গিরগিট-বিশেষের ন্যায় ইহার নাসারন্ধ্র-দ্বয়ের মধ্যে একটী শৃঙ্গ হইত। ঊরুদেশের অস্থি হস্থির উক্ত অস্থি অপেক্ষা বৃহৎ, ও গঠনে বোধ হয় ভূমার্গ বিচারণোপযোগী। দন্তগুলি চেপ্টা ও ঝাউপ্রভৃতি বৃক্ষের শাখা-চর্বণে পটু। দন্তচয় কুম্ভীরের দন্তের ন্যায় হনুতে সংলগ্ন। পৃষ্ঠে মস্তকের মূলহইতে পুচ্ছপর্য্যন্ত আলম্বমান এক শ্রেণী অস্থিশলাকা থাকিত।

এই ভীষণমূর্ত্তি গোধার অবান্তর ভেদ অপর একটী ভীমকায় গোধা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার নাম 'হাইলিওসারস্' বা আরণ্যসর্পী(খচিহ্নিতচিত্র)। ইহার শরীরের পরিমাণ পূর্বোক্ত গোধার তুল্য হইত; কিন্তু ইহার দেহ কেবলমাত্র ত্বচে আবৃত না হইয়া কুম্ভীলের দেহে যে রূপ অস্থিময় শল্ক হয় সেইরূপ অতীব স্থূল বহুসঙ্খ্যক অস্থিখণ্ডে আবৃত,এবং পৃষ্ঠ-দেশে এক পঙ্‌ক্তি দীর্ঘ ও ভয়াবহ অস্থিশলাকা রোপিত থাকিত। এই জীব স্থলচর, সর্ব্বদা অরণ্যে শাখা ভক্ষণ করত দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

পুরাকালে এই সকল ভীষণ জন্তু বর্ত্তমান থাকায় তৎসহ মনুষ্যের বাসকরা একান্ত অসম্ভব বোধ হয়।

ক, গোধাদন্ত সর্পী। খ, আরণ্য-সর্পী।

বৃষ্টিবৈদ্য ও অদ্ভুত বৃষ্টি।

বৃষ্টির আবশ্যক হইলে ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা একগাছি রজ্জু আকর্ষণ করে, তাহাতেই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এ প্রক্রিয়া কোনমতে মন্দ প্রক্রিয়া নহে; রজ্জাকর্ষণ দ্বারা উত্তম ও প্রচুর শস্য পাওয়ার উপায় কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য নহে। বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম-দেশীয় বৃষ্টিপ্রার্থীরা দুই পক্ষ হয়; এক পক্ষ বৃষ্টি ইচ্ছা করে; অপর পক্ষ তদ্বিরোধী। এই দুই পক্ষে একত্রহইয়া একগাছি রজ্জুলইয়া উভয় শেষভাগ ধারণ করত দুই পক্ষ বিরুদ্ধদিগহইতে সবলে টানিয়া যে পক্ষ আপনাদিগের দিকে রজ্জুটানিয়া লইতে পারে তাহাদেরই জয় লাভ হয়। ইহা সন্দেহ হইতে পারে যে বৃষ্টিপক্ষীয় লোকেরা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া বিপক্ষ পক্ষ অপেক্ষা অধিক বলের সহিত রজ্জু আকর্ষণ করিবে, তাহাতেই তাহাদের জয়লাভ

হয়। সে যাহা হউক, রজ্জু আকর্ষণ করিবার পরে বৃষ্টি হয় কি না আমাদিগের সংবাদদাতা দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা নিশ্চয় করিয়া লেখেন নাই। বোধ হয় এই প্রক্রিয়ায় কোন না কোন ফল আছে, কারণ ইহার প্রতিরূপ অপর অনেক দেশে লক্ষ্য হয়, এবং সর্ব্বত্র বৃষ্টিবৈদ্যের প্রদুর্ভাব দেখাযায়। অধিকন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্রে প্রায় সকল লোকেরই ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, এবং সকল-দেশেই বৃষ্টি আনয়ন বা নিবারণক্ষম বৃষ্টিবৈদ্য কোন সময়ে না কোন সময়ে বিখ্যাত হইয়াছিল।

ঐ বৃষ্টিবৈদ্যেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে; এক প্রকৃত বৃষ্ট্যআনয়ন বা তন্নিবারণ-ক্ষম বৈদ্য; অপর বৃষ্টি আগমনের ভবিষ্যদ্বাদী। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা বৃষ্টি কোন্ দিগহইতে ও কোন্ সময় হইবে তাহাই জানিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তাহাদিগের যে বৃষ্টুৎপাদনের শক্তি আছে, এমন অভিমান করে না। উত্তর আমেরিকাখণ্ডের বৃষ্টিবৈদ্যদিগের বৃষ্ট্যুৎপাদন শক্তির অভিমান থাকাতে গ্রীষ্মকালে বহুসঙ্খ্যক লোক তাহাদের নিকট গিয়া বৃষ্টির প্রার্থনা করে। আরব-দেশেও ঐরূপ বৈদ্যের অভাব নাই। কার্ষ্টীন নাইবর সাহেব আরব-দেশে গিয়া কিছু দিন নজিরাম-প্রদেশে বসতি করিয়াছিলেন। ঐ প্রদেশ মেক-রামী নামা এক সম্ভ্রান্ত শেখের অধিকারভুক্ত ছিল। নাইবর সাহেব বলেন, ঐ শেখ মুহম্মদকে ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া মানিতেন,কিন্তু তাঁহার উত্তরাধি-কারীদিগকে লোকপ্রতারক বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। প্রবাদ আছে "যে, জীবদ্দশায় ঐ শেখ স্বর্গের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং স্বর্গ গমনাকাঙ্ক্ষী কেহ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিলে, তিনি তাহাকে এই লিখিয়া এক পত্র দিতেন যে, সে মৃত্যুর পর স্বর্গে স্থান পাইবে"। যে যেমন মূল্য দিত তিনি দেবলোকে তাহার জন্য সেইরূপ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতেন। অপর ভূমণ্ডলে নির্ব্বোধ কুসংস্কার-বিশিষ্ট লোকেরা এত আছে যে অনেকে তাঁহার এবং তৎপ্রতিনিধির নিকটহইতে স্বর্গ-প্রাপ্তি-জন্য নিয়োগপত্র ক্রয় করিত, এবং ঐ পত্রদ্বারা তাহা-দের যে পরমার্থ বস্তু লাভ হইবে এমন ভরসাও করিত। পারশ দেশের করমান প্রদেশীয় এক ব্যক্তি প্রতারক অল্প দিন হইল স্বর্গ-বিষয়ে ঐ রূপ পত্র বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আর ঐ বাণিজ্যাবলম্বনে তাহার যথেষ্ট লাভও হইয়াছিল। সে যাহাহউক শেখ মেকরামীর যে কেবল স্বর্গের ছাড়চিঠী দিবার ক্ষমতা ছিল এমত নহে; তিনি লোকের মনের গুপ্ত ভাব বলিয়া দিতে পারিতেন, এবং জলাভাব হইলে ইচ্ছানুসারে বারিবর্ষণ করা-ইতেন। দেশে অত্যন্ত জলকষ্ট হইলে তিনি একটী সাধারণ উপবাস নির্দ্দিষ্ট করিতেন; সেই উপবাস কি ভদ্র কি অভদ্র সকল লোককেই পালন করিতে হইত। উপবাসের দিবস কেহ মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করিতে পাইত না, এবং সকলেই সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নম্রব্যবহারে দিন যাপন করিত। কথিত আছে যে, শেখের এই উপায় অবলম্বন করিলে অবিলম্বে উপবাসীদিগের দেশে বারি বৃষ্টি হইত।

উইলিয়ম লাম্পিযার নামা এক জন ডাক্তর লেখেন যে, ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে মোরকো রাজ্যের সম্রাটের পুত্রের বিষম পীড়া হইলে, সম্রাট্ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আপনরাজ্যে লইয়া যান। ইহাতে উক্ত কবিরাজ তাঁহার অন্তঃপুরপর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এক দিন তিনি পীড়িত রাজপুত্রকে অন্তঃপুরে চিকিৎসা করিতে গিয়া বিশেষ সমারোহ এবং মহাঘটা দেখিলেন।

আসিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্য প্রার্থনা করিলেন। তিন বন্ধুতেই অতিথির আহারান্বেষণে গমন করিল, এবং বানর ও শৃগাল কৃতকার্য্য হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল, কিন্তু শশক অনেক অনুসন্ধান করিয়াও খাদ্য সঙ্গ্রহ করিতে পারিল না। তখন শশকরূপী বোধিসত্ব একান্ত নিরুপায় হইয়া, এবং অতিথি সৎকারাপেক্ষা আত্ম-জীবনকে অতিতুচ্ছ বিবেচনা করিয়া, অতিথির আহারের নিমিত্ত অগ্নি প্রজ্বা-লনপূর্ব্বক তাহাতে নিজদেহ বিসর্জ্জন করিলেন। ইন্দ্র এতাদৃশী অতিথি-ভক্তি অবলোকন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন, এবং শশককে লইয়া গিয়া চন্দ্রমণ্ডলে রাখিলেন।

চন্দ্রের "শশী" এই সংস্কৃত নামটী এই প্রবাদের উপযোগিতা সমর্থন করিতেছে। কিন্তু কলঙ্কের আকার শশকের ন্যায় হওয়াতে চন্দ্রের "শশী" এই নামের সৃষ্টি হইয়াছে, অথবা চন্দ্রের শশী এই নাম-হইতেই লোকের মনে এরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে, ইহা সিদ্ধান্ত করা আমাদিগের পক্ষে দুঃসাধ্য।

এই উপন্যাসের উপর নির্ভর করিয়াই "পঞ্চতন্ত্র" নামক গ্রন্থে শশক গজের গল্প বর্ণিত হইয়াছে। কেবল উল্লেক মাত্র না করিয়া আমরা এস্থলে সঙ্ক্ষেপে সেই গল্পটী বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

কোন বনে চত্তর্দ্দন্ত নামে এক বলবান্ যূথনাথ বাস করিত। একদা মহৎ অবগ্রহ উপস্থিত হওয়াতে, তত্রস্থ তড়াগ, হ্রদ, পল্বল, এবং সরোবর সমুদায় এককালে শুষ্ক হইয়া গেল। তখন যূথাধিপ তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া জলান্বেষণের নিমিত্ত চতুর্দিকে বেগচণ্ড অনুচরসকল প্রেরণ করিল। অনন্তর যে পূর্ব্ব দিগ্‌ভাগে প্রেরিত হইয়া ছিল, সে ফলভারাবনত, বনপাদপদ্বারা উপশোভিত, হংসকারণ্ডবাদি জলপক্ষীদ্বারা অলঙ্কৃত, চন্দ্রস-রোবর নামে এক হ্রদ দেখিতে পাইল। তখন হস্তিগণ অক্ষয় জলরাশির আবিষ্কারহেতু আন-ন্দিত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে সেই হ্রদে গমন করিয়া স্নানাবগাহনাদি করিতে লাগিল। সেই হ্রদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সিকতাময় ভূমিতে অসঙ্খ্য শশক-বিল ছিল, এবং করিযূথ সেই সকল স্থান মর্দ্দন করিয়া যাওয়াতে তাহাদিগের ভরে বিলসকল ভগ্ন হইয়াগেল, এবং শশকগণও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ জলপানাদি করিয়া করিযূথ হ্রদহইতে বহির্গত হইয়া গেল; তখন শশকগণ একত্রিত হইল; তন্মধ্যে কেহ ভগ্নপদ কেহ জর্জ্জ-রিত কলেবর, কেহ বা রক্তাক্তদেহ; এবং সকলেই অশ্রুপূর্ণনয়নে এবং করুণস্বরে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, "হায় আমরা বিনষ্ট হইলাম। প্রতিদিন এইরূপে গজযূথ এই হ্রদে আসিবে, যে হেতু অপর কোন স্থানেই জল নাই, এবং তাহা হইলেই শশককুল এককালে উন্মূলিত হইবে"।

তাহাদিগের মধ্যে লম্বকর্ণ নামে একধূর্ত্ত শশক ছিল, সে গজযূথকে বিভীষিকাদ্বারা তথাহইতে নিঃসারিত করিতে অগ্রসর হইল। লম্বকর্ণ করি-দলকে হ্রদাভিমুখে আসিতে দেখিয়া, স্বয়ং তাহা-দিগের সম্মুখীন হইল, এবং যূথাধিপকে সম্বোধন করিয়া এইরূপে বলিতে লাগিল,—"রে দুষ্টগজ! কে তোকে এই হ্রদে আসিতে অনুমতি দিল? শীঘ্র এস্থানহইতে দূর হও"।

যূথাধিপ শশকের এইরূপ সাহঙ্কার বাক্যে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিকে?"

লম্বকর্ণ বলিল "আমি চন্দ্রমণ্ডল নিবাসী শশক, আমার নাম বিজয়দত্ত। সম্প্রতি আমি ভগবান্ চন্দ্রকর্ত্তৃক দূতরূপে তোমার নিকট প্রেরিত হইয়াছি।

আমি যাহা কিছু তোমাকে বলিতেছি তাহা ভগবান্ চন্দ্রেরই আদেশ"।

যূথপতি শশকের এই বাক্যে কিঞ্চিৎ সন্ত্রস্ত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবান্ চন্দ্র আমাকে কি অনুমতি করিয়া পাঠাইয়াছেন?"

শশক বলিল, "অবধানপূর্ব্বক ভগবানের আদেশ শ্রবণ কর। অদ্য তোমরা অনেক শশক নষ্ট করিয়াছে। শশক-সকল মৎপরিগৃহীত ইহা কি তোমরা জান না? যদি জীবনের প্রতি মমতা থাকে তাহা হইলে পুনরায় এ হ্রদের নিকট আসিও না। আর যদ্যপি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর, তাহা হইলে অদ্যাবধি রজনী-যোগে তোমরা মদীয়-কিরণোপভোগে বঞ্চিত হইবে, এবং তোমাদিগের দেহ নিয়ত মার্ত্তণ্ডতাপে দগ্ধ হইতে থাকিবে"।

যূথপতি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "ভাই! আমি শশাঙ্ক-দেবের নিকট যথার্থই অপরাধি হইয়াছি। আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করি; এক্ষণে কিরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি?"

শশক বলিল, "তুমি আমার সহিত আইস, আমি ভগবানের সহিত তোমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিব"।

গজপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবান্ চন্দ্র এক্ষণে কোথায় আছেন!"

সে বলিল, তিনি সম্প্রতি হ্রদমধ্যে আহত শশকগণের করুণ নিবেদন শ্রবণ করিতেছেন"।

তখন করিরাজ বিনীতভাবে কহিল, "যদি ঐ রূপ হয়, তাহা হইলে আমাকে ভগবানের নিকট লইয়া চল, যে হেতু আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব"।

এইরূপে শশক করিরাজকে হ্রদের ধারে লইয়া গিয়া জলমধ্যে চন্দ্রবিম্ব দেখাইয়া দিল, এবং বলিল, "ঐ ভগবান্ চন্দ্র ধ্যানাবসক্ত হইয়া জলমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন; তুমি দূরহইতেই ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়া শীঘ্র এস্থানহইতে প্রতিনিবৃত্ত হও"।

যূথপতি শশকের এই কথা শুনিয়া জলে শুণ্ড নিক্ষেপপূর্ব্বক বিনীতভাবে ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করিল। বলপূর্ব্বক জলের উপর শুণ্ডাঘাত করাতে, সমস্ত জলাশয় ক্ষব্ধ হইয়া উঠিল, সুতরাং চন্দ্রমণ্ডলও সহস্রখণ্ডে প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

শশক উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "করিলে কি? ভগবানের দ্বিগুণতর ক্রোধ বাড়াইয়া দিলে!"

হস্তি কহিল, "ভগবান্ চন্দ্রের আমার প্রতি পুনরায় কোপের কারণ কি?"

সে কহিল, "তোমার এই হ্রদের জলস্পর্শ করা। তাঁহাকে নমস্কার করিয়া শীঘ্র এখানহইতে পলায়ন কর"।

তখন গজরাজ চন্দ্রকে প্রণাম করিয়া, এবং চন্দ্র ও চন্দ্রমণ্ডস্থ শশকের বিরক্তি উৎপাদনজন্য বহু অনুতাপ করিয়া, অঙ্গীকার করিল, যে "পুনরায় আর এ হ্রদে আসিব না।" এই কথা বলিয়া গজপতি তথাহইতে চলিয়া গেল, এবং শশকগণ তদবধি নির্ভয়ে সেই হ্রদে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

এ স্থলে ইহাও বক্তব্য হইতেছে, যে ভারতবর্ষ ও আসিয়ার অন্যান্য দেশেই যে কেবল এইরূপ ভৌতিক প্রবাদ-সকল প্রচলিত আছে, এরূপ নহে, ইউরোপখণ্ড প্রভৃতি ভূমণ্ডলের অন্যত্রও এ প্রকার কুসংস্কারের হস্তহইতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয় নাই।

ইংলণ্ডদেশে এরূপ প্রবাদ আছে যে, একদা এক বৃদ্ধ ব্যক্তি রবিবাসরে কতকগুলি ইন্ধন সঙ্গহ

করিয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতে ছিল, মুসা তাহাকে বিশ্রাম দিনে এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অনন্তকাল চন্দ্রলোকে বাস করিবার দণ্ড বিধান করিলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকেও এইরূপ গল্প বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহাতে চন্দ্রের কোন উল্লেখ নাই।

জর্ম্মণিদেশে এইরূপ প্রবাদ আছে যে একদা এক রবিবার প্রাতঃকালে এক জন বৃদ্ধ কতকগুলি ইন্ধন স্কন্ধে করিয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছিল, এমত সময়ে পথিমধ্যে এক যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সেই তরুণ ব্যক্তি ধর্ম্মশালায় যাইতেছিল, এবং বৃদ্ধকে তদবস্থ দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি জান যে পৃথিবীতে অদ্য রবিবার, যে দিবস সকলেই পরিশ্রমহইতে বিরত থাকিবে?"

ইন্ধনবাহক উপহাসপূর্ব্বক উত্তর করিল, "পৃথিবীতে রবিবার কি স্বর্গেতে সোমবার, এ উভয়ই আমার পক্ষে সমান।"

"তবে তুমি অনন্তকাল চন্দ্রলোকে থাকিয়া এইরূপ পরিশ্রম কর," এই সাপ দিয়া সেই যুবক তিরোহিত হইল, এবং তদবধি সেই বৃদ্ধ চন্দ্রলোকে অবস্থিতি করত অক্ষয় ইন্ধনভার বহন করিতেছে।

ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশেও চন্দ্রবিম্বস্থ কলঙ্কসম্বন্ধীয় এইরূপ নানাবিধ প্রবাদ আছে, যদিও সেই সকল প্রবাদের পরস্পরের সহিত সৌসাদৃশ্য আছে; তত্রাপি তাহাদের অবান্তর ভেদ অনেক দৃষ্ট হয়। জর্ম্মণ দেশে প্রবাদ আছে যে ইন্ধনবাহী রবিবার দিবস ইন্ধন বহন করাতে তাহাকে আদেশ করা হয় যে হয় তাহাকে সূর্য্যমণ্ডলে গিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত উত্তাপে দগ্ধহইতে হইবে, অথবা চন্দ্রমণ্ডলে গিয়া চিরকাল শীতে জমিয়া থাকিতে হইবে; এবং সে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা শীতে জমিয়া যাওয়া শ্রেয়ঃ মনে করিয়া তাহাই স্বীকার করিয়াছে। অপর একটী গল্পে কহে যে এক ব্যক্তি রবিবার দিবস গির্জা যাইবার পথে কণ্টক ফেলিয়াছিল বলিয়া তাহাকে কণ্টক ভার স্কন্ধে লইয়া চন্দ্রে অবস্থিতি করিতে হইয়াছে; এবং তাহার স্ত্রী ঐ দিবস নবনীত প্রস্তুত করিয়াছিল বলিয়া নবনী ভাণ্ড লইয়া তথায় বাস করিতে হইয়াছে। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে এক জন পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোক কোন অপরাধে দণ্ডিত হইয়া চন্দ্রলোকে বাস করিতেছে। ফ্রিজলণ্ড-প্রদেশে ইন্ধনের পরিবর্ত্তে কপিসাগ চৌর্য্য করণের অপরাধে চন্দ্রমণ্ডলে বাসের প্রবাদ আছে। রাতম প্রদেশের লোকেরা কহে যে চন্দ্রে একটী অসুর বসতি করে; সে পূর্ণিমার দিবস এক বৃহৎ ভাণ্ড লইয়া জলতুলিতে থাকে সেই নিমিত্ত তাহার দেহ বক্র ও অবনত দৃষ্ট হয়; এবং পূর্ণিমার দিবস সমুদ্রে কোটাল হয়; অন্য দিবস জল তোলে না বলিয়া সে উন্নত দৃষ্ট হয়। বিলাতে এক প্রবাদ আছে যে চন্দ্রমণ্ডলের কলঙ্ক একটী কুক্কুরের ছায়ায় উৎপন্ন হয়। সেই কুক্কুর চন্দ্রের পালিত প্রিয় পশু। সুইদন্ ও নর্বে প্রদেশের সামান্য লোকদিগের বিশ্বাস আছে যে রবিবার দিবস হিয়ুকি নামা এক বালিকা ও বিল নামা তাহার কনিষ্ঠ সহোদর কূপহইতে জল তুলিয়াছিল, সেই অপরাধ প্রযুক্ত তাহারা তাহাদের জল পাত্র ও কূপের রজ্জুর সহিত চন্দ্রমণ্ডলে নীত হইয়াছে; এবং অনন্ত কাল তথায় বাস করিতেছে। এই গল্প সকলই যে অলীক ইহা রহস্য সন্দর্ভের পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য। চন্দ্রমণ্ডলের কলঙ্ক যে তত্রত্য পর্ব্বত ও গুহার ছায়ায় উৎপন্ন হয় ইহা, বোধ হয়, সকলেই জ্ঞাত আছেন; এবং যাঁহারা ইহার প্রকৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, এই দিগকে আমরা রহস্য সন্দর্ভের খণ্ডের পক্ষীটীর অপোধ দ্বিষয়ে কিছু করিতে অনুরোধ করি।

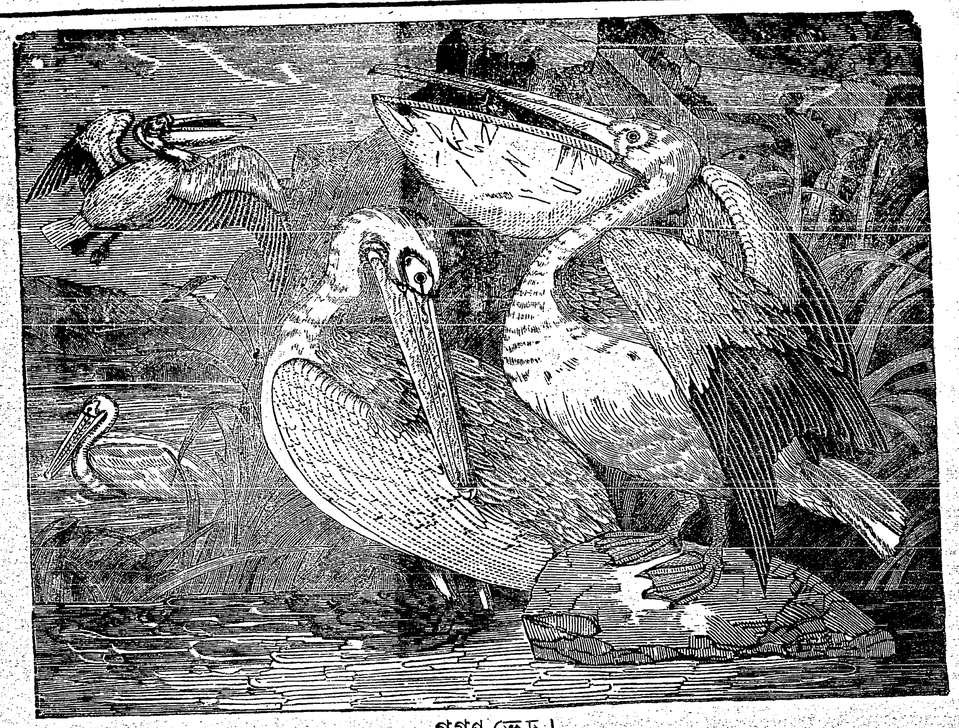

গগণ-ভেড়।

গগণভেড়।

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে মনোরম সুন্দর প্রকাণ্ড মরাল-বৎ পক্ষীর প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল,তাহা এতদ্দেশে "গগণ-ভেড়" নামে প্রসিদ্ধ। হংসের ন্যায় ইহা এক প্রকার জলচর পক্ষী। আশিয়া আফরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা এই পক্ষির বাস-স্থান, এবং ইউরোপের পূর্ব্বদক্ষিণদিগস্থ কোনো২ ...শও ইহা দৃষ্টিগোচর হয়। ইউরোপীয়েরা লইয়া ... "পেলিকান্" শব্দে উক্ত করিয়া থাকে। প্রার্থনা কারপায় তিন পাদ, এবং উহার পক্ষদ্বয়ের এইরূপে শশক হ্যাত। গগণ-ভেড় দেখিতে ঈষৎ পীতাভ-মিশ্রিত-শুভ্রবর্ণ। উহার প্রকাণ্ড চঞ্চু প্রায় হস্তৈক-পরিমাণ দীর্ঘ, এবং তাহার বিস্তার প্রায় তিন অঙ্গুলি। তন্মধ্যে উপরিস্থ চঞ্চুপুট রক্ত-পীতাদি বিবিধ রেখায় বিভুষিত এক কঠিন কাষ্ট-ফলকের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, আর তদগ্রভাগ শুক-জাতীয় পক্ষিদিগের চঞ্চাগ্রের ন্যায় সুন্দরভাবে বক্র হইয়া থাকে। অধস্তন চঞ্চুপুট দুইখণ্ড স্বতন্ত্র অস্থি-দ্বারা নির্ম্মিত। ঐ অস্থিশলাকাদ্বয়ের মধ্যে পিঙ্গল-বর্ণ শ্লথ তথা বর্দ্ধনশীল এক খণ্ড চর্ম্ম গ্রীবাগ্র-পর্য্যন্ত ন্যস্ত থাকে। স্বভাবতঃ ঐ চর্ম্ম-খণ্ড সঙ্কুচিত থাকায় তাহা সচারাচার লম্বমান দৃষ্ট হয় না; কিন্তু যখন ঐগগনভেড় বহু সখ্যক বা বৃহৎ মৎস্য ধৃত করিয়া স্থলি পরিপূর্ণ করে তখন উহার আয়তন পরিবর্দ্ধিত হইয়া এক প্রকাণ্ড স্থলীরন্যায়

প্রত্যক্ষ হয়। অপর ভক্ষোপযোগী মৎস্য ধরিবার জন্য যখন গগণ-ভেড় বদন ব্যাদন করে, তখন সেই চর্ম্মখণ্ড ছোট ফেটি জালের ন্যায় বোধ হয়। পরমকারুণিক পরমেশ্বর গগণ-ভেড়ের জীবনোপযোগী এই অত্যাশ্চার্য্য উপকরণ প্রদান করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত .ৰ কি আপার কৌশল প্রকাশ করিয়াছেইনাতাহা চিন্তা করিলে, সেই সর্ব্বস্রষ্টার সৃষ্টিপ্রধাল ও অনন্তমহিমা বিশেষ উপলব্ধি হইতে আসক্ত গগণ-ভেড় অতিশয় অদ্মর, বৃহদ্বৃহৎ মৎস্য এবং বাঁত করিয়া অনায়াসে একবারেই তাহা নির্গভিপ্রায়ান্ুস। পরন্তু এই উদ-রম্ভরী পক্ষী সাগর-তটদগুণ—এইবিল, নদ, বা মৎস্য-পূর্ণ জলাশয় ব্যতীতণ মহিমা;নে বাস করে না। গগণ-ভেড়ের পদদ্বয় ঐ প্রসাদ এবং বলীয়সী, হংসের পদে মৃণালিনীর এক ত্বচে লিপ্ত। ইহার দুই চক্ষু যেন দুই গাঢ় রক্ত বর্ণের চুনির ন্যায় জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। উর্দ্ধ-চঞ্চুপুটমধ্যে নাসারন্ধ্রের দুইটি ছিদ্র আছে। উহার মস্তকের উপর দুই চারটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীতবর্ণের পালক হয়। পক্ষদ্বয় সমুদায় শুভ্র, কেবল শেষস্থিত দুই তিনটী পালক কৃষ্ণবর্ণ। গগণ-ভেড় পর্ব্বত-গুহায় কিংবা কোন অত্যুচ্চ স্থানে নীড় নির্ম্মাণ করে, এবং এক সময়ে দুইটীমাত্র শাবক প্রসব করে। চঞ্চুর অধস্থ-স্থলী-মধ্যে মৎস্যাদি আনিয়া প্রসূত শাবকদিগকে পালন করে। ক্রমাগত চত্বারিংশৎ দিবস ডীমের উপর গগণ-ভেড়ী বসিয়া থাকে, এবং সেই সময়ে গগণ-ভেড় নীড়মধ্যে তাহার সমস্ত আহার আনয়ন করে। গগণ-ভেড় আকাশমার্গে উড়িতে পারে, এবং শূন্য-হইতে অতিবেগে নামিয়া জলোপরি মৎস্য ধরিতে বিশেষ পটু। ইহা ভয়ানক কেঁকাঁ রবে নিনাদ করিয়া থাকে, এবং তজ্জন্যই ইউরোপীয়েরা উহাকে পেলিকান-শব্দে উক্ত করিয়াছে। সেকৃষপিয়রাদি ইউরোপীয় কবিরা পেলিকান-সম্বন্ধে অনেক অসম্ভাবিত বর্ণনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একটী গল্প বিশেষ রম্য। তাঁহারা কহেন যে পেলিকান খাদ্য সঙ্গ্রহ করিতে না পারিলে চঞ্চুদ্বারা আপন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া নিজ শোণিতে সাবক প্রতিপালন করে। এই গল্পটী যে মিথ্যা—ইহার উল্লেখ করা বাহুল্য; পরন্তু ঐ গল্পের একটী বিশেষ কারণ আছে। সাবক হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গগণ-ভেড়ীর বক্ষের শ্বেত পালকে এক প্রকার আরক্ত বর্ণ হইয়া থাকে; তদ্দৃষ্টে বক্ষো-বিদারণের গল্প অনায়াসে উদ্ভাবিত হইতে পারে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

মৃণালিনী। ঐতিহ বর্ণিত উপন্যাস। শ্রীবান ধর্ম্মের চট্টোপাধ্যায় প্রণীগী অপর কোন বিশেষ ত্বত রাখিতে পুস্তকখানির সমালোচনে বিলম্ব হইয়াছে, তদর্থ আমরা সুধীবর গ্রন্থ-কারের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। পাঠক-মহাশয়েরাও তন্নিমিত্ত আমাদিগকে অপরাধী করিতে পারেন; পরন্তু যাঁহারা বঙ্গভাষার অনুরাগী, বোধ হয়, তাঁহারা সকলেই আমাদিগের অনুরোধের অপেক্ষা না করিয়া অগ্রেই ইহার রসাস্বাদন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নূতন গ্রন্থকার নহেন; তাঁহার "দুর্গেশনন্দিনী" তথা "কপালকুণ্ডলা" সর্ব্বত্র বিশেষ সমাদৃত আছে; ...ক। এই পুস্তকের পীযূষ-পান করিয়া কেহ "মৃ... পক্ষীটীর অভ্যর্থনায় আমাদিগের অনুরোধ অপেক্ষা... দ্বিষয়ে কিছু

ইহা সম্ভবপর নহে,) অতএব এই পত্রে যথাকালে তাহার নামানুকীর্ত্তন না হওয়ায় কেহ আমাদিগগকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্যথাবিষয়ে অপরাধী করিতে পারেন না। অপিতু মৃণালিনীর সম্ভাষণ বঙ্গবাসী-দিগের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্য বলিয়া মানিতে হইবে, এবং আমরা সেই সৌভাগ্যের সম্ভোগ লালসায় অধুনা তাহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হইতে-ছি। পুস্তক খানি অতিক্ষুদ্রায়তন; ২৪১ পৃষ্ঠামাত্রে ইহার পরিমাণ, এবং তাহাও বিরল অক্ষরে ব্যাপ্ত। পরন্তু ইহার আয়তনের সহিত ইহার গৌরবের কোন সমতা নাই। বঙ্গভাষায় যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হই-ছে আমরা তাহার অধিকাংশই পাঠ করিয়াছি; ধ হয় এমত কোন বাঙ্গালী ভদ্র পুস্তক নাই যাহা দিগের নয়নগোচর হয় নাই; এবং স্বভাবতঃ ও চকের ধর্ম্মরক্ষার্থে আমরা পুস্তকের দোষ-রে সর্ব্বদা অনুরক্ত। এই প্রকারে বিবিধ আলোচনান... ...কণ্ঠে স্বীকার ...যে বঙ্গভাষায় গদ্যে মৃণালিনীর সদৃশ সুচারু গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই; এবং যে কোন ভাষায় গ্রন্থকার ঐরূপ রম্য রচনা নিষ্পন্ন করিলে বিশেষ প্রশংসার ভাজন হইতেন। সাধা-রণের একটী সংস্কার আছে যে নব্য সম্প্রদায় ইংরাজীর অনুরাগে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকায় স্বদেশ-ভাষার নিতান্ত অবজ্ঞা করেন, সুতরাং তাহার উন্নতি-সাধনে বা তাহাতে সদ্রচনায় সর্ব্বতোভাবে অক্ষম। শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু সে কুসংস্কারের একে-বারে উন্মূলন করিয়াছেন।) তিনি বাল্যকালাবধি ইংরাজীর অনুরাগী; ২৩ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত বিদেশীয় ভাষারই সর্ব্বদা অনুশীলন করিয়া তাহাতে লইয়া 'উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎকালমধ্যে বাঙ্গালীর প্রার্থনা করিয়নুধাবন করিয়াছিলেন, এবং বোধ হয়, এইরূপে ন অভিজ্ঞ নহেন। অপর বিদ্যাশিক্ষার প... তিনি বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া ইংরাজীরই সর্ব্বদা ... আলোচনা করিয়াছেন, এবং আদৌ ইংরা-জীতে ...ই রচনাচাতুর্য্য-প্রকাশার্থে কোন ইংরাজী সংবাদ প...ত্রে উপন্যাস প্রকাশে প্রবৃত্ত হন। তত্রাপি তিনি বাঙ্গাল...ী ভাষায় যে প্রকার পুস্তক রচনা করি-য়াছেন, তাহা ...কোন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদ্বারা অদ্যাপি নিষ্পন্ন হয় ...। বহু কালাবধি বঙ্গভাষায় উপন্যাসের নাম শুনি... শ্রোতারমনে বেতাল পঁচিশ বা বত্রিশসিংহাসন ...ড়িত। ইংরাজীতে সু...লে শিক্ষিত ব্যক্তিরা ক... ...য়াবধি তাহার অন্যথা চেষ্টায় ভূত-প্রেতের ... ...মানুসিক ঘটনার উপ-ন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত ... ...ং কএক খানি সুচারু পুস্তকও প্রস্তুত ক... কিন্তু কেহই ইংরা...জীর প্রকৃত নবে... ...পাট্য লাভ করি... পারেন নাই। ব... ...রাগের অ...লের রাগী; এবং ইংরাজী উপন্যাস লেখকের মধ্যে স্কট্...ঙ্কম নামা এক জন শ্রেষ্ঠতমকে আদর্শ স্বীকার করিয়া পর পর তিন খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং পরম আহ্লাদের বিষয় এই যে তাহাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছেন; অধিকন্তু যে কেহ ঐ তিন খানি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তেঁহ অব-শ্যই স্বীকার করিবেন যে তাঁহার রচনাচাতুর্য্যের ও গল্পবিন্যাসের ক্ষমতা উত্তরোত্তর সমধিক উৎ-কৃষ্টতালাভ করিয়াছে। ইহা বক্তব্য যে রচনা-চাতুর্য্যে আমরা শব্দালঙ্কারের প্রতি লক্ষ্য করি না।) যে কেহ সুচারু যমক, কলকল ধ্বনিত অনুপ্রাস, চমৎ-কার-কর শ্লেশ, বা অদ্ভুত বক্রোক্তির অনুমোদন করিতে চাহেন তিনি বাণভট্টের "কাদম্বরী" কি দণ্ডীকৃত "দশকুমারচরিত" কি জয়দেবের "গীতগোবিন্দের" অনুসরণ করিতে পারেন। বাঙ্গালী অনেক গ্রন্থেও তাহার অভাব নাই। মৃত্যুঞ্জয়কৃত "প্রবোধচন্দ্রিকায়" বাগাড়ম্বরের বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য দেখা যায়। অর্থ-

বিন্যাসের ছটাও অপরাপর বাঙ্গালী গ্রন্থে যে প্রকার দৃষ্ট হয় আলোচ্য গ্রন্থে তাহার বিলক্ষণ অসদ্ভাব আছে। পরন্তু ঐ সকল অলঙ্কারের প্রধান উদ্দেশ্য প্রসাদ-জনন। উত্তম রচনার এই ক্ষমতা যে তাহার পাঠে লোকের মন উহাতে আকৃষ্ট হয়, তাহার অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে মনে ক্লেশ জন্মে, এবং পুনঃপুনঃ তাহার আলোচনায় প্রয়াস বর্দ্ধিত হয়। উপন্যাস-রচনার এইটী প্রধান অভিপ্রায়; তাহার সাহায্যে রচনায় মন আসক্ত হইবে, কল্পিত গল্পে সত্যের ভান হইবে, এবং বর্ণিত নায়ক নায়িকার প্রতি লেখকের অভিপ্রায়ানুসারে অনুরাগ বা দ্বেষ জন্মিবে। এইপ্রসাদগুণ—এই মনসাকর্ষণ-শক্তিই সল্লেখকের অসাধারণ মহিমা; এবং শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবুর শেষ রচনায় ঐ প্রসাদগুণ সম্পূর্ণ ...ন আছে। মৃণালিনীর এক অধ্যায় পা... তাহার পরপর অধ্যায়ে কি আছে ইহা ... সম্যক্ ঔৎসুক্য হইয়া থাকে, এবং বিনা ...হা পাঠে মনের তৃপ্তি জন্মে না। অপর ঐ প্রসাদ-গুণ বিনা যমকানুপ্রাসাদি অলঙ্কারে, কেবল বাক্য-বিন্যাসের কৌশলে, নিষ্পন্ন হওয়ায় বিশেষ প্রীতিকর হইয়াছে।)

কল্পিত গল্পের উপন্যাসে অপর একটী চাতুর্য্য আছে। তাহা আমরা চমৎকারিতাশব্দে বর্ণন করি। বালকের নিমিত্ত সেই চমৎকারিতা অদ্ভুত আখ্যানে নিষ্পন্ন হয়।) বৃহৎকায়, লম্বোদর, কূপসদৃশ চক্ষু, দীর্ঘ দংষ্ট্রা, ইত্যাদি অবয়ব, এক লম্ফে নারিকেল বৃক্ষের উপর আরোহন, দশটী শিশুর মস্তক এক গ্রাসে ভক্ষণ, ইত্যাদি কীর্ত্তিদ্বারা বালকের মনোহরণ অনায়াসে সম্ভবে, এবং বালকের মনোরঞ্জনার্থে তাদৃশ নায়কের গল্পই বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকে। অসি-ক্ষিত স্ত্রীপুরুষের বুদ্ধিবৃত্তি অনেক অংশে বালকের তদ্বৃত্তির সদৃশ; অতএব তাহাদের পক্ষেও ভূত-প্রেত-যক্ষ-দানবাদির গল্প প্রসস্ত হইয়া থাকে। সুশিক্ষিত ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি তাদৃশ নহে, এবং তদ্ধেতুক ভূত-প্রেতের গল্পে তাঁহাদের আস্থা জন্মে না; তাঁহাদি-গের নিমিত্ত মনুষ্যের মানসিক-বৃত্তি-সম্পন্ন নায়কের প্রয়োজন, এবং তাহাতে যথাসম্ভব মানসিকবৃত্তির ঔৎকর্ষানুসারে আনন্দের বৃদ্ধি হয়; তদ্বিরুদ্ধে সম্ভ-বতার ব্যাঘাত হইলে সকল রসের ব্যাযাত ঘটে। এই নিয়মের রক্ষার নি... সুশিক্ষিত ও সম্মা-র্জিতচিত্তবৃত্তি ব্যক্তির প...পযোগী উপন্যাসে নায়কনায়িকার অলোক-সাধারণ অসম্ভব কোন ক্ষমতা লেখা কর্ত্তব্য নহে; যাহা কিছু লেখা যায় তাহা সম্ভবপর হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। কোন এক বা ততোধিক মানসিক বা কায়িক ধর্ম্মের... ক্ষমতার আধিক্য হইতে পারে; কিন্তু সেই ধর্ম্ম অন্যে ঘটি-য়াছে বা সম্ভবতঃ ঘটিতে পারে ইহা না হইলে বর্ণিত নায়ক মনঃপূতকর হয় না। অপর যে কোন ধর্ম্মের আধিক্য বর্ণন করা যায় তাহার উপযোগী অপর ধর্ম্মগুলি তাহার সহিত নায়কে সমবেত রাখিতে হয়, নচেৎ বর্ণনার ব্যাঘাত ঘটে। ফলে ভাস্কর ও চিত্রকরেরা যে প্রকার এক এক ব্যক্তিহইতে এক এক সৌন্দর্য্যের লক্ষণ সঙ্গ্রহকরিয়া তাহার সমষ্টিতে মূর্ত্তি উৎপাদন করেন, যাহার প্রত্যেক অঙ্গ স্বভাব-সিদ্ধ, কিছুই স্বভাবাতিরিক্ত নহে, অথচ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়; উপন্যাস কথকেরা সেইরূপে বিবিধ ব্যক্তি-হইতে কায়িক ও মানসিক গুণ সঙ্গ্রহ করিয়া বর্ণনারূপ চিত্রে তাহার সমাবেশ করেন, তাহাতে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, অথচ তাহার কোন অংশ স্বভাবের বিরুদ্ধ হইয়া রসের হানি করে না। কি গদ্য কি পদ্য স...গুের প্রকার রচনাতেই এই সমাবেশ-করণ ক্ষমতা ...কারুর প্রধান, এবং তদভাবে কেহই ...শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারক... । এই পারেন না। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ... পক্ষীটীর গ্রন্থে চমৎকারিতা ও স্বভাবসিদ্ধতার সাধ... ...দ্বিষয়ে কিছু

চেষ্টা পাইয়াছেন, এবং অনেক অংশে তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে মানিতে হইবে। তাঁহার নায়িকাগুলী সকলেই পরিপাটীরূপে চিত্রিত হইয়াছে। মৃণালিনী একান্ত পত্যনুরক্তা সর্ব্বতোভাবে স্বভাবসিদ্ধ নায়িকার পরাকাষ্ঠা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার গিরিজায়াও অপূর্ব্ব মনোহারিণী; তাহার চরিত্রপাঠে ডিকিন্স্ সাহেবকৃত "মার্টিন্ চজল্‌উইট্" নামক উপন্যাসের এক ভৃত্যের চরিত্র স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। ক্ষুদ্র মনোরমার চরিত্রও আমরা ইংরাজি আদর্শে দেখিয়াছি; কিন্তু সে আদর্শের সহিত মনোরমার আভাসমাত্র লক্ষ্য হয়। তাহার সহমরণ সর্ব্বতোভাবে ভারতবর্ষীয়; এবং তাহার প্রতিকৃতি গ্রন্থকারের মানসকন্যা বলায় অত্যুক্তি হয় না; এবং সেই প্রতিকৃতি যে অনির্ব্বচনীয় রমণীয় ইহা বলা বাহুল্য। গ্রন্থের প্রধান নায়ক হেমচন্দ্র। গ্রন্থকার তাহাকে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তন্মধ্যে স্বদেশানুরাগ ও বীর-রসের আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সে অভীষ্ট তাঁহার সুসিদ্ধ হয় নাই। বর্ণনায় হেমচন্দ্র যে প্রকার বীর, কার্য্যে তাহার কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই; প্রত্যুত তাহার বিপরিতই দৃষ্ট হয়। তিনি অকারণে মধ্যরাত্রে মণিমাণিক্যাদি অলঙ্কার পরিয়া যবনযুদ্ধে পথভ্রমণ করিতে গিয়া হাস্য-রসেরই প্রণোদন করেন; পথিমধ্যে দুই জন শত্রুকে নিহত করিয়া ও আপনি স্কন্ধে আহত হইয়াও সে হাস্যের সম্যক্ নিবারণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্বদেশানুরাগ কলিকাতার নব্য যুবকদিগের সদেশানুরাগের ন্যায় কেবলমাত্র মৌখিক বোধ হয়; তাঁহার কার্য্যে তাহার কোন বিশেষ চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। অপর তিনি গিরিজায়াকে প্রহার করিয়া কাপুরুষের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব আমরা তাঁহার কোন বিশেষ প্রশংসা করিতে সম্মত নহি। পরন্তু গৌড়েশ্বরের ধর্ম্মাধিকার পশুপতির চিত্রে গ্রন্থকার নায়ক বর্ণনক্ষমতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। সুচতুর শঠ রাজমন্ত্রীর আপন ইষ্ট সাধনার্থে প্রভুর সর্ব্বস্ব ধ্বংস করা যে প্রকার সম্ভবে তাহা বিলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। উহার চরিত্রপাঠে খলের প্রতিমা সম্পূর্ণরূপে মনে উদিত হয়; এবং সময়ে সময়ে সেইরূপ শ[illegible]র প্রকৃতি যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও গৌরবের [illegible] বিনাশ কয়িয়াছে ইহার প্রমাণও বিলক্ষণ [illegible]ান আছে। গিরিজায়ার প্রতিরূপ দিগ্বি-[illegible]নথ", কিন্তু তাহার চিত্রবিন্যাসে গ্রন্থকার কোন প্রয়াস পান নাই, কেবলমাত্র পাণ্ডুরেখা করিয়াই পরিত্যাগ করিয়াছেন। পুং নায়ক অপরে কেহই বিশেষ প্রশংসনীয় নহে; পরন্তু মাধবাচার্য্য ভিন্ন অন্য কাহার কোন প্রাধান্যও নাই। ফলে গ্রন্থের নায়িকাত্রয়ই সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরী, এবং তদর্থ গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা; তাহার নায়কগুলি কোনমতে উৎকৃষ্ট হয় নাই, এবং গ্রন্থের যে কোন দোষ আছে তাহা তাহাদিগহইতেই ঘটিয়াছে।

ইং
বিদে
লইয়া
প্রার্থনা
এইরূ

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব]   প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা।   বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।   [৫৮ খণ্ড

বিদ্রূপকারী পক্ষী।

বিদ্রূপকারী পক্ষী।

সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর এই ভূমণ্ডলকে যে কত প্রকার জীবের আবাসস্থান করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। পরমাণুর ন্যায় চর্ম্মচক্ষুর অগোচর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীটবৃন্দ অবধি বিপুলকায় করিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই সেই পরমারাধ্য পরমেশ্বরের অপার মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যে দিকে নেত্রপাত করা যায় সেই দিকেই সেই করুণাময় বিশ্বরচয়িতার বিশ্বনির্ম্মাণের নৈপুণ্য স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে থাকে। হায়! সামান্য মানবগণ অকিঞ্চিৎকর বস্তুসকল নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদিগের শিল্পকৌশলে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিমেষমাত্রে সৃষ্টিকারক, সেই অনন্তশক্তি বিশ্বকারুর নাম পর্য্যন্তও দম্ভভরে বিস্মৃত হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গের শিরোভাগে যে আশ্চর্য্যজনক পক্ষীটীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, অদ্য আমরা তদ্বিষয়ে কিছু

বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই কৌতুকাবহ পক্ষীর আদিস্থান আফরিকা ও আমেরিকা। ইহা তত্রত্য গ্রীষ্ম ও সম-মণ্ডলস্থ বনভূমির ভূষণস্বরূপ। কিছু কাল হইল, ইহা আমেরিকাহইতে ইয়োরোপ-খণ্ডের ইংলণ্ড ও অন্যান্য প্রদেশে আনীত ও প্রতিপালিত হইতেছে। ইহার অসাধারণশক্তি এই যে অপরাপর জীবের স্বর শ্রবণ করিবামাত্র ইহা তৎক্ষাণৎ সেই স্বরের অনুকরণ করিয়া থাকে। বনে বিচরণ-সময়ে ইচ্ছানুসারে ইহা নিকটস্থ সকল জীবেরই স্বরের অনুকরণ করিতে পারে, এবং সেই অনুকরণ এতাদৃশ উত্তম হয় যে তাহাতে অপর জীব সকল মুগ্ধ হয়। কোন সময় নির্বিঘ্নে কুরঙ্গপাল ক্রীড়া করিতেছে দেখিয়া হঠাৎ এমত অবিকল সিংহ-গর্জ্জন করে যে তৎক্ষণাৎ মৃগদল কেশরীর ভয়ে যূথভ্রষ্ট হইয়া কে কোথা পলায়ন করে তাহার ইয়ত্তা থাকেনা। অপর কোন সময়ে কপোতবৃন্দকে আনন্দে ক্রীড়া-তৎপর দেখিলে অকস্মাৎ শ্বানপক্ষীর চীৎকারের অনুকরণে সকলকে দলভ্রষ্ট করিয়া দেয়। গর্দ্দভের রবও ইহা বিশেষ প্রীতির সহিত অনুকরণ করে, এবং দয়িয়াল, ভৃঙ্গ, দুর্গাটুণ্টুনী প্রভৃতি পক্ষীর রব অনুকরণ করিয়া বনবিহারীদিগের আনন্দ-বর্দ্ধনে অতৎপর নহে।

ইহার দেহপরিমাণ সচরাচর শালিক্ষ পক্ষীর দেহহইতে কিঞ্চিদ্বৃহৎ হইয়া থাকে; কখন কখন বা ক্ষুদ্র কাকের ন্যায়ও হয়, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক বৃহৎ হইতে অদ্যাপি দেখা যায় নাই। ইহার পক্ষদ্বয় এবং পুচ্ছ ধূসরবর্ণ, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত; কিন্তু ভ্রূ-দেশ ও বক্ষঃস্থল ঈষৎ শুভ্র। চিবুক, পক্ষদ্বয়ের নিম্নভাগ এবং পুচ্ছের পার্শ্বদেশস্থিত পালক শুভ্রবর্ণ। ইহার মস্তকোপরি একটী ক্ষুদ্র শিখা হয়। ইহার চঞ্চুর অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র, এবং নাসারন্ধ্র পালখে আচ্ছাদিত। ইহার পুচ্ছ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও কুঠারাকৃতি, পক্ষযুগল খর্ব্ব বর্ত্তুল ও অবনত। ইহার চঞ্চু এবং চরণযুগল কৃষ্ণবর্ণ, এবং চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ। এই পক্ষী পরিমাণে ৯ বুরুল হইতে ১০ বুরুল পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে।

ক্ষেত্র এবং নিবিড় পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষে ইহারা বাস করে। মানবজাতিকে ইহারা অত্যন্ত ভয় করে, এবং কিঞ্চিন্মাত্র আশঙ্কা হইলেই শীঘ্র গিয়া ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত হয়।

কাকের ন্যায় এই পক্ষী মাংস ও উদ্ভিদ এই উভয়েরই অবলম্বনে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে। পরন্ত ইহাদিগের প্রধান আহার গুটিপোকা, উই, গোবরা-পোকা; তথা মটর, শিম, চেরিফল এবং কপির ফুল। পক্ষীদিগের অণ্ড ও শাবক খাইবার লোভে ইহারা কখন কখন ইতস্ততঃ শকুন্তনীড় অনুসাধন করিয়া বেড়ায়। বন কুক্কুটের অণ্ড ইহাদিগের এক উপাদেয় খাদ্য, এবং তাহার লোভে ইহারা সচরাচর ফাঁদে পড়িয়াথাকে। এই পক্ষীকে ধরিবার আর এক উপায় এই, একটী পেচককে রজ্জুদ্বারা বদ্ধ করিয়া তাহার নিকটে একটী ফাঁদ পাতিয়া রাখিতে হয়। পেচকের সহিত ইহাদিগের এরূপ স্বভাববৈর যে পেচককে তদবস্থ দেখিবামাত্র ইহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে দন্তাঘাত করিতে আইসে, সুতরাং অনায়াসেই পাশবদ্ধ হইয়া পড়ে। পুরুষ-জাতীয়-হইতে স্ত্রীজাতীয় বিদ্রূপকারী পক্ষীদিগের আকার কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। উহাদিগের পক্ষে যে শুভ্রবর্ণ চিহ্ন আছে তাহা পুরুষ-জাতীয়ের চিহ্নের ন্যায় সুস্পষ্ট নহে, এবং উহাদিগের পক্ষ ও পুচ্ছ পিঙ্গলবর্ণে রঞ্জিত। ইহারা প্রতি বৎসর দুববার অণ্ড প্রসব করে, এবং এককালে চারিটী হইতে ছয়টী পর্য্যন্ত অণ্ড নিঃসৃত করে। ঐসকল অণ্ড ঈষৎ হরিদ্বর্ণ ও ধূসর চিহ্নদ্বারা অঙ্কিত থাকে।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের জীবনচরিত।

আমরা হেষ্টিংসের জীবন-বৃত্তান্তের কিয়দংশ পূর্ব্বে এই পত্রের ৪৮ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছি। পরে নানা কারণবশতঃ তাহা সমাপ্ত করিতে পারি নাই। এক্ষণে তাহার অবশিষ্টাংশ প্রকটিত করিতে প্রণোদিত হইলাম। ভরসা করি উদার-চিত্ত পাঠক-মহাশয়েরা আমাদিগের এ বিলম্বের জন্য বিরক্ত হইবেন না।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে হেষ্টিংস্ ভারত বর্ষে সমাগত হইয়া কলিকাতায় কোম্পানির কার্য্যালয়ে সামান্য লেখনীজীবীর কর্ম্মে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন;পরে মুরসিদাবাদের সন্নিকটস্থ কাসিম-বাজারে কিছুকাল ইংরাজদিগের বাণিজ্য-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অবশেষে ১৭৬১খ্রীষ্টাব্দে বান্সিটার্ট-নামক গবর্ণরের সভার এক সভ্যপদে মনোনীত হইয়া, ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হয়েন। হেষ্টিংস্ ভারতবর্ষে যে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ছিলেন তাহা চারি বৎসর মধ্যে বিলাতে অমিতব্যয়ে একেবারে প্রায় নিঃশেষিত করেন। তাঁহার সেই সময়ের জীবন-বৃত্তান্ত আমরা অত্যল্প অবগত আছি। কথিত আছে যে তিনি সদ্বিদ্যা-সমালোচনে এবং সুধী-সঙ্গে সদালাপে সময়াতিপাত করিতেন। বিশেষতঃ পারস্যাদি ভাষার সমনুশীলনে তিনি সাতিশয় যত্নবান্ ছিলেন। অপিতু অকস্ফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ঐ সমস্ত ভাষার অধ্যাপনার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই, এবং সুবিখ্যাত পণ্ডিত জন্সনের সহিত তদ্বিষয়ে সৎ-পরামর্শ করেন।

অর্থাভাবে হেষ্টিংসকে ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষদিগের নিকট পুনরায় কর্ম্মের নিমিত্ত অনুরোধ করিতে হইল। অধ্যক্ষেরা সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে মান্দ্রাজের কৌসলের এক সভাসদ-পদে নিযুক্ত করেন। তিনি ১৭৬৯খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই "ডিউকঅব্ গ্রাফ্টন" নামক অর্ণবযানে আরোহণ-পূর্ব্বক ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ পোতে জর্ম্মণিদেশীয় ইম্হফ নামা ব্যারণ-উপাধিধারী এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, দারাসমভিব্যাহারে চিত্র-করের কার্য্যোপলক্ষে মান্দ্রাজে যাইতেছিলেন। হেষ্টিংস সেই ব্যারণ-যায়ার কমনীয় রূপলাবণ্যে ও যৌবন-সুলভ-সৌন্দর্য্যে বিমোহিত, এবং তাহার বহুবিধ সদ্গুণে আপ্যায়িত হইয়া একান্ত তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। সেই কামিনীও হেষ্টিংসের প্রতি আসক্ত হওয়াতে তাহাদের পরস্পরের আন্তরিক প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল। ব্যারণ ইম্হফ্ এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলে, তদীয় জায়া এবং হেষ্টিংস্ এই স্থির করিলেন যে, তাহাদের পূর্ব্ব উদ্বাহ-বন্ধন উচ্ছেদন করিবার জন্য ব্যারণ-জায়া ফ্রাঙ্কোনিয়ার ধর্ম্মাধিকারে আবেদন করিবে, এবং ঐ আবেদন গ্রাহ্য হইলে পর হেষ্টিংস্ তাহাকে বিবাহ করিবেন। পাছে ব্যারণ ইম্হফ্ উদ্বাহবন্ধন-চ্ছেদনে প্রতিবন্ধকতা করেন বলিয়া হেষ্টিংস্ তাহাকে নানাবিধ কৃতজ্ঞতা-সূচক উপহার এবং অর্থ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। পথি মধ্যে এইরূপ মোহজনক ব্যাপারে বিব্রত থাকিয়া হেষ্টিংস্ মান্দ্রাজে উপনীত হন। তথায় আসিয়া হেষ্টিংস্ দেখিলেন যে, কোম্পানির বাণিজ্য-কার্য্য অতি বিশৃঙ্খলরূপে চলিতেছে। তিনি নিজে বাণিজ্য-বিষয়ে বিশেষ দক্ষ্য ছিলেন না, কিন্তু কোম্পানিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য একাগ্রচিত্তে তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন, এবং অল্পকালমধ্যে প্রভূত-ধন-লাভদ্বারা

ডিরেক্টরগণের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাহারা হেষ্টিংসের চতুরতা কার্য্যদক্ষতা ও অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া ভূয়সী-প্রশংসা-করণপূর্ব্বক বাঙ্গালার শাসনভার তদীয় হস্তে সমর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

হেষ্টিংস্ তদনুসারে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া প্রধান শাসনপতি (গবর্ণর জেনেরল) পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ব্যারণ ইম্‌হফ্ আর তাহার সুন্দরীও তথায় সমাগত হইয়া হেষ্টিংসের সহিত পূর্ব্বের প্রণয় পরিবর্দ্ধিত করিলেন। হেষ্টিংস্ শাসনভার-গ্রহণ-পূর্ব্বক যে সমস্ত কর্ম্মকলাপ সম্পাদন করেন, তৎসমুদায় পর্য্যায়ক্রমে বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমরা বঙ্গদেশের তদানীন্তন অবস্থা ও শাসন-প্রণালী সঙ্ক্ষেপে সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

যখন রবর্ট ক্লাইব সাহেব নবাব সুরাজদ্দৌলাকে পলাশীতে পরাস্ত করিয়া বঙ্গদেশ হস্তগত করেন, আর যখন ঐ ঘটনার অনতিবিলম্বে দিল্লীশ্বরকে বক্সরের যুদ্ধে নিরস্ত্র করিয়া বাঙ্গলা বেহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হন, তখন এই প্রদেশত্রয় অরাজক নিবন্ধন নানাবিধ অনিষ্ট এবং অত্যাচারে যার পর নাই দুর্দশাগ্রস্থ হইয়াছিল। বিশেষতঃ বঙ্গদেশবাসীদের ক্লেশের ইয়ত্তা ছিলনা। এদিকে মুরশিদাবাদে মীর্‌জাফর ক্লাইবকর্ত্তৃক নবাবী-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যবনদিগের কুলক্রমাগত-রীত্যনুসারে প্রজার প্রপীড়নে কৃত-সঙ্কল্প ছিলেন। ওদিগে কলিকাতায় কতিপয় অর্থগৃধ্নু স্বার্থপর কোম্পানির কর্ম্মচারিরা এই নুতন উপার্জ্জিত প্রদেশহইতে যে উপায়ে হউক সতত অর্থোপার্জনে সচেষ্ট থাকিয়া দেশবাসিদিগের নিকট ধন নিষ্কাসিত করত অল্প কালে অগাধ ঐশ্বর্য্যশালী হইতে ছিলেন। এদিকে সুশাসন-প্রণালীর অভাবে শান্তিরক্ষার বিশেষ ব্যাঘাত হওয়াতে চৌর্য্য এবং দস্যু-বৃত্তির প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত প্রজাদিগের ধনপ্রাণ সততই সংশয়ান্বিত থাকিত। ওদিগে বিদ্রোহে এবং রাষ্ট্রবিপ্লবে তথা আসন্নসময়-শঙ্কায় দেশ একবারে উচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই ভয়ানক অরাজক সময়ে নির্ধন নির্ব্বলীর দুঃখের ইয়ত্তা ছিলনা। বাহুবলই একমাত্র নিরাপদের উপায় হইয়াছিল। এবম্ভূত বিষম-বিপত্তি-কালে-ইংরাজ রাজপুরুষেরা রাজ্যান্তর্গত সমস্ত শাসনভার নবাবের মন্ত্রির হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন; কেবল বিদেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত সন্ধি-সংস্থাপন করাই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রাজস্বাদায় শান্তিরক্ষা ও বিচার সম্বন্ধীয় সমস্ত রাজকার্য্য ঐ যবন-মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি প্রায় লক্ষ মুদ্রা মাসিক বেতন প্রাপ্ত হইতেন। যখন হেষ্টিংস্ বাঙ্গলার শাসনভার গ্রহণ করিলেন তখন সুবিখ্যাত মুহম্মদ রেজা খাঁ উক্ত পদে প্রায় দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া ছিলেন। তিনি মহামান্য পারস্য-বংশোদ্ভব, সাতিশয় ক্ষমতাবান্, কার্য্যদক্ষ ও ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। পূর্ব্বে ক্লাইব মহারাজা নন্দকুমারকে ঐ পদে সন্নিবেশিত না করিয়া রেজা খাঁকে মন্ত্রীত্বভার প্রদানপূর্ব্বক তদীয় হস্তে ভূতপূর্ব্ব নবাব মিরজাফরের শিশু সন্তানকে সমর্পণ করেন। বঙ্গদেশে এইরূপ দ্বিবিধ-রাজ-কর্ম্মচারিদিগের দৌরাত্ম্যে প্রজাগণের দুরবস্থার আর সীমা ছিল না।

হেষ্টিংস্ বাঙ্গলার এতাদৃশ দুরবস্থা অবলোকন করিয়া তদুন্নতির নিমিত্ত নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে ইংলণ্ডস্থ কার্য্যাধ্যক্ষেরা বঙ্গদেশহইতে পর্ব্ব আশানুরূপ বিপুলধনলাভে বঞ্চিত হইয়া, মুহম্মদ রেজা খাঁর শাসন প্রণালীর সম্বন্ধে সাতিশয় অসন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক, হেষ্টিংসের নিকট এক পত্র প্রেরণ

করেন। ঐ পত্রের তাপর্য্য এই যে হেষ্টিংস্ মহম্মদ রেজা খাঁকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া পরিজনসহ তাহাকে ধৃত করিবেন, এবং উত্তমরূপানুসন্ধানপূর্ব্বক সুনিয়ম-সংস্থাপনে যত্নবান্ হইবেন। যদিও মুহম্মদ রেজা খাঁর প্রতি হেষ্টিংসের কোন বৈরভাব ছিল না, তথাপি তিনি সানন্দ-চিত্তে ডিরেক্টরদিগের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রজনী দ্বিপ্রহরের সময়ে দলৈক সৈন্য মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া মুহম্মদের অট্টালিকা অবরোধপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দীরূপে কলিকাতায় আনয়ন করিল। বেহার-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সুবিখ্যাত সিতাব রায়ও কর্ম্মচ্যুত হইয়া কলিকাতায় নীত হইলেন। পরন্ত নানা উপলক্ষে তাঁহাদিগের কার্য্যানুসন্ধান কিছু কাল স্থগিত থাকে। অবশেষে হেষ্টিংস ও তাঁহার সভাসদেরা উভয়কে নির্দ্দোষী বিবেচনায় মুক্ত করিয়াছিলেন। এই অবধি মন্ত্রীপদ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। কোম্পানির কর্ম্মচারীরা সমস্ত শাসনকার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, এবং রাজস্ব আদায় ও শান্তিরক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়েই স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। নবাবের আর কিছুমাত্র ক্ষমতা রহিল না; কেবল বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা বৃত্তির স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন এই নির্দ্ধারিত হইল। নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাস নবাবের দেওয়ানীপদে নিযুক্ত হইলেন; আর মৃত নবাবের অপোগণ্ড তনয়ের প্রতিপালনের ভার মণী-বেগমের উপর অর্পিত হইল। এইরূপে হেষ্টিংস্ ক্লাইবকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্বশাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া ইংরাজদিগের একাধিপত্য সংস্থাপনজন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

অতঃপর হেষ্টিংস্ অর্থ-সঙ্কীর্ণতা-নিবন্ধন রাজ্যের অনিষ্ট দূর করিবার মানসে যে সমস্ত অন্যায় অসদুপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, আর মধ্যে২ ইংলণ্ডে উপসত্বস্বরূপ অর্থ প্রেরণপূর্ব্বক ডিরেক্টরগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যে বিবিধ বিগর্হিত ব্যাপারে বিব্রত হইয়াছিলেন, তৎসমুদায় তাহার জীবনের চিরকলঙ্কস্বরূপ প্রতীয়মান রহিয়াছে। প্রথমতঃ তিনি মুরশিদাবাদস্থ নবাবের বাৎসরিক বৃত্তি দ্বাত্রিংশ লক্ষ মুদ্রাহইতে ষোড়শ লক্ষ মুদ্রা একেবারে কমাইয়া ফেলিলেন। তৎপরে রাজ্যহীন দিল্লীশ্বরকে বাৎসরিক যে ত্রিংশৎ লক্ষ মুদ্রা প্রদত্ত হইত তাহা একেবারে কর্ত্তন করিলেন; আর ইংরাজেরা সম্রাট্‌কে আলাহাবাদ ও কোরা নামক যে প্রদেশদ্বয় প্রদান করিয়াছিল, হেষ্টিংস্ তাহা পুনর্ব্বার বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অযোধ্যাধিপতি নবাব উজীর সুজাউদ্দৌলার নিকট বহুমূল্যে বিক্রয় করিলেন। অবশেষে চল্লিশ লক্ষ টাকা লইয়া সুজাউদ্দৌলাকে একদল পরাক্রমি ইংরাজ সৈন্য প্রেরণপূর্ব্বক নিরপরাধি রোহিলাদিগকে একেবারে বিনষ্ট করিতে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হন নাই।

মোগলসম্রাড্‌দিগের সমৃদ্ধিসময়ে যে নানাজাতীয় লোকেরা বেতনপ্রাপ্তির নিমিত্ত তদীয় সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তন্মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী রোহিলা জাতীয়েরা সাতিশয় সমরদক্ষ ও সাহসিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সম্রাড্‌দিগের অনুগ্রহে অন্যান্য জাতীয়ের ন্যায় রোহিলারাও জায়গীরস্বরূপ নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হয়। যখন হীনবল দিল্লীশ্বরেরা বিপুল-ভারত-সাম্রাজ্য-রক্ষার্থে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, আর যখন চতুর্দ্দিকে সকলেই অভ্যুত্থানে প্রণোদিত হইয়াছিল, তখন রোহিলারাও স্বতন্ত্র এক রাজ্য সংস্থাপন করে। মহাবল মহারাষ্ট্রীয়েরা মোগল সম্রাট্‌কে পরাভূত করিয়া যখন রোহিলখণ্ডে নানা উপদ্রব আরম্ভ করে তখন সেই সাহসিক রোহিলারা আত্ম

রক্ষার নিমিত্ত অযোধ্যার নবাবের নিকট আবেদন করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলখণ্ড হস্তগত করিবার মানসে নানা উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে তদীয় হীনবীর্য্য সৈন্য-দ্বারা রোহিলাদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করা নিতান্ত অসম্ভব, এবং ইংরাজ-সৈন্য ব্যতীত আর কেহই তাহার সাহায্য করিতে পারে না। অতএব স্বীয় অভিসন্ধি প্রকাশপূর্ব্বক ইংরাজদিগকে চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, ও ইংরাজ-সৈন্যদিগের সমস্ত ব্যয় স্বয়ং সম্পন্ন করিতে স্বীকার করিলেন। হেষ্টিংস্ সানন্দচিত্তে সুজাউদ্দৌলার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বারাণসী গমনপূর্ব্বক নবাবের সহিত এক সন্ধি সংস্থাপন করত কর্ণেল চাম্পিয়নের সমভিব্যাহারে এক দল ইংরাজ-সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নবাব রোহিলাদের নিকটে ৩৫ লক্ষ টাকা পাইবেন বলিয়া রোহিলখণ্ডের অধিপতি হাফেজ রহমতের সমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। হাফেজ কিঞ্চিৎ অসম্মতি প্রকাশ করাতে নবাব দেড় কোটি টাকা চাহিলেন। রোহিলারা এতাবৎকালপর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে আপনাদের রাজ্যশাসন করিতেছিল; অকস্মাৎ ইংরাজ-সৈন্য সম্মুখে দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। হাফেজ যদিও ৪০ হাজার সাহসী যোদ্ধা সমরক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং যদিও তাহারা সিংহের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিল, তথাপি বীর্য্যবান্ সুশিক্ষিত ইংরাজকর্ত্তৃক তাহারা অবশেষে প্রতিহত হইল। তৎপরে নবাবের নিষ্ঠুর সৈন্য-সকল রোহিলখণ্ড লুণ্ঠিত ও ভস্মাবশেষ করিল। ধনীরা সর্ব্বস্বচ্যুত হইয়াছিল; অসঙ্খ্য লোক প্রাণভয়ে বনে পলায়ন করিয়া অশেষবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিল; এবং অনেক রোহিলা-রমণী ধর্ম্মনাস-ভয়ে আত্মঘাতিনী হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল। এইরূপে রোহিলাদের সর্ব্বনাশ সম্পন্ন হইল। হেষ্টিংস কি ভয়ানক লোক! সামান্য অর্থের নিমিত্ত তিনি এক নিরপরাধী শান্তিরত সাহসিক জাতিকে একবারে উচ্ছিন্ন করিয়া সহস্র২ নির্দ্দোষী লোকের প্রাণনাশের প্রধান কারণ হইয়াছিলেন।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লিয়মেণ্ট নামে ইংলণ্ডীয় মহাসভাহইতে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী-সংস্থাপক এক আইন প্রচারিত হয়। ঐ আইনানুসারে বঙ্গ-দেশের গবর্ণর গবর্ণর জেনেরেল উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের তত্ত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করেন। হেষ্টিংস্, তদনুসারে ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনেরেলপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এইক্ষণহইতে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ তাঁহার অধীনস্থ হইল। উপর্য্যুক্ত আইনানুসারে শাসনপতির এক সহকারী সভা সংস্থাপিত হয়। বার্ওয়েল, ক্লেবরিং, মন্সন্, ও ফ্রান্সিস্, এই চতুষ্টয় ব্যক্তি উক্ত সভায় সভ্য নিযুক্ত হইয়া ইংলণ্ডহইতে প্রেরিত হন। এতদ্ব্যতিরিক্ত এক প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ সংস্থাপিত হয়। সর্ ইলাইজা ইম্পে নামা এক ব্যক্তি উহার প্রধান বিচারপতি-পদ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ ধর্ম্মাধিকরণে শাসনপতির কিছুপ্র ভুত্ব রহিল না। সভ্য-চতুষ্টয়ের মধ্যে কেবল বার্ওয়েল হেষ্টিংসের সপক্ষ ছিলেন; অপরেরা তাঁহার প্রতি বিষম বিদ্বেষবশতঃ বৈরিতাচরণে যথোচিত চেষ্টা করেন। সভ্যগণ কলিকাতায় উপনীত হইলে সম্মানসূচক তোপের সঙ্খ্যা ন্যূন হইয়াছে বিবেচনায় ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া পরদিবস হইতে শাসনপতির সমস্ত কার্য্যানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে মিডিল্টন্ সাহেবকে প্রত্যাগমনের আদেশ দিয়া আপনাদের বিশ্বাসী অপর একজন লোককে তথায় প্রেরণ করিলেন। শাসনপতির সমস্ত দোষের তাঁহারা প্রকাশ্যরূপে তর্কবিতর্ক করিতেন। রাজা নন্দকুমার রাজসভার এইরূপ কর্ম্মকাণ্ড দেখিয়া হেষ্টিংসের নানা দোষোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সভ্যগণ-সমীপে তাঁহার মানস ব্যক্ত করিলেন। সভ্যেরা তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক সভায় উপবেশন করাইলেন। তৎপরে হেষ্টিংস উৎকোচ-গ্রহণপূর্ব্বক কর্ম্মচারিদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন; মহম্মদ রেজা খাঁকে বহুতর অপরাধ-সত্ত্বেও বিনা দণ্ডে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন; ইত্যাদি দোষ লিপিবদ্ধ করিয়া রাজা নন্দকুমার ফ্রান্সিশ সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। ফ্রান্সিশ সভায় উপস্থিত হইয়া সভ্যগণের সমীপে ঐ পত্র পাঠ করিলেন। তৎশ্রবণে ভয়ানক তর্কস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। হেষ্টিংস ক্রোধে মূর্ত্তিমান্ বৈশ্বানর হইয়া উঠিলেন, এবং অশ্রাব্য কটূক্তিদ্বারা নন্দকুমারের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন যে উক্ত আরোপিত দোষসমূহে অপরাধী হইলেও ভারতবর্ষীয় সভা তাঁহার দোষানুসন্ধানের উপযুক্ত স্থল হইতে পারে না; সুতরাং তিনি সভ্যগণের তদ্বিষয় বিবেচনা ও বিচার করিবার ক্ষমতা থাকার অস্বীকার করিলেন। ইতিমধ্যে নন্দকুমার অন্য এক পত্রদ্বারা সভায় বিজ্ঞাত করিলেন যে শাসনপতির প্রতি যাহা২ উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদায় সত্য প্রমাণ করিতে পারেন, এবং তদভিপ্রায়ে সভ্যগণের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তৎশ্রবণে হেষ্টিংসের ক্রোধাগ্নি দ্বিগুণরূপে বৃদ্ধি পাইল। সভ্যগণের মধ্যে অনেকেই ঐ সকল দোষের অনুসন্ধানার্থ নন্দকুমারকে সভায় উপস্থিত করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। হেষ্টিংস্ সভাভঙ্গ করিয়া বার্ওয়েল সাহেবের সমভিব্যাহারে সভাগৃহহইতে চলিয়া গেলেন। সভ্যগণ পুনর্ব্বার একমত হইয়া সভা করিয়া বসিলেন; এবং নন্দকুমারকে আনয়নপূর্ব্বক পূর্ব্বাভীষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। নন্দকুমার অপর এক পত্রে উল্লেখ করিলেন যে শাসনপতি বহু অর্থ গ্রহাণান্তর রাজা গুরুদাসকে নবাবের ধনাগারের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়াছেন; এবং এই অধ্যাস সত্য প্রমাণহেতু মণী বেগমের স্বাক্ষরিত এক পত্র সভ্যদিগকে দেখাইলেন। সভ্যগণ ঐ পত্রে বিশ্বাসকরণ-পূর্ব্বক প্রকাশ করিলেন যে হেষ্টিংস্ গুরুদাসকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত যে মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তাহাকে প্রত্যার্পণ করিতে হইবেক। হেষ্টিংস্ যে দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেন সেই দিকেই আপনাকে বিপদ্সাগরে সংবেষ্টিত দেখিতে পাইলেন। বঙ্গদেশস্থ ইংরাজগণের মধ্যে অধিকাংশ তাঁহার স্বপক্ষ ছিল; তথাপি শত্রুহস্তহইতে তাঁহার রক্ষাপ্রাপ্তি সুকঠিন হইয়া উঠিল। ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে অশক্ত হইয়া পরিশেষে স্বীয়পদে পরিত্যাগ করিতে মানস করিলেন।

এদিকে নন্দকুমার চিরশত্রুর উপর জয়লাভ করিয়া আনন্দসাগরে সন্তরণ করিতেছেন। আহা! পরিণামে তাঁহার ললাটে যে কি বিষম দুর্গতি ঘটিবেক তাহা বারেকও তাঁহার চিত্তে তৎকালে উদয় হইল না। প্রতিদিন স্বীয় বাটীতে সভা স্থাপন করিয়া তিনি হেষ্টিংসের প্রতি দোষারোপ-কারিদিগকে আহ্বান করিতেন। ভারতবর্ষীয় সভ্যগণেরাও উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিতে দ্বিধা করিতেন না।

এই স্থলে বক্তব্য যে রাজা নন্দকুমার তদীয় বুদ্ধির অসামান্য তীক্ষ্ণতা, অসমীচীন বিচক্ষণতা, ও কার্য্যে সুদক্ষতা-সত্ত্বেও এক মহাভ্রান্তির পরবশ হইয়া কার্য্য করিতেছিলেন। ঐ ভ্রান্তিই চরমে তাঁহার জীবন-

নাশের মূলকারণ হইয়াছিল। কলিকাতাস্থ ধর্ম্মাধিকরণ যে রাজ্যশাসন ক্ষমতা হইতে স্বতন্ত্র, এবং প্রধান ধর্ম্মাধিকারী ইলাইজা ইম্পে যে তাঁহার শত্রুর করতল-ন্যস্ত অস্ত্রস্বরূপ, তাহা তিনি কিঞ্চিন্মাত্র অবগত ছিলেন না। সুতরাং যে বাগুড়া বিস্তার করিয়া শত্রু আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, আপনিই তাহাতে জড়ীভূত হইলেন।

একদা হঠাৎ নন্দকুমার অবান্ত আলেখ্য রচনার অপরাধী বলিয়া ধৃত হইলেন। ব্যক্ত হইল যে ছয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি ঐ আলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ অপর সাধারণ সকলেই এই অভূতপূর্ব্ব-ব্যাপার-দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া জামিন দ্বারা তাহাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল, কিন্তু কঠিনহৃদয় অধার্ম্মিক নির্দ্দয় পক্ষপাতী বিচারপতি তাঁহাদিগের অনুরোধের প্রতি একেবারে বধির হইয়া গেল। বিশেষরূপে সত্যের প্রমাণাভাবেও নন্দকুমারের ফাঁশির হুকুম হইল। দুই বা তিন দিবস পরে তিনি অম্লানবদনে ও অকুতোভয়ে জীবন দান করিয়া বিষয়জালহইতে অব্যাহতি পাইলেন।

সূর্য্য।

দত্তানন্দাঃ প্রজানাং সমুচিতসময়াকৃষ্টসৃষ্টেঃ পয়োভিঃ
পূর্ব্বাহ্নে বিপ্রকীর্ণা দিশি দিশি বিরমন্ত্যহ্নি সংহারভাজঃ।
দীপ্তাংশোর্দীর্ঘদুঃখপ্রভবভবভয়োদন্বদুত্তারনাবো
গাবো বঃ পাবমানাং পরমপরিমিতাং প্রীতিমুৎপাদয়ন্তু॥

প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পরিমিত খমণ্ডল ভ্রমণানন্তর যথাকালে পশ্চিম-দিগ্বিভাগে অস্ত হয় দেখিয়া সামান্যতঃ সূর্য্যের প্রতি আমাদিগের বিশেষ অনুরাগ হয় না। পরন্তু আদিমকালে যখন সর্ব্ববিধায় অনুমান হয় যে মনুষ্য উত্তরাঞ্চলের শীতপ্রধানদেশে বাস করিত তখন সূর্যপ্রকাশমাত্র অসহ্য তুষার-রাশি দ্রব করিয়া তত্তৎকালের মনুষ্য-বর্গকে ইতস্ততঃ আহারান্বেষণে পর্য্যটনের পথ দেওয়ায় তাহাদিগকে বিশেষ আপ্যায়িত ও উপকৃত করিত সন্দেহ নাই। সে সময়ে সমস্ত রাত্রি দুঃসহ তুষারচয়ে ক্লিষ্ট ও মর্ম্মভেদী প্রবল-বায়ু-প্রবাহে জীর্ণশরীর লোকেরা আরক্ত পূর্ব্বদিক্‌কে আগন্তুক সূর্যের বার্ত্তাবহ বলিয়া কত যত্ন ও উৎসাহ ও আনন্দে, তাহার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিত? ও কি অনির্বচনীয় প্রীতিতে তাহাকে সমাদর ও সম্ভাষণ করিত তাহা অদ্যাবধি বেদচতুষ্টয়ের অরুণ, ঊষা প্রভৃতি দেব দেবীর গানে প্রকাশ আছে। ক্রমে বুদ্ধিবলে সূর্যের অভাবজনিত কষ্ট অগ্ন্যুৎপাদন-দ্বারা দূর করায় অগ্নি দ্বীতীয় দেব বলিয়া গণ্য হন। আবার কালবশে তাঁহার এত প্রভাব হয় যে তিনি অবশেষে সর্বদেবের মুখস্বরূপ পূজ্য হন। ফলতঃ দিবাভাগে সূর্য ও রাত্রিতে অগ্নি তুষারাবৃত দেশস্থ লোকদিগের প্রাণ। অস্তমিত সূর্যের পুনরাগমে যে কত আনন্দ জন্মিত তাহা আমাদিগের এক্ষণে জ্ঞানগম্য হয় না। সূর্যাভাব যে কত কষ্টকর, ও প্রলয়সূচক তাহা সহজে অনুমান করা সাধ্য নহে বলিয়াই সূর্য্যকৃত সমূহ সুখ অনায়াসে বোধগম্য হয় না। ফলে আমাদিগের ও পৃথীর অস্তিত্বের মুখ্য কারণ সূর্য্য। সৌর-মণ্ডলে যদি সূর্য্য না থাকিত তবে সংসার কোন্ অবস্থাগত হইত বলা যায় না; কিন্তু বর্ত্তমান নিয়মপরতন্ত্র সংসারে তিন দিনের জন্য সূর্য্যোদয় না হইলে সমস্ত জীব, তরু কি জন্তু এক কালে ধ্বংশ হয় সন্দেহ নাই। প্রথম দুইদিনের অনুদয়ে বায়ু-নিঃসৃত জল ও রস বৃষ্টি ও হিম হইয়া অবিশ্রান্ত নিপতিত হয় ও অবিলম্বে সমস্ত পৃথিবী

তুষারচয়ে আবৃত হয়। যে বায়ু পৃথ্বীর সর্ব্বত্র বেষ্টন করিয়া আছে তাহা তাপ ও রশ্মির গতিরোধক নহে বলিয়া পৃথিবীর সমস্ত তাপ বাষ্পহীন বায়ুর মধ্যদিয়া একেবারে পৃথিবীকে ত্যাগ করে, ও তাপমান যন্ত্রদ্বারা ব্যক্ত হয় যে পৃথিবীর সর্ববিভাগে ভূগাত্রহইতে ৪৫ ক্রোশঊর্দ্ধে তাপ ২৩° অংশ লঘু। এপ্রকার হীনতাপে বা অতিশয় শীতে জীবের বাস করা দূরে থাকুক স্বল্পকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকাই অসম্ভব। যাহাহউক সূর্য্য তাপহীন হইয়া সৌর মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী থাকিলে সৌর জগৎ বর্ত্তমান স্থানে থাকিতে পারে; কিন্তু তাপ ও আলোকের অভাবে জীবহীন হইবে সন্দেহ নাই। কোন কারণে সূর্য্য একেবারে নষ্ট হইলে ক্রীড়াতৎপর বালকের লোষ্টনিক্ষেপক ফিঙ্গা-নামক রজ্জু-হইতে যে প্রকারে মৃৎপিণ্ড নির্গত হয় সেই রূপে পৃথিবী খ-মণ্ডলের যে অংশে থাকে সেই অংশহইতে শত শত বৎসর শূন্যমার্গে নিকটস্থ নক্ষত্রেরদিকে ধাবমান হইবে, ও সহস্র বৎসরেও তাহার বিশেষ নিকটস্থ হইতে পারিবে না। সূর্য্য যে বলে চতুর্দিগস্থ ভ্রাম্যমাণ গ্রহগণকে আকর্ষণ করে ও তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট গতি রেখা (কক্ষা) অবলম্বন করাইয়া ভ্রমণ করায় তাহার সহিত হস্তস্থরজ্জুবদ্ধ ভ্রাম্যমাণ মৃৎপিণ্ডের তুলনা হইতে পারে, যে হেতুক যত ক্ষণ ঘূর্ণায়মান মৃৎপিণ্ড হস্ত বদ্ধরজ্জুকে ছেদ করিয়া দূরদেশে পলায়ন না করে ততক্ষণ তাহার পলায়ন-পরায়ণ বেগ ও বদ্ধরজ্জুর দার্ঢ্য সমতুল্য থাকে। সে বল হস্তচ্যুত মৃৎপিণ্ডের নিম্নগামী বলের তুল্য; যদিচ আকারের বৃহত্ত্বপ্রযুক্ত বলেরও আধিক্য অবশ্য ঘটে, পরন্তু পরস্পরের সম্বন্ধ সর্ব্বতোভাবে তুল্য থাকে। পৃথ্বী মৃৎপিণ্ডহইতে যতগুণ বড় ও গুরু, সূর্য্য, পৃথ্বী ও সৌরমণ্ডলস্থ গ্রহচয়াপেক্ষা তত অধিকগুণে বড় ও গুরু; তথা মৃৎপিণ্ডের নিম্নগামী বলের পরিমাণ করিতে গেলে যেমত মৃৎপিণ্ডের গুরুত্ব ও পৃথ্বীর গুরুত্ব তুলনা করিতে হয়, সূর্য্যের আকর্ষণ-বলের বোধজন্য তদ্রূপ সূর্য্যের অবয়ব ও গুরুত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। পরন্তু ঐ মহৎ পিণ্ডের গুরুত্ব নিরূপণ করা সহজ ব্যাপার নহে। বস্তুর পরিমাণ-করণার্থে কোন নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের সহিত তাহার তুলনা করা যায়। যথা কোন বস্তু ১০ হাত দীর্ঘ বলিলে এই বোধ হয় যে উক্ত বস্তুর গাত্রে দশটি হস্ত পর পর স্থাপিত করিলে তাহার দৈর্ঘ্যের কিছুমাত্র স্থান অনাচ্ছাদিত থাকে না। কিন্তু দূরস্থ বস্তুর অবয়ব পরিমাণ ও তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুহইতে দূরতার তাদৃশ মাপ নিরূপণ করা দুরূহ। কোন ঘরে দাঁড়াইয়া কেবল অনুমানদ্বারা তাহার দৈর্ঘ্যের নিরূপণ করিতে গেলে মনে মনে অনুমান করিতে হয় দর্শকের পদের নিকটহইতে গৃহপ্রাচীর-মূল-পর্য্যন্ত স্থানে কয়টী হস্ত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে, এবং ঐ দৈর্ঘ্য অনুভূত করিয়া প্রাচীরহইতে দৃষ্ট বস্তু কত দূর তাহার অনুমান সেইরূপে করিতে হয়।

দূরস্থ-বস্তু-পরিমাণে সামান্যতঃ লোকের সংস্কার অপরিণত ও ভ্রমাকীর্ণ। গত-রাজবিদ্রোহ-কালে ইংরাজি ১৮৫৭ সালে এদেশের নভোমণ্ডলে একটি প্রকাণ্ড ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল। তখনকার সংবাদপত্রে তাহার পুচ্ছের পরিমাণ কেহ ৪ হাত কেহ বা ৬ হাত বলিয়া বর্ণন করিয়াছিলেন। কিন্তু এপ্রকার বর্ণনা কত দোষমূলক তাঁহারা তাহা অবগত নহেন। এক জন অজ্ঞলোককে সূর্য্যের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "কেন? সূর্য্য কত বড় কে না জানে? একটা মাজারি থালার মত"। অপরে বলিতে পারেন "সূর্য্যের আবার পরিমাণ জানা কি দুষ্কর? সূর্য্য যত বড় দেখাযায় তত বড়ই"। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট

প্রতীয়মান হইবে যে আমাদিগের এপ্রকার অনুমানসকল সত্যহইতে অনেক দূর। হস্ত বিস্তারিয়া একটি টাকা সূর্য্য ও আপনার চক্ষুর মধ্যে রাখিলে সূর্য্য দৃষ্টিপথহইতে আচ্ছাদিত হয়। আবার সময়বিশেষে যথা প্রাতে বা সায়ঙ্কালে স্থানবিশেষে মন্দির বা প্রাসাদ অথবা কোন পর্ব্বতে সেই সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে। অতএব সূর্য্য অবয়বে ন্যূনকল্পনায় আচ্ছাদক পর্ব্বতের তুল্য বলিয়া মানিতে হইবে। ফলে আধুনিক জোতির্বিদেরা সূক্ষ্ম গণনাদ্বারা সূর্য্যের প্রকৃত পরিমাণ যেরূপ নিরূপণ করিয়াছেন তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হইবে।

সূর্য্য যত দূর আছে তাহার সহিত তুলনা করিলে তত দূরহইতে এই বিশাল ভারতবর্ষ একটী সর্ষপতুল্যও বোধ হয় না। ফলে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব দূরতাবশতঃ সূর্য্যের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা আমাদিগের অসাধ্য। সকলেই অবগত আছেন যে দূরস্থ বস্তু প্রকৃত অবয়বাপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রতর দেখায়। দূরতার বৃদ্ধি পাইলেই অবয়ব হ্রস্ব বোধ হয়। এক ক্রোশ অন্তরের বালকের আকার ৫ ক্রোশ অন্তরের দীর্ঘকায়বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্যের আকারেরতুল্য বোধ হয়। অতএব সূর্য্যের আকার-নিরূপণের প্রথম প্রক্রিয়া তাহার দূরতার নিরূপণ। ত্রিকোণমিতি-শাস্ত্রের সাহায্যে উক্ত নিরূপণ সরল উপায়দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। যাঁহারা ত্রিকোণমিতি-শাস্ত্রের উপক্রমণিকামাত্র দৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা অবগত আছেন যে ত্রিকোণের পার্শ্বরেখাদ্বয় ও তন্মধ্যস্থ কোণ বা একটী রেখামাত্র ও অপর দুই কোণের পরিমাণ পাইলেই উক্ত ত্রিকোণের অপরপার্শ্ব বা অপর কোণদ্বয়ের পরিমাণ অনায়াসে সিদ্ধ হয়। এই মত অবলম্বন করিয়া জ্যোতির্বিদ্যা-পারদর্শী পণ্ডিতেরা সূর্য্যের পৃথ্বীহইতে অন্তরতার পরিমাণ করিয়াছেন। যেমন কোন মন্দিরের চূড়ার পরিমাণ করিতে গেলে দুইস্থানহইতে এককালে মন্দিরচূড়া লক্ষ্য করিতে হয়, এবং ঐ লক্ষ্য করণের স্থানদ্বয়ের যোগরেখার উপর মন্দিরচূড়া লইয়া যে ত্রিকোণমণ্ডল নিষ্পন্ন হয় তাহার নিম্নস্থ কোণদ্বয়ের পরিমাণ করিতে হয়; সূর্য্যবিষয়েও সেইরূপ করিতে হয়। কিন্তু এই পরিমাণে উক্ত স্থানদ্বয়ের অন্তর জ্ঞাত হওয়া আদৌ আবশ্যক। উক্ত মন্দিরের চূড়া অত্যন্ত দূর হইলে লক্ষ্য স্থানদ্বয়ও অনেক অন্তর হওয়া আবশ্যক, নতুবা মন্দিরের চূড়া ঐ স্থানদ্বয়হইতে লক্ষ্য রেখাদ্বয়ে যে কোণ হইবে তাহা এত ক্ষুদ্র হয় যে পরিমাণ করা দুরূহ। ঐ রেখাদ্বয়ে কোণ সম্পন্ন না করিয়া প্রায় মিলিত হইয়া যায়। পৃথ্বীতে অবস্থান করিয়া নিকটস্থ দুই নগরহইতে সূর্য্যের দূরতা নিরূপণে ঐরেখাদ্বয় প্রায় মিলিত হইয়া যায়। পরন্তু এক্ষণকার ভূ-পরিমাণ-বিদ্যা এত উন্নত যে তদ্দ্বারা পৃথ্বীতে দাঁড়াইয়া পৃথ্বীর আকার পরিমাণ অনায়াসে নিরূপণ করা যায়। পৃথ্বী একটি বর্ত্তুলাকার পদার্থ। ইহার উত্তর ও দক্ষিণভাগ কিছু চাপা। ইহার দীর্ঘতম ব্যাস যাহা মধ্যস্থ পরিধিকে অংশদ্বয় পরিমাণে বিভাগ করে, তাহা প্রায়ঃ ৩৯৮ ক্রোশ। ইহার উত্তর ও দক্ষিণকেন্দ্র ভেদী ব্যাস ৩৯৩৫ ক্রোশ। এমতে ভূমণ্ডলের পরিমাণ অবগত হইলে তত্রস্থ স্থানদ্বয়ের দূরতা অনায়াসসাধ্য। সূর্য্যের পরিমাণ জন্য জ্যোতির্বিদ্যা-বিশারদেরা নরবেদেশস্থ হামরফেস্ত নগর ও উত্তমাশা অন্তরীপ এই দুইস্থান লক্ষ্যস্থান বলিয়া স্থির করেন, যেহেতুক উক্ত নগরদ্বয় প্রায় সমচ্ছায়া দেশ। উক্ত নগরদ্বয় ৩১৬৭ ক্রোশ অন্তর। সূর্য্যকে উক্ত নগরদ্বয়হইতে এককালে লক্ষ্য করিলে তাহার দূরতা নিরূপণ সহজেই হয়। সূর্য্যও উক্তস্থান-যুগলে যে ত্রিকোণ নিষ্পন্ন হয় তাহার অধঃস্থ রেখা অর্থাৎ স্থানদ্বয়ের অন্তর

রেখাও উক্ত রেখা সান্নিধ্য কোণ ও রেখাদ্বয়সাধ্য। এমতে উক্ত স্থানদ্বয়হইতে সূর্য্যের দূরতা পরিমিত হইলে ভূমণ্ডলের মধ্যহইতে সূর্য্যের মধ্যবিন্দুর দূরতা অনায়াসসাধ্য। কিন্তু সূর্য্য ফলতঃ এত দূরে আছে যে উক্তস্থানদ্বয়ের পক্ষরেখাদ্বয় প্রায় মিলিত হইয়া যায়, অর্থাৎ ত্রিকোণটি এত দীর্ঘ হয় যে তাহার পরিমাণ প্রায় অসাধ্য হয়। পরন্তু যন্ত্রের অবলম্বনে লক্ষ্য করিলে কোণ অতীব দীর্ঘ না হওয়ায় দূরতা-পরিমাণে বিশেষ সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। এ ত্রিকোণ পার্শ্বরেখাদ্বয় তৃতীয় রেখাপেক্ষা প্রায় ৩৮ গুণ দীর্ঘ। অর্থাৎ পৃথ্বীর মধ্যবিন্দুহইতে চন্দ্র প্রায় ৬০। পৃথ্বীর ত্রিজীবা দূর অর্থাৎ ১,১৯,০০০ ক্রোশ অন্তর। এতদ্ধেতু চন্দ্রের কক্ষা প্রায় ২,৫,০০০০ ক্রোশ স্থির হয়। কিন্তু সূর্য্যসম্বন্ধে ত্রিকোণ এত দীর্ঘ যে অঙ্কপাত দ্বারা দূরতা পরিমাণ করিতে গেলে চন্দ্রের দূরতাপেক্ষা প্রায় ৪০০ গুণ অধিক বোধ হয়, অর্থাৎ ৪৭,০০,০০০ ক্রোশ দূর; কিন্তু সূক্ষ্ম গণনায় ইহা ১,৫৩,২২,২০৮ ক্রোশের ন্যূন হওয়া উচিত। যাহা হউক ঐ ত্রিকোণ-গণনায় সূর্য্যের ত্রিজীবা ৮,৮২,০০০ ক্রোশ ও সূর্য্য পৃথ্বীহইতে ৪,৭০,০০,০০০ ক্রোশ দূর এই নিষ্পন্ন হয়।

সূর্য্যের অবয়ব-পরিমাণের অপর এক উপায় আছে। গত ইংরাজী ১৬৯ সালে শুক্রগ্রহদ্বারা সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল, আবার আগামী ১৮৭৪ সালে সেইরূপ ঘটিবে। উক্ত রূপ গ্রহণকালে শুক্রজ্যোতিষ্কের সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ ও অতিক্রমকাল নিরূপণ করিলেই সূর্য্যের প্রকৃত অবয়ব এককালে অবগত হওয়া যায়; কেন না আমরা যখন শুক্রগ্রহের গতির পরিমাণ অবগত আছি, তখন উক্ত সময়ে ঐ গ্রহ কতদূর ভ্রমণ করিতে পারে তাহাও জানিতে পারা যায়।

অপোজম্।

নূতন মহাদ্বীপে যে সমস্ত অদ্ভুত জীব জন্তু দৃষ্টিগোচর হয় তন্মধ্যে প্রস্তাবিত প্রাণী ও এক আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া পরিগণিত। ইহা স্তন্যপায়ী বর্গীয় দ্বিগর্ভ পশুবিশেষ। ইহার দৈর্ঘ্য মস্তকহইতে লাঙ্গূল পর্য্যন্ত প্রায় এক হস্তের অধিক হইবে; লাঙ্গুল ও প্রায় এক পাদ হইবে, এবং শরীরের মধ্যভাগ প্রায় আট বুরুল ঊর্দ্ধ। ইহা অতিশয় লোমশ, সর্ব্বাঙ্গই ধূসর বর্ণের লোমে আবৃত। লোমের অগ্রভাগসকল কটা, এবং স্থানে২ দুই একটী কাল লোমও দেখা যায়। ইহা চতুষ্পদ; প্রত্যেক পায়ে পাঁচ পাঁচটী করিয়া অঙ্গুলি আছে। সম্মুখস্থীন পদদ্বয়ের অঙ্গুলিতে কয়েকটীর নখ অতীব তীক্ষ্ণ। পশ্চাৎ পদদ্বয়ের অঙ্গুলিসকল বিপক্ষহইতে পরস্পর সংযোজিতহইতে পারে, এবং তৎপ্রযুক্ত প্রকৃত হস্তের ন্যায় কার্য্য দর্শাইয়া থাকে।

অপোজম্ দ্রুত গমনে অক্ষম। তাদৃশ স্থূলকায় বহন করা উহার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশের ও পরিশ্রমের কর্ম্ম, সন্দেহ নাই। এই পশুর লাঙ্গূল অতিশয় নমনীয় ও বলিষ্ট। বিশেষতঃ হস্তদ্বারা যে প্রকারে মনুষ্য কোন বস্তু ধারণ করিতে পারে, এই লাঙ্গূলদ্বারা সেই কার্য্য অনায়াসে নিষ্পন্নহইতে পারে; এবং বৃক্ষশাখায় তাহা আবদ্ধ করিয়া এই পশু অনায়াসে অধোদিকে ঝুলিতে পারে, এবং এক শাখাহইতে অন্য শাখায় যাতায়াত করে। ইহার মুখ সরু এবং তাহার অগ্রভাগ শ্লথ মাংসপিণ্ডে পরিণত, অপর তাহার উপর মাড়ীতে দশটী এবং নীচে আটটীমাত্র দন্ত আছে। স্ত্রী জাতির বক্ষের অধোভাগে বর্দ্ধনশীল স্থিতি স্থাপক গুণবিশিষ্ট এক চর্ম্মস্থলী হয়,

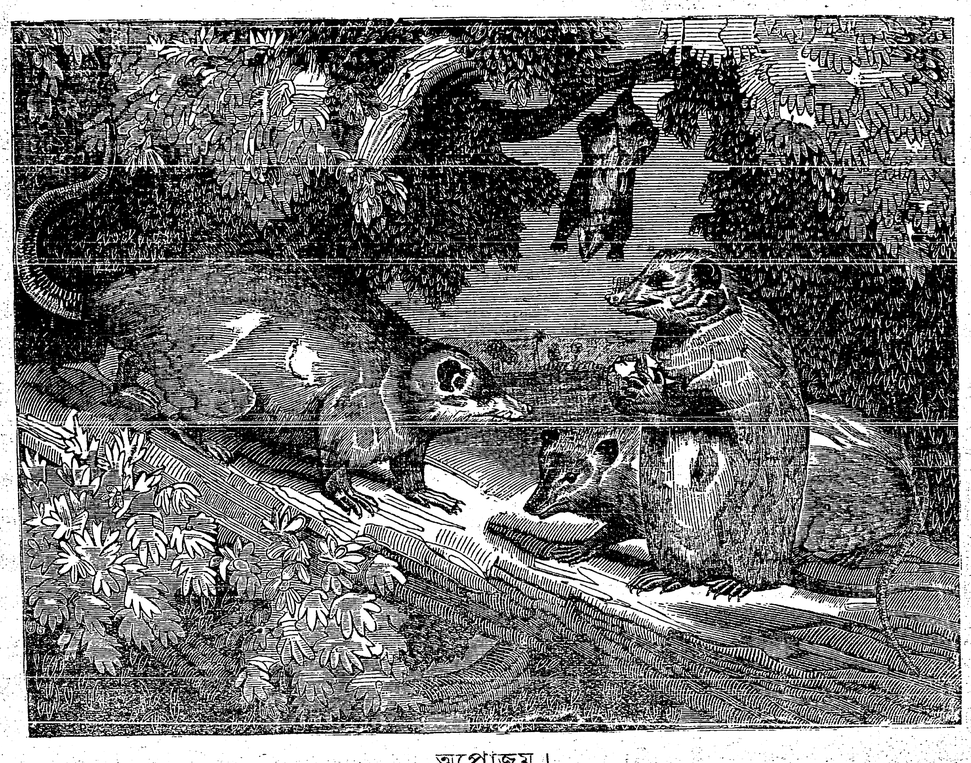

অপোজম।

তন্মধ্যে দশ বারটী করিয়া স্তন থাকে। শাবকসকল প্রসূত হইলে ঐ চর্ম্মস্থলীতে সন্নিবেশিত থাকিয়া নিয়ত স্তনপানে অঙ্গসৌষ্ঠব-বিশিষ্ট হয়। প্রথম প্রসূতশাবক অঙ্গহীন রক্তপিণ্ডের ন্যায় বোধ হয়; গাত্রে লোম নাই, চক্ষু উন্মীলিত হয় নাই। ঐ মাংসপিণ্ডবৎ শাবক কথিত কোশমধ্যস্থ স্তনে মুখ সংলগ্ন রাখিয়া প্রায় পঞ্চাশ দিবশ পোসিত হইলে পরে কিঞ্চিৎ বলিষ্ঠ ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রাপ্ত হয়, এবং স্তনত্যাগ করিয়া স্থলী মধ্যে ইতস্তত বিচরণ করে, এবং অতঃপর নিয়ত স্তনে লিপ্ত না থাকিয়া মধ্যে২ স্তনপান করিয়া থাকে, এবং এই প্রকারে অঙ্গাদির যথাযোগ্য বৃদ্ধি হইলে স্থলীহইতে বহির্গত হয়। এই স্থলী স্ত্রী অপোজমের দ্বিতীয়-গর্ভ-স্বরূপ, এবং এতৎসত্বে উহারা দ্বিগর্ভনামে বাচ্য হইয়াচে। অপোজমের ইন্দ্রিয়সকল বিশেষ তীক্ষ্ণ নহে, কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কিঞ্চিৎ ঔৎকর্ষ্য আছে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

বিক্রমোর্ব্বশী”। এই ত্রোটক খানি মহাকবি কালিদাসের রসময়ী লেখনীহইতে বিনিঃসৃত। ত্রোটক ও নাটকে প্রভেদ এই; ত্রোটকের প্রত্যেক অঙ্কেই বিদূষক-বিষয়ক প্রসঙ্গ থাকা আবশ্যক, সুতরাং তাহাতে শৃঙ্গার-রসই অঙ্গী হয়, কিন্তু নাটকে সেরূপ কোন নিয়ম বদ্ধমূল না থাকাতে বীররস প্রভৃতিও প্রধান হইয়া থাকে। অধুনা মুদ্রণাভাবে এই অপূর্ব্ব সংস্কৃত ত্রোটক খানির বিবরণ দেখিয়া পাঠকবর্গের সৌলভ্য-সম্পাদনার্থে অসীম-সংস্কৃত-ভাষানুরাগী সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামময় তর্করত্ন মহাশয় স্বকৃত “বিষম পদ-ব্যাখ্যা” নাম টীকার সহিত এই পুস্তকখানি দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছেন। যদিচ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ-বিদ্যাবৃদ্ধ্যর্থক-সমাজাধিপতি-দিগের আজ্ঞায় কলিকাতা-এডুকেশন যন্ত্রালয়ে প্রাকৃত ভাষার ব্যাখ্যা সহিত এই গ্রন্থখানি একবার মুদ্রিত হইয়াছিল, তথাপি তাহাতে দুরূহ পদের টীকা ছিল না, সুতরাং সংস্কৃত-ভাষায় নবপ্রবিষ্ট পাঠকগণের পক্ষে সেখানি তত সুবিধাজনক হয় নাই, এবং অধুনা তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াও উঠিয়াছিল। তর্করত্ন মহাশয়ের প্রযত্নে সেই অভাবের সম্পূর্ণরূপে তিরোধান হইয়াছে। তাঁহার অনুগ্রহে এই গ্রন্থের এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে; আমরা তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তর্করত্ন মহাশয় একজন কৃতবিদ্য সামাজিক; তিনি যে গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তাহা যে সুশৃঙ্খলার সহিত মুদ্রিত হইবে, তাহা আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিবার পূর্ব্বেই আশা করিয়াছিলাম, এবং আদ্যোপান্ত এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা আশাতীত ফললাভও করিয়াছি। এই প্রবন্ধ-পাঠে আমরা যে কতদূর আহ্লাদিত হইলাম, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। স্থলে স্থলে তিনি যে টীকা করিয়া দিয়াছেন তাহা যৎপরোনাস্তি বিশদ হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা নিজ পাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তর্করত্ন-মহাশয় এই গ্রন্থের প্রচারার্থে যে বিলক্ষণ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের বাক্যব্যয় করা নিষ্প্রয়োজনীয়। ফলতঃ এইরূপ কৃতবিদ্য লোকে পরিশ্রম স্বীকার করিলে লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতের যথার্থ পুনরুদ্ধার হইতে পারে। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে তিনি যেন এরূপ মহদধ্যবসায় হইতে কদাচ বিরত না হন।

এই প্রবন্ধের বর্ণনীয় মর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত অনেকেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে, এজন্য আমাদিগের এবিষয়ে কিছু বলা কর্ত্তব্য। তর্করত্ন মহাশয় কিছুরই অভাব রাখেন নাই, তিনি বিক্রমোর্ব্বশীর ভূমিকা স্থলে বর্ণনীয় ইতিবৃত্তটী অতিসুন্দররূপে সংস্কৃত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, এস্থলে সেইটী উদ্ধৃত করিয়া দিলেই চলিত, কিন্তু আমাদিগের পাঠকমহোদয়গণের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ তাঁহাদিগের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত আমরা সেই বৃত্তান্তটী এস্থলে সঙ্ক্ষেপে বাঙ্গলা-ভাষায় একপ্রকার অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

পূর্ব্বে চন্দ্রবংশাবতংস পুরূরবা নামে এক নৃপতি ভাগীরথীর উত্তরতীরে বিরাজমান পরম পবিত্র তীর্থ প্রয়াগ-ক্ষেত্রের অন্তরালে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান নামক নগরকে অলঙ্কৃত করিয়া বহুকাল তথায় সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। ধীরললিত-নায়ক-গুণো-

পেত সেই নৃপতিই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য নায়ক। একদা তিনি রথারূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছিলেন, এমত সময়ে কুবের-ভবনহইতে প্রতিনিবর্ত্তমানা অসামান্যরূপ-লাবণ্যবতী উর্ব্বশী নাম্নী অপ্সরাকে পথমধ্যে কোশ-নামক কোন অসুরকর্ত্তৃক হ্রিয়মাণা দেখিলেন। রোরুদ্যমানা তৎসখীগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করত ভূপতি আর্ত্তত্রাণার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়া, ভুজবলে সেই অসুরকে আহত করিয়া উর্ব্বশীকে তাহার হস্তহইতে মুক্ত করিয়া তৎসখীগণের নিকট সমর্পণ করিলেন। তদবধি উর্ব্বশী কৃতোপকার রাজার প্রতি প্রণয়াসক্তা হইয়া অনুক্ষণ তাঁহার ধ্যানেই মগ্না হইল। অনন্তর একদা দেবরাজ সভায় "লক্ষ্মীস্বয়ম্বরাখ্য" প্রয়োগ অভিনয় করিবার নিমিত্ত উর্ব্বশী কমলার বেশ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা আছে, এমত সময়ে মেনকা "ইহাঁদিগের মধ্যে কাহার প্রতি তোমার হৃদয়াভিলাষ?" এই কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। উর্ব্বশী তৎকালে রাজগতচিন্তায় একান্ত মগ্না ছিল, সুতরাং "পুরুষোত্তমের প্রতি" এই বক্তব্যে হঠাৎ "পুরূরবার প্রতি" এই কথা তাহার মুখহইতে নির্গত হইল। ভরতমুনি উর্ব্বশীর এইরূপ আচরণ দেখিয়া তাহার প্রতি একান্ত রোষ-পরবশ হইয়া "তুমি মানুষী হও", এই বলিয়া তাহাকে অভিশাপ দিলেন। কিন্তু দেবরাজ উর্ব্বশীর প্রতি সদয় হইয়া, "তুমি আমার সমরসহায় পুরূরবার অনুসরণ কর", এই বলিয়া শান্ত করিলেন। উর্ব্বশী রাজার নিকট প্রত্যাগত হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। এই বৃত্তান্তটী অবলম্বন করিয়াই কবিকুল-তিলক কালিদাস এই অপূর্ব্ব প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

"শকুন্তলা। শ্রীহরিমোহন গুপ্ত বিরচিত"। এই গ্রন্থখানিও সমাদরের যোগ্য। গুপ্তমহাশয় কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাসের সর্ব্বস্বস্বরূপ সংস্কৃত "অভিজ্ঞানশকুন্তল" নামক নাটক অবলম্বন করিয়া পদ্যে এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। আমরা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক এখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া একপ্রকার আহ্লাদিত হইলাম। পদ্যগুলির অধিকাংশই অতিসুন্দররূপে লেখা হইয়াছে, বিশেষতঃ প্রতিপর্ব্বের প্রারম্ভে যে পয়ারগুলি রচিত হইয়াছে, যদিচ সে গুলিকে এ প্রস্তাবের পক্ষে একপ্রকার অপ্রাসঙ্গিক বলিলেও বলা যায়, তথাপি সেগুলি অতিমনোহর হইয়াছে। অপর গুপ্তমহাশয় নব্য কবি নহেন; তাঁহার কৃত অনেকগুলি কাব্য সভ্যমহোদয়-সমাজে প্রচলিত আছে, এবং তদ্দ্বারা তিনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে তাঁহার সে খ্যাতির কোন হানি করে নাই। পরন্তু গুণ বলিয়া দোষ-বিষয়ে এককালে মৌনাবলম্বন করা বিধেয় নহে, এজন্য এস্থলে অগত্যা আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে দুই একটী দোষও ঘটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই একটী সন্ধিকষ্টতা ও গ্রাম্যতা দোষ দৃষ্ট হয়। অপর এই গ্রন্থের চতুর্থ-স্তবক-পাঠকরণসময়ে একটী শ্লোক আমাদিগের স্মৃতিপথে উদিত হইয়া ছিল; তাহা এই—

"কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কঃ যত্র যাতি শকুন্তলা"।

গুপ্তমহাশয় সেস্থলে কালিদাসের সেই করুণরস-পরিপূর্ণ স্থলটীর মনোহারিত্বের যে সম্যগ্ রক্ষণ করিতে পারেন নাই তাহা তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু কালিদাসের রস সম্যগ্ রক্ষা করিতে না পারা অন্যের পক্ষে নিন্দার কারণ নহে। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে একমাত্র কালিদাস হইয়াছে, আর কালিদাস ভিন্ন কালিদাসের রস রক্ষা করা সুসাধ্য নহে। অতএব গুপ্তমহাশয় ইহাতে কোনমতে ক্ষুব্ধ হইবেন না। ফলে কোন

শ্রেষ্ঠকবির রচনার অনুবাদ মধ্যম কবিদিগের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর হইয়া থাকে। স্বীয়-মনঃকল্পিত রচনা অনেকের প্রীতিসাধন করিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের কৃত অনুবাদ আদর্শের সহিত তুলনায় আদর্শাপেক্ষা অধম হওয়ায় তাঁহাদের গৌরবের হানি করে। গুপ্তমহাশয় শকুন্তলার নাম না দিয়া অন্য নামে কাব্যখানি প্রচার করিলে অধিক প্রশংসা লাভ করিতেন, সন্দেহ নাই।

৩। "উড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নহে। বালেশ্বর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত"। এই প্রণেতাও আমাদিগের একজন কৃতজ্ঞতার পাত্র। উড়িয়া যে বাঙ্গলাহইতে বিভিন্ন ভাষা নহে, ইহা প্রতিপাদন করাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। ইহার রচনা অতি উত্তম হইয়াছে, আর গ্রন্থকর্ত্তা উড়িয়া যে স্বতন্ত্র ভাষা নহে, ইহা সমর্থন করিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থে যে সকল প্রমাণ দিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, তিনি এই পুস্তকখানির নিমিত্ত বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। যে সকল বিষয়ের উপর এই প্রবন্ধখানি লিখিত হইয়াছে, আমরা এস্থলে সেগুলির নাম উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১ ভারতের অধুনা প্রচলিত ভাষাসকলের আদি নিরূপণ। ২ ভাষা-বিভাগের কারণ নিরূপণ। ৩ আর্য্যজাতির সমাগমে ভারতের ভাষা পরিবর্ত্তন ও তাহাতে নানা ভাষার সম্মিলন। ৪ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার প্রাকৃতিক-সীমা-নির্দ্দেশ। ৫ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা বিভিন্ন ভাষা নহে। ৬ সুবর্ণ-রেখার দক্ষিণে সদা প্রচলিত শব্দ। ৭ বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় সর্ব্বদা কথিত ও প্রচলিত শব্দসকলের মধ্যে প্রায় সকল শব্দই সুবর্ণ-রেখার দক্ষিণে অবিকৃত কতকগুলি বা অংশ-বিকৃত। ৮ সুবর্ণ-রেখার দক্ষিণে কথিত ভাষার পুরুষ, কারক ও ক্রিয়াবিষয়ক সমালোচনা। ৯ সুবর্ণ-রেখার দক্ষিণে প্রচলিত সঙ্গীত উহার উত্তরের প্রচলিত সঙ্গীতহইতে ভিন্ন নহে। ১০ সুবর্ণ-রেখার দক্ষিণে ও উত্তরে কথিত নামের অবিভিন্নতা। ১১ উড়িয়া-অভিধান। ১২ উড়িয়া অক্ষর। ১৩ উপসংহার।

এই কয়েকটী প্রস্তাবের মধ্যে পঞ্চমটীর কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে তদ্দৃষ্টে গ্রন্থকারের রচনাপ্রণালী ও কৌশল সুব্যক্ত হইবে।

"ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতানুসারে পূর্ব্ব-নিরূপিত সীমান্তর্ব্বর্ত্তী স্থানসমূহ একই ভাষার স্থান বলিয়া প্রতীতি হয়। বাস্তবিকও ঐ সকল স্থানে একই অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত। তবে যে উহার কোন কোন স্থানবাসীদের ভাষা, অন্যান্য স্থানবাসীদের ভাষাহইতে কিছু বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহার কারণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। সংসর্গদোষ যেরূপ চরিত্র-বৈলক্ষণ্যের কারণ, সেইরূপ ভাষা বৈলক্ষণ্যেরও কারণ। সেই হেতু পার্ব্বত্য ভুটিয়া জাতিদিগের সংসর্গে রংপুর দিনাজপুর প্রভৃতিস্থ ব্যক্তিদিগের, অসভ্য গার ও খশিয়া জাতিদিগের সঙ্গদোষে শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম কমিল্লা প্রভৃতি স্থানের লোকদিগের, পর্ব্বতবাসী সাওঁতালদিগের সংসর্গে বীরভূম বাঙ্কুড়া প্রভৃতি স্থানবাসীদিগের, এবং বালেশ্বরের নিকটবাহী নীলগিরি-নিবাসী সাওঁতাল ও গোণ্ড প্রভৃতি অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিদিগের সংস্রবে, বালেশ্বর কটক পুরী প্রভৃতি স্থানবাসীদিগের ভাষা বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যতই ঐ সকল অসভ্য জাতিদিগের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইয়াছে, ততই নিকটবর্ত্তী বাঙ্গালীদের ভাষা সংসর্গদোষে অতিরূঢ়, কর্কশ, অশুদ্ধ, অপভ্রষ্ট ও যৎপরো নাস্তি কদর্য্য হইয়া আসিয়াছে।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকদিগের সহিত ঐ ঐ অসভ্য জাতিদিগের সংসৃষ্টভাব নাই; সুতরাং তত্তৎস্থান-বাসীদিগের ভাষা কোমল, শুদ্ধ ও সুশ্রাব্য। ফলতঃ কলিকাতার বিদূরবর্ত্তী ও ঐ ঐ জাতির সমীপবর্ত্তী স্থানের লোকদিগের ভাষা এরূপ বিকৃত হইয়া আসিয়াছে, ও তাহাদিগের স্বরবৈলক্ষণ্যাদিদোষে এত অধিক যে, তত্তৎদেশের অশিক্ষিত লোকদিগের কথিত ভাষা শুনিলে হঠাৎ কোনমতে বাঙ্গালা বলিয়াই বোধ হয় না। যাহাহউক সংসর্গ-দোষে বিকৃতি প্রাপ্ত হইলেও উড়িয়া ও বাঙ্গালা যে বিভিন্ন ভাষা নহে তাহাতে আর সংশয় নাই।

সুবর্ণরেখার দক্ষিণ ও উত্তরে ভাষা-বিষয়ে একত্বপ্রতিপাদক নানা কারণ সত্ত্বেও, কেন যে ঐ দুই প্রদেশের ভাষাকে বিভিন্ন ভাষা বলে, আর বিশুদ্ধ বাঙ্গালাহইতে অপেক্ষাকৃত অধিক বিকৃত আসাম, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের ভাষাকে বাঙ্গালা বলে, তাহা বুঝিতে পারি না। এইরূপ কথন কেবল ভ্রম-বিলসিত ব্যতীত আর কিছুই বলিয়া বোধ হয় না। উড়িয়া ও বাঙ্গালা পুস্তকে যে যে সাধু ও প্রাকৃত শব্দাদি প্রচলিত আছে, বিশেষে মনোযোগ-সহকারে তত্তৎ বিষয়ে অনুধাবন করিলেই তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। নিম্নে ক্রমে ক্রমে সেই বিষয়ের সমালোচনা করা যাইতেছে”।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৫৯ খণ্ড

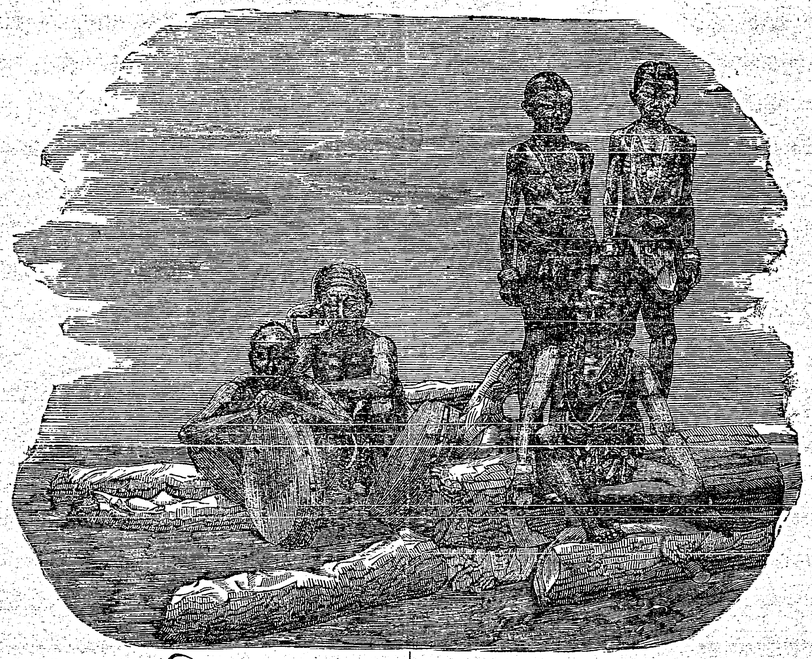

পতুয়াজাতি।

ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীরা যে আর্য্যজাতীয় নহে, তাহা পুরাবৃত্তপারদর্শী পণ্ডিতেরা অনেক অনুসন্ধানের পর স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যখন সুসভ্য আর্য্যেরা হিন্দুকুশ-পর্ব্বতপারস্থ অধিত্যকাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করেন, তখন এই বিস্তৃত ভারত-ভূমিতে কতিপয় অসভ্য লোকেরা অবস্থিতি করিত। ক্রমশঃ যখন ঐ মহাপরাক্রমশালী আর্য্যেরা সিন্ধু নদ অতিক্রম করত সরস্বতী ও দৃশদ্বতীর মধ্যস্থিত প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হন, এবং যখন সেই বিদেশীয় পরতন্ত্র দ্বিজেরা ক্রমান্বয়ে

পঞ্জাব ও সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে প্রবল-প্রতাপ-বিস্তার-পূর্ব্বক সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপন করেন, তখন পূর্ব্বোক্ত আদিম অধিবাসীরা অগত্যা বিজয়ী-দিগের সম্মুখে পলায়নপর হইয়া নিবিড়ারণ্যে ও দুর্গম দুরাক্রম্য পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। অনেকেই স্বদেশ পরিত্যাগ না করিয়া জেতৃদিগের অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া তদীয়-ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; এবং পরিশেষে শূদ্র-নামে চতুর্থবর্ণরূপে পরিগণিত হইয়া অপর বর্ণ-ত্রয়ের সেবায় কাল যাপন করে। যে সমস্ত আদি-মেরা আর্য্যের বশীভূত হয় নাই, আর যাহারা তাঁহা-দের সংস্রবহইতে সাবধানে পৃথক্ ছিল, তৎসমুদা-য়ের বংশজসকল অদ্যাপিও ভারতবর্ষের অনেক স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। কোল, ভিল্ল, গোণ্ড, চোয়াড়, সাঁওতাল, ধাঙ্গড়, গারো, কুকি এবং অন্যান্য আরণ্য-জাতীয় মনুষ্য সেই আদিম বংশের প্রশাখামাত্র। তাহাদের অঙ্গসৌষ্ঠব ও মুখশ্রী ককেশীয় জাতীয়ের ন্যায় সুদৃশ্য নহে। তাহারা প্রায় সকলেই খর্ব্বকায় ও কৃষ্ণবর্ণ। তাহাদের মুখ চেপ্টা, নাসিকা অনুন্নত ও স্থূল, এবং নাসারন্ধ্র অতিবৃহৎ। বিশেষতঃ তাহাদের ভাষা পর্য্যালোচনা করিলে তাহাদিগকে কোন মতে ককেশীয়-শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে না। দেশ কাল ও ব্যবসায় অনুসারে অঙ্গসৌষ্ঠব ও বাহ্য অবয়ব পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভাষার সৌসাদৃশ্য সহজে কখনই একেবারে বিলুপ্ত হয় না। সংস্কৃত এবং তদুৎপন্ন অন্যান্য ভাষাহইতে এই অসভ্য জাতিদিগের ভাষার বৈল-ক্ষণ্য ও বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। এজন্য বিখ্যাত ভাষাভিজ্ঞেরা এই অসভ্য-জাতীয়-দিগকে ককেশীয়-জাতিমধ্যে পরিগণিত না করিয়া এক স্বতন্ত্র জাতিমধ্যে সন্নিবেশিত করেন।

প্রস্তাবিত পতুয়া-জাতীয়েরা অস্মদ্দেশীয় উক্ত আদিম অধিবাসীদের এক অবশেষ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উৎকলখণ্ডের উত্তর-পশ্চিমাংশে এবং শিঙ্‌ভূমের দক্ষিণ মহলের অন্তর্গত নিবিড়ারণ্য ইহাদিগের আধুনিক আবাসস্থান। কেঁউঝড়, পালা-মো, ঢেঁকানল, এবং বিন্দোল এই কয়েক মহলে ইহাদিগকে সচরাচর দেখা যায়।

উক্ত জাতীয়েরা যদিচ উড়িষ্যার মধ্যে অব-স্থিতি করে, তথাপি তত্রত্য-লোকেরা তাহাদিগের বিষয় সবিশেষ অবগত নহে; এমন কি উৎকল খণ্ডের ইতিবেত্তা সুবিখ্যাত ষ্টর্লিং সাহেবও তাহা-দের বিষয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই। ইলিস সাহেব গবর্ণমেণ্টে কটকের প্রদমহলের যে রির্পোট করেন তাহাতে বাঙ্গলা কয়েক পঁক্তি ব্যতীত আর কুত্রাপি পতুয়াদের নামোল্লেখও দেখা যায় না। পরন্তু আসিয়াটিক সোসাইটীর মাসিক পত্রে সদরদে-ওয়ানী আদালতের পূর্ব্বতন বিচারপতি সামুয়েল সাহেব ১৮৫৬ শালে ইহাদের বিস্তার বর্ণন করেন। তদনুকরণে মেজর ষ্ট্রেজ সাহেব প্রাগুক্ত জাতির কয়েক খানি প্রতিকৃতি প্রস্তুত করেন, তন্মধ্যে একটী এই প্রস্তাবের শিরোভাগে প্রদর্শিত হইল।

পতুয়ারা দেখিতে অতিকুরূপ। তাহারা অত্যন্ত খর্ব্বকায়; তজ্জাতীয় ৫ পাদ ২ বুরুলের অধিক উচ্চ পুরুষ প্রায় দেখা যায় না, এবং স্ত্রীলোকেরা উর্দ্ধে ৪ পাদ ৪ বুরুলের অধিক হয় না। তাহারা হীনবল ও জীর্ণকায়। তাহাদের মুখ সাতিশয় চেপ্‌টা, নাসিকা স্থূল ও অনুন্নত। তাহারা প্রায় সকলেই কৃষ্ণবর্ণ। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অধিকতর কুৎসিতা; ইহার কারণ এই যে তাহারা গার্হস্থ্য সমস্ত নীচকার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে, এবং অবশ্য-প্রয়োজনীয় অশন ও বসন প্রাপ্ত হয় না। অত্রত্য স্ত্রীলোকেরা বস্ত্র পরিধান করে না; শরীর আচ্ছা-দন ও লজ্জা-নিবারণের জন্য বৃক্ষের পত্র ব্যবহার

করিয়া থাকে। তদর্থে শাল, তামাল, বট, পিপুল ও অন্যান্য প্রশস্ত বৃক্ষপত্রই প্রয়োজনীয়। পতুয়া ললনারা দুইটী পল্লব বা পত্রগুচ্ছ লইয়া একটী নীবির নিম্নদেশে অপরটী পশ্চাদ্ভাগে নিতম্ব মধ্যে সংলগ্ন করে, এবং সচরাচর-বৃক্ষছালে আবদ্ধ রাখে। থখন২ মৃত্তিকা নির্ম্মিত মালা কটিদেশের চতুর্দ্দিক্ পুনঃ২ গ্রন্থিত করিয়া উক্ত পল্লবগুচ্ছ-দ্বয়কে সংলগ্ন রাখে। শরীরের উপরিভাগে কোন আবরণ থাকে না। কোন২ পতুয়ারমণী অজিত মৃণ্মালার কণ্ঠাভরণও ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ কণ্ঠহার বহুসঙ্খ্যকশ্রেণীতে গলদেশহইতে কটিদেশপর্য্যন্ত লম্বমান থাকায় সর্ব্বদা শরীরসঞ্চালনে দোদুল্যমানহয়। কেহ২ কর্ণ কবরী ও নাসাভরণ ব্যবহার করে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন পতুয়াকামিনী বস্ত্র পরিধান করে নাই; এমন কি অতিশয় শীতে প্রপীড়িত হইলেও তাহারা কম্বল বাঅন্য কোন ঊর্ণা নির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহার করে না। শীতনিবারণার্থে ইহারা দুই অগ্নি কুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাত্রিকালে তন্মধ্যস্থিত স্থানে নিদ্রা যায়। এইরূপ পরিধেয়ের অসম্ভব ও বৃক্ষপত্র-ব্যবহার-জন্য উপরি উক্ত অসভ্য জাতিকে নিকটবর্ত্তী সভ্যজাতিরা 'পতুয়া' অর্থাৎ পত্রধারী নামে উল্লেখ করিয়া থাকে। তাহারা আপন জাতীয়দিগের মধ্যে 'জৌঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ।

জৌঙ্গারা তদীয় রমণীদিগের নগ্নতার কারণ পশ্চাল্লিখিতরূপে নির্দ্দেশ করে। তাহারা বলে পুরাকালে তজ্জাতীয় কামিনীরা অতিশয় বেশভূষা-সক্তা থাকায় সতত সুন্দর বস্ত্রাদি পরিধান করিত। পরিশেষে তাহারা এমন বিলাশিনী হইয়াছিল যে, পরিধেয়ের পরিচ্ছন্নতা-বিষয়ে অহরহ যত্নবতী থাকি-ত, এবং গোগৃহাপরিমার্জন ও অন্যান্য-সাংসারিক-কার্য্য-নির্ব্বাহ-কালে বস্ত্রাদি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃক্ষের পত্র অবলম্বন করিত। একদা কোন ঠাকু-রাণী (কেহ২ বলে সীতা) তাহাদিগকে উলঙ্গপ্রায় দেখিয়া সাতিশয় মুগ্ধান্তঃকরণে অভিশাপ দেন, এবং তাহাদের অহঙ্কারের উপযুক্ত-প্রতিফল প্রদা-নার্থে ভবিষ্যতে বস্ত্রব্যবহার করিতে একবারে নিষেধ করেন। অদ্যাবধি তাহাদের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে যদি তাহারা সেই দেবীর আদেশ-বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় ভয়ানক ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক ধৃত ও ভক্ষিত হইবে। স্থানভেদে এই জনশ্রুতির কিঞ্চিৎ রূপান্তর আছে; ঠাকুরাণীর পরিবর্ত্তে এক ঋষির নামোল্লেখ হইয়া থাকে। উপরিউক্ত স্থূলকথা ও ব্যাঘ্রেরভয় সর্ব্বত্রই একরূপ, সে যাহা হেউক, বন্যপত্রধারিণী কামিনীকে অকস্মাৎ অবলোকন করিলে বিদেশীয় দর্শকের মনে যে কি অনির্ব্বচনীয় ঘৃণার আবির্ভাব হয়, তাহা ভাবজ্ঞ পাঠক মহোদয়েরা অনায়াশে অনুভব করিতে পা-রিবেন। বিশেষতঃ যখন কতকগুলি রমণী একত্র মিলিত হইয়া লাস্যাদি আরম্ভ করে, এবং পুরুষেরা তাহাদের সম্মুখে বৃহদাকার বাদ্যযন্ত্র সকল নিনাদিত করিতে থাকে; আর যখন নর্ত্তকীগনানা অঙ্গভঙ্গী করত মধ্যে২ বাদ্যকরদিগের সম্মুখীন হয়, তখন সভ্যাদিগের মনে অবশ্যই ঘৃণার পরাকাষ্টা উৎপন্ন হয় সন্দেহ নাই। পরন্তু জৌঙ্গা সকলের মন সেই পরম কৌতুকাবহ ব্যাপার-দৃষ্টে যার নাই রহস্য ও কৌতু হলে উদ্দীপিত হয়।

স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় জৌঙ্গা-জাতীয় পুরুষেরা সম্পূর্ণরূপে বিবস্ত্র নহে। তাহারা কার্পাশ সূত্র প্রস্তুত ক্ষুদ্র২ কৌপীন ধারণ করে। তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বে বর্ণিত গল্পের ন্যায় কোন জনশ্রুতি নাই।

নলচালা।

অনেকেই এরূপ বোধ করিতে পারেন যে, এই ভৌতিক ব্যাপারটীর উপর অটল বিশ্বাস আশুপ্রত্যয়ি-হিন্দু-হৃদয়েই একাধিপত্য করিতেছে; বাস্তবিক তাহা নহে; সভ্যাভিমানি ইউরোপখণ্ডেও অদ্যাপি ইহার সম্পুর্ণরূপে গতিরোধ হয় নাই।

অতি প্রাচীন কালাবধি লোকে যষ্টিকে শক্তি ও পরাক্রমের চিহ্নস্বরূপ বিবেচনা করিয়া আসিতেছে; এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকেও ইহা ঐ অর্থে ভূরি২ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা ডেবিড এক স্থলে বলিয়াছেন "আপনার যষ্টি আমাকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন;" এবং মুসা ঐশিক-নিয়োগের চিহ্নস্বরূপ স্বীয়দণ্ডদ্বারাই মিসরাধিপতি ফারোয়ার সমক্ষে অদ্ভুত কার্য্যসকল সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র যষ্টিই একদা সর্পের রূপ ধারণ করে; এককালে সমস্ত নীল নদকে শোণিতে পরিপূর্ণ করে; এক সময় লোহিত সাগরের তরঙ্গমালা ভেদ করত পথ পরিষ্কার করিয়া তদব্যবহিত পরেই তাহাকে পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপিত করে, এবং এরূপ ভাবে আঘাত করে যে অবিলম্বেই প্রচুর জলরাশি তাহাহইতে বেগে নিঃসৃত হয়। ভূপতিগণের সহিত বিবাদসময়ে তদীয় ভ্রাতা আরণের যষ্টিহইতে অনেক দৈববাণী হইয়াছিল। এস্থলে যষ্টিকে শক্তি ও পরাক্রমের চিহ্নস্বরূপ বিবেচনা না করিয়া বরং উহাকে ভাবী দৈবঘটনা গণনা করিবার উপায়স্বরূপ বোধ করা উচিত। এই সকল ঘটনার অনেক কাল পূর্ব্বে যাকুব স্বকীয় শ্বশুরের মেষপালের রূপান্তর সাধনার্থে যষ্টিকে মোহিনী-শক্তির সাধনস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। গ্রীস এবং রোমের ইতরজনমণ্ডলীতেও যষ্টিদ্বারা ভাবি ঘটনা গণণা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। সিসিরো এক স্থলে এ বিয়ের উল্লেখ ককিয়াছেন। তিনি বলেন "যদ্যপি আমাদিগের জীবিকোপযোগী বস্তুসকল কোন স্বর্গীয় যষ্টিদ্বারা প্রাপ্তহওয়া যাইত, (যেরূপ লোকে বলিয়া থাকে) তাহা হইলে আমরা সকল প্রকার উদ্বেগ ও পরিশ্রমের হস্তহইতে মুক্ত হইয়া কেবল বিদ্যানুশীলনেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতে পারিতাম"। ইনিয়সও স্বীয় "ভবিষ্যৎ-গণণা" নামক গ্রন্থে যষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সেই সকল লোককে উপহাস করিয়াছেন যাহারা একটী মাত্র পয়সা পাইলেই যষ্টিদ্বারা প্রচুর সম্পত্তি আবিষ্কার করিবার কৌশল শিখাইয়া দিতে প্রস্তুত হয়। তাসিতস্ বলেন যে জর্ম্মন দেশেও যষ্টিদ্বারা গণনা করিবার প্রথা ছিল। জর্ম্মনেরা যে প্রণালীর অবম্বন করিয়া এতৎকার্য্য সম্পাদন করিত তাহাও নিতান্ত সরল। তাহারা প্রথমতঃ একটী ফলবান্ বৃক্ষহইতে একগাছি দণ্ড কাটিয়া তাহাকে নানাখণ্ডে বিভক্ত করিত, এবং প্রত্যেক খণ্ডকে বিভিন্ন প্রকার চিহ্নদ্বারা অঙ্কিত করিয়া তৎসকলকে একখানি শুভ্রবর্ণ বস্ত্রমধ্যে রাখিয়া দিত। তৎপরে পুরোহিত উপস্থিত হইয়া প্রত্যেক খণ্ডকে বস্ত্রমধ্যহইতে তিনবার বহির্গত করিতেন, এবং তদুপরিস্থ চিহ্ন- দৃষ্টে নানাপ্রকার দৈবঘটনা গণনা করিয়া দিতেন। ফ্রিসন নামক জাতীয়েরা নিয়মবদ্ধ করে যে, "ধর্ম্মমন্দিরে যে সকল স্বর্গীয় যষ্টি ব্যবহৃত হয়,তদ্দ্বারাই হত্যাপরাধের আবিষ্কার করা হইবে। এই সকল যষ্টিকে বেদীর সম্মুখে রাখিয়া হত্যাকারীর আবিষ্কারের নিমিত্ত পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হইবে"।

কিন্তু প্রাচীন ও ইদানীন্তন কালের মধ্যবর্ত্তী সময়েই এই কুসংস্কারের একাধিপত্য বিশেষ

উন্নত হয়, এবং তৎকালে লোকে নলকে গুপ্তধন, বহুমূল্য ধাতুর আকর, জলপ্রস্রবণ, চৌর্য্য এবং হত্যা প্রভৃতির আবিষ্কার করিবার অদ্বিতীয় উপায়-স্বরূপ বিবেচনা করিত। বাসিল্ সাহেব বলেন যে ইহার ধাতুরাবিষ্কারকতা বিষয়ে লোকের মনে এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, আকরিকেরা যখন ধাতু খনন করিতে যায় তখন তাহারা অতিসাবধানে নল সঙ্গে করিয়া যাইয়া থাকে। তিনি আরও বলেন যে, নলের ভিন্ন ভিন্ন গুণ থাকাপ্রযুক্ত ইহা সাতটী বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ আছে। এগ্রিকোলা নামা একব্যক্তি স্বীয় ধাতু-বিষয়ক ক্ষুদ্র গ্রন্থে নলের উপর অতি অবজ্ঞাসূচক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি ইহার ব্যবহারকে ইন্দ্রজাল বিদ্যার লুপ্তাবশিষ্ট একদেশ স্বরূপ বিবেচনা করেন; এবং বনে যে সকল আকরিকদিগের ধর্ম্মের উপর আস্থা নাই, তাহারাই কেবল ধাতু অন্বেষণের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার করিয়া থাকে। যাহা হউক কেহ কেহ তাঁহার এই মতের পোষকতা করে, কেহ২ ইহার প্রতিবাদও করিয়া থাকে। যেসুইৎমতাবলম্বী কার্চার নামা এক ব্যক্তি অনেকবার কাষ্ঠময় দণ্ডের পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এবং তিনি বলেন যে, কতকগুলি কাষ্ঠের ধাতুর সহিত এরূপ সম্বন্ধ আছে যে, তাহারা ধাতু যেদিকে থাকে সেই দিকেই উন্মুখ হয়, সুতরাং ধাতু এবং নল এই উভয়ের পরস্পর সান্নিধ্যে যে এরূপ ঘটনা হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? তিনি আরও বলেন যে, যখন তিনি তাহাদিগকে সমপরিমাণে কীলের উপর রাখিরা দেখিয়াছেন তখন তাহারা কদাচ ধাতুর দিকে অভিমুখ হয় নাই। যাহা হউক, তিনি যৎকালে জলের উপর নলের পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তখন তাঁহাকে অগত্যা ভূমিগর্ভস্থ জলপ্রস্রবণ ও জলপ্রণালীর আবিষ্কার-করণ-বিষয়ে ইহার ক্ষমতা স্বীকার করিতে হইয়াছে; পরন্ত তিনি বলেন যে "যতদিন আমি স্বীয় অভিজ্ঞতাদ্বারা ইহার সত্যতা স্থাপন করিতে না পারিতেছি ততদিন আমি এ বিষয় এককালে বিশ্বাস করিতে পারি না"। ডিসেনি নামা আর এক জন যেসুইত্-মতাবলম্বী বলেন যে জলাশয় আবিষ্কার বিষয়ে অন্য কোন উপায়ই নলের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না; এবং স্বমত স্থাপনের নিমিত্ত তিনি এক জন বন্ধুর নাম উল্লেখকরেন; সেই বন্ধু একগাছি নল হস্তে লইয়া ভূমধ্যস্থ জলপ্রস্রবণ এবং জলপ্রণালী অব্যর্থরূপে আবিষ্কার করিতে পারিতেন। এক্ষণে আমরা জাক্স আয়মার নামক এক ব্যক্তির সেই অদ্ভুত বৃত্তান্তটী বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি যাহা একদা ইউরোপীয়গণের চিত্তকে নলের অসাধারণ গুণবিষয়ে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

১৬৯২ খ্রীষ্টীয়াব্দের ৫ই জুলাই প্রায় রাত্রি দশ ঘটিকার সময় লিয়েঁা নগরের এক বিপণিতে এক জন মদ্যবিক্রেতা এবং তদীয় পত্নী এই উভয়ের হত্যা হয়, এবং তাহাদিগের সঙ্গে যে কিছু অর্থ ছিল তাহাও অপহৃত হয়। প্রাতঃকালে শান্তিরক্ষকেরা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বিপণির চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিসকল অতি সাবধানে পরীক্ষা করিতে লাগিল। শবের একপার্শ্বে শুষ্কতৃণাচ্ছাদিত একটী বৃহৎ বোতল এবং একখানি রক্তাক্ত ছুরিকা পতিত ছিল, যাহা অবশ্যই হত্যাকারীরা আপনাদিগের দুরভিসন্ধি সাধনের নিমিত্ত হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। হত্যাকারীদিগের এতদ্ভিন্ন অপর কোন চিহ্ন না পাইয়া তাহাদিগকে কিরূপ করিয়া ধরিবেক ইহা ভাবিয়া শান্তিরক্ষকেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইল।

ইতিমধ্যে সেই বিপণির সন্নিকটস্থ কোন ব্যক্তি শান্তিরক্ষকদিগের সমক্ষে এইরূপে একটী ঘটনা বলিতে লাগিল। ১৬৮৮ খ্রীষ্টীয়াব্দে গ্রিনোবল্

নামক নগরে কতকগুলি বস্ত্র চুরি যায়। তৎকালে ক্রোল্ নামক একখানি গ্রামে জাক আয়মার নামা এক ব্যক্তি বাস করিত। ঐ ব্যক্তি একজন প্রসিদ্ধ নলচালক বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ছিল, সুতরাং যাহাদিগের বস্ত্রগুলি অপহৃত হইয়াছিল তাহারা তাহাকে তথায় আনয়ন করিল। যে স্থানে ঐ চুরি হয় তথায় উপস্থিত হইবামাত্র আয়মারের নল চলিতে আরম্ভ করিল। নল যে দিকে তাহাকে লইয়া যাইতে লাগিল, সে তদনুসারে গমনকরত এক পথহইতে পথান্তর গমন করিতে করিতে অবশেষে একটী কারাগৃহের দ্বারদেশে গিয়া উপস্থিত হইল। বিচারপতির অনুমতি ব্যতিরেকে কাহারও কারাগৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিবার ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু বিচারপতিও এই কৌতুকাবহ ব্যাপারটী পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে অনুমতি দিলেন। তখন আয়মার নল হস্তে করিয়া চারিজন নূতন কয়েদীর অভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহার অনুমতিক্রমে সেই চারি জন কয়েদী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলে সে একে২ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখীন হইল, কিন্তু নল তাহার হস্তে তৎকালে স্থির হইয়া রহিল। চতুর্থ ব্যক্তির সম্মুখে যাইবামাত্র সে ব্যক্তি কাঁপিতে২ স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিল এবং দ্বিতীয় কয়েদী সেই অপরাধের অংশী বলিয়া ব্যক্ত করিল। তখন দ্বিতীয় কয়েদীও অগত্যা নিজ দোষ স্বীকার করিল, এবং গ্রিনোবল্ নগরে যে কৃষকের নিকট সেই সকল অপহৃত দ্রব্য ছিল, তাহারও নাম বলিয়া ফেলিল। তখন বিচারপতি ও তদীয় কর্ম্মচারিগণ কৃষকের বাটীতে যাইয়া সেই সকল দ্রব্য প্রার্থনা করিল; কিন্তু কৃষক কিছুতেই সে সকল দ্রব্য তাহার নিকটে আছে বলিয়া স্বীকার না করাতে, আয়মার নল-চালন করিয়া সেই সমস্ত অপহৃত দ্রব্য বাহির করিল, এবং যাহাদিগের সে গুলি অপহৃত হইয়াছিল তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিল।

আর এক সময় আয়মার জলাশয় আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত নল-চালন করিতে ছিল; এমত সময়ে নল তাহার হস্তে বক্রভাবে থাকাতে সে জল প্রাপ্তির আশয়ে সেই স্থান খনন করিতে আদেশ করিল। সেই স্থান খনন করিলে পর তন্মধ্যে একটী স্ত্রীলোকের মৃত-দেহ দৃষ্ট হইল। ঐ স্ত্রীলোকটীকে নিকটস্থ পল্লীর প্রতিবাসিনী বলিয়া সকলে জানিত, এবং প্রায় চারিমাস হইল তাহাকে কেহ দেখিতে পায় নাই। আয়মার সেই স্ত্রীলোকটীর বাটীতে গিয়া হত্যাকারীকে ধরিবার নিমিত্ত নল-চালন করিলে পর নল সেই স্ত্রীলোকটীর স্বামীর দিকেই উন্মুখ হইয়া রহিল; তাহার স্বামীও উপয়ান্তরবিহীন হইয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিল।

লিয়োঁ নগরের শান্তিরক্ষগণ আদ্যোপান্ত এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মদ্য-বিক্রেতা এবং তদীয় পত্নীর হত্যাকারিদিগকে ধৃতকরণাশয়ে আয়মারকে তথায় আনয়ন করিলেন। যে বিপণিতে ঐ হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হয় শান্তিরক্ষকেরা তাহাকে সেইস্থানে দেখাইয়া দিলে সে প্রথমতঃ সেই দুইটী শবের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তথাহইতে নল চালন করিতে করিতে ক্রমশঃ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের বাটীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সে সময় রাত্রি উপস্থিত হইল, সুতরাং তাহাকে সেরাত্রি সে ব্যাপারহইতে ক্ষান্ত হইতে হইল। পরদিন প্রাতঃকালে আয়মার নল হস্তে করিয়া এবং তিনজন শান্তিরক্ষকদ্বারা অনুগত হইয়া রোণ নদের দক্ষিণ ধরিয়া যাইতে লাগিল। তিন ব্যক্তি মিলিত হইয়া সেই হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করে ইহা নলদ্বারা আয়মার এক প্রকার

জানিতে পারিয়াছিল, এবং তন্মধ্যে দুই জনকে ধরিবার নিমিত্ত একজন উদ্যান-রক্ষকের কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইল। উদ্যান-পালক হত্যাকারীরা তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিল না, কিন্তু আয়মার তাহাকে পুনঃ২ বলিতে লাগিল যে দুইজন হত্যাকারী তোমার গৃহে প্রবেশ করিয়া টেবিলে বসিয়া মদ্যপান করিয়া গিয়াছে, এবং তাহা যথার্থ কি না পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই গৃহের সকল ব্যক্তির নিকট ক্রমশঃ নল গিয়া উপস্থিত হইল। তথাকার দুইটী বালক পরে, স্বীকার করিল যে রবিবার প্রাতঃকালে তাহাদিগের পিতা উদ্যানহইতে বহির্গত হইলে পর তাহারা উদ্যানের দ্বার বন্ধ করে নাই। কিছুক্ষণ পরে দুইটী লোক আসিয়া কুটীরে প্রবেশ করিয়া টেবিলে বসিল, ও বোতলহইতে মদ্যপান করিয়া কিঞ্চিৎপরেই চলিয়াগেল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শান্তিরক্ষকদিগের মনে আয়মারের প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধা হইল, এবং তাঁহারা কতকগুলি সৈন্য সঙ্গে নইয়া হত্যাকারীদিগকে ধরিবার নিমিত্ত আয়মারকে নিযুক্ত করিল। আয়মারও অনেক কষ্ট করিয়া অবশেষে একটী কারাগৃহে গিয়া হত্যাকারীদিগকে ধরিল। লিয়োঁ নগরে এই অদ্ভুত হত্যা আবিষ্কার করায় আয়মারের বিলক্ষণ সুখ্যাতি হইল, এবং পারি নগরে নলচালন করিবার নিমিত্ত সে সমাদরের সহিত আহূত হয়। পরন্তু সে তথায় গিয়া যে যে বিষয়ে নলচালন করিয়াছিল তাহার কোনটীতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

এইরূপ গল্প এতদ্দেশে অনেক আছে, এবং পাঠকবৃন্দ অনেকেই তাহা জ্ঞাত আছেন, অতএব সম্প্রতি তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। ইহা বলা বাহুল্য যে নলচালা ভণ্ডামী মাত্র, এবং তাহাতে বিশ্বাস করা অল্পবুদ্ধির কার্য্য।

ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ।

অমোঘাঃ পশ্চিমে মেঘাঃ অমোঘাঃ পূর্ব্ব-বায়বঃ।
অমোঘা দক্ষিণে বিদ্যুদমোঘমুত্তর-গর্জ্জণং॥

আমরা প্রায় ২১ ক্রোশ গভীর বায়ু সমুদ্রের অধোভাগে বাস করি। অপর নৈসর্গিক পদার্থ অপেক্ষা বায়ু তরলতম, অতএব সামান্য বীচির আন্দোলনের কারণ বায়ুমধ্যে উৎপন্ন হইলে তাহাতে অনায়াসে তরঙ্গচয় উদ্ভাবিত হয়। জলে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র জাত ঊর্ম্মিচক্র ক্রমে বিস্তৃত হইয়া তীরে আঘাত করে। জল তরলপদার্থ না হইলে নিক্ষিপ্ত-লোষ্ট্র-জাত-শক্তি দৃঢ়তাবশতঃ বিভিন্নহইয়া হ্রাসকে পাইত, বৃদ্ধিহওয়া দুরে থাকুক কখন সমভাব থাকিত না। তরল পদার্থের যে অংশে যত টুকু শক্তি নিযোজিত হয়, তরল রাশি যত কেন অধিক হউক না, বিস্তৃত হওয়া স্বভাব থাকাতে ভিন্ন হইয়া লাঘবতা লাভ করে না, প্রত্যেক অংশে নিযুক্ত শক্তি সেই বলেই সর্ব্বত্র আঘাত করে। পরন্তু বায়ু একটি বস্তু, সুতরাং ভূমির আকর্ষণী শক্তির বশীভূত; অতএব গাঢ়তম বায়ু পৃথিবীর নিতান্ত সন্নিকট ও তদ্বিপরীত গুণের অর্থাৎ লঘু বায়ু পৃথিবীহইতে যথাসম্ভব অন্তর। মধ্যস্থ বায়ু ভূমীর যত নিকট ততই গুরু। স্বচ্ছ গভীর পাত্রস্থ জলে বালুকা নিক্ষেপ করিয়া তাহার উপরস্থ জল অনতিবেগে আলোড়িত করিলে আলোড়ন সমুদ্ভব হিল্লোল তলস্থ বালুকা স্পর্শ করে না। বিশেষ বলে আলোড়িত হইলে বালুকা আন্দোলিত হয় বটে, কিন্তু সে আন্দোলন পাত্রস্থ জলের অগাধতার সঙ্গে লোপপায়। পাত্রের তলে তাপ নিয়োজন করিলে, তলস্থ জল তপ্ত হয়; আকারে বৃদ্ধি পায়; ভার লঘু

হয়; এবং পার্শ্বস্থ তদপেক্ষা স্নিগ্ধ ও গুরু জল তাহার নীচে বেগে গমন করে ও তপ্ত জলকে উপরে তাড়ন করে। ভূবেষ্টনী বায়ুও সেইরূপ। তাহাকে আলোড়িত করিলে তাহাতে হিল্লোল জন্মে; সেই হিল্লোল বায়ুর গভীরতার সহিত লোপ পায়; বায়ুর অঙ্গে তাপ লাগিলে ঐ বায়ু স্ফীত হয়, উত্তপ্ত বায়ু ঊর্দ্ধে যায় এবং পার্শ্বস্থ স্নিগ্ধ সুতরাং গুরু বায়ু বেগে আসিয়া তাহাকে ঊর্দ্ধে তাড়ন করে, এবং তাহার স্থানপূরণ করে। বায়ুতে যে সকল দৈব ঘটনা দৃষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশই এই কারণে উৎপন্ন হয়, এবং উহাই তৎ সকলের এক মুখ্য কারণ।

বায়ুসমুদ্রের উপরভাগে যে তরঙ্গ জন্মে বায়ুমান যন্ত্রে উহার ঊর্দ্ধতা ও গভীরতা পরিমাণ করা যায় না। বায়ুমানযন্ত্রদ্বারা কেবল বায়ুর গুরুত্বের হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। বায়ুর ভার আছে; প্রত্যেক বুরুল চতুরস্র ভূমিতে প্রায়ঃ ৭৷৷০ শের ভারে বায়ু চাপিয়া থাকে। তপ্ত হইলে বায়ুর গুরুত্বের হ্রাস,ও স্নিদ্ধ হইলে বৃদ্ধি পায়। বায়ুতে বাষ্প আছে। বাষ্পের ভাগ হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে বায়ুর গুরুত্বের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়। আবার এক দিগহইতে ক্রমান্বয়ে বায়ুর স্রোত প্রবাহিত হইলে স্রোতমধ্যস্থ বায়ুর গুরুত্ব নষ্ট হয়; কেন না নিম্নগামী ভূম্যাকর্ষণী শক্তিকে স্রোত প্রবাহ কিয়দংশে নষ্ট করে। এ সকল জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আধুনীক বায়ু-বৃষ্টি-বিৎ-পণ্ডিতেরা বায়ুবৃষ্টি-সম্বন্ধীয় লক্ষণসকল অবগত হন। নিম্নে বায়ুবৃষ্টি নিদর্শক কএকটী প্রধান লক্ষণ বর্ণিত হইল।

এ সকল লক্ষণ কৃষকদিগের অবগত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। বায়ুমান যন্ত্রাভাবে অত্রস্থ কৃষক ও নাবিকেরা খমণ্ডলের দেবচরিত্র সদা যত্নে প্রণিধান করিয়া কতকগুলি নিয়ম স্থাপন করিয়াছে। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে উক্ত বায়ুবৃষ্টি নিদর্শণ-মূলক বচনের যাথার্থ্য দৃষ্ট হইবে।

বাদলা ও ঝড় ও বৃষ্টির লক্ষণ বিষয়ক একটি খনা বচনে লেখে

"কোদালে কুড়ুলে মেঘের গায়।
এলো মেলো বয় বায়॥
শ্বশুরকে বলগে বাঁধ্‌তে আল্।
বৃষ্টি হবে আজ কাল্॥"

অপর, চৈত্র বৈশাখে ঝটিকাগমের পূর্ব্বেবিহঙ্গগণ ও গবাদি প্রাকৃত জ্ঞানে সাবধান হয়। নাবিকেরা মেঘের আকার ও বর্ণ দেখিয়া বৃষ্টি কি ঝড়ের লক্ষণ বলিতে পারে।

"উন বর্ষা দুনশীত", এই একটী প্রামাণিক প্রবাদসর্ব্বত্র চলিত আছে। আবার—

"দিনে মেঘ রেতে তারা।
এই জেনো শুকোর ধারা॥"

"ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ॥
যদি বর্ষে ফাল্গুণে।
শস্যহয় দ্বিগুণে॥

তথা "বৈশাখ টেলে, জ্যৈষ্ঠ পেলে, কর্কট ছর্কট, সিংহ শুকা, কন্যা কাণে কাণ। বিনা বায়ে বর্ষে তুলা, কোথায় রাখবো ধান"॥ "তিন দলকে জ্যৈষ্ঠ কামাই"।

"আষাঢ়ে নবমী শুক্‌লে পখা।
কে জানে শ্বশুর লেখা যোখা"॥
"যদি বর্ষে ঠায়, মাল মান্দার ভেষে যায়।
যদি বর্ষে কণা, পাহাড়ে ফলে কাল গাবনা"
হেসে সূর্যি বসে পাটে। চাসীর গরু বিকোয় হাটে"।

কালাকালের বৃষ্টিতে শস্যাদির মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ক এইরূপ প্রবাদ অপর অনেক আছে, কিন্তু

তাহার সমাহরণ না করিয়া ইউরোপীয়দিগের মতের সারার্থ লক্ষণ কএকটি লিখিতেছি।

১। আকাশ মেঘাবৃত হউক বা না, সূর্য্যাস্তের সময় ঈষৎ আরক্ত বর্ণ হইলেই পরদিনসুন্দর হইবে সন্দেহ নাই। তৎকালে খমণ্ডল মলিন হরিন্নিভ হইলে পরদিনার্থে বৃষ্টি ও বায়ু বুঝায়; ও ঘন রক্তবর্ণ কেবল বৃষ্টির জ্ঞাপক। রক্তবর্ণ প্রাতঃ প্রায়ঃ কুদিন ও বেগবান্ বায়ু-কদাচিত-বৃষ্টি-ঘটাইয়াথাকে। কাকাণ্ডাভউষায়সুদিন। উষার জ্যোতিঃ পৃথিবীর সীমাহইতে উচ্চৈঃ উৎপন্ন হইলে বায়ু, ঐ সীমার নীচ হইতে উত্থিত হইলে নির্মল দিন লক্ষিত হয়।

২। ক্ষীণদর্শন, কোমল মেঘে লঘু বায়ু-বিশিষ্ট দিন ও ঘন তৈলবৎ মেঘে প্রচুর বায়ু। নির্দ্দেশ করে; ঘনশ্যাম অন্ধকার আকাশ প্রচুর বায়ুর জ্ঞাপক; তথা উজ্জ্বলানীল আকাশ নির্ম্মল দিনের প্রকাশক। ফলে সামান্যতঃ মেঘ যতক্ষীণ দৃষ্ট হয় ততই স্বল্প-বায়ু আশা করা যাইতে পারে; হয়ত অধিক বৃষ্টি ও ঘটিতে পারে। আর মেঘ যত অধিক তৈলবৎ বা খণ্ড খণ্ড কার্পাস রাসি বৎ বা উচ্চ নীচ বা রাশি রাশি বোধ হয় সে দিনে বায়ু ততই অধিক বেগবান্ হইবে। সায়ঙ্-কালে উজ্জ্বলপীতবর্ণ আকাশে বায়ু ও ঈষৎ পীতে বৃষ্টি হয় বলিয়া উক্ত সময়ের রক্ত পীত বা অন্য বর্ণের উজ্জ্বলতা ও মলিনতা লক্ষ করিলে আগন্তুক বায়ু ও বৃষ্টির বিষয় প্রায়ঃ নিশ্চয় অবগত হওয়া যায়।

৩। ক্ষুদ্রখণ্ড খণ্ড মসীবর্ণ মেঘে বৃষ্টি নির্দ্দেশ করে। ক্ষীণ মলিণ মেঘ যদি ঘন মেঘরাশি আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি দ্রুত বেগে গমন করে, তবেই বায়ুর সহিত বৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। শুদ্ধ উক্তক্ষীণ মেঘে বায়ু মাত্র লক্ষিত হয়।

৪। অতি ঊর্দ্ধস্থ মেঘমালা ক্ষণে ক্ষণে জ্যোতিষ্কদিগকে আবরণ করত নিম্নস্থ বিপরীত গামী বায়ু বা মেঘের উপর দিয়া প্রবাহিত হইলে বায়ুর স্রোত পরিবর্ত্তিত হইবে জ্ঞাত হওয়া যায়; কিন্তু এতদ্দেশে মেঘের সদা তদবস্থ হওয়ায় এপ্রকার অবস্থা কোন বিষয়ের লক্ষণস্বরূপ গ্রাহ্য নহে।

৫। সুন্দর দিনের পর বৃষ্টি বা বায়ুর প্রথম লক্ষণ কুণ্ডলাকৃতি বা রেখাকৃতি অতিক্ষীণ মেঘ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈষৎ শ্বেতবর্ণ মেঘপুঞ্জ। যদি উক্তমেঘ হইবার পরঘন বাষ্প তৈলবৎ দৃষ্ট হয় তবে বৃষ্টি, ও জলবৎ হইলে স্থির বায়ু হইবে বুঝাযায়। সচরাচর উক্ত মেঘপুঞ্জ যত উচ্চ বা দূরে দৃষ্ট তত বিলম্বে আগন্তুক বৃষ্টি ও বায়ু ঘটিবে।

৬। ক্ষীণ কোমল অনুজ্বল বর্ণের সহিত ললিত অস্পষ্ট সীম মেঘে সুন্দর দিন লক্ষিত হয়। কিন্তু অসাধারণ বা উজ্জ্বল বর্ণের সহিত কঠিন দর্শন বা নির্দ্দিষ্টসীম মেঘে বৃষ্টি ও বায়ু নির্দেশ করে।

৭। বাষ্পাকৃতি মেঘ উচ্চৈঃ উদ্ভূত বা অবস্থিত হইলে বৃষ্টি ও বায়ুর প্রদুর্ভাব বুঝায়। ঐ সকল মেঘ ঊর্দ্ধে উঠিয়া লীন হইলে সুন্দর দিন দেখা যায়।

৮। হিম ও কুয়াশা সুন্দর দিনের লক্ষণ। প্রচণ্ড বায়ু বা মেঘ থাকিলে উক্ত কোন ঘটনা দৃষ্ট হয় না। কদাচিৎ কুয়াশা যেন বায়ুবেগে উৎপ্লুত হতেছে বোধ হয়, কিন্তু বায়ু প্রবল থাকিলে তাহা কদাচ উদ্ভাবিত হয় না।

৯। যে দিবস দূরভূমি সন্নিকটে বোধ হয় ও ক্ষীণ শব্দ অনায়াসে শোনাযায় তাহা প্রায় বৃষ্টির পূর্বে ঘটিয়া থাকে।

১০ তারকাগণের অসাধারণ চিকচিকি, চন্দ্ররে বহুশৃঙ্গ, ইন্দ্রধনু, দূর বৃষ্টি ও নিকট বলবান্ বায়ুর জ্ঞাপক।

রাজপুত্র ইতিহাস।

মিবার-রাজ্যের সুবিখ্যাত রাণা উর্ষীর মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হামীর ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে পৈত্রিক সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তখন যুবরাজের বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র, এইজন্য তাঁহার মাতা পুত্রের প্রতিনিধিস্বরূপে সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবলার হস্তে রাজ্যভার নিপতিত হওয়াতে সর্ব্বত্রই বিষম বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল।

রাণার দেহরক্ষক সিন্ধুজাতীয় সৈন্যদল তাঁহার মৃত্যুর কথা-শ্রবণে যুবরাজের অপ্রাপ্ত-ব্যবহার-রূপ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতাপাশ ছেদনপূর্ব্বক সকলেই ক্রূরমূর্ত্তি ধারণ করিল। ইতিপূর্ব্বে তাহারা বহুকাল বেতন প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া অর্থলালসা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত রাজধানী আক্রমণ করিল; এবং মন্ত্রীকে রুদ্ধ করিয়া উত্তপ্ত লৌহদণ্ডদ্বারা তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে উদ্যত হইল। সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময় ওমরচাঁদ বুন্দী-রাজ্যহইতে তথায় উপস্থিত হইয়া সচিবকে আসন্ন বিপদহইতে রক্ষা করিয়া স্বয়ং অপরিণত বয়স্ক রাণার অবলম্বন-স্বরূপ হইলেন। ফলতঃ তিনি মিবার-রাজ্যের সুখসমৃদ্ধির সংবর্দ্ধন করিবার মানসে স্বীয় স্বার্থ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিলেন; এবং আপনাকে নিস্ব করিয়া যুবরাজ রাণার মঙ্গলচেষ্টায় সতত যত্নবান্ রহিলেন। ওমর দৃঢ়তর-অধ্যবসায় সহকারে রাজ্যের বিবিধ মহোপকার সাধন করিতে লাগিলেন; সুতরাং তিনি রাজমাতার ও রাণার অতীব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, এবং সমস্ত মিবার রাজ্য পূর্ব্ববৎ রাজার অধীনে আসিল। বিশেষতঃ তিনি দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণ নিবারণপূর্ব্বক মিবার-রাজ্যকে ভয়ানক রাষ্ট্রবিপ্লবহইতে মুক্ত করিয়া স্বীয় শৌর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও সৌভাগ্য-লক্ষ্মী চিরস্থায়িনী হয় না। ক্রমশঃ আবার রাণার সুখসূর্য্য অস্তমিত হইতে লাগিল। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ রাজমাতা এক প্রিয়তর পাত্রের মন্ত্রণায় ওমরাকে হেয়জ্ঞান করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে উৎসন্ন করিবার মানসে সতত তাঁহার দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা কোন রাজকার্য্যোপলক্ষে উক্ত প্রিয়তর মন্ত্রী রাজমাতার নামোল্লেখ করিয়া ওমরাকে বিবিধপ্রকারে ভর্ৎসনা করিল। মন্ত্রিবর তাহাতে আপনাকে অতিশয় অবমানিত বোধ করিয়া রোষারুণনেত্রে তাহাকে ও তদীয় প্রভু রাজমাতাকে অনেক তিরস্কার করিলেন। "আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি"। তিরস্কার-বাক্য রাজমাতার কর্ণগোচর হইলে, তাঁহার ক্রোধানল একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আর ক্ষান্ত হইতে না পারিয়া ওমরচাঁদের বিনাশ-সাধন-মানসে ষড়্যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলেন। তখনও ঐ মন্ত্রিবর স্বীয়-প্রভু-পরায়ণতা ও সদ্ব্যবহার সপ্রমাণ করিতে ত্রুটি করিলেন না; তথাপি রাজমাতার ক্রোধানল কোনরূপেই শান্ত হইল না। তিনি এরূপ ক্রূর ও নির্দ্দয় যে ওমরার জীবননাশই তাহার দুর্ব্বৃত্তির নির্ব্বৃতিলাভের একমাত্র কারণ হইল; ও পরিশেষে বিষ ভোজন করাইয়া তাঁহার জীবন বিনষ্ট করিলেন। ওমরা এরূপ নিস্ব ছিলেন, যে মৃত্যুকালে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে প্রজাবর্গের নিকট চাঁদা সঙ্গ্রহ করিতে হইয়াছিল। ওমরা যে প্রকারে মিবার রাজ্যের মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন, এবং যে রূপে

স্বীয় অর্থ বিসর্জ্জন-দিয়া দেশহিতৈষিতা ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহার স্মরণার্থে তদনুরূপ কোন প্রকার স্তম্ভ রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু মিবার দেশবাসীরা অদ্যাপিও যে তাঁহাকে একজন সদ্গুণশালী ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করে, ইহাতেই তাঁহার সদ্গুণের ও যশের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইতেছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে (১৮৩১ সংবত) মহারাষ্ট্রীয় পেশবা বিদ্রোহী হইয়া রাণার সৈন্যদিগকে পরাজিত করত মিবার রাষ্ট্রমধ্যস্থিত ছয়খানি প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। হামীর ও রাজমাতা এই বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিতে আপনাদিগকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া সেঁধিয়ার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সেঁধিয়া এই প্রার্থনায় অতীব সন্তুষ্ট হওয়াতে অল্পকাল মধ্যেই সমরাগ্নি নির্ব্বাপ্ত হইল। সেঁধিয়া অপহৃত প্রদেশ সকল হস্তগত করিয়া, সমাগত হরণকর্ত্তার দণ্ডস্বরূপ ১২লক্ষ মুদ্রা গ্রহণ করিলেন; কিন্তু যে সকল প্রদেশ হস্তগত হইল তৎসমুদায় রাণাকে প্রত্যর্পণ না করিয়া স্বীয় জামাতা ব্রজতাপ এবং হুলকরকে বিভাগ করিয়া দিলেন। ১৮৩১ সংবৎসরাবধি পাঁচ বৎসর পেশবা, হুলকর ও অন্যান্য প্রধান মহারাষ্ট্রীয় বীরপুরুষেরা হামীরের দুর্ব্বলতা-সন্দর্শনে অর্থ-লোলুপ হইয়া ক্রমান্বয়ে তাঁহার উপর পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং তাহার নিকটহইতে বলপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ অর্থ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। কিন্তু তৎকালে রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল। রাণা উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বীকৃত অর্থের বিনিময়ে স্বরাজ্যের অংশীভূত প্রদেশসকল তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহু বিস্তীর্ণ প্রবলকায় মিবার রাজ্যের অঙ্গ সমস্ত চ্ছেদন হওয়াতে ক্রমশই উহা ক্ষীণবল হইতে লাগিল, এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া বিবিধ উপদ্রবে উৎপীড়িত হইতে থাকিল। রাজ্য সহস্রগুণে সমৃদ্ধিশালী ও বিস্তীর্ণ হইলেও ঈদৃশ প্রকার দুর্দ্দৈব বিশেষ হানিকর হয়, তাহার সন্দেহ নাই, সুতরাং মিবার রাজ্য একবারেই ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠিল।

ইং ১৭৭৮ অব্দে রাণা হামীর অষ্টাদশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই মানব লীলা সংবরণ করেন। তিনি অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, রাজ্যশাসন-বিষয়ে কোন রূপেই ক্ষমতাবান্ ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর ভীম সিংহ রাণা-পদবীতে অভিষিক্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার বয়ক্রম অত্যল্প প্রযুক্ত রাজমতা পূর্ব্ববৎ তদীয় প্রতিনিধি থাকিয়া রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হন। ১৮৪০ সংবৎসরে মিবার-রাজ্যে ভীষণ রাজবিপ্লব উপস্থিত হয়। চণ্ডাবৎ ও শক্তাবৎ বংশদ্বয়ের প্রধান ব্যক্তিরা রীত্যনুসারে ক্রমান্বয়ে প্রধান সচিব-পদে নিযুক্ত হইতেন। এক্ষণে উক্ত প্রাধান্য লাভার্থে উভয় বংশীয়েরা পরস্পর দলবদ্ধ হইয়া ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিল। চণ্ডাবৎ-বংশীয় সালুম্ববরাধিকারী তৎকালে অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাণার মন্ত্রিপদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি অর্থ-লোলুপ সিন্ধুজাতীয় সৈন্যদিগকে হস্তগত করিয়া আপনাকে বলিষ্ঠ বিবেচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং স্ববংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া শক্তাবৎদিগের ভিনদায় ও অন্যান্য প্রধান২ দুর্গ সমূহ আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিবিধ উপায়ে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া সিকার-দুর্গ আক্রমণ করিলেন। সিকার-দুর্গ পর্ব্বতোপরি সংস্থাপিত থাকাতে অতিশয় ভয়ানক ও অলঙ্ঘনীয় ছিল। কিন্তু তৎকালে উহা অরক্ষিত থাকায়

শীঘ্রই শত্রু হস্তে পতিত হইল। সালুম্বরাধিকারী শক্তাবৎদিগের উপর জয়লাভ করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিলেন, এবং রাণাকে অবহেলা করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু তিনি এতদূর সাহসিক হইয়া ছিলেন যে চিতোর ও উদয়পুরের মধ্যস্থিত ভূমিখণ্ড সিন্ধুজাতীয় সেনানীদিগকে বিভাগ করিয়া দিতে কোনরূপে সংশয় করেন নাই। তৎকালে এই যুদ্ধের পর রাণার বিলক্ষণ অর্থ-কৃচ্ছতা উপস্থিত হইয়া ছিল, তথাপি মন্ত্রিবর এতাদৃশ সময়ে রাজ-কোষ-হইতে প্রায় দ্বাদশলক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া অতি-সমারোহে স্বীয় কন্যার উদ্বাহ সম্পাদন করিলেন।

রাজমাতা চণ্ডাবৎ দিগের ব্যবহারে অতীব অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার মানস করিলেন, এবং শক্তাবৎদিগকে আহ্বান করিয়া ভিনদর ও বরবিভাগের অধিকারিদ্বয়কে মন্ত্রিত্ব-পদে নিয়োজিত করত মিবার-রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু ঐ নব-নিযোতিত মন্ত্রিরা বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধে আপনাদিগকে অসমর্থ জ্ঞানকরিয়া কোটা রাজ্যের অধিপতি জালিম সিংহ ও তদীয় মহারাষ্ট্রীয়মিত্র লালজিবেলালের সাহার্য্য প্রার্থনা করিলেন। তথা সালুম্বরাধিকারীকে হত্যা করিবার মানসে একত্রিত হইয়া চিতোর দুর্গ আক্রমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে সেঁধিয়া রাজপুত্রদিগর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন। রাণা এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া অপহৃত প্রদেশ-সমূহ পুনঃ প্রাপ্ত হইবার মানসে বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তদীয় পরাক্রান্ত মন্ত্রিদ্বয় সমস্ত সৈনদিগকে মিলিত করত মিবার রাজ্যের অপহৃত প্রদেশসকল মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তহইতে উদ্ধার করিয়াছিল; তথা এইপ্রকারে সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া ক্রমশ সেঁধিয়ার রাজ্যে জয়পতাকা বিস্তার করিতে আগ্রহ হয়। পরন্তু নিমবরাই দুর্গ আক্রমণ করাতে প্রবলপ্রতাপ হুলকার এবং রাজপ্রতিনিধি রাজ মাতা অহল্যা বাই কোপান্বিত হইয়া স্বীয়-সৌষ্যবলে রাণার সৈনিকদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিয়া ছিল, এবং সেঁধিয়ার সহিত মিলিত হইয়া অধিকৃত-প্রদেশ-সমূহ পুনঃ উদ্ধার করিলেন।

এইরূপে মিবাররাজ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের পুনঃ২ উপদ্রবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া অবশেষে অত্যল্প সীমা-মধ্যে সঙ্কুচিত হইল। অপ্রাপ্ত-বয়স্ক রাণা হামীর ও রাজমাতা রাজ্যের এতাদৃশ আসন্ন বিপদ কোনমতে নিবারণ করিতে পারিলেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে আবার যুব রাণা দুই বৎসরমধ্যে মানব-লীলা সম্বরণ করেন। তাহাতে মিবার-রাজ্যের কষ্টের এক শেষ হইল। একে ত দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা বারংবার রাজ্য লুণ্ঠন ও অর্থ নিষ্কাষণ করতঃ প্রজাদিগকে একেবারে নিঃস্ব করিয়াছিল, আবার সেই রাজ্যের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ অপৌগণ্ড রাণার অপনয়নে প্রজাবর্গের যার পর নাই ক্লেশের একশেষ হইল।

১৭৭৮ খ্রীঃঅব্দে (১৮৩৪ সম্বৎ) মৃত রাণার কনিষ্ঠ সহোদর ভীম সিংহ মিবার-রাজ্যের সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। তাঁহার তখন আট বৎসর বয়ঃক্রম মাত্র, অতএব তিনি বহুকাল রাজমাতার অধীনে কালযাপন করেন। প্রথমে তিনি রাজ্যের পরিত্যক্ত প্রদেশসকল পুনরুদ্ধার করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হুলকরের রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী অহল্যা বাই রাণার সেনাসকলকে আক্রমণ ও পরাজয় করাতে, এবং চণ্ডবৎদিগের বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত থাকাতে, তাঁহার সেই চেষ্টা বিফল হইল। ইতিমধ্যে মন্ত্রীবর সমর্জী অর্জ্জুন সিংহ নামা এক সরদারকর্ত্তৃক গুপ্ত ভাবে

নিহত হইয়াছিলেন। চণ্ডাবত্ রাজদ্রোহীরা চিতোর নগর আক্রমণ পূর্ব্বক-অল্পকালমধ্যে তাহা হস্তগত করে। রাণা স্বয়ং তাহাদিগকে বশীভূত করিতে না পারিয়া মাধাজী সেঁধিয়ার নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করেন, এবং তিনি চিতোর নগর অবরোধ করত বিদ্রোহিদিগকে বশীভূত করিলেন। অতঃপর জালিম সিংহ ক্ষমতা-প্রাপ্তির নিমিত্ত নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, ও মাধাজী তৎসমুদায় বিফল করিবার মানসে সুবেদার উপাধি গ্রহণ-পূর্ব্বক জালিমের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে কার্য্য করিতে লাগিলেন। লকবা নামে আর এক ব্যক্তিও বিরোধী হইয়া ছিল। পরস্পরের বিরোধে মিবার রাজ্য একেবারে উচ্ছিন্ন-প্রায় হইয়াছিল, ও চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব সর্ব্বদা কর্ণগোচর হইত। এমন সময়ে হুলকর পুনরায় মিবার রাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রজাদিগকে বিপদগ্রস্থ করত কর স্বরূপে বিপুলঅর্থ উন্মোচন করিলেন। সেঁধিয়া এই সমস্ত অবলোকন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনিও এই উচ্ছিন্ন রাজ্যের বিনাশ সম্পন্ন করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন।

এই আসন্ন বিনাশ-কালে এক রাজকন্যার পাণিগ্রহণোপলক্ষে যে তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তদ্ধেতু যে বিপুল সঙ্গ্রামের সূত্রপাত হয়, তাহাই মিবার রাজ্যের ধ্বংসের প্রধান কারণ। আমরা সেই রাজবালার পরিণয়-সম্বন্ধীয় বিরোধ এবং তৎসঙ্ক্রান্ত ভয়ানক নৃশংস নারীহত্যার বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া লিখিতে ইচ্ছা করি। সেই রাজকন্যার নাম কৃষ্ণকুমারী। রাজবালা বাল্য-কালসুলভ ক্রীড়ার সময় অতিক্রম করিয়া ষোড়ষ বর্ষে পদার্পণ করিলে তাহার রূপ লাবণ্য সন্দর্শন করিয়া স্পষ্টই প্রতীয় মান হইত যেন বিধাতা সকল সুন্দর বস্তুর সার সঙ্গ্রহ করিয়া দোষমাত্রবিহীন সর্ব্বশ্রেষ্ট একটী কামিনী-রত্ন সৃজন করিয়াছেন। তাহার মুখশশির বিমল-জ্যোতি শরৎকালীন পৌর্ণমাসী শশধরকেও মলিন করিয়াছে। তাহাকে দর্শন করিলে নয়ন পরিতৃপ্ত ও হৃদয় আনন্দনীরে মগ্ন হইত। তিনি পরিবর্দ্ধিত হইয়া যৌবন সীমায় অবতীর্ণ-হইলে, অলোক সামান্য রূপ-মাধুর্য্য ধারণ করত সকলের আনন্দ-দায়িনী হইয়া ছিলেন, ও তাহার অসামান্য সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। তদীয় পাণি গ্রহানর্থে মাড়বারাধিপতি রাজা মান সিংহ এবং জয়পুরাধিকারী জগত্ সিংহ এই উভয়ে প্রণোদিত হইলেন। অধিকন্তু জয়পুরাধিপতি জগত্ সিংহ প্রায় তিনসহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মিবার রাজধানীর অনতিদূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাণা স্বীয় তনয়াকে জয়পুরাধিপতিকে সমর্পণ করিতে সম্পূর্ণ-রূপে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার অভিমত ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। মাড়বার মহীপতি রাণার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহা বিফল করিতে সচেষ্টিত ছিলেন, এবং ঐ রাজবালার পাণিগ্রহণ ব্যতীত রাণার বিপক্ষে যুদ্ধ করিবেন বলিয়া প্রবাদ বিখ্যাত করিলেন। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীয় অধিপতি সেঁধিয়া রাজা মানসিংহের সপক্ষহইয়া জয়পুরাধিপতিকে দুরীভূত করিতে রাণাকে আদেশ করিলেন। জগৎ সিংহ সেঁধিয়াকে অভিহিত কর নিগ্রহণে বঞ্চিত করাতে সেঁধিয়া তাহার বিদ্বেষ্টা ছিলেন, এবং তিনি এই অবসর প্রাপ্ত হইয়া বৈর-নির্যাতন সাধন করিতে সমুৎসুক হইলেন। রাণা সেঁধিয়ার আদেশ অগ্রাহ্য করাতে, ঐ প্রবল পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে জয়পুরের অধিপতিকে পরাজিত করত উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন। রাণা এই বিপদ্-দর্শনে ভীত হইয়া সেধিয়ার আদেশ প্রতিপালন করিতে

প্রতিজ্ঞা করিলেন, ও জয়পুরাধিকারীকে তদীয় রাজ্যহইতে প্রস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু রাজা মানের সহিত স্বীয় কন্যার পরিণয় সাধন করিতে কোন-রূপেই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। এদিগে জয়পুরাধিপতি জগৎ সিংহ এইরূপে ঐ কন্যারত্নলাভে বঞ্চিত হইয়া, আপনাকে অবমানিত বোধ করত তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা মানের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং বহুসৈন্য সামন্ত একত্রিত করত সঙ্গ্রামে যাত্রা করিলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে মাড়বারাধিপতির বিপক্ষেরাও এই উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া বিপক্ষতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; এবং অপর এক ব্যক্তিকে মাড়বার-রাজ্যের অধিপতি বলিয়া রাজা মানসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপ তৎপক্ষে যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইল। তাহারা বহুসঙ্খ্যক সৈন্য সামন্ত সঙ্গ্রহপূর্ব্বক জয়পুরাধিকারী জগৎ সিংহের সহিত রাজা মানের বিনাশ-সাধনে নিযুক্ত হয়। এইরূপে উভয়পক্ষীয় সৈন্যরা সমর-প্রবাসে উপস্থিত হইলে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল, এবং উভয় পক্ষহইতে বিশিষ্টরূপে কামান পরিচালিত হইতে লাগিল। কিন্তু রাজা মানের প্রধান যোদ্ধৃগণ সমর-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া হঠাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করত অপর পক্ষকে আশ্রয় করিলে তিনি বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন; এবং বহুক্ষণ সঙ্গ্রামে স্থির থাকিতে না পারিয়া সমরক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থানে প্রণোদিত হইলেন। পরন্তু তাঁহার পশ্চাতে বিপক্ষেরা তাঁহাকে অনুধাবন করিয়া তদীয় রাজধানী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল, এবং উহা ছয়মাস কাল প্রবলবেগে বেষ্টিত করিয়া অবশেষে জয়লাভ করত রাজধানী লুণ্ঠন করিল। জুধপুর-দূর্গ তৎকালে সুরক্ষিত থাকায় শত্রুরা উহা জয় করিতে কোন-রূপেই সক্ষম হয় নাই; এবং অধিকন্তু শস্যের নিতান্ত অসদ্ভাব ঘটনা হইলে সৈন্য-সকল আক্রমণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিল। কিন্তু এই ভীষণ সমরানল বৎসরাধিক কাল অবস্থান করিয়াও একেবারে নির্ব্বাপিত হইল না। উভয় অধিপতিরা ঐ কমনীয় কামিনীর প্রণয় লাভ ব্যতীত ক্ষান্ত হইতে সম্মতছিলেন না; এবং তজ্জন্য ঐ সমর বহ্নি কোনরূপেই নির্বাপণ হইবার সম্ভব রহিল না।

রাজস্থানের এই বিষম গোলযোগ কোনরূপেই নির্বাণ হইতে না দেখিয়া প্রসিদ্ধ দুরাত্মা নবাব আমীর খাঁ দূরভিসন্ধি অবলম্বন করিয়া উদয়পূরের রাণার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি অতিশয় দুরাচার ও ধূর্ত্ত কর্ম্মে সতত রত থাকিতেন; এবং শঠ পাপমতি রাণার মন্ত্রি অজিত সিংহের সহিত মিলিত হইয়া তদীয় দুরভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। রাণা কৃষ্ণকুমারীকে রাজা মানের হস্তে সমর্পণ করিবেন কিংবা ঐ রূপবতী রমণীর প্রাণবিনাশ দ্বারা রাজাস্থানের ভীষণ সমরানল নির্ব্বাণ করিবেন তিনি এই প্রস্তাব করিলেন। রাণা এই দুরাচারের প্রস্তাবে প্রথমে বিশ্মাঙ্কিত হইয়া ছিলেন। কিন্তু পরে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে হীনবংশীয় রাজা মানের হস্তে স্বীয় কন্যাকে অর্পণ করা অপেক্ষা তদীয় মৃত্যু শ্রেয়ঃ কল্প ও প্রার্থনীয়; বিশেষতঃ তাঁহাকে নিরাশা করিলে, তিনি যে স্বীয় প্রবল-পরাক্রান্ত-সৈন্য-সমভিব্যাহারে, এবং তদীয়মিত্র ঐ দুর্বির্জয় নবাব আমির খাঁর সহিত মিলিত হইয়া উদয়পুর আক্রমণপূর্ব্বক উহা লুণ্ঠন করিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি এই সমস্ত আলোচনা করিয়াও ঐ দুরাচারদিগের প্রলোভন বাক্যে মোহিত হইয়া হত-বুদ্ধি ও বিবেকশূন্য হইয়াছিলেন; এবং অবশেষে দয়া ও স্নেহে জলাঞ্জলী

দিয়া প্রিয়তমা কন্যারত্নের জীবন বিনাশ করিতে সঙ্কল্পকরিলেন। পুরাবৃত্তের আলোচনা এইরূপ-নৃশংস ব্যাপার কোন কালেই দৃষ্টিগোচর হয় না। রোমরাজ্যের বর্জিনিয়া নাম্নী কামিনীকে যে তাহার পিতা হত্যা করিয়া ছিল সে কেবল তাহার ধর্ম্ম ও সতীত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত চরিতার্থ করা হয় অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। রাণা এই দুরূহ ব্যাপার সম্পাদন করিয়া নৃশংসতার ও ভীরুতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কোন সংশয় নাই।

এই প্রকারে কৃষ্ণকুমারীর জীবন-বিনাশ করাই স্থির হইল, এবং কোন্ উপায় অবলম্বনদ্বারা তদীয় প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে ইহা স্থির করিতে রাণা সচেষ্টিত হইলেন। পরন্তু কোন ব্যক্তিই এই দুষ্ক্রিয়া-সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইল না। অবশেষে রাজপুরস্থিত একজন বৃদ্ধা কিঙ্করী দয়া ও স্নেহ বিসর্জন দিয়া এই নিদারুণ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইল। উক্ত দুরাচারিণী বিষপরিপূর্ণ-পাত্র প্রস্তুত করিয়া রাণার আদেশ উল্লেখ করত রাজকন্যাকে পান করিতে প্রদান করিল। কুমারী পিত্রাজ্ঞা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া অম্লানবদনে ঐ প্রদত্ত গরল পান করিলেন। কিন্তু দৈববশতঃ তাহাতে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইল না। পুনরায় বিষপরিপূর্ণ পাত্র প্রদান করা হইল; কিন্তু উহা পান করিয়াও জীবিত রহিলেন। এইরূপে হত্যাকারিদিগের তৃতীয় উদ্যম ব্যর্থ হইলে, পুনর্ব্বার তাহারা দৃঢ়তর অধ্যবসায়-সহকারে প্রচণ্ড বিষ প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে পুনঃ প্রদান করিল। কৃষ্ণকুমারী উহা পান করিয়া নিদ্রিত হইলেন, এবং সে নিদ্রাইহইতে আর জাগ্রত হইলেন না। এই নিদারুণ দুঃখ তদীয় মাতা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া অনাহারে অল্প দিবশের মধ্যেই মানব-লীলা সংবরণ করেন।

এইরূপে রাণা স্বীয় কন্যারত্নকে বিসর্জ্জন দিয়া রাজস্থানের গোলযোগ নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হত্যাকারিদিগকে শীঘ্রই অপার দুঃখ-সাগরে মগ্ন হইতে হইয়াছিল। একমাসের মধ্যে অজিত-সিংহের সমস্ত পরিবার ধ্বংস হইয়া গেল; অবশেষে তিনি স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত-রূপ সন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিয়া নিরন্তর তীর্থ পর্য্যটন ও দেবদেবীর মন্দিরে বাস করিয়া দিন-যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

——৩॥)☸(॥৩——

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

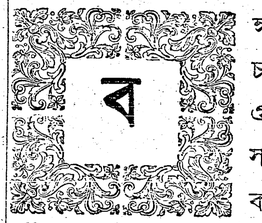

বঙ্গসুন্দরী। শ্রীযুক্তবেহারিলাল চক্রবর্ত্তি বিরচিত"। গ্রন্থকার মহোদয় এই গ্রন্থে সাতটী রমণীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।) যথা—

"বঙ্গবালা চির পরাধিনী,
করুণা সুন্দরী, বিষাদিনী,
প্রিয়শখী, বিরহিনী,
প্রিয়তমা, অভাগিনী,
এইসপ্ত বঙ্গসিমন্তিনী" ॥

এই সপ্ত সীমন্তিনীর নামানুরূপ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। সুন্দরীগণ যে রূপেই সাধারণ-গোচর হউন না কেন স্বভাবগতদোষে কখনই লিপ্ত হয়েন নাই।) অথবা "কিমিবহি মধুরাণাং মণ্ডলং নাকৃতিনাং,, ॥ স্বভাবত যাহাগিগের অঙ্গ সৌষ্ঠব সুচারু, তাহারা বিষাদাদি দোষগ্রস্ত হইয়াও সহৃদয়গণ

হৃদয়াহ্লাদিনী অবশ্যই হইতে পারেন। চন্দ্রের রাহু-গ্রাসও ঐশ্বর্য্যবিঘাতক হইতে পারে না। প্রত্যুতঃ কোন ইংরাজী গ্রন্থকার লিখিয়াছেন হাস্যাকুলাপেক্ষা অশ্রুপূর্ণ সুন্দরী সমধিক রমনিয়া।

সামাজিক উন্নতির সমকালে স্বাভাবিক পরিচর্য্যা অল্পসঙ্খ্যা হইয়া থাকে বলিয়া অনেকে কহেন কাব্যাদি রচনা পুরাতন সময়েই উত্তম হইত, অধুনা কেহ কোন নূতন ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতে পারেন না, সুতরাং এক্ষণে কাব্য-প্রণয়নে সাধারণে তাদৃশ আস্থা কেনই বা হইবে? কিন্তু যদি কেহ কোন বিশয়ে বিশেষ শক্তি প্রকাশ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার গৃহীত বিষয় অবশ্যই প্রশংসনীয় হয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাধারণ-মত বিরোধি-বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াও প্রতিষ্ঠা ভাজন অবশ্যই হইবেন। যেমন গৌড়ী বৈদর্ভী পাঞ্চালী এই তিন প্রকার রচনার রীতি সেইরূপ ওজঃ প্রশাদ এবং মাধুর্য্য এই গুণত্রয়ে কার্য্য প্রণয়নে ফলোপধায়ক হয়। গ্রন্থকার প্রশাদ এবং মাধুর্য্য উভয়বিধ গুণে বিভূষিত করিয়া সুন্দরীগণকে জনসমাজে আনয়ন করিয়াছেন; ইহাতে তিনি আমাদিগের অবশ্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তাহাতে সংশয়াভাব। অপিচ পদার্থ বা দর্শনশাস্ত্রাদি গত বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে হইলে বুদ্ধি অনুমিতি প্রভৃতি সাহায্য অবলম্বন করিতে হয়, কিন্তু কাব্যাদি-প্রণয়নে অনুভব শক্তির সারবত্তা রক্ষা করিতে হয়। যে ব্যক্তি কখন বিরহজন্য যন্ত্রণার ভোগ করে নাই সে কি কখন প্রকৃত বিরহ বর্ণনে কবিত্ব দেখাইতে পারে? পুত্রবান্ ব্যক্তিই পুত্রপ্রেম অনুভব করিতে পারে। রচয়িতৃ-মহোদয় যে ২ বিষয় বর্ণন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে যে তাঁহার ভোগানুভব হইয়াছে তাহা তাঁহার লিখন-ভঙ্গী প্রকাশ করিতেছে। বিশেষতঃ সুকবি বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে যে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহা তাঁহার গ্রন্থে স্থানে স্থানে লক্ষিত হয় না পরন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে তিনি অনাস্বাদিত পূর্ব্ববিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া একপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিরয়াছেন। তদ্রচিত কতিপয় গীতিই তাঁহার এই নিন্দাবাদের কারণ হইয়াছে। তিনি যদি কতিপয় গান গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত না করিতেন তাহা হইলে আমরা যথেষ্ট প্রীত হইতাম। তিনি চতুর্থ সঙ্গীতস্থলে ললিত রাগিণী ক্রমে যে গান প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা যে তাঁহার অকীর্ত্তিকর হইবে সন্দেহ কি? ঐ গানটী মিলন-বিষয়ক-রাগিণী প্রত্যূষে প্রযোজ্য, বর্ত্তমান স্থলে তাহা প্রযুক্ত নহে, এস্থলে সন্ধ্যাকালীন রাগিণীর বিন্যাসে গান করাই যুক্তিযুক্ত ছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় মিতাক্ষর গান রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার খ্যাতি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। মৃত রামনিধি গুপ্ত তথা শ্রীধর শিরোমণি প্রভৃতির প্রস্তুত গান সুরহীন করিয়া ও শ্রবণ করিলে যাদৃশ প্রীতি জন্মে তাদৃশ প্রীতি কি এই সাধারণ সুরসমগত এবং ভাববিরহিত গানে হইতে পারে? যাত্রার সুর লইয়া পয়ারের রচনা করাতে কীর্ত্তিলাভের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই আমরা প্রশংসনীয় চক্রবর্ত্তী মহোদয়কে সাবধান করিতেছি। তিনি যেন গ্রন্থান্তর-রচনা কালে এই গায়ক-ভান পরিত্যাগ করিয়া সুকবিত্বখ্যাতি লাভ করিতে যত্নবান্ হয়েন।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৬০ খণ্ড।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের জীবন চরিত।

[১৫২ পৃষ্ঠ হইতে ক্রমাগত।]

এই সময়ে রোহিলাদিগের সহিত সংগ্রামসংবাদ ও হেষ্টিংসের সহিত কৌন্সলের সভ্যগণের বিবাদ বার্ত্তা ইংলণ্ডে উপস্থিত হইল। তাহা পাইবামাত্র ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ এবং রাজমন্ত্রি লর্ড নর্থ হেষ্টিংস্‌কে শাসনপতি-পদহইতে অপসারিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু কোম্পানির অংশিগণের অনুরোধ ও চেষ্টায় তিনি ঐরূপ অবমান-হইতে রক্ষা পান। ইত্যবসরে করনেল মেকলীন হেষ্টিংসের এক পত্র কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষদিগের নিকট উপস্থিত করেন। হেষ্টিংস ঐ পত্রে কার্য্যভার পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডিরেক্টরগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিলেন, এবং হুইলর নামা এক ব্যক্তিকে শাসনকর্ত্তৃ-পদে নিযুক্ত করিয়া অনতিবিলম্বে তাহাকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন।

এমন সময়ে মন্‌সন্ মানব-লীলা সংবরণ করিলেন, ও হেষ্টিংস সভামধ্যে পুনরায় একাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া, সাম্রাজ্য বিস্তারার্থে নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে ডিরেক্টরগণ তাঁহার পদ-পরিত্যাগ পত্র স্বীকার করিয়াছেন, এবং হুইলর তদীয় পদে নিযোজিত হইয়া অর্ণবযানে আগমন করিতেছেন, আর যত দিন তিনি উপস্থিত না হন তত দিন তাঁহার পরম শত্রু ক্লেবরিং তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যশাসন করিবেন, তখন তিনি যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং বলপূর্ব্বক ক্লেবরিংকে নিবারণ করিতে চেষ্টা পাইলেন। এই ব্যাপারে কলিকাতায় বিষম উৎপাত উপস্থিত হইল। অবশেষে উভয়ে বিচারপতি ইম্পের নিকট আবেদন করিলেন। হেষ্টিংস্ কহিলেন যে তাঁহার পদপরিত্যাগপত্র কোন মতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না, কারণ তাহা যে অপরিচিত ব্যক্তিদ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল, তিনি তাঁহাকে কখন তদ্বিষয়ে কোন আদেশ প্রদান করেন নাই। ইম্পে হেষ্টিংসের পক্ষ হইলেন, এবং তিনি তৎকালে ভারতবর্ষের যথার্থ শাসন কর্ত্তা আছেন, এইটী মীমাংসা করিয়া দিলেন।

এই শুভকর নিষ্পত্তির পর হেষ্টিংস্ অপর এক শুভ সমাচার প্রাপ্ত হইলেন। ব্যারণ ইম্‌হফ্ তদীয়

রমণীর উদ্বাহবন্ধন-ছেদন-নিমিত্ত ফ্রান্সোনিয়ার ধর্ম্মাধিকরণে যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহা গ্রাহ্য হইয়াছে। হেষ্টিংস ঐ ব্যারণকে নানা উপহার ও অর্থ প্রদান-পূর্ব্বক বিদায় করিয়া তদীয় জায়ার সহিত অতিসমারোহে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

এদিকে ক্লেবরিং হতাশ হইয়া অল্পকাল-মধ্যে পীড়িত হইলেন, এবং কয়েক দিবস পরেই পরলোকে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় হুইলরও কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক সভ্যপদ অবলম্বন করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। এই সময়ে ইউরোপে ইংরাজ এবং ফরাসিদিগের সহিত এক তুমুল সঙ্গ্রাম আরম্ভ হয়। ডিরেক্টরগণ তজ্জন্য হেষ্টিংসকে কর্ম্মচ্যুত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ফরাশীরা ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপনজন্য একজন সমরদক্ষ সেনাপতিকে প্রেরণ করে। হেষ্টিংস মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিপক্ষে যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা যদিচ প্রথমে তাদৃশ সফল হয় নাই, তথাপি অবশেষে সর আয়র্ কূটের সাহায্যে সম্পূর্ণ ফলবান্ হইল। অতঃপর ফ্রান্সিসের সহিত হেষ্টিংসের সভামধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং পরিণামে পিস্তলযুদ্ধে সেই সভ্যমহোদয় যে বিষম সঙ্কটজনক আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহা আমরা এস্থলে বাহুল্যরূপে বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি না। কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে শাসনকর্ত্তা এক্ষণে কি সভা কি সমরে সর্ব্বত্রই জয়লাভ করিলেন।

এই রূপে হেষ্টিংস্ জয়ী হইয়া ভারত-বীরপুরুষ মহীপালদিগের সমীপে স্বীয় সাহস ও সামরিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মহীশুরাধিপতি মহাবীর্য্যবান্ প্রতাপশালী হৈদর আলী ইংরাজদিগের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষহইতে একেবারে দূরীভূত করিয়া দেওয়াই তাঁহার দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছিল। একদা তিনি নবতি-সহস্র-সৈন্য-সমভিব্যাহারে কর্ণাট-প্রদেশে প্রবেশানন্তর নগর পল্লি প্রভৃতি ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। বহুদূরহইতে অগ্নিশিখা দৃষ্টহইতে লাগিল। সহস্র২ লোক প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং অনেকে আত্ম রক্ষা-হেতু তুমুল সঙ্গ্রাম করিয়া ছিন্নশিরস্ক হইয়া পড়িল। এই সঙ্গ্রাম-স্রোত নিবারণার্থে মন্‌রো ও বেলি দুই ইংরাজ-সেনাপতি বহুসঙ্খ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। হৈদর স্বীয় অসামান্য বুদ্ধিবলে উভয়ের দর্পচূর্ণ করিলেন। বেলি স্বীয় সৈন্যদলের সহিত কৃতান্তালয়ে গমন করিলেন। মান্দ্রাজহইতে এই অশুভ সংবাদ উপনীত হইলে, হেষ্টিংস্ সাতিশয় উদ্বিগ্ন-চিত্ত হইয়া উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। হৈদর এরূপ পরাক্রম-শালী থাকিলে ইংরাজদিগকে সর্ব্বদা সভয়ে থাকিতে হইবেক; সুতরাং যে প্রকারে হউক তাঁহাকে নিস্তেজ করাই বিধেয় বিবেচনা করিয়া সভ্যদিগের নিকট মত-প্রকাশ কলিন। সভ্যগণেরাও তৎক্ষণাৎ ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। এই সময়ে সর্ব্বপ্রধান ইংরাজসেনাপতি সর আয়ার কূট ভারতবর্ষীয় সঙ্গ্রাম সমূহে অতুল প্রতিপত্তিলাভ করিয়া যশস্বী ও চির-স্মরণীয় হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার সঙ্গ্রাম-দক্ষতা উত্তমরূপে অবগত ছিল। যদিও তিনি এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি সঙ্গ্রামকার্য্যে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। হেষ্টিংসের আদেশানুসারে কূট বহুসংখ্যক সেনানী সমভিব্যাহারে দক্ষিণদেশে উপস্থিত হইয়া মহীসুরাধিপতির সহিত নানা স্থানে বহু সঙ্গ্রামের পর

পোর্টো নোবো স্থানে এক ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পরাস্ত করিলেন; এবং তাহাতে ইংরাজদিগেরও হৈদরের আক্রমণভয় স্বল্প পরিমাণে দূর হইল।

এই ব্যাপারে বহু ব্যয় হওয়ায় হেষ্টিংসের ধনলালসা পুনর্ব্বার বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। বারাণশীর অধিপতি চেতসিংহ তৎকালে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন; অতএব তিনি উক্ত রাজার ধন লুণ্ঠন করাই বিধেয় বিবেচনা করিলেন। ভারতবর্ষ মোসলমানদিগের অধিকৃত হওয়া অবধি পবিত্র বারাণসী নগর, বহুকালপর্য্যন্ত দিল্লীর অধীশ্বরদিগের অধীনস্থ ছিল। দিল্লীর সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলে অযোধ্যাপতি নবাব সুজাউদ্দৌলা উক্ত নগর স্বীয় আধিকার-ভুক্ত করিয়া লইলেন। নবাবের পীড়ন সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া রাজা চেতসিংহ ব্রিটিশরাজ্যের সাহায্য প্রার্থনা করেন; এবং সুজাউদ্দৌলা এক সন্ধি নিবন্ধন উক্ত নগর কোম্পানী বাহাদুরের হস্তে সমর্পিত করিয়া দেন। তৎকালাবধি চেতসিংহ রাজস্ব-প্রদান-পূর্ব্বক এক প্রধান অধীন রাজার ন্যায় রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যৎকালীন ফরাশিসদিগের সহিত বিগ্রহ উপস্থিত হয়, তৎকালে তিনি কোম্পানীর সাহায্যার্থে নির্দ্দিষ্ট কর ব্যতীত বহুসঙ্খ্যক মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। পর বৎসরে তাঁহার নিকটহইতে ততোধিক মুদ্রা বলপূর্ব্বক গৃহীত হইয়া ছিল। চেতসিংহ এইরূপ অন্যায়-পীড়ন-হইতে মুক্তি-লাভাশয়ে উৎকোচ-স্বরূপ গোপনে হেষ্টিংসকে দুই লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি শত্রুমণ্ডলীকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিয়া হেষ্টিংস্ ঐ উৎকোচ কবলতি করিতে পারিলেন না; পাছে কোর্ট আব ডিরেক্টরের নিকট উক্ত বিষয় প্রকাশিত হইয়া অবমানিত হয়েন, এই ত্রাসে ঐ দুই লক্ষ মুদ্রা কোম্পানীর কোষে প্রদান করিলেন; এবং পুনর্ব্বার মাংসলোলুপ গৃধিনীর ন্যায় সরলহৃদয় মহারাজা চেতসিংহকে প্রপিড়ীত করিতে লাগিলেন। রাজা পুনর্ব্বার এক লক্ষ মুদ্রা দানেও রক্ষা পাইলেন না। হেষ্টিংসের ধনলালসা উত্তরোত্তর ভয়ানকরূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; বারাণসীর ধনকোষ একেবারে শূন্য করিয়া ধন গ্রহণ করিয়াও তাহার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইল না। তিনি রাজার প্রতি এই আদেশ করিলেন, যে কতক সঙ্খ্যক অশ্বারোহী সৈন্য বারাণসী থাকিয়া কোম্পানীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেক, ঐ সৈন্যের নিমিত্ত আবশ্যক ব্যয় তাঁহাকে নির্ব্বাহ করিতে হইবেক। চেতসিংহ এ প্রকার আদেশ প্রতিপালন করিতে স্বীকার পাইলেন না। হেষ্টিংস্ এই অস্বীকারে রাজার সহিত অভীষ্ট বিবাদের সূত্রপাত করিয়া স্বয়ং বারাণসীতে গমন করিলেন।

তাঁহার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া চেতসিংহ স্বৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন। দেখিলেন বিংশতি লক্ষ মুদ্রা প্রদানেও রক্ষা নাই। হেষ্টিংস্ সুজাদ্দৌলার নিকট আলাহাবাদ ও রোহিলখণ্ড যেরূপে বিক্রয় করিয়াছিলেন বারাণসীও সেইরূপে বিক্রয় করিতে অভিসন্ধি করিলেন। তিনি বারাণসী নগরে উপনীত হইবামাত্র চেতসিংহ সাতিশয়-সম্মানপুরঃসর তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হেষ্টিংস্ প্রয়োজনীয় অর্থের আদেশ করাতে রাজা নানা প্রকার ছলনাদ্বারা অস্বীকার করায় হেষ্টিংস সৈন্যদ্বারা তাঁহাকে ধৃত করিয়া রাখিলেন। চেতসিংহ সাতিশয় প্রজাপ্রিয় ছিলেন। প্রজাগণও অতি রাজভক্ত হইয়া নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করিতে ছিল। রাজা কস্মিন্‌কালে কোন প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য বা অত্যাচার কিছুই প্রকাশ করেন

নাই, বরং যাহাতে প্রজা-বৃন্দের উন্নতি ও সুখ-বৃদ্ধি হয়, যথাসাধ্য তাহাই চেষ্টা পাইতেন।

এ প্রকার সুশীল ও সদয়চিত্ত রাজার অবমাননা দর্শনে নগর-বাসিগণ দণ্ডতাড়িত সর্পেরন্যায় ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল। জীবন তুচ্ছজ্ঞান করিয়া একদল অল্পসঙ্খ্যক সেপাহী সৈন্যকে আক্রমণপূর্ব্বক ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। রাজা এই গোলযোগে এক গুপ্তদ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন। হেষ্টীংস্ নগর মধ্যে যে বাটীতে বাস করিতে ছিলেন, প্রজাগণ উক্ত বাটী সম্পূর্ণরূপে অবরোধ করিল। হেষ্টীংস্ ঘোর বিপদে পতিত হইলেন। জীবন রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া এক আশ্চর্য্য-কৌশলাবলম্বনপূর্ব্বক বহু সৈন্য আনয়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা পাইলেন। রাজা দেশান্তরী হইলেন*। চেতসিংহের ভাণ্ডারে অতি অল্পমাত্র ধন প্রাপ্তিতে হেষ্টীংসের তৃপ্তি হইল না, বরং তাহাতে ধনলিপ্সা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, সুতরাং উপায়ান্তর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

অযোধ্যাধিপতি নবাব সুজাউদ্দৌলা ইতিপূর্ব্বে লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে তদীয় পুত্র আসফ-উদ্দৌলা নবাব পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আসফ-উদ্দৌলা পিতার ন্যায় বীর্য্যশালী ছিলেন না, সুতরাং পরকীয় সাহায্য গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক বোধ হইয়াছিল। শত্রু-হস্তহইতে নিশ্চিন্ত থাকিবার মানসে হেষ্টীংসের নিকটহইতে একদল সৈন্য গ্রহণানন্তর তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু অল্প দিবসের মধ্যেই অনর্থক-ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া সৈন্যগণের প্রত্যাবর্ত্তনজন্য হেষ্টিংসের নিকট প্রার্থনা করেন। স্বার্থপর হেষ্টিংস্ স্থূলবুদ্ধি নবাবকে নানাপ্রকার আশঙ্কা দেখাইয়া বুঝাইলেন, যে আপাততঃ সৈন্যগণ চলিয়া গেলে তদীয় শত্রুনিচয় দুরন্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করিবেক, অতএব নিঃসহায় হইয়া শত্রুগণকে পরিদমন করা তাঁহার পক্ষে সাতিশয় সুকঠিন হইয়া পড়িবেক, সন্দেহ নাই। হেষ্টীংসের এবম্প্রকর উপদেশ যুক্তিসিদ্ধ বোধ হওয়াতে নবাব তাঁহাকে সৈন্য প্রত্যানয়ন করিতে আর অনুরোধ করিলেন না। কিন্তু ব্যয়-নির্ব্বাহোপযগী অর্থলাভের নিমিত্ত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নবাব সুজাউদ্দৌলা মৃত্যুকালীন তদীয় মাতা ও স্ত্রীকে বহু অর্থ প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। অযোধ্যা প্রদেশে তাঁহারা বিপুল ঐশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া খ্যাতা ছিলেন। দুর্বুদ্ধি নবাব ঐ বেগমদিগের ধন অপহরণ করিতে অভিসন্ধি করিয়া ধনলোভী হেষ্টিংসের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হেষ্টীংস্ দেখিলেন বিনাপরাধে কোনক্রমে বেগমদিগের প্রতি অত্যাচার করা যাইতে পারে না; অতএব কোন ছলনাদ্বারা তাহাদিগকে অপরাধিনী স্থির করিয়া তাহাদিগের ধনের প্রতি হস্তক্ষেপ করা উচিত। এই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া তিনি দুর্মতি নবাবের সহিত চুনারে এক সন্ধি করিলেন। ঐ সন্ধির অনুসারে কার্য্য করা অতি গর্হিত; বিশেষতঃ মাতৃধনাপহরণে মহাপ্রত্যবায় আছে; ইত্যাদি বিবেচনা পূর্ব্বক নবাব অতিক্ষুণ্ণমন হইয়া সন্ধিভঙ্গ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই তাহা সফল হইল না। হেষ্টীংস্ লখ্নৌ নগরে রেসিডেণ্টকে পত্রদ্বারা আদেশ করিলেন, "যে তুমি চুনারের সন্ধি অনুসারে কার্য্য নিষ্পাদনে পরাঙ্মুখ হইলে আমি স্বয়ং সৈন্য সমভিব্যাহারে তথায় সত্বর উপস্থিত হইব"। রেসিডেণ্ট এরূপ অনুচিত ব্যাপারে অসম্মত থাকিলেও হেষ্টিংসে

* এই ব্যাপার এই খণ্ডের ৬৫ পৃষ্ঠে বিস্তাররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রণোদিত হইলেন। দুই জন খোজা বহুকালাবধি বেগমদিগের অতি বিশ্বস্ত দাস ছিল, এবং বাটীর কার্য্যাদির এক প্রকার অধ্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ ব্যক্তিদ্বয়কে কারারুদ্ধ করা হইল, কিন্তু যদ্যপি তথায় তাহারা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল, তথাপি তাহারা তদীয় কর্ত্রীদিগেরধন-বিষয় কিছুই ব্যক্ত করিলেক না। এদিকে হেষ্টিংস্ সৈন্যদ্বারা বেগমদিগকে সাতিশয় অবমানিতা করিয়া তাহাদিগের কোষ লুণ্ঠন পূর্ব্বক সমুদায় ধন স্বীয়-হস্তগত করিয়া লইলেন। হায়! ধনলোভ-পরবশ হইয়া হেষ্টিংস্ কি গর্হিত কার্য্য না করিয়াছেন!

এবম্প্রকার মহা অত্যাচারের পর হেষ্টিংস্ কিছুকাল শান্তভাবে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি যে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না। যদিও বঙ্গদেশীয় যুবকদিগের শিক্ষা-বিষয়ে তৎকালে যত্ন ছিল না, তত্রাপি ইংরাজদিগের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি বহু উৎসাহ প্রদান করেন। এই রূপে ভারতবর্ষে বহুকাল অতিবাহিত করিয়া ১৭৮৫অব্দে স্ত্রী সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে গমন করেন। অর্ণবজানহইতে পোর্টস্মৌথে অবতরণ করিবামাত্র অতিসমারোহে লণ্ডন নগরে নীত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে হেষ্টীংসের নৃশংস ব্যবহার-সংবাদ ইংলণ্ডে সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার বিপক্ষগণ ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল। পার্লিয়মেণ্টে ধন্যবাদ ও প্রশংসা লাভ করা দূরে থাকুক এইক্ষণে তৎসভার সভ্যগণের অভীযোগে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডে বর্ক সাহেব এই সময়ে মহা সভায় অসামান্য-বক্তৃতা-শক্তির নিমিত্ত অতুল প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তিনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও ন্যায়বান্ ছিলেন, সুতরাং হেষ্টীংস্-কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের বিষম দুর্গতি শ্রবণে তদীয় দুষ্টের প্রতিদ্বেশভাব উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। হেষ্টীংসকে তিনি পাপাত্মা পিশাচের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। বর্ক্ ভারতবর্ষে কখনও আইসেন নাই, তথাপি হিন্দুদিগের রীতি নীতি আচার ব্যবহার উত্তম রূপে অবগত হইয়াছিলেন। অহুনীয় নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড, চেতসিংহের প্রতি দৌরাত্ম্য, অযোধ্যাধিপতি নবাব-কুল-মহিলাদিগের অবমাননা, দুর্গতি ও ধনলুণ্ঠন প্রভৃতি কার্য্যসকল তাঁহার দয়াদ্রচির্ত্তকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

বর্ক পার্লিয়মেণ্টে হেষ্টীংস অপরাধী বলিয়া ব্যক্ত করিলে, বিচারের নিমিত্ত কএকজন বিচারপতি নির্দ্দিষ্ট হইল। বিচারপতিগণ বিচারে প্রবৃত্তহইলে তৎসমীপে বর্কের বক্তৃতা শ্রবণে হেষ্টিংস্ আপনাকে অন্তঃকরণে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিলেন, ও কঠিন দণ্ডভয়ে আপনাকে মহাবিপন্ন দেখিতে লাগিলেন। রাজমন্ত্রিগণ তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুকূল হইলেন বটে, কিন্তু তথাপি দণ্ডহইতে মুক্তিপাইবার আশা রহিল না। ভারতবর্ষহইতে অন্যায়রূপে যে সকল ধন সঙ্গ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা কর্ম্মচারিগণ, নানা প্রকার লেখকগণ ও বিবিধ সংবাদ পত্র সম্পাদক দিগকে উৎকোচ প্রদান করিতেই ব্যয় হইয়া গেল। এই প্রকার নানা উপায় অবলম্বন ও অনেকের সহায়তা গ্রহণ করিয়া একাদিক্রমে অষ্টবৎসরের পর প্রত্যাসন্নদণ্ডহইতে অব্যাহতি পাইলেন।

এই অনির্বচনীয় ঘটনার পর হেষ্টীংস্ চতুর্বিংশতি বৎসর জীবিত ছিলেন। দণ্ডহইতে মুক্ত হইবার পর তিনি নির্ধন হইয়া পড়িলেন। এমন কি স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। হেষ্টীংসের দারিদ্রাবস্থা দেখিয়া

কোর্ট-অব্-ডিবেক্টরস্-অনুকম্পা-পুরঃসর প্রতিবৎসর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মুদ্রা প্রদান করিতে লাগিল।

হেষ্টীংসের চরিত্র-বিষয় আমরা আর কিছু উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহার কার্য্য সমূহই তদীয় চরিত্রের মুকুট স্বরূপ।

কুমার আলামেও।

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল আবিসিনিয়ার অধিপতি রাজা থিয়োডোর ইংরাজদিগের সহিত এক তুমুল সঙ্গ্রামে বিব্রত হন। প্রবল পরাক্রম দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজদিগের বিক্রম বিষয় সবিশেষ অবগত না থাকায় সেই অদূরদর্শী অসভ্য নরপতি ব্রিটিশ রাজদূত কামিরন্ সাহেবকে ও কয়েকটী খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মোপদেষ্টা পাদরিদিগকে কারাবদ্ধ করিয়া সমরানল প্রদীপ্ত করেন। সেই অসম সঙ্গ্রামে ইংরাজদিগের সৈন্য আবিসিনিয়া রাজ্য-মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়া ছিল। সুবিখ্যাত সর্ রবর্ট নেপিয়র বহুসঙ্খ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে বোম্বাইহইতে কয়েকখানা অর্ণবযানে যাত্রা করেন, এবং কলিকাতা ও মান্দ্রাজহইতেও কয়েক দল সৈন্য প্রেরিত হয়। দুর্ভাগা রাজা থিয়োডোর সেই ঘোরতর সঙ্গ্রামানল নির্ব্বাপিত করিতে সাধ্যমত ত্রুটি করেন নাই। অশিক্ষিত আবিসিনীয়দিগের সাহায্যে তিনি সমরদক্ষ বিজয়ী ব্রিটিশদিগের দুর্ব্বার স্রোতঃ সম সেনা সমূহের সমবেত গতি অপরোধ করিতে পুনঃ ২ চেষ্টা করিয়া ছিলেন, কিন্তু মহাবীর্য্যবান্ সুশিক্ষিত সঙ্গ্রাম-কুশল ইংরাজদিগের সম্মুখীন থাকা কোন ক্রমেই তাঁহার পক্ষে সাধ্য ছিল না। নিষ্ফল-প্রযত্ন ও নিরাশ হইয়া তিনি দুইবার ইংরাজদিগের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হন, এবং দুই বারেই পরাস্ত হইয়া অনেক সৈন্য সামন্ত একেবারে বিসর্জ্জন দেন অবশেষে মাগ্দালা-নামক দুর্গের নিকটবর্ত্তী রণ-ক্ষেত্রে হতাশ হইয়া স্বহস্তে আত্মঘাতী হয়েন।

সেই দুর্ভাগা রাজা থিয়োডোরের এক মাত্র বংশধরের প্রতিরূপ আমরা অপর পৃষ্ঠে প্রকাশিত করিলাম। যখন আবিসিনিয়ার রাজা সমরে নিহত হইয়া ধরাশয্যায় লুণ্ঠিত হইতে ছিলেন; যখন তদীয় সৈন্যেরা অধিষ্ঠাতা সেনাপতিকেঅদৃশ্য দেখিয়া জীবন-রক্ষার্থ পলায়নপর হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে ছিল; যখন অনতিবিলম্বেই মাগ্দালার অধিত্যকাহইতে অগ্নি-শিখা ও ধূমরাশি গগণ-মার্গে উত্থিত হইতে লাগিল; যখন চতুর্দিকে আর্ত্তনাদ, ক্রন্দনধ্বনি ও হাহাকার রব প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; আর যখন নিরাশ্রয় নগরবাসিরা প্রজ্জ্বলিত গৃহসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণসর্ব্বস্ব করিয়া আশ্রয়ার্থ দলে দলে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে ছিল; তখন সেই ভয়ানক কোলাহল-সময়ে উপর্য্যুক্ত অপৌগণ্ড রাজকুমার ও তদীয় জননী আবিসিনিয়ার রাজপত্নী ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হন। ব্রিটিশ রাজদূত রাসাম সাহেব রাজা থিয়োডোরের পূর্ব্ব প্রদত্ত আদেশানুসারে রাজকুমারকে সেনাপতি নেপিয়রের নিকট আনয়ন করেন, [illegible] ইত্যাদি [illegible]স্তে সমর্পণ করিয়া মৃত রাজার মানস ব্যক্ত করেন। সুবিজ্ঞ সেনাপতি সর রবর্ট নেপিয়র রাজ্ঞী ও রাজ নন্দনের আরাম ও স্বচ্ছন্দতা প্রতিবিধানার্থে সাতিশয় প্রযত্ন প্রকাশ করিয়া ছিলেন। দীর্ঘ কাল-ব্যাপি পীড়া ক্রমে রাজপত্নী কাশরোগে জীর্ণ-কলেবরা অস্থি-চর্ম্মাবশেষা হইয়া ছিলেন; এক্ষণে স্বামীর নিধনবার্ত্তা-শ্রবণে যারপর নাই শোকে আভীভূত হইলেন, এবং কয়েক দিবস অন্তরেই মানবলীলা

কুমার আলামেও।

সংবরণ করিলেন। সুনিপুণ চিকিৎসকদিগের সাহায্য ও সাবহিত সুশ্রূষা প্রতিবিধান করিতে নেপিয়র সাধ্যমতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু কণ্ঠা-গত প্রাণা মুমূর্ষু রাজ্ঞীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া কোন ক্রমেই কৃতার্থ হইতে পারিলেন না।

এই পিতৃমাতৃহীন শিশু রাজনন্দনের নাম আলামেও বা আলুমাহু। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ইহাঁর জন্ম হয়; এইক্ষণে কেবল নয় বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম। তাঁহার "উপাধি ধিজ্‌চে" অর্থাৎ "ডিউক" বা কুমার। তাঁহার মাতা টিগ্রি রাজ্যের অধিপতির কন্যা। থিয়োডোর উক্ত নরপতিকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া সপরিবারে তাঁহাকে নিজ রাজ্যে আনয় করেন, এবং তদীয় দুহিতার পাণি-গ্রহণ করত তাঁহাকে কারবদ্ধ করিয়া রাখেন। শিশু রাজকুমার আলামেও নেপিয়রের নিকট স্নেহ ও সমাদের গ্রহীত হইয়াছিলেন। শ্রুতিরঞ্জন সুমধুর বাদ্যসকল এবং অন্যান্য বাল্যক্রীড়োপযোগী খেলোনাসকল তদীয় মনোরঞ্জনের নিমিত্ত নেপিয়র সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রদান করিতেন। ইংলণ্ড-গমন-কালে নেপিয়র রাজকুমার আলামেওকে সমভিব্যাহারে লইয়া মাহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট উপস্থিত হন। কিয়ৎকাল লণ্ডন নগরে রাখিয়া পরে তাঁহাকে বোমবাই নগরে প্রেরণ করা হয়; এবং অধুনা ঐ রাজকুমার তথায় বাস করিতেছেন।

আন্দামান বাসীদিগের বিবরণ।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমায় বঙ্গোপসাগর বিস্তীর্ণরূপে প্রসারিত হইয়া ভারতমহাসাগরে মিলিত হইয়াছে। উক্ত সাগরের দক্ষিণপূর্ব্বে আন্দামান-নামক কতিপয় দ্বীপ-ব্যূহ বিরাজিত আছে। ঐ দ্বীপাবলি তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপব্যূহে বিভাজিত করা হয়।

ইহার অধিকাংশ নিবিড়কাননে সমাকীর্ণ। অধিবাসিরা নিতান্ত মূর্খ ও অসভ্য থাকায় সভ্যসমাজে সম্পূর্ণ-রূপে অপরিজ্ঞাত ছিল। অধুনা ইংরাজবাহাদুরেরা, ঐ আন্দামান দ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তর পোর্ট-ব্লেয়ার নামক-স্থানে নির্ব্বাসিত অপরাধিদিগের প্রবাস নির্দ্ধারিত করায় ঐ অসভ্য অধিবাসীদিগের প্রকৃত রীতি ও চরিত্র কিয়দংশ অবগত হওয়া গিয়াছে। আন্দামান-দ্বীপ-ব্যূহের অধিবাসিদিগকে আন্দামানী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। তাহাদিগের ভয়ঙ্কর বন্য মূর্ত্তি দর্শন করিলেই আগন্তুক ব্যক্তি এর মনে অত্যন্ত ঘৃণার সঞ্চার হয়। তাহারা নরমাংসভোজী বলিয়া প্রথিত থাকায় কোন ব্যক্তি উক্তদ্বীপে পদার্পণ করিতে সাহসিক হইত না; এবং তাহাদিগেকে রাক্ষস বোধে অর্ণবপোত-অধ্যক্ষেরা ইহার কথঞ্চিৎ দূরবর্ত্তি থাকিয়া গমনাগমন করিত। ইদানীং ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে যে আন্দামানীরা নরমাংসাশী নহে।

তাহারা যে অন্য জাতীয় মনুষ্যকে দৃষ্টিগোচর করিলে তাহাকে আক্রমণ করত তাহার জীবন নাশ করিয়া থাকে, সে কেবল বস্ত্র

ঐ কুটীর সকল যৎসমান্যরূপে তালপত্রদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহারা আবাসের চতুর্দিকে ভক্ষ্য পশুর ও মৎস্যের হাড় সমস্ত এবং শম্বূক সকল স্তূপাকার করিয়া রাখে। উহাদিগের পূতিগন্ধ অতিশয় অসহনীয় হইলে তাহারা বাসস্থান স্থানান্তরিত করে।

আন্দমানীদিগের আকার কাফিরীদিগের ন্যায়, অথচ খর্ব্ব। তাহারা সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকে, কোন প্রকার পরিধেয় ব্যবহার করেনা। কখন কখন তাহারা বৃক্ষের ত্বক্ লইয়া মস্তক গ্রীবা এবং কটিদেশে বন্ধন করে। ইহারা অন্য-রূপ পরিধেয় অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া অন্যজাতীয়দিগের পরিচ্ছদ দর্শনে ঘৃণা ও হাস্য করে। তাহাদিগের স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদ অপেক্ষাকৃত ভব্য। তাহারা বৃক্ষের সূক্ষ্ম সুত্র বা আঁইস কটিদেশে পরিধান করে। ঐ সূত্র বা রজ্জুসকল জানুপর্য্যন্ত লম্বমান হইয়া, চন্দ্রাতপের ঝালরের ন্যায় পূর্ব্ব শ্রী সম্পাদন করিয়া থাকে।

অলঙ্কারমধ্যে গলদেশে হাড়ের মালা ও পৃষ্ঠে ক্ষর আঁইস পরি-লম্বমান করা অতিশয় দরণীয়। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে গাত্রে রক্তবর্ণ এবং ঈষৎ শুভ্রবর্ণ মৃত্তিকাদ্বারা চিত্র বিচিত্র করে; এবং উহাই তাহারা গাত্রের ভূষণস্বরূপ গণনা করিয়া থাকে। ঐ রক্তবর্ণ মৃত্তিকা খনিজ। লৌহখনি-হইতে মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলে রক্তবর্ণ হয়; পরে তাহারা উহা পশুর বসার সহিত মিশ্রিত করত গাত্রের চিত্র-কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

এই জাতীয়সকলে মস্তক মুণ্ডন করে; কেবল মস্তকের মধ্যভাগ অবধি গ্রীবাদেশ পর্যন্ত রেখার ন্যায় কেশ রাখে। তীক্ষ্ণ প্রস্তরখণ্ড কিম্বা কেশ-চ্ছেদন করিবার অন্য রূপ কোন অস্ত্র নাই। বৃদ্ধকামিনীগণও মস্তক মুণ্ডন-কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। এই মুণ্ডন-কার্য্য সর্ব্বদা করিতে হয়, যে হেতুক মস্তক কেশাচ্ছাদিত হইলে কীটসমূহ তথায় আবাসস্থাপনদ্বারা মস্তক পরিপূর্ণ করে। তাহাদিগের চিবুকের ওষ্ঠের উপরিভাগে এবং চক্ষুর ভ্রুতে কেশ থাকেনা। প্রস্তাবিত দ্বীপ কীটমসকাদিদ্বারা এত অধিকরূপে পরিপূর্ণ যে মনুষ্য কেশবিহীন না হইলে কীটাদি সতত তাহার শরীরে বাস করিত, এবং স্বচ্ছন্দে দেহরক্ষা করা তাহার পক্ষে অতি দুরূহ হইত।

সমস্ত আন্দামানীদিগের গাত্র উল্কিদ্বারা চিত্রিত। অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রম করিলেই তাহারা দেহ চিত্রিত করিতে নিযুক্ত হয়। ইহা অতি সামান্য ব্যাপার নহে! তীক্ষ্ণ-প্রস্তর-খণ্ড কিম্বা ভগ্ন কাঁচদ্বারা দেহের ত্বক্ প্রায় এক বুরুল লম্বা ছেদন করিতে হয়, এবং প্রাপ্তব্যবহার হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিপক্ষই তাহারা ইদৃশ প্রকরণদ্বারা দেহে সৌন্দর্য্য-সাধন করিতে প্রবৃত্ত থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম-দেশবাসীদিগের ন্যায় তাহারা গাত্রেমূর্ত্তি অঙ্কিত করে না। ঐকার্য্যের নিমিত্ত তাহাদিগের ত্বকে ছিদ্র করায় রক্ত অধিকপরিমাণে নিঃসৃত হয়, কিন্তু উহাতে তাহারা ভ্রুক্ষেপ করে না। গাত্রে চিত্র করা সমাপন হইলে তাহারা বিবাহ করিতে সক্ষম হয়। তাহারা জলোপরি সন্তরণ করিতে অতিশয় পটু, এবং উহা তাহারা অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রমাবধি অভ্যাস করিয়া থাকে। পরিণেতাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইলে তাহারা বিবাহ করে। এক স্ত্রীর অধিক বিবাহ করা তাহাদিগের প্রথা নহে। আন্দামান দ্বীপ-বাসিনীরা ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে পরিণীতা হয়। তাহাদিগের বিবাহের নিয়ম অতি সামান্য। ষোড়শবর্ষ বয়স্ক যুবা এক অপরবংশীয় কামিনীকে মনোনীত করত তদীয় প্রতিপালকের

নিকট সম্মতি গ্রহণ করে। পরে বিবাহের দিবসে বরকন্যা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পৃথক্ ২ বসিয়া থাকে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কন্যা-কর্ত্তা কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া বরের হস্তের সহিত মিলিত করিয়া দেয়। তদন্তর নববিবাহিত যুবা ও যুবতী কাননমধ্যে প্রয়ান করিয়া যামিনী যাপন করে। পরে ঐ যবা সস্ত্রীক হইয়া কাননহইতে স্বজাতীয় মধ্যে প্রত্যাগত হইলে, তাহারা প্রফুল্লতা ও প্রীতি সূচক আনন্দধ্বনি ও নৃত্যাদি করিয়া পরমাহ্লাদে তাহাদিগকে দলমধ্যে গ্রহণ করে। বিবাহানন্তর আন্দামানী মহিলারা ভর্ত্তার গৃহে আগমন করয়া দৈনিক নিরূপিত কার্য্যে সতত অনুরক্ত থাকে। উক্তরূপ কার্য্য বহুল শ্রমে সাধ্য হইলে-ও তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে তাহা নির্ব্বাহ করে। বাসোপযোগী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করা অবধি গৃহের সমস্ত কর্ম্ম কামিণীদিগকেই সম্পন্ন করিতে হয়। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া শম্বূকাদি জলজন্তু সঙ্গ্রহ করিতে প্রতিদিবসই সমুদ্রতীরে গমন করে; পরে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মৃগয়ালব্ধ পশুমাংস ও মৎস্য এবং আপনাদিগের সঙ্গৃহীত শম্বূকাদি জলজন্তু রন্ধন করিয়া সকলে সুখে আহার করে। আবাস স্থানান্তরিত করিবার সময় তাহাদিগকে বোঝা মস্তকে বহন করিতে হয়। অধিকন্তু তাহারা স্বামীর মস্তক-মুণ্ডন ও গাত্রে চিত্র করিয়া দিয়া থাকে, এবং শয়নোপযোগি মাদুর প্রস্তুত করে। বিধবা যোষিৎগণের পুনর্বিবাহকরা তথায় বিশিষ্টরূপ প্রসিদ্ধ আছে। এমন কি যে তাহারা স্বামীর মৃত্যুর এক মাস মধ্যেই পুনঃ বিবাহ করিয়া থাকে।

আন্দামানী কামিনীগণ সন্তান প্রসবানন্তর শিশু সন্তানকে প্রথমতঃ শীতল জলে স্নান করাইয়া তৎপরে অগ্নিশিখায় উত্তপ্ত করে। তাহারা ইহা সুনিয়ম বলিয়া নির্দ্ধার্য্য করে, যে হেতুক শীত উষ্ণ বিপরীত বায়ু বাল্যকালাবধি সেবন করাইলে যৌবনাবস্থায় অতিশয় বলবান হইবে। কিন্তু ইহা তাহাদিগের ভ্রম। স্ত্রী পুরুষ উভয়ই শিশু সন্তানগণকে অতিশয় আদর করিয়া থাকে, এবং সতত তাহাদিগকে লইয়া ভ্রমণ করিতে অত্যন্ত ভাল বাসে। স্ত্রীগণ শিশু বালককে পৃষ্ঠে করিয়া এতদ্দেশীয় নাগপুরের পর্ব্বতদেশবাসিনীদিগের ন্যায় সতত বিচরণ করে। বংশের এক ব্যক্তির নাম ধরিয়া তাহাদিগের নামোল্লেখ করা হয়; কিন্তু তাহাদিগের ভাষায় অল্পসঙ্খ্যক নাম থাকায় প্রভেদ নিমিত্ত নূতন নামের অগ্রে তাহারা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বোধক কোন শব্দ প্রয়োগ করে। উক্ত বালকগণ জঙ্গলমধ্যে এবং জলে সর্ব্বদা বিচরণ করে, এবং তাহাতেই তাহাদিগকে অকা[illegible] মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয়। দুই বা তিনটি[illegible] অধিক সন্তান কাহার জীবিত থাকে ন[illegible] ফলে আন্দামানীরা সুস্থ ও দীর্ঘ জীবী নহে[illegible] তাহাদের অনেকেই ত্রিংশতি কিংবা পঞ্চত্রিংশ[illegible] বৎসর মধ্যে মানবলীলা সংবরণ করে। তাহা[illegible] স্বভাবতঃ জঙ্গলদেশে বাস করিয়াও জঙ্গলে[illegible] ভয়ানক জ্বরদ্বারা সতত আক্রান্ত হয়; এবং রবির প্রখর কিরণ এবং সামুদ্রিক তীক্ষ্ণ বায়ু তাহাদিগের শরীরকে ত্বরায় ধ্বংশ করিয়া ফেলে। বর্ষাকালে জ্বর ও উদরের পীড়া অত্যন্ত প্রবল হয়। তাহারা কোনরূপ ঔষধ [illegible] করে না, কেবল রক্তবর্ণ মৃত্তিকা গাত্রে লেপন করাই প্রধান ঔষধ বলিয়া জ্ঞানকরে। এবং [illegible] জন্য তাহাদিগের সঙ্খ্যা ও বিরল।

মৃত্যুর পর আন্দামানীরা [illegible]দিগের শব মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত ক[illegible] তাহাদি[illegible] উপরোক্ত প্র[illegible] স্বাস্থ্যকর[illegible]

কোন ব্যক্তি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলে, তাহার আত্মীয়সকল তদীয় মৃত-দেহ পত্রদ্বারা আবৃত করতঃ বৃক্ষ ত্বকের সূক্ষ্ম সূত্রদিয়া বন্ধন করে। [illegible]রে দুই পদ পরিমাণ গর্ত্ত খনন করিয়া ঐ শবকে উপবিষ্টাবস্থায় সূর্য্যোদয়াভিমুখ করত স্থাপন করে। তদনন্তর মৃত্তিকা ও প্রস্তর দিয়া সমাধি আবৃত করিয়া দেয়, এবং বারিপূর্ণ একটীপাত্র তদুপরি রাখে। তাহাদের বোধে মৃত ব্যক্তির আত্মা রজনীতে ঐ জল পান করিয়া পিপাসা শান্তি করিয়া থাকে। অপর, জাতির প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, সমাধির উপর পুষ্পমালা ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্থাপিত করা হয়; এবং তাহার দেহ প্রোথিত করিবারঅগ্রে সকলে সমবেত হইয়া তন্নিকটহইতে বিদায় গ্রহণকরে। সমাধি সমাপনানন্তর আন্দামানীরা কবরের সন্নিকটস্থ স্থানে বাস করিতে অতিশয় অনিচ্ছক, যেহেতুক তাহারা প্রেতযোনিকে অত্যন্ত ভয়ানক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। এইপ্রযুক্ত তাহারা সমাধি-স্থানের নিকটহইতে আবাসসকল স্থানান্তরিত করে। পরন্তু, কোন ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি তাহাদিগের মধ্যে লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তাহারা তাহারা শব সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। তদীয় ভূতযোনিকে [illegible]হারা তাদৃশ শঙ্কা করেনা।

এই অসভ্য-দেশ-বাসীরা শস্য-উৎপাদন [illegible]য়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে না। মৃগয়ালব্ধ [illegible] মাংস সমুদ্রের মৎস্য, কূর্ম্ম ও শম্বুকাদি অন্য [illegible] এবং ফল মূল তাহাদিগের প্রধান [illegible]বীকা। বন্য-জন্তু-মধ্যে বন্য-বরাহ-মাংস [illegible]দিগের অতিশয় আদরণীয়। শীতকালে আন্দা[illegible] তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা ঐ সকল পশু বিদ্ধ করত [illegible]রিয়া থাকে। বরাহমাংস দুষ্প্রাপ্য হইলে, [illegible] ও কচ্ছপদ্বারা উদর পূরণ করে। শুক্ল পক্ষে ঐ জীব অধিক পরিমাণে ধৃত হয়, কিন্তু উহা তাহারা শুষ্ক বা লবণমিশ্রিত করিয়া রাখে না, এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চয় করে না। তাহারা জাল-দ্বারা বা টাঁটাদ্বারা মৎস্য ধৃত করিয়া থাকে। সমুদ্রোপরি গমনাগমন করিবার জন্য তাহারা শালতি ব্যবহার করে। উহা বৃক্ষের গুঁড়ি-দ্বারা নির্ম্মিত হয়। আন্দামানীদিগের পক্ষে ঐপদার্থ, অত্যাবশ্যক তাহাদিগের মৎস্য ধৃত করিবার প্রণালী অতিশয় সহজ। মৎস্য-শিকারীগণ উপরোক্তক্ষুদ্র তরিতে আরোহণ করিয়া লৌহফলবিশিষ্ট টাঁটা মৎস্যোপরি নিক্ষেপ করে, পরে মৎস্য আবদ্ধ হইলে উক্তলৌহফলক বংশদণ্ডহইতেপৃথক্ হইয়া যায়, কিন্তু ফলকের সহিত একটী সূত্র সংযুক্ত থাকায় আবদ্ধ মৎস্য অনায়াসে ধৃত হয়। তাহারা এমনি প্রবীণ সুচতুর যে তাহাদিগের লক্ষ্য প্রায় ব্যর্থ হয় না। অধিকন্তু তাহারা মধুমক্ষিকার মধুক্রম ভগ্ন করিয়া মধুসঙ্গ্রহ করত পান করিয়া থাকে। মোম সমস্ত ধনুকের জ্যায় লেপনার্থ এবং নৌকার ছিদ্র বোজাইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। মধুক্রম ভগ্ন করিবার সময় তাহারা বিশেষ কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা মধুমক্ষিকাদিগের প্রাণ নষ্ট না করিয়া, তাহারা এক প্রকার উদ্ভিজ্জ চর্ব্বণ করত তাহার সত্ব মুখ মধ্যে পূর্ণ করিয়া স্ফূত-কার-দ্বারা মক্ষিকাদিগের গাত্রে নিক্ষেপ করে। ঐ সত্ত্বের মাদকতা-শক্তি থাকায় মক্ষিকাগণ তৎপ্রভাবে মত্ত হইয়া প্রস্থান করে, এবং তাহাদের শত্রুরা অক্লেশে মধুক্রম সকল ভগ্ন করিতে সক্ষম হয়। কি পশু-মাংস, কি মৎস, কি ফলমূল, সমস্ত আহারীয় দ্রব্য তাহারা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া কিম্বা রন্ধন করিয়া ভোজন করে; অপক্ক বা অগ্নিসংস্কার ব্যতীত প্রায় কোন দ্রব্যই তাহারা আহার করে না।

আন্দামানীদিগের ধনসম্পত্তির মধ্যে শালতি এবং ধনুক সর্ব্ব প্রধান। সমুদ্রোপরি গমনাগমন করিবার জন্য উপরোক্ত নৌকা তাহাদের অত্যাবশ্যকীয়। ঐ তরি তাহাদিদের স্বহস্ত-নির্ম্মিত। এতদ্দেশীয় তালবৃক্ষের শালতি নির্ম্মান করিবার প্রণালীর অনুসারে তাহারা বৃক্ষের স্থূলাংশ গ্রহণ করত ঐ নৌকা প্রস্তুত করে; এবং তাহার সৌন্দর্য্য-সম্পাদনার্থ ইহার পার্শ্ব-দেশে চিত্র বিচিত্র করিয়া থাকে। ঐ নৌকাসকল অতিশয় অল্পকাল স্থায়ি। প্রস্তুত করিবার পর তাহারা যত্নের সহিত রক্ষা না করায়, এবং পার্শ্ব-দেশ সকল অত্যন্ত সুক্ষ্ম করায়, উহা অল্পকাল মধ্যে ভগ্ন হইয়া যায়। উহা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, বিংশতি ব্যক্তি উহাতে অনায়াসে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়; এবং ত্রিংশত ব্যক্তির আহারীয় দ্রব্য সামগ্রীতে পূর্ণ করিলে উহা ভারাক্রান্ত হইয়া জলমগ্ন হয় না। মৎস্য ও কূর্ম্ম ধরিবার নিমিত্ত তাহারা উহা সতত ব্যবহার করে। উহা ব্যতীত সমুদ্রোপরি গমনাগমন করিবার তাহাদিগের উপায়ান্তর নাই। ধনুর্বান নৌকায় লওয়া তাহাদিগের অতিশয় আবশ্যকীয়, উহাদ্বারা তাহারা বন্য পশ্বাদি ও মৎস্য কূর্ম্মাদি বধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। লৌহ কিম্বা প্রস্তরখণ্ড শরের অগ্রভাগে সংযুক্ত করিয়া উহা অতিশয় তীক্ষ্ণ করা হয়। এবং তাহারা শরনিক্ষেপে এরূপ চতুরতা ও নিপুণতা প্রকাশ করে যে তাহাদিগের সন্ধান প্রায় ব্যর্থ হয় না।

প্রস্তাবিত মনুষ্যদিগের ভাষা অতি গ্রাম্য ও অসভ্য। শব্দের অপ্রতুল জন্য ঐ ভাষা বিদেশীয় ব্যক্তি সহজে জ্ঞাত হইতে সক্ষম হয় না। অধিকন্তু ভাষায় গণনার অঙ্ক না থাকায়, আন্দামানীদিগের গণনীয় বস্তুর সংখ্যা কোনরূপ বোধগম্য হয় না। উক্ত ভাষা তাহাদিদের স্বজাতীয় দলেরমধ্যেও এত বিভিন্ন যে ক্ষুদ্র আন্দামান-দ্বীপ-নিবাসীরা দক্ষিণ আন্দামান-দ্বীপবাসিদিগের কথা বুঝিতে পারে না। লিখন তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। তাহারা অন্য ব্যক্তিকে লিখিতে দেখিলে চমৎকৃত ও বিস্ময়ান্বিত হয়, এবং লিখনদ্বারা মর্ম্মোদ্ঘাটন করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া অন্যের লেখা দর্শনে তাহারা হাস্য করে। প্রশ্ন করিলে তাহারা উহা পুনরুল্লেখ করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করে।

আন্দামানীরা অতিশয় সুচতুর। তাহাদিগের স্মরণশক্তি ন্যূন বলিয়া কোনরূপে প্রতীয়মান হয় না। ভিন্নদেশ বাসী ব্যক্তিগণ ঐ অসভ্যদিগকে যে নামোল্লেখ করিয়া আহ্বান করে, তাহা উহারা বিশিষ্টরূপে স্মরণ করিয়া রাখে। বহুদিনান্তর বন্ধু বান্ধবের সাক্ষাৎ হইলে তাহারা ক্রন্দনদ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। শত্রুর সহিত মিলন হইবার সময় উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরা নেত্র-নীরে প্লাবিত হইয়া যায়। কামিনীগণ সর্ব্বাগ্রেই ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে; পরে সকলে একত্রিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে। নৃত্য ও সঙ্গীত তাহাদিগের অতিশয় আদরনীয়। কোন আনন্দোৎসব উপস্থিত হইলে রমনীগণ প্রথমে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হয়; পুরুষ তদন্তর গান করিতে২ করতালি প্রদান করে। অবশেষ সকলে একত্র সমবেত হইয়া নৃত্য ও গান করিতে মত্ত হয়।